পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

ভীষ্ম পর্ব্ব।

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক পুনঃপ্রকাশিত।

"পূর্ব্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলা যন্ত্রের এক দিকে চারি বেদ ও অন্য দিকে এই ভারত সংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণ কালে ভারত সংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল, তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।"

মহাভারত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা,—বাণিকতলা [illegible] নং ১৪৯।

সম্বৎ ১৯৩১।

শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আকুল হইয়া বাষ্পজল বিসর্জন পূর্ব্বক ক্ষণ কাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর বিধানানুসারে শিবিরের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ভ্রাতৃনিধন শোকে অভিভূত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দেবদুষ্করকর্ম্মা পাণ্ডবদিগের কার্য্য শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে, মহৎ ভয় ও বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পুত্রগণের পরাভব সংবাদ শ্রবণ করিয়া, কি রূপ অবস্থা হইবে এই বলবতী চিন্তা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। মহাত্মা বিদুরের বাক্য স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইতেছে; তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দৈবযোগে তৎসমুদায়ই সেই রূপ দৃষ্ট হইতেছে। পাণ্ডুতনয়েরা সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরণধারী বীর পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়াও নভোমণ্ডলে তারাগণের ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। জানি না, তাহারা কি রূপ তপস্যা করিয়াছে এবং কি রূপ বর ও কি প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে; পাণ্ডবেরা যে বারংবার আমাদের সৈন্য সংহার করিতেছে, আমি তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। পাণ্ডবেরা যে রূপ বধার্হ, আমার পুত্রেরাও সেই রূপ; কিন্তু দৈব বশত আমাতেই এই নিদারুণ দণ্ড নিপতিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! তুমি এই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন কর। যেমন মনুষ্য ভুজবলে সন্তরণ

করিয়া মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি এই দুঃখের সীমা অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, পুত্ত্রগণের অতি দারুণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; মহাবীর ভীম তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিবে; এক্ষণে আমার পুত্ত্রগণকে রক্ষা করে এমন কাহারেও নিরীক্ষণ করিতেছি না। তাহারা নিশ্চয়ই রণস্থলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি ইহার উপযুক্ত কারণ কীর্ত্তন কর। দুর্য্যোধন স্বপক্ষদিগকে রণপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যে রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সুবলনন্দন শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও মহাবল বিকর্ণ আমার পুত্ত্রগণ সমরপরাঙ্মুখ হইলে কি রূপ কর্ত্তব্য ধারণ করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ কোন মন্ত্রকৃত বিষয়ের অনুষ্ঠান, মায়াজাল বিস্তার বা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতেছেন এবং যশোবাসনা পরবশ হইয়া জীবিকা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেও ধর্ম্মানুসারে হস্ত ক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ শ্রী সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ সমর হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। হে রাজন্! যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়; অতএব কেহই তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না; প্রত্যুত তাঁহারাই জয়যুক্ত হইবেন। আপনার পুত্ত্রেরা সতত পাপকর্ম্ম নিরত, দুরাত্মা, নিষ্ঠুর ও নীচকর্ম্মা; এই নিমিত্তই তাঁহারা যুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আপনার পুত্ত্রেরা নিতান্ত নীচের ন্যায় বারংবার পাণ্ডবগণকে পরাভব ও তাঁহা-

দিগের প্রতি ক্রূরাচরণ করিয়াছেন ; কিন্তু পাণ্ডবেরা আপনার পুত্ত্রগণের সেই সকল পাপানুষ্ঠান বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সহ্য করিয়াছিলেন ; তথাচ আপনার পুত্ত্রেরা তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করেন নাই। হে মহারাজ ! সেই সতত অনুষ্ঠিত পাপের মহাকাল ফল সদৃশ ভয়ানক ফল সমুপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে আপনি পুত্ত্র ও বান্ধবগণের সহিত উহা ভোগ করুন। বিদুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ প্রভৃতি বান্ধবগণ এবং আমি আমরা আপনারে বারংবার নিবারণ করিয়াছি ; তথাপি মন্দ ব্যক্তি যেমন হিতকর ঔষধ অগ্রাহ্য করে, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না ; প্রত্যুত আপনি পুত্ত্রগণের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগকে জিতপ্রায় বিবেচনা করিতেছেন।

হে মহারাজ ! পাণ্ডবগণ যে কারণে জয় লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এক দিন মহারাজ দুর্য্যোধন মহারথ ভ্রাতৃগণকে রণস্থলে পরাজিত দেখিয়া নিশা কালে শোকাকুলিত মনে পিতামহ সন্নিধানে গমন করিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, হে পিতামহ ! আপনি দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, ভগদত্ত এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত জীবিতনিরপেক্ষ কুলতনয়েরা ত্রিলোক সংহার করিতে সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না; এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে এবং পাণ্ডবগণ কাহারে আশ্রয় করিয়া পদে পদে আমাদিগকে পরাজয় করিতেছে ; এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমারে বারংবার বলিয়াছি; তথাপি তুমি তাহা কর নাই; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা উচিত হইতেছে, তাহা হইলেই তোমার ও পৃথিবীর মঙ্গল লাভ হইবে এবং তুমিও সুহৃদ্গণকে পরিতৃপ্ত ও বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিয়া ভ্রাতৃবর্গ সমভিব্যাহারে পরম সুখে পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে। আমি পূর্ব্বে তোমারে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ না করিয়া পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়াছ; এক্ষণে তাহারই প্রতিফল সমুপস্থিত হইয়াছে। আর তাহারা কি নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ বাসুদেব সতত পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় করে, এমন লোক ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না, হইবে না ও হয় নাই। মহর্ষিগণ আমার নিকট একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্ব কালে মহর্ষি ও সুরগণ সমবেত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মধ্যে পরম সুখে উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে অতি ভাস্বর রমণীয় এক বিমান নিরীক্ষণ করিলেন এবং ধ্যান দ্বারা সমস্ত বিদিত হইয়া হৃষ্ট মনে কৃতাঞ্জলিপুটে পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলে মহর্ষি এবং সুরগণও গগনমণ্ডলে সমুত্থিত বিমান অবলোকন করত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুরে বিধানানু-

সারে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিলেন, হে বাসুদেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি ও বিশ্বকৃসেন; আমি তোমারে পরম দেবতা বলিয়া স্বীকার করি। হে মহাদেব! তুমি বিশ্ব. তুমি লোকের হিতানুষ্ঠান নিরত, তুমি যোগাশ্বর, তুমি সকলের প্রভু, তুমি যোগপরায়ণ; হে অমর! হে পদ্মনাভ! হে বিশাললোচন! তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর; তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু; হে প্রিয়দর্শন! তুমি আত্মজের আত্মজ, তুমি অসংখ্য গুণের আধার, তুমি লোক সকলের পরম গতি; হে নারায়ণ! হে সার্ঙ্গধর! তোমার মহিমার পরিসীমা নাই, তুমি নিরাময়, তুমি লোকের কার্য্যসাধন তৎপর, তুমি মহোরগ ও মহাবরাহের আদি; হে পিঙ্গলকেশ! হে পিতাম্বর! তুমি দিক্ সকলের ঈশ্বর, তুমি বিশ্বনিকেতন, তুমি অমিত ও অব্যয়, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি অসংখ্যেয়, তুমি আত্মভাবজ্ঞ, তুমি গম্ভীর, তুমি কামদ, তুমি সতত সৎ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাক; হে অনন্ত! তুমি ব্রহ্মবিৎ, তুমি ভূতভাবন, তুমি কৃতকর্ম্মা, তুমি প্রজ্ঞাবান্, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি বিজয়ী, তুমি গূঢ়াত্মা, তুমি সর্ব্ব যোগাত্মা; হে লোকেশ! তুমি জগতের কারণ, তুমি সকল ভূত স্বরূপ, তুমি আত্মতত্ত্ব, তুমি স্বয়ম্ভু; হে মহাভাগ! তুমি প্রলয়কর্ত্তা, উৎপত্তির কারণ, মনোভাব ও ব্রাহ্মণের প্রিয়, তুমি সৃষ্টিসংহার নিরত; হে কামেশ! তুমি অমৃতসম্ভূত, তুমি সৎস্বভাব সম্পন্ন, তুমি যুগান্তকালীন অগ্নি; হে বিজয়প্রদ! তুমি প্রজাপতির পতি, তুমি মহাবল, তুমি মহাভূত, তুমি কর্ম্ম স্বরূপ, তুমি সর্ব্ব দাতা; তুমি জয়যুক্ত হও। ভগবতী বসুন্ধরা তোমার

চরণদ্বয়, দিক্ সমুদায় বাহু, গগনমণ্ডল মস্তক, আমি মূর্ত্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, তপ ও সত্য বল, ধর্ম্মকর্ম্ম আত্মজ, অগ্নি তেজ এবং সমীরণ নিশ্বাস। সলিলরাশি তোমার স্বেদ হইতে সম্ভূত হইয়াছে; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার শ্রবণযুগল, দেবী সরস্বতী জিহ্বা এবং বেদ সকল তোমারই সংস্কারনিষ্ঠ। তুমি এই জগতের আশ্রয়; তোমার কি পরিমাণ কি তেজ কি পরাক্রম কি বল কিছুরই ইয়ত্তা নাই। আমরা তোমার জন্ম অবগত নই; আমরা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তোমারে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। তুমি পরমেশ্বর ও মহেশ্বর; আমরা তোমারে সতত অর্চ্চনা করি। আমি তোমারই প্রসাদে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতি সমস্ত জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি দুঃখের অবসান করিয়া থাক, তুমি সর্ব্ব ভূতের গতি, তুমি সকলের নেতা এবং তুমিই জগতের আদি, দেবগণ তোমারই অনুগ্রহে সতত সুখে অবস্থান করিতেছেন। তোমারই অনুগ্রহে পৃথিবী নির্ভয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম সংস্থান, দানব দলন ও পৃথিবী ধারণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হও। হে বিভো! আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার অনুষ্ঠান কর; আমি তোমারই অনুগ্রহে পরম গুহ্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমিই আত্মার সাক্ষী, তুমি আত্মা স্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আত্মজ স্বরূপ প্রদ্যুম্ন ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছ; সকলে এই অনিরুদ্ধকে অব্যয় বিষ্ণু স্বরূপ বলিয়া অবগত আছেন; এই অনিরুদ্ধই আমারে লোকধারী ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি

করিয়াছেন ; অতএব আমিও তোমার স্বনির্ম্মিত আত্মদেহের স্বরূপ। এক্ষণে তুমি আপনারে ঐ রূপ ভাগে বিভক্ত করিয়া মানুষ কলেবর পরিগ্রহ কর। তুমি মনুষ্য লোকে সকলের সুখ সম্পাদনার্থ অসুর বধ, ধর্ম্ম স্থাপন ও যশোলাভ করিয়া পুনরায় স্ব স্থানে গমন করিবে। হে অমিতবিক্রম! দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তোমার সেই সকল নাম দ্বারা তোমারেই পরমাদ্ভুত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। ভূত সকল তোমাতে অবস্থান করিতেছে; ব্রাহ্মণগণ তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া তোমারেই অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অসীম ও সংসারের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

মহারাজ! অনন্তর ত্রিলোকপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মারে কহিলেন, হে তাত! আমি যোগবলে তোমার অভিলষিত সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছি; তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; এই বলিয়া তিনি তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও একান্ত কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া পিতামহ ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি যাঁহারে বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বাক্যে স্তব করিলেন, উনি কে? আমরা উহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবর্ষি গন্ধর্ব্বগণ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; যিনি সকলের পর, যিনি প্রভু, ব্রহ্ম ও পরম পদ; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন; আমি জগতের

হিতার্থ তাঁহারে প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, হে বিশ্বেশ! তুমি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর এবং অসুর সংহার করিবার নিমিত্ত অবনীতলে অবতীর্ণ হও। যে সমস্ত ঘোররূপ মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষস সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত নরের সহিত মানব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে সঞ্চরণ করিবে। অমরগণও পুরাতন ঋষি নর নারায়ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; তাঁহারা একত্র হইয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু মূঢ় লোকেরা তাঁহাদিগকে অবগত নয়। আমি তাঁহারই আত্মজ ও জগতের পতি। সেই সর্ব্ব লোকেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের অনুনেয়; তোমরা শঙ্খ চক্র গদাধর বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিও না। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম ও পরম যশ। তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত ও শাশ্বত; লোকে তাঁহারে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে কিন্তু কেহ জ্ঞাত নয়। বিশ্বকর্ম্মা ইহাঁরে পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব কি ইন্দ্রাদি দেবতা কি অসুরগণ কাহারই বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া হৃষীকেশকে মনুষ্য বলে, সেই মূঢ়মতি পুরুষাধম। যে ব্যক্তি সেই পরম কারণ পরমাত্মারে, মনুষ্যকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অবজ্ঞা করে, মানবগণ তাহারে তামস পুরুষ বলিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি সেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বাসুদেবকে বিদিত নয়, লোকে তাহারেও তামস পুরুষ বলিয়া

থাকে। সেই কিরীট কৌস্তুভধারী মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাত্মা বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয়। সকল লোকই এই রূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া সকল লোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর কৃষ্ণকে নমস্কার করিবে।

ভগবান্ কমলযোনি দেবর্ষিদিগকে এই রূপ কহিয়া সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব ভবনে গমন করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও অপ্সরা সকল ব্রহ্মার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সুরলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া এই রূপে বাসুদেবের গুণ গান করিতেছিলেন; আমি তাঁহাদিগেরই মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদও আমারে এই রূপ কহিয়াছেন। সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা তাঁহার আত্মজ, সেই ত্রিলোকীনাথ অব্যয় বাসুদেবের গুণগ্রাম অবগত হইয়া এবং তাঁহার বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহারে সৎকার না করিবে। হে বৎস! মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমারে ধন্বী বাসুদেব ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না বলিয়া বারংবার নিবারণ করিয়াছেন; কিন্তু তুমি মোহপরতন্ত্র হইয়া উহা অনুধাবন করিতেছ না, এক্ষণে তোমারে ক্রূর রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অজ্ঞানান্ধকারে একান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া আছ বলিয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। দেখ, কোন্ মনুষ্য নর ও নারায়ণের দ্বেষী হইতে সমর্থ হয়। তিনি নিত্য, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, শাস্তা, বিধাতা, লোকপাল ও নিশ্চল। সেই চরাচর পুরুষ হরি এই ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন;

তিনি যোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ বিবর্জ্জিত; অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও আত্মযোগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং তাঁহাদিগেরই জয় লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি পাণ্ডবগণকে সৎ পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করেন, তিনি সতত নির্ভয়ে কাল যাপন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তুমি যাঁহার কথা আমারে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শাশ্বত সর্ব্ব ভূতময় দেবতাই বাসুদেব নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। স্ব স্ব লক্ষণোপেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই সেবা ও সৎকার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলদেব দ্বাপরের অন্তে ও কলিযুগের আদিতে সাত্বত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারে গান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা প্রতিযুগে সমস্ত সুরলোক, সত্যলোক, সমুদ্র-গর্ভস্থিত পুরী এবং মনুষ্যের আবাসস্থান বারংবার সৃষ্টি করিতেছেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! সকল লোকে যাঁহারে মহাভূত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই বাসুদেব কোন্ স্থান হইতে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং কোথায় বা অবস্থান করিতেছেন? তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব মহাভূত ও সকল দেবতার দেবতা; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহারে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া

কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তিনি সমুদায় ভূত, ভূতাত্মা, মহাত্মা ও পুরুষোত্তম। সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ এই তিনটি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্ব তেজোময় পুরুষ যোগবলে সলিলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদ সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অগ্রে দেবতা, ঋষি ও লোক সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ, বরদ ও সর্ব্ব কামদাতা, তিনি কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি প্রথমত জগতের স্রষ্টারে সৃষ্টি করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় কল্পনা করিয়াছেন; তিনি সকল ভূতের অগ্রজ সঙ্কর্ষণ ও শেষ নাগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সকলে এই শেষ নাগকে অনন্ত বলিয়া বিদিত আছেন, ইনিই পর্ব্বত ও প্রাণিগণ সমাকীর্ণ ধরা ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানিগণ ধ্যানযোগে ইহাঁরে অবগত হইয়া মহাতেজা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাসুদেব ব্রহ্মারে বিনাশ করিতে উদ্যত, স্বীয় কর্ণেন্দ্রিয় সমুদ্ভব, ভয়ঙ্কর, ভীমকর্ম্মা, উগ্র বুদ্ধি সম্পন্ন মধু নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। দেব, দানব ও মনুষ্যেরা মধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বাসুদেবকে মধুসূদন ও মহর্ষিরা তাঁহারে জনার্দ্দন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। তিনি বরাহ, সিংহ ও বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; তিনি প্রাণিগণের পিতা মাতা ও দুঃখহর; তাঁহা ভিন্ন সর্ব্ব দুঃখসংহারক আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং চরণযুগল

হইতে শূদ্র উৎপাদন করিয়াছেন। তপোনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সকল দেহীর বিধাতা, ব্রহ্ম ও যোগ স্বরূপ কেশবকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অর্চ্চনা করিলে অবশ্যই মহৎ ফল প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ তাঁহারে পরম তেজ ও সর্ব্ব লোকপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাঁহারে আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া অবগত হইবে। কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়া থাকেন। যিনি শঙ্কা উপস্থিত হইলে কেশবের শরণাপন্ন হন এবং যিনি এই বিষয়টি পাঠ করেন, তাঁহার মঙ্গল ও সুখ লাভ হয়। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে মানবগণ কদাচ মুগ্ধ হয় না। হে মহারাজ! কেশব ভীত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায়।

মহারাজ! এক্ষণে ভগবান্ কমলযোনি যে রূপে বাসুদেবের স্তব করিয়াছিলেন এবং যাহা ভূমণ্ডলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। ভগবান্ নারদ বাসুদেবকে সাধ্য ও দেবগণের প্রভু, দেবদেবেশ্বর, লোকভাবন ও ভাবজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহারে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যজ্ঞের যজ্ঞ ও নারায়ণের চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামুনি বাদরায়ণি কহিয়াছেন, হে ভগবন্! তুমি ভূতগণের দেবদেব। পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে তোমারে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহারে সর্ব্ব-

ভূত স্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষি দেবল কহিয়াছেন, হে দেব ! অব্যক্ত বিষয় তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; ব্যক্ত বিষয় তোমার মনে অবস্থান করিতেছে। দেবগণ তোমার বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে নাথ ! তোমার মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; বাহুযুগল ধরাতল ধারণ করিতেছে এবং জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত আছে। তুমি সনাতন পুরুষ; মনুষ্যেরা তপপ্রভাবে তোমারে দেবতা বলিয়া বিদিত হইয়া থাকে। তুমি আত্মদর্শনতৃপ্ত মহর্ষি ও উদার প্রকৃতি সম্পন্ন সমরে অপরাঙ্মুখ রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি; এই বলিয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যোগীরা প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা ও স্তব করিয়া থাকেন।

হে বৎস ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় স্বরূপত কীর্ত্তন করিলাম; তুমি এক্ষণে তাঁহার প্রতি প্রীত হও।

হে রাজন্ ! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে কেশব ও পাণ্ডবদিগকে বহুমান করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, বৎস ! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অর্জ্জুন ও কেশবের সেই মাহাত্ম্য এবং যে নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যে কারণে কেহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম; আর মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করিলে। হে মহারাজ ! বাসুদেব পাণ্ডবদিগের প্রতি একান্ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব আমি তোমারে

বারংবার কহিতেছি, তুমি এক্ষণে তাঁহাদের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজ্য ভোগ কর। তুমি নর ও নারায়ণকে অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

এই বলিয়া ভীষ্মদেব তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বিদায় করিলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহারে প্রণিপাত পূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ ও ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ঊন সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত ও দিবাকর উদিত হইলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সমবেত, নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও জিগীষা পরবশ হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার কুমন্ত্রণানুসারে মকর ব্যূহ রচনা করিয়া প্রহৃষ্ট মনে নানা প্রকার অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই মকর ব্যূহের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবেরাও নিয়মানুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধ্বজ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলে রথী, পদাতি, হস্তী ও হস্তিপক সকল যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে সংগ্রামে উদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত দুর্ভেদ্য শ্যেন ব্যূহ রচনা করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখে, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নেত্র দ্বয়ে, সত্যবিক্রম সাত্যকি শিরোভাগে এবং

পার্থ গম্ভীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রুপদ আত্মজের সহিত এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষ, কৈকেয় তাহার দক্ষিণ পক্ষ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নকুল এবং সহদেবের সহিত উহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীম সম্মুখ দ্বারা মকর ব্যূহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবগণের ব্যূহিত সৈন্য বিমোহিত করিয়া মহাস্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে বিমোহিত দেখিয়া সত্বরে সহস্র শর দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন এমং ভীষ্মপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় সৈন্যগণের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর সৈন্য সংহার ও ভ্রাতৃবধ নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি নিরন্তর আমার হিতাভিলাষ করিয়া থাকেন। হীনবল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক; আমরা পিতামহ ভীষ্ম ও আপনারে আশ্রয় করিয়া অমরগণকেও পরাজয় করিতে বাসনা করি; এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করুন; আপনার মঙ্গল হইবে। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির সমক্ষে পাণ্ডবগণের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও দ্রোণাচার্য্যকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। এই রূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণ দশটি বাণ দ্বারা সাত্যকির জত্রু দেশ অনায়াসে বিদ্ধ

করিলেন। ইত্যবসরে ভীমসেন ক্রোধভরে তাহার হস্ত হইতে সাত্যকিরে রক্ষা করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর আত্মজগণ নিশিত শরনিকর দ্বারা ঐ সমস্ত উদ্যতায়ুধ বীরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রোষ কষায়িত লোচনে আগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং জলধরের ন্যায় গভীরনিস্বন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করত অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতপিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীরে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীত্ব স্মরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর প্রতি ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডী যুগান্ত কালীন অনলের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া ভীত মনে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যশোলাভ বাসনায় বিপুল বল সমুদায়ের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও জয় লাভার্থ একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া ধনঞ্জয়কে পুরস্কৃত করত ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। যেমন দানবদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ অসীম যশ ও জয় লাভার্থী কৌরব এবং পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

মহারাজ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ভীমসেন হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্ত্রগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্নে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রণস্থল হইতে গগনতল-স্পর্শী তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা রব এবং ভেরী ও শঙ্খের শব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত সমরাভিলাষী বীর পুরুষেরা বিজয় লাভার্থী হইয়া গোষ্ঠে বৃষভের ন্যায় পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিশিত শর প্রহারে বীরগণের মস্তক সকল অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে প্রস্তর বৃষ্টি হইতেছে। পরে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষধারী মস্তক সকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিয়াছে, নিরীক্ষিত হইতে লাগিল এবং কাহার উত্তমাঙ্গছিন্ন কবচমণ্ডিত দেহ, কাহার কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক, কাহার অলঙ্কৃত বাহুদণ্ড এবং কাহারও বা রক্তপ্রান্ত লোচন সনাথ শশিসঙ্কাশ মুখমণ্ডল দ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইল। বহুসংখ্যক গজবাজীর ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ জলদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ধূলিজাল ঘনমণ্ডলীর ন্যায় সমুত্থিত হইল; শস্ত্র সকল বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইতে লাগিল, আয়ুধধ্বনি মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় অনুভূত হইল। এবং রুধিরপ্রবাহ বারি-ধারার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম কালে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় কুঞ্জরগণ বাণবৃষ্টি দ্বারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া চীৎকার করত ঊর্দ্ধ শ্বাসে ধাবমান হইল। অতি তেজস্বী রোষাবিষ্ট ধীর প্রকৃতি সম্পন্ন বীরগণের তলধ্বনি প্রভাবে কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না; চতুর্দ্দিক্ শোণিতসমাচ্ছন্ন ও কবন্ধ সকল সমুত্থিত হইলে অন্যান্য ভূপালগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। অর্গলতুল্য ভুজযুগল সম্পন্ন বীরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ প্রহারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর সকল শরবিদ্ধ ও নিরঙ্কুশ হইয়া ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় অশ্বগণ আরোহী বিনষ্ট হইলে দশ দিকে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কোন কোন অশ্ব এক বার উত্থিত ও পর ক্ষণেই শরাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! ভীষ্মের সহিত ভীমের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে মস্তক, বাহু, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, ঊরু, চরণ ও কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণের রাশি পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে ধাবমান অশ্ব ও বিনিবৃত্ত মাতঙ্গ সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া গদা, অসি, প্রাস ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। কোন কোন সমর-নিপুণ বীর লৌহময় অর্গল সদৃশ বাহুযুগল দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মুষ্টি, জানু, তল ও কফোণি দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কখন পতিত কখন পীড়িত কখন

ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন। এই রূপে ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইলে রথী সকল রথচ্যুত হইয়া খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক কলিঙ্গ দেশীয় বীর পুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মকে পুরস্কৃত করত পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও বেগগামী যানে আরূঢ় হইয়া মহাবীর বৃকোদরকে বেষ্টন করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন।

এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করত ধাবমান হইলেন। তাঁহার পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের টঙ্কার শ্রবণ এবং ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। আমরা সিংহলাঙ্গূলভূষিত বহু বর্ণচিত্রিত, বানরলাঞ্ছিত আকাশে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায়, উত্থিত ধূমকেতুর ন্যায়, তাঁহার দিব্য ধ্বজ নিরীক্ষণ করিলাম; উহা কদাচ বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না। যোদ্ধাগণ নভোমণ্ডলে মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব শরাসন সন্দর্শন করিতে লাগিল। তিনি কৌরব সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অতি গভীর গর্জ্জন ও ঘোরতর তলশব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। যেমন প্রচণ্ড বায়ুপ্রেরিত ঘোর গর্জ্জনশীল সৌদামিনীমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী চারি দিকে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন চারি দিকে শর বর্ষণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন;

কিন্তু তিনি পূর্ব্ব কি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন, তাহা আমরা অস্ত্রবিমোহিত হইয়া কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। শ্রান্তবাহন হতাশ্ব হতচেতন যোদ্ধাগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া দুর্য্যোধনাদির সহিত পলায়ন করত ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথী সকল ভীত হইয়া রথ হইতে ও অশ্বারোহী সকল অশ্ব হইতে নিপতিত হইতে লাগিল এবং পদাতিগণ ভূতলে পতিত হইল। সৈন্য সকলে অশনি নির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ করত নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কলিঙ্গাধিপতি শীঘ্রগামী কাম্বোজ দেশীয় অশ্বগণে, রক্ষা কুশল বহু সহস্র গোপ বলে এবং মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গ দেশীয় ব্যক্তি সমূহে পরিবৃত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্য মনুষ্য ও ভূপালগণের সহিত সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অগ্রে করত রণ ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সৌবলকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া রথ ও বাহন সকল বিভাগ করত আপনার পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন মহামেঘ সদৃশ ধূলিজাল রথ, বারণ, অশ্ব ও পদাতি দ্বারা নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া যেন যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথভূয়িষ্ঠ বল সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ

ভীমসেনের সহিত, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতি শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত ও চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলেন। মৎস্যগণ মহারাজ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি গমন করিল। দ্রুপদ, চেকিতান ও সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থার সহিত সমাগত হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎ ও সুগভীর নির্ঘোষ সহকারে উল্কা সকল প্রাদুর্ভূত হইল। দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বায়ু প্রচণ্ড বেগে বাহিত ও অনবরত কর্কর বর্ষিত হইতে লাগিল। দিবাকর সৈন্যসমুত্থিত রেণু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে অন্তর্দ্ধান করিলেন। সমরোত্থিত ধূলিজাল দ্বারা প্রাণী সকল বিমোহিত হইল। বীরবাহুবিসৃষ্ট বর্ম্মভেদী শর সমূহের শব্দ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। নক্ষত্র মণ্ডলের ন্যায় শস্ত্র সকল বিমল প্রভা সম্পন্ন বীরগণের বাহুদণ্ড দ্বারা উত্তোলিত হইয়া গগনতল সুপ্রকাশিত করিল। সুবর্ণজাল সমলঙ্কৃত বিচিত্র গোচর্ম্ম সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। শরীর ও মস্তক সকল দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য খড়্গ দ্বারা নিকৃত্ত ও চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল। রথের চক্র ভগ্ন, হস্ত সমুদায় ছিন্ন ও অশ্ব সকল বিনষ্ট হইলে মহারথ সকল ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কতক গুলি অশ্ব শস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; কোন স্থলে রথী সকল

বিনষ্ট হইলে রথ সমুদায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে বদ্ধযোক্ত্র অশ্বগণ শরাহত ও ভিন্ন দেহ হইয়া যুগকাষ্ঠ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে মহা-বেগ সম্পন্ন এক মাত্র শর দ্বারা রথী, সারথী ও অশ্ব বিনষ্ট হইল। উভয় সৈন্য পরস্পর মিলিত হইলে করিগণ অন্য হস্তীদিগের মদগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নাসিকা দ্বারা সমীরণ গ্রহণ করিতে লাগিল; নারাচনিহত গজ সমুদায় তোরণ ও মহামাত্রের সহিত নিপতিত হইয়া রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিল; কতক গুলি হস্তী পরিচালিত অন্য উৎকৃষ্ট হস্তী দ্বারা পরা-জিত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইল। কোন স্থলে করিগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথের যুগন্ধর সকল ভগ্ন করিল এবং রথাদিগকে বৃক্ষশাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। করিযূথ পরস্পর সংসক্ত রথ সমূহ আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেমন অন্যান্য করিকুল সরোবরে পরস্পর সংসক্ত নলিনীজাল আকর্ষণ করিয়া শোভা পায়, তখন সেই সকল করিবর তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপে ঐ সংগ্রামভূমি সাদী, পদাতি ও সমুন্নত ধ্বজ মহারথগণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

দ্বি সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর শিখণ্ডী মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত সমবেত হইয়া দুর্জ্জয় ভীষ্মের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য ভূপালগণের অভিমুখে গমন করিলেন। ভীমসেন অমাত্য ও বন্ধুবর্গ সমবেত

সৈন্ধব, মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য ভূপালগণের সন্নিহিত হইলেন। সহদেব মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জয় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের নিকট গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া নাগবলে গমন করিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য মাদ্রীতনয় নকুল ত্রিগর্ত্ত গণের মহারথদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাল্ব ও কৈকেয়দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণের রথ সৈন্য সন্নিধানে উপনীত হইলেন। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাতিশয় তাপিত করিলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। হেমচিত্রিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, পতাকা সম্পন্ন রথ সকল রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। জিগীষাপরবশ সমবেত বীর পুরুষেরা গর্জ্জনশীল সিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আমরা সেই নিদারুণ কুরু সৃঞ্জয়গণের সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; চতুর্দ্দিক্ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে কি দিক্ কি বিদ্দিক্ কি আকাশ কি সূর্য্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বিমলাগ্রভাগ শক্তির, নিক্ষিপ্ত তোমরের ও নিশিত খড়্গের নীলোৎপল তুল্য প্রভায় এবং বিচিত্র কবচের ও ভূষণের কান্তিতে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। ভূপালগণের চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা সম্পন্ন দেহে রণস্থল

সুশোভিত হইয়া উঠিল। রথারূঢ় প্রধান প্রধান বীর সকল রণস্থলে উপস্থিত হইয়া নভোমণ্ডলের গ্রহের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণ সমক্ষে ভীমসেনকে নিবারণ পূর্ব্বক রুক্মপুঙ্খ, শিলাশিত, তৈলধৌত, সুতীক্ষ্ণ শরজাল পরিত্যাগ করিয়া তাহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম ক্রুদ্ধ আশীবিষ সঙ্কাশ মহাবেগ সম্পন্ন এক শক্তি ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই সুবর্ণ দণ্ড মণ্ডিত নিতান্ত দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিশিত ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ড করিলেন। তখন সাত্যকি ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়া আকর্ণ সমাকৃষ্ট সুতীক্ষ্ণ অতি বেগশালী বহুসংখ্যক শর দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম পরম দারুণ সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিয়া সাত্যকির রথ হইতে সারথিরে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিহত হইলে মনোমারুতগামী তুরঙ্গমগণ ইতস্তত ধাবমান হইল; তখন সৈন্যেরা কোলাহল করিতে লাগিল; পাণ্ডবেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর, যুযুধানের রথের প্রতি এই রূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এই অবসরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনা সংহার করিলেন; সোমক ও পাঞ্চাল সেনা সকল দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভূপালবর্গের সহিত দুর্য্যোধনসেনা বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব

পক্ষীয় বীরেরাও তাঁহারদিগের প্রতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রি সপ্ততিতম অধ্যায় ।

হে রাজন্! অনন্তর বিরাট তিনটি বাণ দ্বারা মহারথ ভীষ্মকে এবং আর তিনটি বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে ক্ষিপ্রহস্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন। দৃঢ়হস্ত অশ্বত্থামা দশ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষ স্থলে আঘাত করিলে অর্জ্জুন তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ দ্বারা তাঁহারে আহত করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকৃত কার্ম্মুকচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নবতি শরে অর্জ্জুনকে ও সপ্ততি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস সহকারে বারংবার চিন্তা করত বাম কর দ্বারা গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শাণিত জীবনান্তকর অতি ভয়ঙ্কর শর সমূহে অশ্বত্থামারে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শরজাল অশ্বত্থামার বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিহ্বল না হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ ও ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৌরবগণ তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্য হইতে প্রয়োগ সংহারের সহিত দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ

করিতে লাগিলেন। ইনি আমার আচার্য্যের প্রিয় পুত্র ও আমার পূজনীয়, বিশেষত ব্রাহ্মণ; শত্রুতাপন অর্জ্জুন এই রূপ বিবেচনা করিয়া অশ্বত্থামারে কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে কৌরব সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত দশ শরে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। ভীমও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রাণান্তকর বিচিত্র কার্ম্মুক ও নিশিত শর সকল গ্রহণ করিলেন এবং অবিচলিত চিত্তে মহাবেগশালী ও তেজ সম্পন্ন শরনিকর কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার বক্ষস্থলে কাঞ্চনসূত্রগ্রথিত মণি শরজালে পরিবৃত হইয়া গ্রহগণ পরিবেষ্টিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন মাতঙ্গ তলশব্দ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ দুর্য্যোধন মাতঙ্গের ন্যায় ভীমসেনের তলশব্দ সহ্য করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত শিলাশিত শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে সেই দেব তুল্য বীর দ্বয় পরস্পর ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ তুল্য অভিমন্যু নিশিত শরজালে চিত্রসেনকে, সাত বাণে পুরুমিত্রকে এবং অন্য সাত শরে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আমাদের মনে সাতিশয় ক্লেশ সঞ্চার হইল। পরে চিত্রসেন দশ শরে, সত্যব্রত নয় শরে এবং পুরুমিত্র সাত শরে অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল।

তখন তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ বিচিত্র শরাসন ছেদন এবং তাঁহার বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাজকুমার সকল রোষাবিষ্ট ও সমবেত হইয়া শাণিত শরনিকর দ্বারা অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রবেত্তা অভিমন্যুও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহাবীর সকল অভিমন্যুর এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে প্রবল হুতাশন তৃণ সকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু কৌরব সেনা বিনাশ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর এই রূপ কার্য্য নয়নগোচর করিয়া অবিলম্বে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যুও নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয় বাণে শুভ লক্ষণ সম্পন্ন লক্ষ্মণ ও তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণও শাণিত শরনিকর দ্বারা সৌভদ্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অভিমন্যু লক্ষ্মণের চারি অশ্ব ও সারথিরে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সেই হতাশ্ব রথে অবস্থান করিয়াই অভিমন্যুর রথোপরি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তীক্ষ্ন শর দ্বারা সেই ঘোররূপ অজগর সদৃশ দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে লক্ষ্মণকে স্ব রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। এই রূপে সেই ভীষণ সমর আকুল হইয়া উঠিলে বীর পুরুষেরা পরস্পর সংহারে উদ্যত হইয়া ধাবমান

হইলেন। আপনার পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ সকল জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রাণ নাশ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ, বিমুক্তকেশপাশ, শূন্যকবচ, ছিন্নকার্ম্মুক ও বিরথ হইয়া কৌরবদিগের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া ক্রোধভরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তখন নিহত আরোহী, গজ, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও সাদী সকল নিপতিত হইলে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর সমরপ্রিয় সাত্যকি ভারসহ শরাসন আকর্ষণ করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক পুঙ্খসংযুক্ত আশীবিষ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন কার্ম্মুক আস্ফালন,কখন শর প্রয়োগ, কখন অন্য শর গ্রহণ ও সন্ধান, কখন বা উহা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার রূপ বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিরে স্বীয় সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে দশ সহস্র রথী প্রেরণ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দারুণ কার্য্য সমাধান করিয়া ভূরিশ্রবারে আক্রমণ করিলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে কৌরব সেনাগণ নিহত করিতে দেখিয়া ইতি পূর্ব্বে ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ কার্ম্মুক আস্ফালন করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক আশীবিষ সদৃশ বজ্রসঙ্কাশ শরনিকর পরিত্যাগ

করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকির অনুযায়ী বীর সকল সেই মৃত্যুসমস্পর্শ শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমন্তাৎ ধাবমান হইল।

অনন্তর সাত্যকির মহারথ দশ পুত্র বিচিত্র বর্ম্ম, ধ্বজ ও আয়ুধে শোভিত হইয়া মহারথ ভূরিশ্রবার নিকট গমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, হে কৌরবদায়াদ! এস, তুমি আমাদের এক এক জন বা এক কালে সকলের সহিত যুদ্ধ কর। হয়, তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়া যশস্বী হইবে; না হয়, আমরা তোমারে পরাজয় করিয়া প্রীতি লাভ করিব। তখন ভূরিশ্রবা কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা আস্ফালন করিয়া যে কথা কহিতেছ, তাহা উত্তম; এক্ষণে তোমরা সমবেত হইয়া পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধ কর; আমি তোমাদিগকে বিনাশ করিব; তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর বীরগণ ভূরিশ্রবার প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা একাকী হইয়াও সমবেত বহু বীরের সহিত অপরাহ্নে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যেমন বর্ষাকালীন জলদজাল মহাশৈলের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বীরগণ সেই একমাত্র ভূরিশ্রবার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা যমদণ্ড তুল্য অশনি নির্ঘোষ সদৃশ শব্দায়মান শর সকল উপস্থিত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীরগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিবার উপক্রম করিবামাত্র ভূরিশ্রবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুবিধ শর দ্বারা শরাসন ছেদন করত তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। তখন তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। বীরবর সাত্যকি

পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয়ে রথ দ্বারা উভয়ের রথ নিপীড়িত, ভগ্ন ও অশ্ব সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; পরে বিরথ হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। এই অবসরে ভীমসেন সত্বরে তথায় আগমন করিয়া নিস্ত্রিংশধারী সাত্যকিরে স্ব রথে আরোপিত করিলেন; এ দিকে মহারাজ দুর্য্যোধনও সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে ভূরিশ্রবারে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেও অর্জ্জুন সত্বর হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন পতঙ্গেরা অনল-শয্যায় নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত মহারথ-গণ অর্জ্জুন বিনাশার্থ রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিবামাত্র বিনষ্ট হইলেন। তখন মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে বেষ্টন করিয়া রহি-লেন। এ দিকে দিবাকর তিরোহিত হইলেন; সৈন্য সকল অন্ধকারে আবৃত হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অবহার করিলেন। বাহন সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হও-য়াতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রতি-গমন করিলেন।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ রজনী প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। রথ সমুদায় যোজিত, হস্তী সকল সুসজ্জিত এবং পদাতি ও অশ্ব সমুদায় বর্ম্মিত ও উভয় পক্ষে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাবাহো! অবিলম্বে অরাতিকুল হৃদয় তাপন মকর ব্যূহ প্রস্তুত কর।

মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদায় রথিগণকে উক্ত ব্যূহের যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইতে আদেশ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ ও ধনঞ্জয় ঐ ব্যূহের মস্তক, নকুল ও সহদেব উহার চক্ষু ও মহাবল ভীমসেন উহার মুখ হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ ঐ ব্যূহের গ্রীবায়, বাহিনীপতি বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে, কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা উহার বাম পার্শ্বে, নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু ও চেকিতান উহার দক্ষিণ পার্শ্বে, মহারথ কুন্তিরাজ শতানীক অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে উহার পাদদ্বয়ে এবং সোমকগণ সমবেত শিখণ্ডী ও ইরাবান্ উহার পুচ্ছে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! যুদ্ধার্থী, বর্ম্মিতকলেবর পাণ্ডবগণ সূর্য্যোদয় সময়ে সেই মহাব্যূহ ব্যূহিত এবং ধ্বজ, ছত্র ও নির্ম্মল নিশিত শস্ত্র সমুদায় উন্নত করিয়া প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় পাণ্ডব সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কৌরব

সৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চ ব্যূহে ব্যূহিত করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই ব্যূহের তুণ্ডে, অশ্বত্থামা ও কৃপ উহার নয়ন দ্বয়ে, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ ও বাহ্লিকগণ সমভিব্যাহারে উহার মস্তকে, মহাবীর শূরসেন ও দুর্য্যোধন বহু সংখ্যক ভূপতি সমভিব্যাহারে উহার গ্রীবায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয় দেশীয় অসংখ্য সেনা সমভিব্যাহারে উহার বক্ষ স্থলে, প্রস্থলাধিপতি সুষেণ স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষে, তুষার, যবন, শক ও চূলিকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষে এবং শ্রুতায়ু, শতায়ু ও সৌমদত্তি পরস্পরকে রক্ষা করত উহার জঘনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সমর হইতে লাগিল। নাগ সমুদায় রথীদিগের প্রতি, রথিগণ নাগ সকলের প্রতি, অশ্বগণ অশ্বারোহিগণের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথী সকলের, অশ্ব সকলের ও হস্তী সকলের প্রতি, রথিগণ হস্ত্যারোহীদিগের প্রতি ও হস্ত্যারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবমান হইল। পদাতিগণ সমবেত রথী ও অশ্বারোহিগণ পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবী সেনা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডল বিভূষিত যামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কৌরব সেনাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গ্রহমণ্ডলাবৃত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন পরাক্রমশালী বৃকোদর দ্রোণাচার্য্যকে অবলোকন

করিয়া মহাবেগগামী অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের মর্ম্ম লক্ষ্য করত নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল ভীমসেন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথিরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অশ্বগণকে ধারণ করিয়া পাবকের তূলরাশি দহনের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কৈকেয়গণ দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক দৃঢ়তর আহত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরব সৈন্যগণও ভীমার্জ্জুন-বাণে পরিক্ষত হইয়া মদমত্ত বরাঙ্গনার ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই ক্ষত বিক্ষত হইল এবং উভয় পক্ষেই ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকেই এক স্থানে অবস্থান করিয়া সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদের সৈন্য বহুসংখ্যক; ব্যূহও যথা শাস্ত্র বিনির্ম্মিত হইয়াছিল; উহা ঈষৎ বৃত্ত ও আয়ত। আমাদিগের সৈন্যগণ প্রগল্‌ভ, আমাদের প্রতি অনু-রক্ত, বিনত, ব্যসন শূন্য ও দৃঢ়বিক্রম। উহাদের মধ্যে কেহই অতিবৃদ্ধ বা বালক, অতিকৃশ ও অতি পীবর নয়; দৃঢ়গাত্র, বর্ম্মিত, বহুশস্ত্রজ্ঞ, অসিযুদ্ধে, বাহুযুদ্ধে ও গদাযুদ্ধে পারদর্শী; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি ও মুষলে

সুশিক্ষিত ; সমুদায় শস্ত্রগ্রহণ বিদ্যায় সুনিপুণ এবং আরোহণ, অবরোহণ, সরণ, বিরল প্লুত, সম্যক্ প্রহার, যান ও ব্যপযানে বিশেষ পারগ। আমরা উহাদের নাগ, অশ্ব ও রথ গমনে পরীক্ষা করিয়াই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছি ; গোষ্ঠী, উপকার, সম্বন্ধ, সৌহার্দ্দ বা কুলমর্য্যদা নিবন্ধন নিযুক্ত হয় নাই। উহারা আর্য্যবংশোদ্ভব ও সমৃদ্ধ ; উহাদিগের বান্ধবগণ সতত পরিতোষিত ও সংকৃত হইয়া থাকে ; উহারা সকলেই সাতিশয় উপকারী, যশস্বী, মনস্বী, মুখ্যকর্ম্মা, সত্বর, লোকপাল সদৃশ লোকবিশ্রুত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পালিত, লোকসম্মত, স্বেচ্ছানুসারে আমাদের সমীপে সমাগত এবং সানুচর সবল ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। ঐ পরিপূর্ণ মহোদধি তুল্য প্রভূত সৈন্য রথ ও রাজমাতঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণে সংবৃত ; গদা, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে সমাকুল ; বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নে সুশোভিত ; সাগর সদৃশ গর্জ্জমান এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, বাহ্লিক প্রভৃতি মহাত্মা বলবান্ বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত।

হে সঞ্জয়! আমাদের পক্ষ সৈন্যগণ ঈদৃশ হইয়াও যে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল, ইহা কেবল জন্মান্তরীণ অদৃষ্টের ফল। কি মহাভাগ পুরাতন ঋষিগণ কি মানবগণ কেহই ঈদৃশ উদ্যোগ দর্শন করেন নাই। আমাদের এতাদৃশ বল সমুদায় যে সংগ্রামে অনায়াসে নিহত হইতেছে, কেবল অদৃষ্টই তাহার কারণ। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমার সমুদায় বিষয়ই বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে

এই বিপদের কথা বলিয়াছিলেন; দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্য গ্রহণ করে নাই। সেই সর্ব্বজ্ঞ ক্ষত্তা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদায়ই ঘটিতেছে; অথবা বিধাতা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, কদাপি তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আপনার দোষেই এই মহাবিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আপনি যে সমুদায় ধর্ম্মসঙ্কর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। হে ভূপাল! পূর্ব্বে আপনার দোষে দ্যূত ক্রীড়া হইয়াছিল; এক্ষণেও আপনার দোষে এই সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনিই অধুনা স্বীয় পাপানুষ্ঠানের ফল ভোগ করুন। লোকে স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ইহকালে হউক, আর পরকালেই হউক, স্বয়ংই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি এই ব্যসন সময়ে স্থিরচিত্ত হইয়া যুদ্ধের বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর দ্বারা ভীষ্মরক্ষিত মহাসৈন্য ভেদ করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুঃসহ, দুর্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ দুর্য্যোধনাত্মজগণকে অবলোকন করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে উহার জীবন সংহার করিব। দুর্য্যোধনের অনুজগণ এই রূপ স্থির

করিয়া ভীমসেনকে পরিবৃত করিলে মহাবীর বৃকোদর ক্রূর মহাগ্রহ সমুদায়ে পরিবৃত প্রলয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন ঐ মহাবীর ব্যূহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবাসুর-যুদ্ধে দানবদল সম্মুখীন পুরন্দরের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন সর্ব্বশস্ত্রে সুশিক্ষিত সহস্র সহস্র রথী ঘোরতর শর-নিকর সমুদ্যত করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিল। মহাবীর ভীমসেন মহারাজের পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরব-দিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রগণ তাঁহারে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোদ্ধাগণকে সংহার করিবার বাসনায় গদা হস্তে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যকে নিধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে মহাবীর বৃকোদর কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং মহতী কৌরব সেনা নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের শূন্য রথ সমীপে গমন ও তাঁহার সারথি বিশোককে অবলোকন করিয়া দুঃখিত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্প গদগদ বচনে কহিলেন, সূত! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভীমসেন কোথায়? তখন ভীমসারথি বিশোক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন আমারে এই স্থানে রাখিয়া একাকী কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। গমন কালে আমারে কহিয়াছেন, হে বিশোক! তুমি অশ্বগণকে স্থগিত

করিয়া ক্ষণ কাল এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমার আগমন প্রতীক্ষা কর ; কৌরবগণ আমারে নিধন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে ; অতএব আমি মুহূর্ত্তমধ্যেই উহাদিগকে সংহার করিয়া আসিতেছি। হে মহাশয় ! ভীমসেন এই কথা বলিয়া গদা হস্তে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাহারা তাঁহারে দেখিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই কৌরবগণের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোকের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে কহিলেন, হে সূত ! রণস্থলে ভীমসেনকে পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের সহিত স্নেহভাব পরিহার করিয়া আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি ? ভীম ও আমি একত্র কৌরবগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতেছিলাম ; এক্ষণে যদি আমি তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমারে কি বলিবেন ? দেখ, যে ব্যক্তি আপনার সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আমার সখা, আত্মীয় ও ভক্ত ; আমিও তাঁহারে অসাধারণ ভক্তি করিয়া থাকি ; অতএব মহাবীর বৃকোদর যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া, সুররাজ পুরন্দর যেমন দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শত্রু পক্ষীয় সৈন্যগণকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।

হে মহারাজ ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া গদাপ্রমথিত গজযূথে চিহ্নিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে

গমন করত দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর শত্রুসৈন্যগণকে নিধন পূর্ব্বক ভূপগণকে বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন। এ দিকে রথী, অশ্বারোহী, পদাতি ও হস্তিগণ বিচিত্র যোধী ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বর করিতে লাগিল; এই রূপ কৌরব সৈন্যমধ্যে হাহাকার সমুত্থিত হইল। তখন অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ বীরগণ নির্ভয় চিত্তে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভয়ঙ্কর সৈন্য সমুদায় একত্র হইয়া অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া, মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বরে সেই শরবিক্ষতাঙ্গ, পদাতি, ক্রোধবিষোদ্গারী পাণ্ডুতনয়কে সমাশ্বাসিত করত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহারে স্বীয় রথে আরোপণ পূর্ব্বক নিঃশল্য করিয়া শত্রুগণ সমক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সহসা সেই সংগ্রামস্থলে স্বীয় ভ্রাতৃগণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৌরবগণ! এই দুরাত্মা দ্রুপদতনয় ভীমসেনের সহিত সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছে; চল, আমরা সকলে একত্র গমন করিয়া তাহারে সংহার করি।

হে মহারাজ! তখন আপনার তনয়গণ জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া দ্রুপদতনয়কে সংহার করিবার মানসে বিচিত্র শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যানির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত করত যুগক্ষয় কালীন কেতুগণের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি শরনিকর

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরে সমন্তাৎ আহত হইয়া ও তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং ক্রোধান্বিত চিত্তে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর সংমোহন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর দ্রুপদতনয়ের সংমোহন শরপ্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য কৌরবগণ তাহাদিগকে কাল-প্রাপ্তের ন্যায় বিসংজ্ঞ ও বিমোহিত দেখিয়া রথ, অশ্ব ও নাগ সমুদায় সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় অস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণ দ্রুপদের সম্মুখীন হইয়া অতি দারুণ তিনি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণের শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পূর্ব্ব-তন বৈর স্মরণ পূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এই রূপে দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ তাঁহার শঙ্খধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। এমন সময় মহাবীর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাস্ত্রপ্রভাবে বিমোহিত হইয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র দ্রোণাচার্য্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের সমীপে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন অবলীলাক্রমে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেছেন, আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রুপদতনয় নিক্ষিপ্ত প্রমোহনাস্ত্র বিনাশ করিলেন। অস্ত্র বিনষ্ট হইবামাত্র ধার্ত্ত-

রাষ্ট্রগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে গমন কর; সৌভদ্র প্রভৃতি দ্বাদশ বীর উঁহাদের সমাচার আনয়ন করুন; ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদ অবগত না হইলে আমার মন স্থির হইতেছে না। তখন সেই পুরুষাভিমানী বিক্রমশালী বীরগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র, যে আজ্ঞা বলিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী সেনা সমবেত কৈকেয় সমুদায়, দ্রৌপদী-তনয়গণ ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু অভিমন্যুরে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কৌরবদিগের রথসৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। ভীমভয়াবিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নশর বিমোহিত কৌরব সৈন্যগণ সেই অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পথিস্থিত প্রমদার ন্যায় মূর্চ্ছাপন্ন হইল।

অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণ সুবর্ণবিনির্ম্মিত ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনের সমীপে ধাবমান হইলেন; তৎকালে তাঁহারা শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিতেছিলেন; অভিমন্যু প্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চালতনয় সহসা দ্রোণাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র গণের বিনাশে ক্ষান্ত হইলেন এবং সত্বরে ভীমসেনকে কেকয়রাজের রথে সমারোপিত করিয়া স্বয়ং ক্রুদ্ধ চিত্তে দ্রোণাভিমুখে গমন

করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনহিতার্থী কৃতজ্ঞ প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদতনয়কে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে ভল্ল দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিলেন। অরাতিকুল নিপাতন মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষণমধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব ও নিশিত ভল্ল দ্বারা সারথিরে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অশ্ব বিহীন রথ হইতে সত্বরে অবরোহণ করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্যগণ দ্রোণের শরে আহত হইয়া ভীম ও দ্রুপদতনয়ের সমক্ষেই কম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ সেই অমিততেজা দ্রোণ কর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। উহারা দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে তদবস্থ ও দ্রোণাচার্য্যকে ক্রুদ্ধ চিত্তে শত্রুসৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইল; যোদ্ধাগণ সাধু সাধু বলিয়া দ্রোণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন মোহবিমুক্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রামস্থলে আগমন পূর্ব্বক ভীমের উপর শর বর্ষণ করিতে

আরম্ভ করিলে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একত্র হইয়া ভীমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন আপনার রথ প্রাপ্ত হইয়া সত্বরে তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পরে নরান্তকারী বিচিত্র শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের মর্ম্মে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন এই রূপে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দৃঢ় আহত হইয়া ক্রোধসংরক্ত নয়নে মহাবেগে স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ষণ পূর্ব্বক তিন বাণে দুর্য্যোধনের বাহু দ্বয় ও বক্ষ স্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের শরে তাদৃশ আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের অনুজগণ ভীম ও দুর্য্যোধনকে পরস্পর প্রহার করিতে দেখিয়া আপনাদের পূর্ব্ব মন্ত্রণা স্মরণ করিয়া ভীমসেনকে নিগ্রহ করিবার মানসে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে অবরোধ করিতে উপক্রম করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই সমুদায় বীরকে সমাগত দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গজকুলের প্রতি ধাবমান মহাগজের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ মহাবেগগামী বহুবিধ শরে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত ভীমসেনের অনুগামী অভিমন্যুপ্রমুখ দ্বাদশ মহারথ আপনাদিগের সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিয়া মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে

মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই সূর্য্যাগ্নি সদৃশ তেজ সম্পন্ন, সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল রথস্থ শূরগণকে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, ইহাও ভীমসেনের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

মহাবীর অভিমন্যু ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনপ্রমুখ মহারথগণ আপনাদের সৈন্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া শরাসন গ্রহণ ও বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ দিন অপরাহ্নে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ মহাসমর আরম্ভ করিল। মহাবীর অভিমন্যু বিকর্ণের সমুদায় অশ্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা দুই ভ্রাতা এক রথস্থ হইলে মহাবীর অভিমন্যু তাহাদের উভয়কেই শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ অয়োময় পাঁচ বাণ দ্বারা অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু সুমেরু সদৃশ, মহাবীর অর্জ্জুনকুমার তাহাতে বিকম্পিত হইলেন না।

এ দিকে মহাবল দুঃশাসন কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীতনয়গণ ক্রোধান্বিত চিত্তে দুর্য্যোধনের উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলে

দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রত্যেককে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণের শরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরসিক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতু বিমিশ্রিত প্রস্রবণ যুক্ত গিরির ন্যায় শোভমান হইলেন।

এ দিকে পশুপালক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডব সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণ দিকের সৈন্য হইতে শত্রুনিধন প্রবৃত্ত পার্থের গাণ্ডীবনির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ সমুত্থিত হইল। যোধগণ রথরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া রণনিহত নর, হস্তী ও অশ্বগণের রুধির জলে পরিপূর্ণ, শরনিকররূপ আবর্ত্তে আকুল, গজরূপ দ্বীপে আকীর্ণ ও অশ্বরূপ ঊর্ম্মি সমূহে তরঙ্গিত, দুস্তর সেনাসাগর পার হইতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে সহস্র সহস্র বীর পুরুষ ছিন্নহস্ত, হীনকবচ, ছিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন, নয়নগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত নিহত মত্ত মাতঙ্গ সমুদায় নিপতিত হওয়াতে রণস্থল পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ অসংখ্য বীরবিনাশকারী ঘোর সমরে কি কৌরব কি পাণ্ডব, কোন পক্ষের কোন যোদ্ধাই পরাঙ্মুখ হন নাই। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পক্ষীয় বীর পুরুষেরা যুদ্ধে জয় ও মহৎ যশ লাভের প্রত্যাশায় পাণ্ডবদিগের বীরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে রণদুর্ম্মদ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রধান শত্রু দুর্য্যোধনকে সমাগত দেখিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে গান্ধারীতনয় ! আমি বহু দিন অবধি যে সময় প্রতীক্ষা করিয়া আছি, অদ্য সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে ; যদি তুমি রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই আজি তোমারে সংহার করিয়া কুন্তীর দুঃখ, আমাদের বনবাস ক্লেশ ও দ্রৌপদীর দুঃসহ যন্ত্রণা প্রশমিত করিব। তুমি পূর্ব্বে দর্প সহকারে পাণ্ডবগণের যে অবমাননা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই পাপের ফল ভোগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে কর্ণ ও শকুনির মতানুসারে পাণ্ডবগণের বল বিক্রম চিন্তা না করিয়া যে যথেচ্ছাচার করিয়াছিলে, বাসুদেব সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাঁহার যে অপমান করিয়াছিলে এবং হৃষ্ট চিত্তে উলূক দূত দ্বারা আমাদিগের নিকট যে সংগ্রামাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই অপরাধে আজি তোমারে সবান্ধবে সংহার করিব ; আর তুমি পূর্ব্বের অন্যান্য যে সকল অনিষ্ট করিয়াছ, তাহারও প্রতিবিধান করিব।

মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া শরাসন আকর্ষণ এবং মহাশনি ও প্রজ্বলিত হুতাশন তুল্য অজিহ্মগ ঘোরতর ষট্‌ত্রিংশৎ বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ; পরে দুই শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দুই শরে

তাঁহার সারথিরে ও চারি শরে অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক অন্য শর দ্বয়ে তাঁহার ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নিশিত শর ত্রয় নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের নানা রত্ন ভূষিত ধ্বজ ভীমশরে ছিন্ন হইয়া বারিদ-বিনিঃসৃত বিদ্যুতের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল; সমুদায় ভূপতিগণ সেই সূর্য্য সদৃশ প্রজ্বলিত ছিন্ন মণিময় নাগধ্বজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন এই রূপে কুরুরাজের ধ্বজ ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বহু-সংখ্যক বীর সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাবীর কৃপাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ অমিততেজা দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ভীমসেনের ভীষণ শরে সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর জয়দ্রথ ভীমসেনকে নিধন করিবার বাসনায় অনেক সহস্র রথ দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু এবং কৈকেয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ ধার্ত্ত-রাষ্ট্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল অভিমন্যু বজ্র সদৃশ সাক্ষাৎ কাল তুল্য সন্নতপর্ব্ব বিচিত্র পাঁচ পাঁচ বাণে প্রত্যেক ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা অভিমন্যুর শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘের মেরুগিরির উপর বারি বর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে

লাগিলেন। রণদুর্মদ শিক্ষিতাস্ত্র মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের শরে বিদ্ধ হইয়া, দেবাসুরযুদ্ধে বজ্রপাণি বাসব যেমন মহাসুরগণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সেনা সমুদায়কে বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর বিকর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ চতুর্দ্দশ ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব সমুদায়কে নিপাতিত করিয়া তাঁহার উপর শাণিত অকুণ্ঠিতাগ্র অজিহ্মগতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। সেই কঙ্কপত্রযুক্ত সায়কনিচয় নিশ্বসন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় বিকর্ণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহারা রক্ত বমন করিতেছে।

তখন বিকর্ণের অন্যান্য সহোদরগণ তাঁহারে শরনির্ভিন্ন-গাত্র দেখিয়া সত্বরে অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্মুখ পাঁচ বাণে শ্রুতকর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন, সাত বাণে সারথিরে নিধন ও ছয় বাণে সুবর্ণজাল সমাচ্ছাদিত বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহারথ শ্রুতকর্ম্মা সেই হতাশ্ব রথে অবস্থান করিয়া ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের উপর জ্বলিত মহোল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বর্ম্ম ভেদ ও গাত্র বিদারণ পূর্ব্বক ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সুতসোম শ্রুতকীর্ত্তিরে বিরথ দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে স্ব রথে আরোপিত করিলেন।

মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি যশস্বী জয়ৎসেনকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মহাবীর জয়ৎসেন শ্রুত-কীর্ত্তির শর নিক্ষেপ সময়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তেজস্বী শতানীক স্বীয় সোদরকে শরাসন বিহীন দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করত সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দশ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর পুনরায় এক সর্ব্বাবরণ-ভেদী সায়ক গ্রহণ করিয়া জয়ৎসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে নকুলতনয় শতানীক জয়ৎসেনকে দৃঢ় প্রহার করিলে দুষ্কর্ণ ক্রোধভরে জয়ৎসেনের সমক্ষে নকুলনন্দনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শতানীক অন্য দৃঢ় শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার সমক্ষে তর্জ্জন করিয়া প্রজ্বলিত পন্নগ সদৃশ নিশিত সায়ক সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এক বাণে জয়ৎসেনের ধনু ও দুই বাণে তাঁহার সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ ও তীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে তাঁহার সমুদায় অশ্ব নিহত করিয়া ক্রোধভরে শাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুষ্কর্ণ শতানীকের ভল্লে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ আপনার এই মহারথ পাঁচ পুত্র দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া

শতানীককে সংহার করিবার বাসনায় শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা সেই পঞ্চ মহারথের প্রতি ধাবমান হইলেন; তদ্দর্শনে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কবচ ও শরাসন ধারণ এবং বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হয় সমুদায়ে যোজিত, নানাবর্ণ ধ্বজ পতাকায় শোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাগজ সমুদায়ের মহাগজ আক্রমণের ন্যায় কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতারে আক্রমণ করত সিংহের বনপ্রবেশের ন্যায় শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর, যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন এবং রথে রথে ও গজে গজে দারুণ সংঘর্ষ হইয়া উঠিল। এমন সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম ক্রোধান্বিত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কেকয় ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক স্বীয় সেনাগণের অবহার করিয়া শিবিরে গমন করিলেন। এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে শিবিরে গমন করিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পরস্পর কৃতাপরাধ বীর পুরুষেরা শোণিতলিপ্ত কলেবরে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পর বিধানানুসারে সৎকার করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিলাষে পুনরায়

কবচ ধারণ করিলেন। শোণিতসিক্তকলেবর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত চিন্তিত হইয়া বিশ্বস্ত মনে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! পাণ্ডব পক্ষীয় রথী সকল সত্বরে আমাদিগের ধ্বজদণ্ডধারী ভয়ঙ্কর বিপুল বল সমুদায়কে বিদারিত, নিষ্পীড়িত, নিহত এবং বিমোহিত করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। আমি বজ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেদ্য মকর ব্যূহে প্রবেশ করিয়াও ভীমসেন কর্ত্তৃক যমদণ্ড তুল্য ভয়ঙ্কর শরজালে তাড়িত এবং তাঁহারে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম; এখনও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না; কিন্তু কেবল আপনার অনুকম্পায় জয় লাভ ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিতেছি।

তখন মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে জাতক্রোধ বিবেচনা করিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, মহারাজ! আমি পরম যত্ন সহকারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমারে বিজয় ও সুখ প্রদান করিবার অভিলাষ করি; তোমার কার্য্য সংসাধনার্থ কোন বিষয়েই অধ্যবসায়শূন্য হইব না। যে সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বীর পুরুষেরা রণস্থলে পাণ্ডবগণের সাহায্য করিয়া থাকেন; তাঁহারা গতক্লম হইয়া রোষবিষ উদ্গার করিতেছেন; তুমি তাঁহাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত সমধিক বীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সহসা পরাজয় করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। অতএব আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রকারে ইহাঁদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহানুভব! পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণপণে তোমার প্রিয় কার্য্য সংসাধন করিব। বিপক্ষের কথা দূরে

থাকুক, তোমার নিমিত্ত দেব, দৈত্য ও লোক সমুদায়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া সমস্ত সৈন্য ও মহীপালগণকে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে আদেশ করিলেন। তখন রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি সঙ্কুল নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী বল সমুদায় পরম কুতূহলে নির্গত হইল এবং রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ ও প্রণালী ক্রমে চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সৈন্য সকল অস্ত্র শস্ত্রবিৎ ভূপালগণ সমভিব্যাহারে সুশোভিত হইতে লাগিল। বালার্ক সঙ্কাশ ধূলিজাল নিয়মানুসারে পরিচালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি সমূহ দ্বারা উদ্ধৃত হইয়া সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্ন করিল। যেমন নীরদ মধ্যগত ও বায়ুপ্রেরিত বিদ্যুৎ নভোমণ্ডলে শোভা পাইয়া থাকে; তদ্রূপ নানা বর্ণ সম্পন্ন রথ, হস্তী, পদাতি সকল ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন সত্যযুগে মন্থন কালে সমুদ্রের অতি গভীর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, তদ্রূপ মহীপালগণের শরাসন আকর্ষণ সময়ে ঘোরতর ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুসৈন্য সংহারকারী নানা বর্ণ সম্পন্ন অত্যুগ্র নিনাদ সংযুক্ত সৈন্যগণ প্রলয় কালীন মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম চিন্তাপরায়ণ রাজা দুর্য্যোধনকে পুনরায় আহ্লাদজনক বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্!

আমার বোধ হইতেছে যে, আমি দ্রোণ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৈন্ধবগণ সহ সোমদত্ত, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লিক দেশীয় সৈন্য সহিত মহারাজ বাহ্লিক, ত্রিগর্ত্তরাজ, দুর্জ্জয় মাগধ, কৌশল্য বৃহদ্বল, চিত্রসেন ও বিবিংশতি, আমরা সকলেই তোমার নিমিত্ত জীবিতাশা, পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকেও পরাজয় করিতে পারি। অধিক কি, ধ্বজপটমণ্ডিত সহস্র সহস্র রথ, আরোহিসনাথ দেশজাত অশ্ব, মদমত্ত প্রভিন্নগণ্ড গজেন্দ্র, নানাদেশ সমুৎপন্ন বিবিধ আয়ুধধারী মহাবল পরাক্রান্ত রথী, পদাতি ও অন্যান্য বহুসংখ্যক লোক ইহারাও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকে জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! তোমার হিতকর বাক্য বলা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইন্দ্রাদি দেবগণও বাসুদেবসহায় মহেন্দ্রসমবিক্রম পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। তথাপি আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব; হয় পাণ্ডবেরা আমারে জয় করিবে, না হয় আমি তাহাদিগকে পরাজয় করিব। এই বলিয়া পিতামহ ভীষ্ম তাঁহারে অতি তেজস্বিনী বিশল্যকরণী ওষধি প্রদান করিলেন; তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের শল্য অপনীত হইল।

অনন্তর ব্যূহবিশারদ ভীষ্ম বিমল প্রভাত কাল সমুপস্থিত হইলে অনেক সহস্র রথ পরিবারিত, করিপদাতি সমাকুল, যোদ্ধাগণ পরিবৃত, ঋষ্টি তোমর ধারী পুরুষ রক্ষিত, তুরগগণ পরিপূর্ণ, অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন মণ্ডল ব্যূহ রচনা করিলেন। প্রত্যেক হস্তীর প্রতি সাত সাত রথ, প্রত্যেক রথের প্রতি সাত সাত

অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের প্রতি দশ দশ ধনুর্দ্ধারী, প্রত্যেক ধনুর্দ্ধারীর প্রতি সাত সাত পদাতি নিযুক্ত হইল। বীরবর ভীষ্ম এই রূপে মহাব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র অশ্ব, দশ সহস্র হস্তী; দশ সহস্র রথ ও চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ বর্ম্ম ধারণ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। ভীষ্মও তাঁহাদিগের রক্ষা বিধানার্থ নিযুক্ত রহিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণ বর্ম্ম ধারণ করিলে রাজা দুর্য্যোধন বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ করিয়া দেবলোকস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা তুমুল ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রথের বিপুল ঘর্ঘর রব ও অনবরত বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পরে শত্রুগণের একান্ত দুরধিগম্য নিতান্ত দুর্ভেদ্য মণ্ডলাকার ভীষ্মবিরচিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মহাব্যূহ পরম শোভা সম্পন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই পরম দারুণ মণ্ডল ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া বজ্র ব্যূহ রচনা করিলেন। তখন রথী ও নিষাদী সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় বীর সকল নানা প্রকার অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সমরাভিলাষী ও ব্যূহ ভেদার্থী হইয়া নির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য মৎসের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি রাজা দুর্য্যোধন দ্রুপদের প্রতি, নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের প্রতি, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। আর অন্যান্য সমস্ত ভূপাল অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যত্ন সহকারে

হার্দ্দিক্যকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবেগে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর রাক্ষস অলম্বুষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্য যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল। ভূরিশ্রবা যত্নবান্ হইয়া ধৃষ্টকেতুর সহিত, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সহিত এবং চেকিতান কৃপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট বীর সকল যত্ন সহকারে ভীমসেনের প্রতি গমন করিলে সহস্র সহস্র ভূপাল শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ হস্তে অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরাভিলাষী অসংখ্য মহাবীর; ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যাহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছে, আজি তাহাদিগকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব। এই বলিয়া বীরবর অর্জ্জুন শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক ভূপালগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেমন বর্ষাকালে জলধারা দ্বারা তড়াগাদি পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সমস্ত ভূপালগণ শরবৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরাচ্ছন্ন দেখিয়া সাতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐন্দ্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগিলাম। তিনি অস্ত্রজাল দ্বারা শত্রু প্রযুক্ত অস্ত্র নিরাকরণ করিয়া সহস্র সহস্র ভূপাল, হস্তী, অশ্ব ও অন্যান্য লোক-দিগকে দুই তিন শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সকলেই তাঁহার শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া ভীষ্ম সন্নিধানে গমন করিল। তিনি তাহাদিগকে অগাধ বিপদ সাগরে নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা আপনার বলমধ্যে নিপতিত হইলে তাহারা অনিল-ক্ষুভিত মহার্ণবের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

হে নরনাথ! সংগ্রামপ্রবৃত্ত সুশর্ম্মা বিনিবৃত্ত ও মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৌরব পক্ষীয় বীর পুরুষেরা ছিন্ন ভিন্ন হইলে সাগর সদৃশ সৈন্য সমুদায় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভীষ্মদেব অবিলম্বে অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিবার উপক্রম করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে ভূপালগণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সৈন্য সমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত সুশর্ম্মারে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট করত কহিলেন, হে মহাভাগগণ! পিতামহ ভীষ্ম জীবিত নিরপেক্ষ ও পার্থের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া স্বীয় সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; এক্ষণে তোমরা যত্নবান্ হইয়া ইহাঁরে রক্ষা কর। তখন ভূপাল-দিগের সৈন্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া মহাবীর ভীষ্মের নিকট সমুপস্থিত হইল।

পিতামহ ভীষ্ম রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। সৈন্যগণ শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত, বানরকেতু সম্পন্ন, পরম সুশোভিত রথে ধনঞ্জয়কে মেঘের ন্যায় ঘর্ঘর শব্দে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং বাসুদেবকে মধ্যাহ্ন কালীন দিনকরের ন্যায় প্রগ্রহ হস্তে রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। পাণ্ডবেরাও সেই শ্বেতাশ্ব শোভিত, শ্বেত কার্ম্মুকধারী, নভোমণ্ডলে সমুদিত শ্বেত গ্রহের ন্যায় ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে ত্রিগর্ত্তেরা পুত্র, ভ্রাতৃ ও অন্যান্য মহারথগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়াছিলেন।

দ্রোণাচার্য্য এক শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। বিরাট সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ করত সত্বরে সুদৃঢ় ভারসহ অন্য এক শরাসন ও প্রজ্বলিতমুখ ভুজঙ্গের ন্যায় শরনিকর গ্রহণ পূর্ব্বক তিন শরে দ্রোণাচার্য্যকে, চারি শরে তাঁহার অশ্বগণকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও পাঁচ শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধনু ছেদ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আট বাণে বিরাটের অশ্বগণকে ও তাঁহার সারথিরে বিনাশ করিলেন। বিরাট অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ ও শঙ্খের রথে আরূঢ় হইয়া পিতা পুত্রে অনবরত শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বল পূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শঙ্খের প্রতি

আশীবিষ সদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার হৃদয় ভেদ ও রুধির পান করিয়া শোণিতসিক্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্খ দ্রোণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রথ হইতে পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট আপনার পুত্র শঙ্খকে বিনষ্ট দেখিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্ত সদৃশ দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীত মনে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডী অশ্বত্থামারে প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রগামী তিন বাণে তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। দ্রোণপুত্র ললাটদেশস্থিত তিন শরে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয় বিভূষিত কাঞ্চনময় সুমেরুর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ ও বেগগামী তুরঙ্গম সকল লক্ষ্য করত অর্দ্ধ নিমেষমধ্যে শরজাল দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিশিত অসি ও বিমল চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রোষকলুষিত মনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহারে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন উহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, শিখণ্ডীর প্রতি বহু সহস্র শর প্রয়োগ করিলে মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সেই নিদারুণ শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বত্থামা শর দ্বারা তাঁহার সুনির্ম্মল, মনোরম, শত চন্দ্র সুশোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদ

করিয়া বারংবার তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী জ্বলন্ত পন্নগের ন্যায় সেই খণ্ডিত খড়্গ অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলে অশ্বত্থামা পাণি লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রলয় কালীন অনলপ্রভা সদৃশ দীপ্তি সম্পন্ন সেই খড়্গ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীরে বহু সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী নিশিত শরজালে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে মহাত্মা সাত্যকির রথে আরূঢ় হইলেন।

সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রূরস্বভাব অলম্বুষকে ঘোরতর শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলে রাক্ষসরাজ অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সাত্যকির কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহারে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিলাম; তিনি নিশিত শর প্রহারে বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন হইতে লব্ধ ইন্দ্রাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া অপনীত করিয়া, যেমন বর্ষা কালে ধারাধর বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ সাত্যকি শরনিকরে অলম্বুষকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অলম্বুষ শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে ধাবমান হইল। সাত্যকি ইন্দ্রের অজেয় সেই রাক্ষসেন্দ্রকে পরাজয় করিয়া প্রতিপক্ষদিগের সমক্ষে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৌরব বীরগণের প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলে তাঁহারাও নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন।

ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারাজ দুর্য্যোধনকে

শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কোন রূপেই ব্যথিত বা ভীত না হইয়া অতি সত্বরে নবতি শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেনাপতি রোষপরবশ হইয়া দুর্য্যোধনের কার্ম্মুকচ্ছেদ ও চারি অশ্ব বিনাশ করত শাণিত সাত শরে সত্বরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ উদ্যত করত পাদচারে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এমন সময় রাজপক্ষপাতী শকুনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে স্ব রথে আরোপিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন নিবিড় জলধর দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন ক্রোধভরে হাস্য করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৃতবর্ম্মা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া ভীমের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া সুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিরে ভূতলে নিপাতিত করত বহুবিধ শর দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইলে কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার শ্যালক বৃষভের রথে আরোহণ করিলেন। ভীমসেনও ক্রোধাবেশে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাঁহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে আমার পক্ষীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের বহুবিধ বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তুমি আমার পক্ষীয়দিগকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ না; কেবল পাণ্ডবদিগকেই প্রতিনিয়ত হৃষ্ট ও অপরাজিত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ। যাহা হউক, এক্ষণে পরাজিত, হীনতেজ ও বিমনায়মান আত্মজগণের বিনয় কীর্ত্তন কর। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, এ সকল অদৃষ্টের কর্ম্ম।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পক্ষায় বীরগণ অদ্ভুত পৌরুষ প্রদর্শন পূর্ব্বক শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন; কিন্তু যেমন সুরনদী ভাগীরথীর সুস্বাদু সলিল মহাসাগর সংসর্গে লবণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের পৌরষ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে। আপনি সেই সমস্ত দুষ্কর কর্ম্মা যত্নশীল বীরগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার ও আপনার পুত্রগণের অপরাধেই যমরাজ্য বিবর্দ্ধন এই বসুন্ধরার ঘোরতর ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। যখন আপনার অপরাধে ইহা উৎপন্ন হইতেছে, তখন এ বিষয়ে শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এই সংগ্রামে ভূপালগণ কোন ক্রমেই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মীদিগের সলোকতা লাভে লোলুপ হইয়া প্রতিনিয়ত সৈন্যসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বাহ্নে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আপনি একমনা হইয়া এই দেবাসুর সদৃশ সংগ্রামের বিষয় শ্রবণ করুন।

যুদ্ধদুর্ম্মদ অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইরাবান্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেবরূপী ভ্রাতৃ দ্বয়কে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিলে তাঁহারাও ইরাবান্‌কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই শত্রু বিনাশে উদ্যত ও প্রতীকারনিরত; তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ইরাবান্ চারি শরে অনুবিন্দের চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন; তখন উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্দের রথে আরোহণ করিয়া সুদৃঢ় ভারসহ এক শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে সমবেত হইয়া ইরাবানের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত কাঞ্চনভূষিত মহাবেগশালী শরনিকর আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তখন ইরাবান্ রোষাবিষ্ট হইয়া ভ্রাতৃ দ্বয়ের প্রতি শরবৃষ্টি করত তাঁহাদের সারথীরে নিপাতিত করিলেন। সারথি ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে অশ্ব সকল রথ লইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই রূপে ইরাবান্ বিন্দানুবিন্দকে পরাজয় করিয়া আপনার পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক কৌরব সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যেমন বিষ পান করিয়া নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া থাকে, কৌরব সেনা সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তাদৃশ অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর হিড়িম্বাতনয় ধ্বজপটমণ্ডিত আদিত্যসঙ্কাশ রথে

আরোহণ করিয়া ভূপতি ভগদত্তের প্রতি গমন করিলেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে নাগরাজোপরি অবস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজোপরি অবস্থান করিতে ছিলেন। সমাগত দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না। যেমন সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া দানবদিগকে ইতস্তত বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন ; তদ্রূপ ভগদত্ত পাণ্ডব সেনাগণকে চারি দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে কাহারও আশ্রয় লাভ করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল ভীমতনয় ঘটোৎকচকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিলাম। কৌরব সেনা সকল পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তকে শরজালে সমাছন্ন করিলে বোধ হইল যেন, জলধর জলধারায় সুমেরু গিরিকে সমাছন্ন করিতেছে। ভূপতি ভগদত্ত সেই সমস্ত শরনিকর অপসারিত করিয়া অবিলম্বে ঘটোৎকচের মর্ম্মস্থলে প্রহার করিলেন। ঘটোৎকচ ভিদ্যমান অচলের ন্যায় শরতাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে ঘটোৎকচ নিশিত শর দ্বারা তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অশনিসঙ্কাশ সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভগদত্ত তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেও তিনি সেই রথে অবস্থান করিয়া তাঁহার হস্তীর প্রতি মহাবেগে হেমদণ্ডমণ্ডিত ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ

করিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর তৎক্ষণাৎ উহা তিন খণ্ড করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যেমন দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঘটোৎকচ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর কুঞ্জরাধিষ্ঠিত ভূপতি ভগদত্ত যমরাজ ও বরুণের অজেয়, প্রখ্যাত পৌরুষ, মহাবল পরাক্রান্ত, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে এই রূপে পরাজয় করিয়া পাণ্ডব সেনা সংহার করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, অরণ্যহস্তী পদ্মিনীরে বিমর্দ্দিত করত ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় যমজ নকুল সহদেবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মেঘ যেমন দিবাকরকে আবরণ করে, তদ্রূপ সহদেব মাতুল শল্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া শর সমূহে আবৃত করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাদেরও জননী মাদ্রীর সম্পর্ক নিবন্ধন মাতুলের প্রতি অতুল প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। শল্য সহাস্য মুখে চারি শরে নকুলের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলে নকুল সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে অধিরূঢ় হইলেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শল্যের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মদ্ররাজ অচলের ন্যায় কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অবলীলাক্রমে বাণ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর সহদেব রোষকলুষিত মনে শল্যকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায়

বেগে ধাবমান হইয়া মদ্ররাজকে বিদ্ধ করত ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সারথি তাঁহারে নিপতিত ও বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণ মদ্ররাজ শল্যের রথ প্রতিনিবৃত্ত অবলোকন করিয়া বিমনায়মান হইয়া তাঁহার বিনাশ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এ দিকে নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে পরাজয় করিয়া প্রফুল্ল মনে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দৈত্য সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইহাঁরাও কৌরব সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর দিবাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুরে লক্ষ্য করিয়া অশ্ব সকল চালনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। শ্রুতায়ু ঐ সমস্ত শর নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি সাত বাণ প্রয়োগ করিলে শর সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ অনুসন্ধান করিতেছে। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কেতু ছেদিত করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে শ্রুতায়ু নিশিত সপ্ত সায়কে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। যেমন যুগান্ত-কালীন হুতাশন ভূত সকলকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষানলে

নির্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণপ্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্য্যোধন আমারে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অপমান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়; পরে পুণ্যফল সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ সুখ সম্ভোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে কদাপি স্বীয় পুত্রগণ হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করি নাই; সেই পুণ্য ফলে তোমারে পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে সমুদায় শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইতে দেখিব; শত্রুগণ কখনই তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না।

এক্ষণে আপনারে বা দুর্য্যোধনকে নিন্দা না করিয়া পিতারেই নিন্দা করা উচিত; কেন না যেমন বদান্য ব্যক্তিগণ অনায়াসে ধন প্রদান করেন; তদ্রূপ তিনি অক্লেশেই আমারে কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি যখন বাল্যাবস্থায় কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতাম; সেই সময়ে পিতা আমারে দুকুন্তিভোজের হস্তে প্রদান করেন। আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি তৎকালে জনক কর্ত্তৃক ও এক্ষণে শ্বশুরগণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি; আমার জীবনে কিছুমাত্র ফল নাই। হে জনার্দ্দন! অর্জ্জুনের জন্মদিনে রজনীযোগে আমি এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম যে "তোমার এই পুত্রটী সমুদায় পৃথিবী জয় করিবে; ইহার যশ আকাশ স্পর্শ করিবে এবং এই মহাত্মা মহাযুদ্ধে কৌরবগণকে

পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তিনটী অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিবে।" আমি দৈব বাণীর নিন্দা করিতেছি না। বিশ্বকর্ত্তা ধর্ম্ম ও মহাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার; ধর্ম্ম লোক সকল ধারণ করিতেছে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি দৈব বাণী যথার্থ হয় এবং যদি তুমি সত্য হও; তাহা হইলে তুমি অবশ্যই আমার সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিবে।

হে মাধব! আমি পুত্রগণের অদর্শনে যেরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছি; বৈধব্য, অর্থনাশ ও জ্ঞাতিগণের সহিত শক্রুতায় তাদৃশ শোকাকুল হই নাই। আজি চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, আমি ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, সর্ব্বাস্ত্রবিদগ্রগণ্য অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকোদর ও মাদ্রীতনয়দ্বকে অবলোকন করি নাই; আমার শান্তি কোথায়? মানবগণ মৃত হইয়াছে বলিয়া অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে; তদনুসারে পাণ্ডবগণ আমার পক্ষে ও আমি পাণ্ডবগণের পক্ষে মৃত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যুধিষ্ঠিরকে কহিবে যে, তিনি যেন তাঁহার বাক্য মিথ্যা না করেন কারণ তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্মনাশ হইবে। যে নারী পরাধীন হইয়া জীবন ধারণ করে; তাহারে ধিক্; দীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে মহতী অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে; তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমরা এই সময়ে তাহার বিপরীতাচরণ কর; তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য্য

করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; সময়ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মনিরত মাদ্রীতনয়দ্বয়কে কহিবে যে, তোমরা বিক্রমার্জ্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্রমাধিগত অর্থই ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

হে বাসুদেব! তুমি অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীর মতানুসারে কার্য্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করিবে। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, অন্তকসদৃশ ভীমসেন ও অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণকেও সংহার করিতে পারে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন যে সভামধ্যে দ্রৌপদীরে আনয়ন করিয়াছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল; তাহা ভীমার্জ্জুনের পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয় হইয়াছে। দুর্য্যোধন কৌরবমুখ্য ব্যক্তিগণসমক্ষে মনস্বী ভীমসেনকে যে উপহাস করিয়াছিল; অচিরাৎ তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। ভীমসেনের অন্তঃকরণে বৈরানল এক বার প্রজ্বলিত হইলে কথনই প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে না; ফলত ভীমসেন যাবৎ শত্রুগণকে সংহার করিতে না পারে; তাবৎ তাহার ক্রোধহুতাশন নির্ব্বাণ হয় না।

হে বাসুদেব! ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা দ্রুপদনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় রজস্বলাবস্থায় সভামধ্যে আনীত হইয়া বিবিধ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া আমি যাদৃশ দুঃখিত হইয়াছি; দ্যূতে পরাজয়, রাজ্য হরণ ও পুত্রগণের নির্ব্বাসনের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখিত হই নাই। আমি পুত্রবতী; তুমি, বলদেব ও মহারথ প্রদ্যুম্ন আমার সহায়; ভীমার্জ্জুনও অদ্যাপি

জীবিত রহিয়াছে; হা! তথাপি আমারে এতাদৃশ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হইল!

তখন অর্জ্জুনসখা কৃষ্ণ পুত্রশোকপরিক্লিষ্ট পিতৃস্বসারে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পিতৃস্বসা! আপনার তুল্য মহিলা লোকমধ্যে আর কে আছে? আপনি শূরসেন রাজার দুহিতা; এক্ষণে আজমীঢ়কুলে প্রদত্ত হইয়াছেন; আপনার ভর্ত্তা সতত আপনার সম্মান করিতেন। আপনি বীরমাতা, বীরপত্নী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না; আবশ্যক হইলে আপনার সদৃশ কামিনীগণকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখ সম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।

পাণ্ডবগণ সাতিশয় ধীর; তন্নিমিত্তই তাঁহারা মধ্যবিত্তাবস্থায় পরিতুষ্ট হন নাই। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে আপনারে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের কুশল বার্ত্তা নিবেদন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শত্রু বিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে দেখিবেন।

তনয়শোকসন্তপ্তা কুন্তী কৃষ্ণ কর্তৃক এই রূপ আশ্বাসিত হইয়া অজ্ঞানজ তম সম্বরণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ; হে মধুসূদন ! তুমি যাহা যাহা পাণ্ডবগণের হিতকর বোধ করিবে, ধর্ম্মের অব্যাঘাতে অকপটে তৎসমুদায় বিষয়ের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবে। হে কৃষ্ণ ! আমি ব্যবস্থা, মিত্র, বুদ্ধি ও বিক্রম বিষয়ে তোমার প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি আমাদের কুলে ধর্ম্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও তপঃস্বরূপ ; তুমিই মহান্, তুমি পাণ্ডবগণের ভ্রাতা ; তুমি ব্রহ্ম ; তোমাতে সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই সত্য হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর মহাত্মা গোবিন্দ কুন্তীরে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্য্যোধনভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

নবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভূপাল ! মহাত্মা গোবিন্দ এই রূপে স্বীয় পিতৃস্বসারে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন পুরন্দরগৃহসদৃশ, বিচিত্রাসনযুক্ত দুর্য্যোধনের গৃহে গমন করিলেন। তিনি দ্বাররান্ কর্ত্তৃক অনিবারিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রমপূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত সুধাধবল পরম শোভাসম্পন্ন প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবাহু দুর্য্যোধন বহুল ভূপাল ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবিষ্ট আছেন ; দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি তাঁহার সমীপে অত্যুৎকৃষ্ট আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। মহাযশা ধৃতরাষ্ট্রতনয় গোবিন্দকে অবলোকন করিবামাত্র অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আসন হইতে

উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব এই রূপে দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া পরিশেষে বয়ঃক্রমানুসারে সমুদায় ভূপতিগণের সহিত আলাপ করিয়া বিবিধ আস্তরণে আস্তীর্ণ জাম্বূনদময় পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন তাঁহারে গো, মধুপর্ক, জল, গৃহ ও রাজ্য সমর্পণ করিলে অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহারে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের সমক্ষে শঠতাপূর্ণ হৃদয়ে মৃদু বাক্যে বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এই সমুদায় অন্ন, পান, বসন ও শয়ন আপনার নিমিত্তই আনীত হইয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আমাদের উভয় পক্ষের সাহায্যকারী ও হিতানুষ্ঠানপরায়ণ এবং আমার পিতার আত্মীয় ও দয়িত। আপনি ধর্ম্মার্থের তত্ত্ব যথার্থ রূপে অবগত আছেন; অতএব আপনার নিকট উক্ত বিষয়ের কারণ অবগত হইতে ইচ্ছা করি।

মহামতি গোবিন্দ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার বিপুল বাহু গ্রহণ করিয়া মেঘগম্ভীর নিঃস্বনে স্পষ্টাক্ষর অর্থপূর্ণ হেতুগর্ভ বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে দুর্য্যোধন! দূতগণ কার্য্য সমাধানান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রতি এরূপ অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

আপনি কৃতার্থই হউন অথবা অকৃতার্থই হউন, আমরা আপনারে পূজা করিতে যত্ন করিব ; কিন্তু আপনার পূজা করা আমাদের সাধ্য নহে । যাহা হউক, আমরা প্রীতিপূর্ব্বক পূজা করিলেও আপনি যে কি নিমিত্ত উহা গ্রহণ করেন না ; ইহার যথার্থ কারণ কিছুই জানিতে পারিতেছি না । আপনার সহিত আমাদের বৈর বা বিগ্রহ নাই ; অতএব ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার একান্ত অনুচিত ।

তখন বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করত দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৌরব ! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভনিবন্ধন কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না । লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে । আপনি প্রীতি সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব । আপনি অকারণে প্রিয়ানুবর্ত্তী সর্ব্বগুণসম্পন্ন সোদরকল্প পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিয়া থাকেন ; উহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য । পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপথাবলম্বী ; কাহার সাধ্য তাহাদিগকে কোন কথা কহে । যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে ; সে আমারও দ্বেষ্টা আর যে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুগত, সে আমারও অনুগত, ফলত আমি পাণ্ডবগণ হইতে ভিন্ন নহি । যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, বা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের সহিত বিরোধ করিতে বাসনা করে ও গুণবানের দ্বেষ করে ; সে নরাধম । যে ব্যক্তি কল্যাণকর, গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে অকারণে দুষ্ট জ্ঞান ও তাহাদের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে ; সেই

অজিতাত্মা দুরাচার কখনই চিরসঞ্চিত সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারে না। আর গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার অপ্রিয় হইলেও যে তাঁহারে প্রিয়াচরণ দ্বারা বশীভূত করে; সে চিরকাল যশস্বী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কোন দুরভিসন্ধি করিয়া আমারে ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি কখনই আপনার এই সকল ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করিব না; কেবল বিদুরের ভবনে ভোজন করাই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে।

মহাবাহু বাসুদেব অমর্যসম্পন্ন দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া তাহার নিকেতন হইতে নির্গত হইয়া মহাত্মা বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও অনেকানেক কৌরবগণ বিদুরভবনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহারে আপনাদিগের ভবনে গমন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! আপনারা স্ব স্ব নিকেতনে গমন করুন; আমি আপনাদের সমুদায় পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই রূপে কৌরবগণ ভগবান্ বাসুদেবের নিয়োগানুসারে স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করিলে মহাত্মা বিদুর পরম যত্ন সহকারে সর্ব্বোপকরণ দ্বারা কৃষ্ণকে পূজা করিয়া অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সেই বিদুরপ্রদত্ত অন্ন পান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া বহুবিধ ধনসম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক পরিশেষে সুরগণসমবেত বাসবের ন্যায় অনুযায়িগণ সমভিব্যাহারে সেই ব্রাহ্মণগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন।

শরে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া তাঁহারে নিধন করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন। পরে স্বীয় সুহৃৎ ভূপতিগণকে শান্তনুতনয়ের নিধনার্থ আদেশ করিলেন।

ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র রথ সমুদায় লইয়া ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় এই রূপে সেই ভূপতিগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে শরাসন সঞ্চালন পূর্ব্বক সেই মহারথগণকে নিপাতিত করত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন; তখন পাণ্ডবগণ অরণ্যে মৃগকুলমধ্যস্থ মৃগরাজশিশুর ন্যায় তাঁহারে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং মৃগযূথ যেমন মৃগপতিরে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম সমরে শূরগণকে তর্জ্জিত ও সায়ক দ্বারা সংত্রাসিত করিতেছেন দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনাভিলাষী পবনসহায় হুতাশনের গতির ন্যায় শান্তনুতনয়ের গতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। যেমন সুনিপুণ ব্যক্তি তালতরু হইতে পরিপক্ক ফল সমুদায় পাতিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম রথিগণের মস্তক নিপাতিত করিলেন। বীরগণের মস্তক ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তর পতন শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

'হে মহারাজ! সেই দারুণ সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে সমুদায় সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইল। সেনাগণের পরস্পর মেলনে ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইলে ক্ষত্রিয়গণ এক এক জন এক এক জনকে আহ্বান পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দ্রুপদতনয় শিখণ্ডী ভীষ্মকে লক্ষ্য করত

থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবীর শান্তনুতনয় শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব চিন্তা করিয়া তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক স্বঞ্জয়গণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। স্বঞ্জয়গণ ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি অসংখ্য শক্তি, তোমর ও সায়ক দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও বীর জনোচিত বুদ্ধিপ্রভাবে সমর পরিত্যাগ না করিয়া উৎসাহ সহকারে শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর তাহারা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে একান্ত আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। তখন অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সেই সৈন্যগণের চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখীন হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া তাঁহারে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন মহাবীর পাঞ্চালরাজতনয় অবিলম্বে সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহাত্মা সাত্যকির রথে সমারূঢ় হইলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বিন্দ ও অনুবিন্দের সমীপে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধন সসৈন্য বিন্দ ও অনুবিন্দের রক্ষার্থ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় দানবদলন সমুদ্যত পুরন্দরের

ন্যায় ক্রোধভরে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু দ্রোণাচার্য্যও ক্রোধান্বিত চিত্তে অনলের তূলরাশি দহনের ন্যায় পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

মরীচিমালী ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে ক্রমে লোহিতবর্ণ হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন কৌরব সৈন্যগণকে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ তদনুসারে সংগ্রামস্থলে অসাধারণ বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অতি ভীষণ, তরঙ্গসমাকুল রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; অশিব শিবাগণ ভৈরব রব করিয়া উহার তীরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ অসংখ্য পিশিতাশন ইতস্তত দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই রূপে ভূতসমূহ সমাকুল সেই সমর অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সুশর্ম্মা প্রভৃতি সসৈন্য ভূপতিগণকে এবং ভীমসেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রথিগণকে পরাজয় করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া এবং সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া স্কন্ধাবারে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন শান্তনুতনয়কে এবং দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য ও কৃতবর্ম্মা সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৌরব

ও পাণ্ডবগণ নিশা কালে প্রথমে একত্র মিলিত হইয়া পরে স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক পরস্পর যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন, শূরগণের রক্ষা, যথাবিধি গুল্ম সংস্থাপন, গাত্রের শল্য অপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিয়া গীত বাদ্যাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের শিবির স্বর্গ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল; বীর পুরুষগণ কেহ যুদ্ধ বিষয়ক কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। যোদ্ধাগণ এই রূপে ক্ষণ কাল আমোদ প্রমোদ করিয়া নিদ্রিত ও হস্ত্যশ্ব সকল প্রসুপ্ত হইলে সেই সমরশ্রান্ত উভয় সৈন্য অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে নরনাথ! এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় বীর পুরুষগণ নিদ্রাসুখ অনুভব করত রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের যুদ্ধ যাত্রা কালে সাগরধ্বনি সদৃশ তুমুল কোলাহল সমুপস্থিত হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য একত্র মিলিত হইয়া ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ শান্তনুতনয় সাগর সদৃশ মহাব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বয়ং মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্যগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গমন করিলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রকমালবগণ সমভিব্যাহারে, তৎপশ্চাৎ প্রবলপ্রতাপ ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচগণ সমভিব্যাহারে,

তৎপশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল মেনক, ত্রৈপুর ও চিচ্ছিলগণ সমভিব্যাহারে, তৎপশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রৈগর্ত্ত বহুতর কাম্বোজ ও যবন সমভিব্যাহারে, তৎপশ্চাৎ অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করত, তৎপশ্চাৎ মহারাজ দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্য ও সোদরগণে পরিবৃত হইয়া, এবং তৎপশ্চাৎ কৃপ গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই সাগর সদৃশ মহাব্যূহ গমন করিতে আরম্ভ করিলে তম্মধ্যে পতাকা, শ্বেত ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহার্হ শরাসন সমুদায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই কৌরব পক্ষীয় মহাব্যূহ অবলোকন করিয়া সত্বরে স্বীয় পৃতনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাধনুর্দ্ধর! ঐ দেখ, কৌরবেরা সাগর সদৃশ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; অতএব তুমিও অচিরাৎ প্রতিব্যূহ প্রস্তুত কর। পাঞ্চালতনয় যুধিষ্ঠিরের নিদেশানুসারে পরব্যূহ বিনাশন মহান্ শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের শৃঙ্গদ্বারে অনেক সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতি সমবেত মহারথ ভীম ও সাত্যকি, নাভিদেশে শ্বেতাশ্ব বানরকেতু ধনঞ্জয় এবং মধ্য স্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রিনন্দন দ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যূহশাস্ত্রবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য ভূপতিগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই ব্যূহ পরিপূরিত করিলেন। ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগে মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদীতনয়গণ ও হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ এই রূপে সেই মহাব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল ভেরীশব্দ,

শঙ্খনিঃস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোটন ও উৎক্রোশ হইতে লাগিল।

তখন মহাবীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি অনিমেষ লোচনে দৃষ্টিপাত করত প্রথমে মনে মনে যুদ্ধ কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ব্যাদিতবদন অতি ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ নিশিত নারাচ নিকর, ঘনঘটাবিনিঃসৃত দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ সদৃশ তৈলধৌত সুশাণিত শক্তি সমুদায় ও গিরিশৃঙ্গ সদৃশ বিমল পট্ট সমাচ্ছাদিত স্বর্ণ ভূষিত গদা সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল নভোমণ্ডল সন্নিভ নিস্ত্রিংশ সমুদায় ও ঋষভচর্ম্মবিনির্ম্মিত শত চন্দ্র শোভিত চর্ম্ম সকল ইতস্তত পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেবাসুর সৈন্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রথী ভূপতিগণ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথিগণের যুগ আক্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধ্যমান দন্তিগণের দন্তসংঘর্ষসঞ্জাত সধূম হুতাশন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন গজারোহী প্রাসাভিহত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃক্ষনিচয়ের ন্যায় শোভিত হইল। বিচিত্র রূপধারী পদাতিগণ নখর ও প্রাস দ্বারা বিপক্ষ পক্ষীয় পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এই রূপে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া নানাবিধ শরে পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর শান্তনুতনয় রথঘোষে রণস্থল প্রতিধ্বনিত

ও শরাসন শব্দে পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করত সমুপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় রথিগণও ভীষণ ধ্বনি করত যুদ্ধে গমন করিলেন। পরে উভয় পক্ষীয় নর, অশ্ব ও হস্তী সমুদায় পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।

ঊন নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! প্রতাপশালী, ভাস্কর সদৃশ প্রভা সম্পন্ন মহাবীর শান্তনুতনয় সমরে সমাগত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণ কাল পরে পাণ্ডব সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীষ্মের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করত সংগ্রামে ধাবমান হইল। তখন সমর-শ্লাঘী শান্তনুনন্দন অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন। রণোৎসাহী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্মের শরে দৃঢ়তর সমাহত হইয়াও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় তাহাদের কাহার হস্ত ও কাহার মস্তক ছেদন এবং রথিগণের রথ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মের ভীষণ শরপ্রভাবে সমরক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে অশ্ব হইতে নিপতিত অশ্বারোহিগণের মস্তক ও আরোহিশূন্য, ভূতলে শয়ান, পর্ব্বতোপম গজ সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষে রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ব্যতীত আর কেহই সমরে বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ মহাবীর ভীষ্মকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাড়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ভীষ্ম ও ভীমসেনের সংগ্রাম সমুপস্থিত

হইলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সোদরগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিরে সংহার করিলে অশ্বগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভীষ্মের রথ লইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ঐ অবসরে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা সুনাভের মস্তক ছেদন করিলেন। হে রাজন্! এই রূপে আপনার পুত্র সুনাভ নিহত হইলে মহাবীর আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ আপনার এই সাত পুত্র সোদর বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর মহোদর বজ্র সদৃশ নয় বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন ও মহারথ অপরাজিত অসংখ্য সায়ক দ্বারা ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন।

মহাবীর বৃকোদর সমরে শত্রুগণের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া বাম হস্ত দ্বারা শরাসন নিপীড়ন করত আনতপর্ব্ব শরপ্রহারে অপরাজিতের মস্তক ছেদন করিলেন। পরে ভল্ল দ্বারা সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে মহারথ কুণ্ডধারকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক রণপণ্ডিত পণ্ডিতের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ সায়ক কালপ্রেরিত ভুজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে বিনষ্ট করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন

মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন ক্লেশ স্মরণ পূর্ব্বক তিন শরে বিশালাক্ষের মস্তক ছেদন করিয়া মহোদরের বক্ষ স্থলে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর ভীমের ভীম প্রহারে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে মহাবীর ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ও নিশিত ভল্ল প্রহারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা বহ্বাশীরে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই মহাবীর সমুদায় বিনষ্ট হইলে আপনার অন্যান্য তনয়গণ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা সত্য বোধ করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! এই দুরাত্মা ভীমকে তোমরা সত্বরে সংহার কর।

হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ এই রূপে সোদরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমসেনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও পুত্রপ্রীতি নিবন্ধন পূর্ব্বে বিদুরের হিত বাক্য বুঝিতে পারেন নাই। মহাবাহু বৃকোদর মহাশয়ের পুত্রগণকে বিনষ্ট করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধে নিতান্ত কাতর হইয়া ভীষ্মের সমীপে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! ভীমসেন সংগ্রামে আমার ভ্রাতাদিগকে সংহার করিয়াছে। আমরা বহু যত্ন সহকারে সংগ্রাম করিতেছি,

তথাপি আমাদের সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। আপনি উদাসীন হইয়া সতত আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন। আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি।

মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি দ্রোণ, বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী আমরা পূর্ব্বে তোমারে এই কথা কহিয়াছিলাম, তুমি তৎকালে আমাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সমর পরিত্যাগ করিব না; দ্রোণাচার্য্যও রণে ক্ষান্ত হইবেন না; কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, মহাবীর ভীমসেন সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে যাহারে যাহারে দেখিবেন, তাহারে তাহারে অবশ্যই সংহার করিবেন। অতএব তুমি স্থির হইয়া দৃঢ় বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ কর। পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুঃসাধ্য।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ আমার এই সকল পুত্রকে একমাত্র ভীমসেনের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? আমারই পুত্রগণ প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে; তাহাদের পরাজয় ব্যতিরেকে কখনই জয় লাভ হইল না; এক্ষণে বোধ হয়, দৈব তাহাদের প্রতিকূল হইয়াছে। দেখ, যখন তাহারা মহাবীর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মহাবীরগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, তখন দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর অন্য কারণ কিছুই নাই। পূর্ব্বে আমি, ভীষ্ম,

বিদুর ও গান্ধারী আমরা সকলেই হিতবাসনা পরবশ হইয়া মূঢ়মতি দুর্য্যোধনকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে অজ্ঞানতা প্রভাবে তখন কিছুই অনুধাবন করে নাই; এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ করিতেছে; ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিনই আমার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া থাকে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বিদুর আপনারে কহিয়াছিলেন, আপনি পুত্রগণকে দ্যূত ক্রীড়া হইতে নিবারণ করুন; পাণ্ডবগণের কদাচ অপকার করিবেন না। কিন্তু তৎকালে আপনি সেই হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই; এক্ষণে তাঁহারই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যেমন মনুষ্য হিতজনক ঔষধে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও প্রিয়কারী বন্ধুবান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে সেই সমস্ত হিতবাক্য আপনার পক্ষে ঘটিতেছে। কৌরবগণ বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের বাক্য শ্রবণ না করিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছেন। এক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন।

মধ্যাহ্ন কালে লোকক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সৈন্যগণ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ভীষ্ম বিনাশার্থ ক্রোধভরে ধাবমান হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে, বিরাট ও দ্রুপদ সোমকদিগের সহিত এবং কুন্তিভোজ, ধৃষ্টকেতু ও কৈকয়গণও ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; অর্জ্জুন, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পার্থিবদিগের প্রতি এবং অভিমন্যু, হৈড়িম্ব ও ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট

হইয়া কৌরবদিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন; এই রূপে পাণ্ডবেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কৌরবগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কৌরবেরাও তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। মহারথ দ্রোণ রোষ পরবশ হইয়া সৃঞ্জয়দিগের সহিত সোমকদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। কৌরবেরা মার্ মার্ বলিয়া সৃঞ্জয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে সাতিশয় কোলাহল সমুপস্থিত হইল। অনন্তর দ্রোণশরনিহত বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়গণ ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির ন্যায় ইতস্তত বিচেষ্টমান দৃষ্ট হইল; ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাদের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া কৌরবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর নিহত সৈন্যগণের রুধিরবাহিনী ভীষণদর্শনা নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের যমরাজ্য বিবর্দ্ধন সংগ্রাম অতিশয় ঘোররূপ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীম রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে গজসৈন্য আক্রমণ করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের নারাচাভিহত করিনিকর ভূতলে নিপতিত, বিষণ্ণ ও চারি দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ছিন্নশুণ্ড ও ছিন্নকলেবর হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে শয়ন করিল। মহাবীর নকুল এবং সহদেবও করিসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কাঞ্চন শিরো-

ভূষণ সম্পন্ন কাঞ্চন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শত সহস্র মাতঙ্গ নিহত করিতে লাগিলেন। কতকগুলির জিহ্বা ছিন্ন হইয়াছে; কতকগুলির নিশ্বাস নির্গত হইতেছে; কতকগুলি এক কালে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কতকগুলি আর্ত্তনাদ করিতেছে। সমরভূমি এই রূপে নানারূপধারী করিনিকরে ও অর্জ্জুনশরে নিহত ভূপালগণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। বসন্ত কালীন কুসুমের ন্যায় ভগ্ন রথ, ভিন্ন ধ্বজদণ্ড, ছিন্ন চামর, মহাপ্রভ ছত্র, খণ্ড খণ্ড আয়ুধ, হার, নিষ্ক, কেয়ূর, কুণ্ডলালঙ্কৃত মুণ্ড, স্খলিত উষ্ণীষ, পতাকা, অনুকর্ষ ও রশ্মি সহকৃত যোক্ত্র দ্বারা সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বীর পুরুষেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণেরও এই রূপ ক্ষয় হইতে লাগিল।

এক নবতিতম অধ্যায়।

এই রূপ ভয়ঙ্কর বীরক্ষয়কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য বায়ুবেগগামী বহুসংখ্যক কাম্বোজ, দেশজ, নদীজ, অরট্টজ, মহীজ, সিন্ধুজ, বানায়ুজ, তিত্তিরজ ও গিরিজ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনাত্মজ শ্রীমান্ ইরাবান্ সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্মাচ্ছন্ন, প্রণালী ক্রমে অবস্থাপিত বেগগামী তুরঙ্গমগণের সহিত হৃষ্ট মনে হার্দ্দিক্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইনি পার্থের ঔরসে নাগরাজকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ

করেন। নাগরাজ ঐরাবত পক্ষিরাজ বৈনতেয় কর্ত্তৃক জামাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে অর্জ্জুনকে সন্তান বিহীনা দীনমনা স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন; অর্জ্জুনও কামবশবর্ত্তিনী সেই কামিনীর পাণি গ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে অর্জ্জুনতনয় ইরাবান্ পর ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্য অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিলে তিনি জননী কর্ত্তৃক নাগলোকেই পরিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ সুরলোকে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রূপবান্ গুণ সম্পন্ন সত্যপরাক্রম ইরাবান্ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পিতারে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে তাত! আমি আপনার পুত্র; আমার নাম ইরাবান্ এই বলিয়া তিনি পার্থের সহিত তাঁহার জননীর যে রূপে সমাগম হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আপনার অনুরূপ গুণ সম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করত সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং প্রসন্ন মনে তাঁহারে আদেশ করিলেন; বৎস! তুমি সংগ্রাম কালে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবে। ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া বহুসংখ্য অশ্বের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

অনন্তর তাঁহার অশ্ব সকল মহাসাগরে হংসের ন্যায় সহসা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌরবদিগের মহাবেগ সম্পন্ন অশ্বগণকে আক্রমণ করিল এবং পরস্পর অতিবেগে বক্ষ দ্বারা বক্ষে ও নাসিকা দ্বারা নাসিকায় আঘাত করিয়া ভূতলে নিপতিত

হইল। যেমন বিহঙ্গরাজ গরুড়ের পতন কালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ উহাদিগের পতন সময়ে অতি দারুণ শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল। পরে অশ্বারোহিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন এইরূপ তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষীয় অশ্ব সকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বীরগণ অশ্ব বিনষ্ট ও সায়ক সকল নিঃশেষিত হইলে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পরস্পর আঘাত করত বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই রূপে অশ্বসৈন্য সকল বিনষ্ট ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান্, আর্জব ও শুক শকুনির এই ছয়টি অনুজ বায়ুবেগগামী বয়স্থ সৎস্বভাব অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই মহৎবল হইতে নির্গত হইলেন। তখন শকুনি ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই সমস্ত ভীষণাকার সমরনিপুণ গান্ধারগণ স্বর্গ বা জয়াভিলাষী হইয়া হৃষ্ট মনে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে নিতান্ত দুর্জ্জয় ইরাবানের সৈন্য ভেদ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইরাবান্ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট দেখিয়া স্বীয় যোদ্ধাগণকে কহিলেন; হে যোদ্ধাগণ! এই সকল ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বীর পুরুষেরা যে রূপে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় বিধান কর। তখন তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া সেই সমস্ত নিতান্ত দুর্জয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অনন্তর সুবলাত্মজগণ স্বীয় সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পরস্পর ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থল একান্ত ব্যাকুল ও দ্রুত গমনে ইরাবান্‌কে বেষ্টন করত প্রাস প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইরাবান্ প্রাসবিদ্ধ হইয়া তোদনদণ্ডাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিরন্তর নিপতিত রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন; বহুসংখ্য বীরগণ কর্ত্তৃক বক্ষ স্থল পৃষ্ঠ ও উভয় পার্শ্বে সাতিশয় আহত হইয়াও ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও বিমোহিত করিলেন এবং আপনার শরীর হইতে প্রাস সমুদায় উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলনন্দনদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বরে নিশিত অসি নিষ্কাশিত ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাদচারে ধাবমান হইলেন। সৌবলেরা পূর্ব্ববৎ বল লাভ করিয়া ক্রোধভরে ইরাবানের প্রতি গমন করিলেন। বলদৃপ্ত মহাবীর ইরাবান্ও খড়্গ দ্বারা পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইলেন। অশ্বারূঢ় সুবলনন্দনগণ মহাবেগে সঞ্চরণ করিয়াও লাঘবচারী ইরাবান্কে আহত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহারে অনেক বার লক্ষ্য করিয়া বেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহারা সন্নিহিত হইলে ইরাবান্ অসি প্রহারে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন বহুবিধ ভূষণে বিভূষিত আয়ুধধারী করনিকর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল এবং সৌবলেরাও অবিলম্বে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। কেবল শকুনি বারংবার পরিরক্ষিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর বীর বিনাশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন রোষ পরবশ হইয়া বকবধ নিবন্ধন ভীমসেনের সহিত জাতবৈর ঘোররূপ মায়াবী রাক্ষস

আর্য্যশৃঙ্গকে আহ্বান করত কহিলেন, হে বীর! দেখ, অর্জ্জুনের আত্মজ মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী ইরাবান্ আমার বলক্ষয়রূপ ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। তুমিও কামচারী ও মায়াস্ত্র বিশারদ; অর্জ্জুনের সহিতও তোমার শত্রুভাব বদ্ধমূল রহিয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে ইঁহারে সংহার কর। তখন আর্য্যশৃঙ্গ যে আজ্ঞা বলিয়া সমরনিপুণ প্রহরণধারী সৈন্যগণ ও অবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া ইরাবান্‌কে বিনাশ করিবার অভিলাষে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিল। ইরাবান্‌ও রোষ পরবশ হইয়া রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। রাক্ষস তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে মায়া প্রকাশের উপক্রম করিতে লাগিল এবং শূলপট্টিশধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসে অধিষ্ঠিত দুই সহস্র মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করিল। সেই সমস্ত মায়াসৈন্য রোষাবিষ্ট ও শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া অচিরে পরস্পর বিনষ্ট করিল। তখন আর্য্যশৃঙ্গ ও ইরাবান্ উভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইরাবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসকে ধাবমান দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে নিবারণ করিলেন এবং তাহারে সন্নিহিত নিরীক্ষণ করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার কার্ম্মুক ছেদ ও শর সকল পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস মায়াবলে ইরাবান্‌কে বিমোহিত করিয়া মহাবেগে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। কামরূপী ইরাবান্‌ও অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া মায়া প্রভাবে রাক্ষসকে বিমুগ্ধ করত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের মায়া স্বাভাবিক এবং বয়ঃক্রম ও রূপ স্বেচ্ছাধীন; এই কারণ ছিন্নভিন্নাঙ্গ আর্য্যশৃঙ্গ

পুনরায় যৌবন সম্পন্ন হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহাবীর ইরাবান্ রোষ পরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা তাহারে বারংবার ছেদ করিতে লাগিলেন। আর্য্যশৃঙ্গ ছিদ্যমান বৃক্ষের ন্যায় ঘোরতর শব্দ ও পরশুক্ষত হইয়া অনবরত রুধিরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; পরে শত্রুর বৃদ্ধি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতিশয় বেগ প্রদর্শন ও ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার করত সর্ব্ব সমক্ষে ইরাবান্‌কে ধারণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবান্‌ও রোষাভিভূত সমরানুরাগী রাক্ষসকে মায়া পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া রোষভরে মায়া সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তখন বহুসংখ্য নাগে পরিবৃত হইয়া বেগবান্ অনন্তের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি বহুবিধ নাগে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষস কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত সৌপর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইরাবান্ মোহাবিষ্ট হইলেন। রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা তাঁহার কুণ্ডলযুগলালঙ্কৃত, কিরীট পরিশোভিত পদ্মেন্দু সুন্দর বদনমণ্ডল ভূতলে নিপাতিত করিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্র ও ভূপালগণ একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গেল। এই সঙ্কুল যুদ্ধে করিকুল পরস্পর মিশ্রিত অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সকলকে, পদাতি সকল রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকে এবং রথিগণ পদাতি, রথ ও অশ্বদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অর্জ্জুন আত্মজের বিনাশ সংবাদ অবগত না হইয়াই ভীষ্ম-রক্ষক ক্ষিতিপালগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ পরস্পর বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া সমরানলে জীবনকে আহুতি প্রদান করিলেন। ছিন্নবাহু, ছিন্নখড়্গ, ছিন্নকার্ম্মুক ও মুক্তকেশ রথী সকল পরস্পর সমবেত হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডব সেনা বিকম্পিত করিয়া মর্ম্ম-বেধী শরনিকরে মহারথগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের বহুসংখ্য মনুষ্য, রথী, হস্তী ও হস্ত্যারোহী বিনষ্ট হইল। মহাবীর ভীষ্ম, ভীমসেন, দ্রুপদ ও সাত্বতের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল।

দ্রোণের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের অন্তঃকরণ ভয়বিহ্বল হইল এবং তাঁহারা দ্রোণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য বীরগণে পরিবৃত না হইয়াও একাকীই সসৈন্যে আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। হে মহারাজ! এই রূপে অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে উভয় পক্ষীয় বীরগণ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে রাক্ষসাবিষ্ট ও ভূতাবিষ্টের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই দৈত্যসমরসঙ্কাশ বীরক্ষয়কর সংগ্রামে প্রাণ রক্ষা করিতে কাহারেও নিরীক্ষণ করিলাম না।

দ্বি নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব-গণ সংগ্রামে ইরাবান্‌কে নিহত দেখিয়া কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ভীমসেনতনয় রাক্ষস ঘটোৎকচ ইরাবান্‌কে রণে নিহত দেখিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমতনয়ের ভীষণ নাদে পর্ব্বতসনাথ সকাননা মেদিনী, অন্তরীক্ষ ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ বিচলিত হইতে লাগিল ; সৈন্যগণের ঊরুস্তম্ভ, স্বেদ ও বেপথু হইল এবং বীরগণ দীনচিত্ত ও সিংহভীত গজের ন্যায় ভীত হইয়া সঙ্কুচিত ও কুণ্ডলিত হইতে আরম্ভ হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ এই রূপে নির্ঘাত সদৃশ মহানাদ করত ভীষণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক জ্বলিত শূল সমুদ্যত করিয়া নানা প্রহরণধারী রাক্ষস সমূহে পরিবৃত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধান্বিত চিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। সেই ভীমদর্শন ভীমতনয়কে ক্রুদ্ধ চিত্তে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় সেনারাও সমরে বিমুখপ্রায় হইয়া উঠিল।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করত ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি মদস্রাবী পর্ব্বত সদৃশ দশ সহস্র কুঞ্জর সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে গজসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রাক্ষসগণ ও দুর্য্যোধনসৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। শস্ত্রপাণি নিশাচরগণ সেই মেঘবৃন্দ সদৃশ গজসৈন্য সন্দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ করত ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারাচ, ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর ও পরশু দ্বারা গজযোধিগণকে এবং

পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষ সমুদায় দ্বারা মহাগজদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রাম স্থলে নিশাচরগণ কর্ত্তৃক নিহন্যমান, ভিন্নকুম্ভ, ভিন্নগাত্র, রক্তাক্তকলেবর অসংখ্য মাতঙ্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই রূপে সেই গজযোধিগণ ভগ্ন হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধভরে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করত প্রধান প্রধানদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর নিশিত চারি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবেগগামী বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে সংহার করিয়া পুনরায় রাক্ষস-সৈন্য মধ্যে শর বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সেই মহৎ কার্য্য সন্দর্শনে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া বজ্র সদৃশ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ভীমপ্রতাপ ভীমতনয়কে কালোৎসৃষ্ট অন্তকের ন্যায় ধাবমান দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সমীপে গমন পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, হে নৃশংস দুর্য্যোধন! তুমি দ্যূত ক্রীড়ায় জয় লাভ করিয়া বহু দিন আমার মাতা ও পিতা এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগকে প্রবাসিত করিয়াছিলে; আজি তোমারে নিধন করিয়া তাঁহাদের নিকট আনৃণ্য লাভ করিব। তুমি যে পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজয় ও একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদতনয়ারে সভা মধ্যে আনয়ন করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, তোমার প্রিয় চিকীর্ষায় দুরাত্মা সিন্ধুরাজ যে পাণ্ডবগণকে অপমান

করিয়া দ্রৌপদীরে বনমধ্যে ক্লেশিত করিয়াছিল; আজি সেই সমুদায় অপমানের পরিশোধ করিব; তুমি রণস্থল পরিত্যাগ করিও না। মহাবীর হিড়িম্বানন্দন এই বলিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্কণী লেহন করত বর্ষা-কালীন মেঘের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায় দুর্য্যোধনের উপর শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত, দানবগণেরও দুঃসহ শরজাল অনায়াসে সহ্য করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহার উপরে সুতীক্ষ্ণ পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ক্রুদ্ধ আশী-বিষগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধন নিক্ষিপ্ত নারাচনিচয় ঘটোৎকচের উপর নিপতিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের নারাচে দৃঢ় বিদ্ধ হইয়া মদ-স্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় রক্ত মোক্ষণ করত ক্রোধভরে দুর্য্যো-ধনকে সংহার করিবার মানসে প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায়, মহাশনির ন্যায় পর্ব্বত বিদারণ ক্ষম মহাশক্তি সমুদ্যত করিলেন।

মহাবীর বঙ্গাধিপতি সেই মহাশক্তি সমুদ্যত দেখিয়া সত্বরে শীঘ্রগামী পর্ব্বত সদৃশ কুঞ্জরে আরোহণ পূর্ব্বক ঘটোৎ-কচের অভিমুখে দুর্য্যোধনের রথপথে উপস্থিত হইয়া রথ আবরণ করিলেন। মহাবল ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমুদ্যত শক্তি বঙ্গাধিপতির গজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। করিবর ঘটোৎকচের শক্তি প্রহারে আহত ও

রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধরণাতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বঙ্গাধিপতি সত্বরে গজ হইতে ধরণীতলে অবতরণ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই মহাবারণকে নিপতিত ও কৌরব সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও স্বীয় অসাধারণ অভিমানিতা স্মরণ করিয়া সেই পলায়ন যোগ্য সময়েও পর্ব্বতের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করত এক কালাগ্নি সদৃশ সুশাণিত শর শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই ইন্দ্রাশনি সদৃশ শর সমাগত দেখিয়া স্বীয় লাঘব প্রভাবে অনায়াসে উহা অতিক্রম করিলেন এবং পুনরায় ক্রোধসংরক্ত লোচনে সমুদায় সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া যুগান্তকালীন জলধরের ন্যায় গভীর স্বনে ঘোর নিনাদ করিতে লাগিলেন।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই ভীমপরাক্রম ভীমতনয়ের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে দ্রোণের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্য! আজি ঘোরতর রাক্ষসধ্বনি শ্রুত হইতেছে; বোধ হয়, মহাবীর ঘটোৎকচ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে; মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে পরাজয় করা কোন প্রাণীরই সাধ্য নহে; মহারাজ দুর্য্যোধন মহাবল রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন; অতএব সত্বরে গমন করিয়া নিশাচরহস্ত হইতে তাঁহারে বিমুক্ত করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন মহাবীর দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অবন্তিরাজ, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন

ও বিবিংশতি তাঁহাদের অনুযায়ী বহু সহস্র রথ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের বাক্য শ্রবণে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বরে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। সেই মহারথগণ সংরক্ষিত অপরিভবনীয় মহাসৈন্য তাঁহারে নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে দেখিয়া রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত শূল মুদ্গর প্রভৃতি নানাপ্রহরণধারী জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের সহিত রাক্ষসদিগের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে বীরগণের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার দহ্যমান বংশধ্বনির ন্যায় ও বর্ম্মে নিপতিত শর সমুদায়ের শব্দ ভিদ্যমান পর্ব্বতধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। বীরগণ বিসৃষ্ট আকাশগামী তোমর সমুদায় ভুজঙ্গকুলের ন্যায় বোধ হইল। রাক্ষসেন্দ্র মহাবাহু ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভীষণ ধ্বনি করত মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে দ্রোণের কার্ম্মুক ও সুনিশিত ভল্লে সোমদত্তের ধ্বজ ছেদন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন; পরে বাহ্লিকের বক্ষ স্থলে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃপকে এক বাণে ও চিত্রসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে শরাসন আকর্ষণ করত বিকর্ণের জত্রু দেশে আঘাত করিলেন। মহাবীর বিকর্ণ ঘটোৎকচের শরাঘাতে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভূরিশ্রবার উপর পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলে সেই নিক্ষিপ্ত নারাচ সকল

ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাত্মা বৃকোদরতনয় বিবিংশতির ও অশ্বত্থামার সারথিরে বাণবিদ্ধ করিলেন। সারথিদ্বয় শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইল। পরে মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজের স্বর্ণবিভূষিত বরাহধ্বজ ও অপর বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করত ক্রোধসংরক্ত নয়নে চারি নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবন্তিরাজের চারি অশ্ব সংহার ও আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিয়া রাজপুত্র বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল বৃহদ্বল ঘটোৎকচের বাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রথস্থ রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্বাতনয় ক্রোধকম্পিত কলেবরে আশীবিষ সদৃশ নিশিত, শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যের কলেবর ভেদ করিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ এই রূপে কৌরব সৈন্যগণকে সমরে বিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনকে নিধন করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই দুর্জ্জয় হিড়িম্বাতনয়কে মহাবেগে দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তালপ্রমাণ শরাসন সমুদায় আকর্ষণ ও সিংহের ন্যায় ধ্বনি করত তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক শরৎকালে মেঘ বৃন্দের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমতনয় সৈন্যগণের শরনিকরে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ব্যথিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় ঝটিতি আকাশমার্গে সমুত্থিত হইলেন এবং

শরৎকালীন জীমূতের ন্যায় দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করত ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হিড়িম্বানন্দনের চীৎকার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব নিশ্চয়ই ঐ বীর মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অতি ভারে আক্রান্ত হইয়াছে; এ দিকে পিতামহ ভীষ্ম ক্রোধভরে পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে গমন করিয়াছেন। হে ভীম! এক্ষণে এই কার্য্য দ্বয় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণের রক্ষার্থ অরাতিকুলের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, তুমি সত্বরে গমন করিয়া সংশয়াপন্ন হিড়িম্বাতনয়কে রক্ষা কর।

মহাবীর বৃকোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সিংহনাদে সমুদায় ভূপতিগণকে বিত্রাসিত করিয়া পার্ব্বণ সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রণদুর্ম্মদ সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান্, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র বিভু, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, বিক্রমশালী ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও অনূপাধিপতি নীল ষট্ সহস্র মাতঙ্গ ও অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অনুসরণক্রমে ঘটোৎকচের সমীপে গমন করত শরজাল বর্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথনেমি নির্ঘোষ ও বীরগণের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। কৌরব সৈন্যগণ সেই সমাগত পাণ্ডব সৈন্যের কোলাহল শ্রবণে এবং ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণমুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ঐ ভীরু জন ভয়াবহ সমরে মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষীয় অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতিগণ পরস্পরকে আহ্বান পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় রথনেমি এবং পদাতি, গজ ও অশ্ব সমুদায়ের পদের সংঘর্ষণে ধূম সদৃশ ধূলিপটল সমুত্থিত হইল। কে আত্মীয় কে পর কিছুই বোধগম্য হইল না; পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতারে অবগত হইতে পারিলেন না। মনুষ্য ও অস্ত্র সমুদায়ের ভীষণ গর্জ্জন প্রেতশব্দের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইল; মৃত মনুষ্যগণের কেশকলাপ উহার শৈবল ও শাদ্বলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনুষ্যগণের মস্তক সমুদায় দেহ হইতে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তর পতন শব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইল। ফলত তৎকালে বসুন্ধরা কেবল মস্তক বিহীন নরকলেবর, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্নদেহ অশ্ব সমুদায়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল।

অশ্বগণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় হয়ের সহিত মিলিত হইল এবং পরিশেষে উভয়েই পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। নরগণ পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্ত লোচনে পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহামাত্র প্রেরিত মাতঙ্গগণ বিপক্ষ পক্ষীয় পতাকা সুশোভিত মাতঙ্গ সমূহের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগের উপর দন্তাঘাত করিতে লাগিল। আহত মাতঙ্গগণ রুধিরচর্চ্চিত হইয়া সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শোভা

ধারণ করিল। কোন কোন বারণ বিপক্ষ পক্ষীয় বারণের দন্তাগ্রে ভিন্নগাত্র ও তোমরাঘাতে ভিন্নকুম্ভ হইয়া মেঘের ন্যায় ধ্বনি করত ইতস্তত ধাবমান হইল। কোন কোন ছিন্ন-শুণ্ড ও ভিন্নদেহ গজ ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিদারিতপার্শ্ব মত্ত মাতঙ্গ ধাতুস্রাবী ধরাধরের ন্যায় রুধির মোক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন হস্তী নারাচাহত ও কোন কোন হস্তী তোমরবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ধাবমান হইল। কোন কোন মদান্ধ মাতঙ্গ ক্রোধভরে রথ, অশ্ব ও পদাতি-গণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। অশ্বগণ বিপক্ষ পক্ষীয় অশ্বা-রোহীদিগের প্রাস ও তোমরনিচয়ে তাড়িত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করত চতুর্দ্দিক্ ব্যাকুলিত করিল। মহাকুল প্রসূত রথিগণ জীবিতবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসাধারণশক্তি প্রকাশ করত ভয়বিহীনের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। যেমন রাজাগণ স্বয়ম্বরে পরস্পর প্রহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমর-রস পরায়ণ বীরগণ স্বর্গ বা যশ লাভ প্রত্যাশায় পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কৌরব সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সমরবিমুখ হইল।

পঞ্চ নবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশনিসমপ্রভ কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শর-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে লোমভূষিত সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র

বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমের কার্ম্মুক ছেদ করিয়া পর্ব্বতবিদারণ অতি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীম গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করত হেমচিত্রিত বিচিত্র ধ্বজ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ ভীমকে নিতান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ সত্বরে চীৎকার করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ তাঁহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া মহারথগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর; ইনি বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ সকল ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া জয় লাভাভিলাষে ক্রোধভরে নানাবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বিত্রাসিত ও প্রচণ্ড সিংহনাদ করত দুর্য্যোধনের প্রতি আগমন করিতেছে। তখন কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ধাবমান হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন।

অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবেরা বিংশতি পদ গমন পূর্ব্বক পরস্পর জিঘাংসা পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কার্ম্মুক আস্ফালন পূর্ব্বক ষড়্‌বিংশতি শরে ভীমকে প্রহার করিয়া, বর্ষাকালীন বলাহকের জলধারা দ্বারায়

পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরনিকরে পুনরায় তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সত্বরে দশ শরে তাঁহার বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ দ্রোণ ভীমশরে সাতিশয় বিদ্ধ ও হতচেতন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই কালান্তক যমোপম উভয় বীরকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কালদণ্ড সদৃশ গরীয়সী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা গদাধর ভীমকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গধারী গিরিবর কৈলাসের ন্যায় অবলোন করিয়া সত্বরে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমও মহাবেগে তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বরে ধাবমান হইয়া তাঁহারে একান্ত নিপীড়িত করত বক্ষ স্থলে নানাবিধ শস্ত্র প্রহার করিলেন।

পাণ্ডবদিগের অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ ভীমসেনকে নিতান্ত পীড়িত ও সংশয়াপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয় সখা অনূপাধিপতি নীরদনিভ নীল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিলেন। মহারাজ নীল অশ্বত্থামার সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন; যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের দুষ্প্রধর্ষ, তেজস্বী, লোকত্রয় বিত্রাসী, অতি ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরবর নীল

শরাসন আকর্ষণ করিয়া অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা নীল শরে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ক্রোধভরে নীল বিনাশে অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন এবং অশনিসমনির্ঘোষ বিচিত্র কার্ম্মুক আস্ফালন ও কর্ম্মার চিত্রিত সাত ভল্লাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ছয় ভল্লে নীলের চারি অশ্ব বিনষ্ট এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষ স্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন নীল সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে ঘটোৎকচ নীলকে বিমোহিত দেখিয়া ক্রোধভরে জ্ঞাতিবর্গ সমভিব্যাহারে মহাবেগে অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইল এবং অন্যান্য রাক্ষসেরাও দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে ধাবমান হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ভীমরূপী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাকায় ঘটোৎকচ অগ্রবর্ত্তী বীরদিগকে অশ্বত্থামার শরে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং অশ্বত্থামারে বিমোহিত করিয়া ভয়ঙ্কর মায়া প্রকাশ করিতে লাগিল।

কৌরবগণ রাক্ষসের মায়া প্রভাবে যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলেন এবং তাহার শরনিকরে ছিন্নভিন্ন, শোণিতাক্ত ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীন ভাবে পরস্পরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৌরবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, রথী সকল নিহত ও ভূপালগণ নিপতিত হইলেন; শত সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ নিকৃত্ত হইল। অনন্তর আমি ও ভীষ্ম আমরা উভয়ে

সেনাগণকে শিবিরাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলাম, হে সৈন্যগণ! তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না; রাক্ষস ঘটোৎকচ এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু সকলেই এরূপ বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহই তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না এবং আমাদের বাক্যে সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করিল না। তখন পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; শঙ্খ ও দুন্দুভিশব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সূর্য্যাস্তকালে দুরাত্মা ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক আপনার সেনাগণ এই রূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম সন্নিধানে সমুপস্থিত ও বিনয়াবনত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ঘটোৎকচের বিজয় ও আপনার পরাজয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন; হে পিতামহ! যেমন পাণ্ডবেরা বাসুদেবের আশ্রয় লইয়াছে, তদ্রূপ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আমার সহিত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; তথাচ ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া আমারে সমরে পরাজয় করিল। যেমন নিরস বৃক্ষ অনল সংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমি আপনার প্রসাদে ও আশ্রয়ে সেই রাক্ষসাধমকে বিনাশ

করিতে অভিলাষ করি; অতএব আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

তখন মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমারে যাহা কহিব এবং তুমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিবে, তাহা শ্রবণ কর; তুমি সকল অবস্থায় আত্মরক্ষায় সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। রাজধর্ম্মানুসারে রাজার রাজার সহিতই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আমি দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তোমারই কার্য্য সাধনোদ্দেশে রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা যদি রাক্ষস ঘটোৎকচ একান্তই তোমার হৃদয়তাপ স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংগ্রামে পুরন্দর তুল্য ভূপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রণস্থলে গমন করুন। এই বলিয়া ভীষ্ম সর্ব্ব সমক্ষে মহাবীর ভগদত্তকে কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে যেমন দেবরাজ তারকাসুরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি শীঘ্র গমন করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে যত্ন সহকারে সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসাধমকে নিবারণ কর। তোমার অস্ত্রজাল দিব্য ও তোমার পরাক্রম অতি অদ্ভুত এবং পূর্ব্বে তুমি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে; সুতরাং রাক্ষস ঘটোৎকচ তোমারই প্রতিযোদ্ধা। এক্ষণে তুমি সেই বলদৃপ্ত রাক্ষসকে অবিলম্বে বিনাশ কর।

মহারাজ ভগদত্ত পৃতনাপতি ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুপ্রতীক নামে এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম,

অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীরনিস্বন ঘনমণ্ডলের ন্যায় তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া রোষভরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত ভগদত্তের যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথিগণমুক্ত শরনিকর মহাবেগে হস্তী ও রথের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহীদিগের প্রযত্নে সুশিক্ষিত করিকুল ভিন্নগাত্র হইয়াও নির্ভীকের ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হইল এবং মদান্ধ ও ক্রোধ সন্ধুক্ষিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। চামরে অলঙ্কৃত প্রাসধারী পুরুষে সমারূঢ় অশ্ব সকল আরোহী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্ভীকের ন্যায় সত্বরে সমুপস্থিত হইল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতি, পদাতি সৈন্য কর্ত্তৃক শক্তি ও তোমর সমূহে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রথী সকল কর্ণি, নালীক, সায়ক ও রথ দ্বারা বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন ভগদত্ত প্রস্রবণশালী পৰ্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণ পূৰ্ব্বক চতুৰ্দ্দিকে শর বর্ষণ করিতে করিতে ঐরাবত সমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া শরধারা দ্বারা তাঁহারে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তৎকালে বোধ হইল যেন, বর্ষাকালে জলদজাল পৰ্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। ভীমসেন রোষ পরবশ হইয়া তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে সায়ক দ্বারা বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের রথাভিমুখে হস্তী চালন করিলেন। করিবর

ভগদত্ত কর্তৃক পরিচালিত হইয়া জ্যাবিনির্মুক্ত সায়কের ন্যায় মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, দশার্ণাধিপতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করত সেই একমাত্র কুঞ্জরকে বেষ্টন করিলেন। তখন সেই হস্তী শরবিদ্ধ হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ করত গৈরিক চিত্রিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্ব্বত সদৃশ এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন। যেমন তীর-ভূমি মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক সেই প্রতিহস্তীরে নিবারণ করিলে দশার্ণাধিপতির হস্তীও সুপ্রতীককে নিবারিত করিল; তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের সৈন্য সকল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ নাগের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে উহা তাহার সুবর্ণখচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া বল্মীকমধ্যে ভুজঙ্গের প্রবেশের ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিল। দশার্ণাধিপতির হস্তী গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদ ক্ষরণ ও প্রচণ্ড রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত মহাবেগে ধাবমান হইল; বোধ হইল যেন, বায়ু বেগ-বলে পাদপদল বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দশার্ণাধিপতির হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ভীমসেনকে পুরস্কৃত

করত সিংহনাদ পরিত্যাগ ও অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত সেই সকল রোষপরবশ বীরগণের ঘোরতর সিংহনাদ শব্দ শ্রবণ করিয়া অমর্ষভরে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুপ্রতীককে প্রেরণ করিলেন। করিবর অঙ্কুশে আহত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় রোষভরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং রথ, হস্তী, অশ্ব আরোহী ও শত সহস্র পদাতি সৈন্য বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইল। তখন হুতাশন সন্তপ্ত চর্ম্মের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে দীপ্তাস্য দীপ্তলোচন মহাবীর ঘটোৎকচ অতি বিকট আকার পরিগ্রহ করত রোষভরে প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বত বিদারণ, স্ফুলিঙ্গমালাকরাল এক শূল গ্রহণ পূর্ব্বক ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার হস্তীরে সংহার করিবার নিমিত্ত শূল নিক্ষেপ করিলে ভগদত্ত অতি দারুণ সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া উহা ছেদন করিলেন। শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইবামাত্র দেবরাজ বিনির্মুক্ত অশনির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে তিনি অনল শিখা সদৃশ সুবর্ণদণ্ড শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলগত বজ্রের ন্যায় শক্তি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া উহা গ্রহণ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভগদত্তের সমক্ষেই জানু দ্বারা উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। উহা নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেবলোকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ রাক্ষসের এই অদ্ভুত কার্য্য অব-

লোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভীমসেন পুরঃসর পাণ্ডবগণ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত একান্ত হৃষ্ট পাণ্ডবদিগের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং অশনিসমপ্রভ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের মহারথদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত অনলসঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিয়া এক বাণে ভীম, নয় শরে ঘটোৎকচ, তিন বাণে অভিমন্যু ও পাঁচ শরে কেকয়গণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন বিনির্ম্মুক্ত শরে ক্ষত্রদেবের দক্ষিণ বাহু ভেদ করিলে তাঁহার হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ শর ও কার্ম্মুক নিপতিত হইল। পরিশেষে ভগদত্ত পঞ্চ শরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে প্রহার করিয়া ক্রোধভরে ভীমের অশ্বগণকে বিনাশ করত তিন বাণে তাঁহার সিংহলাঞ্ছিত ধ্বজ ছেদন ও অন্য তিন বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি বিশোক গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণ সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় তাঁহারে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যে স্থানে পিতা পুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের সহিত সমর করিতেছেন, মহাবীর অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে রথমাতঙ্গ

সমাকীর্ণ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই সকল কৌরব সৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত স্বীয় হস্তী দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যতায়ুধ পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণের সহিত ভগদত্তের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সন্নিধানে ইরাবানের বধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।

সপ্ত নবতিতম অধ্যায়।

মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্র ইরাবানের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! মহামতি বিদুর পূর্ব্বেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই মহাভয়ের বিষয় অবগত হইয়া আমাদিগকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। দেখ, কৌরবগণ আমাদের পক্ষীয় বহুসংখ্য বীরকে ও আমরা কৌরবদিগকে সংহার করিয়াছি; অতএব অর্থের নিমিত্তই লোকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে; আমরাও সেই অর্থের নিমিত্ত এই জ্ঞাতিবধরূপ অতি কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অর্থে ধিক্! ধনহীন ব্যক্তির জ্ঞাতিবধ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। হে কৃষ্ণ! এই সমাগত জ্ঞাতি সমুদায়কে সংহার করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও শকুনির অপরাধ এবং কর্ণের কুমন্ত্রণায় ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইতেছেন। এক্ষণে বুঝিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্যার্দ্ধ বা পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা করিয়া

উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন তৎকালে যুধিষ্ঠিরের সেই প্রার্থনায় সম্মত হয় নাই। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়গণকে ধরণীতলে নিপতিত দেখিয়া আপনারে সাতিশয় নিন্দা করিতেছি; ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে ধিক্! আমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই; কিন্তু আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমারে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন, এই হেতু অগত্যা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সত্বরে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর; আমি ভুজ দ্বারা সমরসাগর উত্তীর্ণ হইব। আর ক্লীবের ন্যায় বৃথা কাল ক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়।

অরাতিনিপাতন মহাত্মা মধুসূদন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে বায়ুবেগোদ্ধত পার্ব্বণ পয়োনিধির শব্দের ন্যায় মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। অপরাহ্নে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বসুগণ যেমন বাসবকে পরিবেষ্টন করেন, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের অভিমুখে, হার্দ্দিক্য ও বাহ্লিক সাত্যকির অভিমুখে, ভূপতি অম্বষ্ঠক অভিমন্যুর অভিমুখে এবং অন্যান্য মহারথগণ অন্যান্য মহারথগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বর্ষাকালীন মেঘ-

মণ্ডল যেমন বারিধারায় পর্ব্বত আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ শরনিকরে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় বেগবান্ মহাবীর বৃকোদর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক বূঢ়োরস্ককে নিপাতিত করিবামাত্র তিনি গতজীবিত হইলেন। পরে এক কৃতপান সুশাণিত ভল্ল দ্বারা কুণ্ডলীরে সংহার করিয়া সত্বরে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উপর সুশাণিত কৃতপান শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনপ্রেরিত ভীষণ সায়কনিচয় আপনার পুত্র অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। উহঁারা ভীমের শরে ভূতলশায়ী হইয়া ধরানিপতিত পুষ্পিত সহকার তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জ্ঞান করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দ্রোণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিয়া অদ্ভুত পৌরষ প্রকাশ করিলেন। বৃষ যেমন গগন হইতে নিপতিত বারিধারা অনায়াসে সহ্য করে; তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অক্লেশে দ্রোণবিমুক্ত শর-নিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এক কালে দ্রোণকে নিবারণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত

বৃকোদর মৃগ মধ্যচারী ব্যাঘ্রের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং পশুগণ মধ্যস্থ বৃক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম, ভগদত্ত ও কৃপ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন বাণ দ্বারা উক্ত বীরগণের বাণ নিরাকৃত করিয়া কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া লোকবিশ্রুত অম্বষ্ঠকের রথ ভগ্ন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ মহাত্মা অভিমন্যুর শরে ভগ্নরথ ও নিতান্ত আহত হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক সব্রীড় চিত্তে অর্জ্জুনতনয়ের উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া হার্দ্দিক্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। অরাতিকুল নিপাতন সমরকুশল মহাবীর অভিমন্যু অনায়াসে সেই অম্বষ্ঠবিমুক্ত খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ তাঁহারে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কৌরব সৈন্যগণকে ও কৌরব পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে দৃঢ়তর প্রহার করত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধাগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ এবং নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, তল, নিস্ত্রিংশ ও বাহু প্রহারে পরস্পর যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণমদে মত্ত হইয়া পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতারে সংহার করিলেন। বিপক্ষ পক্ষের শরনিকরে যোদ্ধাগণের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। রণনিহত ব্যক্তি-

দিগের ভূতলে নিপতিত হেমপৃষ্ঠ শরাসন, মহার্হ তূণীর ও তৈলমার্জ্জিত রজতপুঙ্খ সায়কনিচয় নির্মোকনির্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে অসংখ্য, হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত মুষ্টি দ্বারা বিভূষিত সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ, সুবর্ণচিত্রিত চর্ম্ম, সুবর্ণময় প্রাস, সুবর্ণবিভূষিত পট্টিশ, সুবর্ণময় যষ্টি, সুবর্ণসমুজ্জ্বল শক্তি, অত্যুৎকৃষ্ট বর্ম্ম, গুরুতর মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, হেমপরিষ্কৃত বিবিধ চাপ, বহুবিধ বিচিত্রকম্বল, চামর ও ব্যজন সমুদায় নিপতিত হইল। সমরনিহত মহারথগণ নানাবিধ শস্ত্র হস্তে ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়া জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য গদামথিতগাত্র, মুষলনির্ভিন্নমস্তক এবং গজ, বাজি ও রথের সংঘর্ষণে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অসংখ্য অশ্ব, মনুষ্য ও গজ নিপতিত থাকাতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় রাশিরাশি শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, শর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস লৌহময় কুণ্ড, পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও শস্ত্রনিহত নরকলেবরে ভূতল সমাচ্ছন্ন হইল। নিঃশব্দ, অল্পশব্দ ও শোণিতপরিপ্লুত গতাসু প্রাণিগণ, সকেয়ুর চন্দনসমুক্ষিত বাহু সকল, হস্তিহস্তোপম ঊরু সমুদায় এবং চূড়ামণি বিভূষিত, কুণ্ডল সুশোভিত মস্তক সকল নিপতিত থাকাতে সমরক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। শোণিতলিপ্ত কাঞ্চনময় কবচ সকল ইতস্তত নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন হুতাশনসমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুঙ্খ শর, শরাসন, তূণীর, কিঙ্কিণীজাল জড়িত ভগ্ন রথ, সশোণিত স্রস্তজিহ্ব নিহত অশ্ব, অনুকর্ষ, পতাকা, পাণ্ডুরবর্ণ ধ্বজ

ও স্রস্তহস্ত শয়ান মাতঙ্গ সমুদায় ইতস্তত বিকীণ থাকাতে রণভূমি নানালঙ্কার ভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রাসবিদ্ধ মাতঙ্গগণ গাঢ় বেদনাভিভূত হইয়া সীৎকার ও শুণ্ডাস্ফালন করাতে সংগ্রামস্থল স্যন্দমান্ পর্ব্বতে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নানাবর্ণ কম্বল, করিগণের চিত্রকম্বল, বৈদুর্য্য মণি নির্ম্মিত দণ্ড, অঙ্কুশ, গজঘণ্টা, রাঙ্কব, বিপাটিত চিত্রকম্বল, বিচিত্র গ্রৈবেয়, সুবর্ণনির্ম্মিত কক্ষা, বহুধা বিচ্ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, অশ্বখুরোত্থিত ধূলি ধূষরিত বৃহৎ ছত্র, বর্ম্ম, সাদিগণের অঙ্গদ সনাথ ছিন্ন ভুজ, বিমল সুতীক্ষ্ণ প্রাস, যষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীষ, সুবর্ণময় অর্দ্ধচন্দ্র, অশ্বগণের মর্দ্দিত চিত্রকম্বল ও রাঙ্কব, ভূপতিগণের বিচিত্র চূড়ামণি, চামর ও বীরগণের চারু চন্দ্রদ্যুতি, দিব্য কুণ্ডল বিভূষিত, শ্মশ্রুসমবেত মস্তক সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল গ্রহনক্ষত্র সুশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! সেই উভয় পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়া এইরূপে নিহত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ শ্রান্ত ও ভগ্ন হইতে লাগিল। ঘোরতর রজনী সমুপস্থিত হইল; রণস্থল অদৃশ্য হইয়া উঠিল; তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ অবহার করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অষ্ট নবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর শিবিরমধ্যে মহারাজ দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া কি রূপে সসৈন্য পাণ্ডব-

গণকে পরাজয় করিবেন, তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম, কৃপ ও শল্য সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেছেন না; ইহার কারণ কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া অনায়াসে আমাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে। আমি বলহীন, শস্ত্র বিহীন ও পরাভূত হইতেছি। বোধ হয়, পাণ্ডবগণ দেবগণেরও অবধ্য; অতএব তাহাদিগকে কি রূপে সংগ্রামে পরাজয় করিব, আমার এই মহাসংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! শোক করিবেন না; আমি আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্বরে এই মহাসমর হইতে অপসৃত হউন। আমি শপথ করিতেছি যে, শান্তনুতনয় শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইলে আমি তাঁহার সমক্ষে সমুদায় পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার করিব। ভীষ্ম সতত পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন; তিনি ঐ মহারথগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নন। শান্তনুতনয় কেবল রণাভিমানী ও রণপ্রিয়; তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা নাই; সুতরাং তিনি কি রূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন। অতএব আপনি সত্বরে ভীষ্মের শিবিরে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি অতি শীঘ্রই সুহৃদ্বান্ধবগণ সমবেত পাণ্ডুপুত্রদিগকে মৎকর্ত্তৃক নিহত দেখিবেন।

হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, ভ্রাত! সত্বরে অনুগামিগণকে সুসজ্জীভূত হইতে আদেশ কর; যেন বিলম্ব না হয়। পরে কর্ণকে কহিলেন, হে অরাতিনিপাতন! আমি শীঘ্রই ভীষ্মকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া তোমার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছি। ভীষ্ম সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে তুমি অনায়াসে সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে।

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে এই বলিয়া দেবগণে পরিবৃত শতক্রতুর ন্যায় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সত্বরে বহির্গত হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন অবিলম্বে তাঁহারে অশ্বে আরোপিত করিলেন। তখন সিংহগামী মহাবীর দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত, ভাণ্ডী পুষ্পসবর্ণ ও সুবর্ণ-প্রভ সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত, নির্ম্মল বসনে সম্বীত হইয়া বিমলকিরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ভীষ্মের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বলোকধনুর্দ্ধর মহাবীরগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। দেবগণ যেমন বাসবের চতুর্দ্দিকে গমন করেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সুহৃদ্গণ রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

মহাবীর দুর্য্যোধন কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত সোদরগণে পরিবৃত এবং মাগধ ও সূতগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, হস্তিহস্তোপম সর্ব্বশত্রুনিবর্হণ পীন দক্ষিণ বাহু সম্বরণ, অনুগতগণের অঞ্জলি গ্রহণ, নানা দেশবাসী লোকদিগের বাক্য শ্রবণ

ও স্তাবকদিগের পুরস্কার করত শান্তনুতনয়ের শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ গন্ধতৈল পরিপূরিত প্রজ্বলিত কাঞ্চনময় প্রদীপ সকল লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমুদায় কাঞ্চনময় প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহ পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষ ভূষিত বেত্রধারি পুরুষগণ হস্তস্থিত বেত্রের ঝর্ঝর শব্দে জনতা নিবারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীষ্মের শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র মহার্হ আস্তরণ সমাস্তীর্ণ কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুলোচনে বাষ্প গদ গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অরাতিনিপাতন! আমরা আপনারে আশ্রয় করিয়া, সবান্ধব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেব ও দানবগণকেও সমরে পরাজয় করিতে সাহস করি। অতএব হে গাঙ্গেয়! মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কৃপা করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাভব করুন। আমি সমুদায় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করূষগণকে সংহার করিব। আপনি সমরে পাণ্ডব ও সোমকগণকে নিধন করিয়া আপনার সত্য প্রতিপালন করুন। হে মহাত্মন্! যদি আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া বা আমার প্রতি দ্বেষ ভাব বশত অথবা আমার মন্দ ভাগ্য প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হন, তবে সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন;

তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে এই মাত্র বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

নব নবতিতম অধ্যায়।

এই রূপে মহাত্মা ভীষ্ম মন্ত্রশলাকাবিদ্ধ নিশ্বসন্ত অজগরের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বাক্যশলাকা দ্বারা সাতিশয় বিদ্ধ ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্য্যোধনকে কিছুমাত্র প্রিয় কথা কহিলেন না; কিন্তু রোষাবেশ প্রভাবে নিমীলিত নেত্রে বহুক্ষণ চিন্তা করত সুরাসুর গন্ধর্ব্ব সহকৃত দেবলোককে কোপানলে দগ্ধ করিয়াই যেন লোচন দ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক শান্তভাবে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি যথাশক্তি যত্নবান্ ও প্রাণ রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি; তথাচ তুমি আমার প্রতি কি নিমিত্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যখন পাণ্ডবগণ খাণ্ডব দাহে শক্রদিগকে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধর্ব্বেরা বল পূর্ব্বক তোমারে হরণ এবং সূতপুত্র কর্ণ ও তোমার সহোদরগণ পলায়ন করিলে যখন কেবল ভীমসেন তোমারে মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন বিরাট নগরে মহাবীর অর্জ্জুন একাকী আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণ ও আমারে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি গোধন অপহরণ সময়ে অশ্বত্থামা

ও কৃপাচার্য্যকে পরাজয় করিয়াছেন এবং পুরুষাভিমানী কর্ণকে জয় করিয়া উত্তরারে বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। তিনি যখন দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুর্জয় নিবাতকবচগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। শঙ্খ চক্র গদাধারী বিশ্বগোপ্তা বাসুদেব যাঁহার রক্ষক, সেই অর্জ্জুনকে কে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ বারংবার কহিয়াছেন, বাসুদেব অনন্তশক্তি, সৃষ্টি-সংহারকারী, সর্ব্বেশ্বর, দেবদেব, পরমাত্মা ও সনাতন।

হে মহারাজ! মোহ প্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান রহিত হইয়া গিয়াছ। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি সকল বৃক্ষকে সুবর্ণময় নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমিও সমস্ত বিপরীত দেখিতেছ। আজি দেখিব, তুমি পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-গণের সহিত বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়া কি রূপে যুদ্ধ কর। আমি শিখণ্ডীরে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত সমস্ত পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিনাশ করিব। হয় আমি তাহাদিগের শর-নিকরে নিহত হইয়া শমনসদনে গমন করিব; নয় তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার প্রীতি বর্দ্ধন করিব। শিখণ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল; পরে বরপ্রভাবে পুরু-ষত্ব লাভ করিয়াছে। বিধাতা যখন তাহারে সর্ব্ব প্রথমে স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহারে স্ত্রী বলিয়াই অঙ্গী-কার করিতে হইবে; অতএব আমি প্রাণান্তেও তাহারে বধ করিব না। এক্ষণে তুমি সুখে নিদ্রা যাও; আমি কল্য মহা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহারাজ! যত দিন এই পৃথিবী

থাকিবে, তত দিন লোকে আমার এই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অভিবাদন ও বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব শিবিরে প্রবেশ করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভূপালগণকে সেনা সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, ভূপালগণ! আজি মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদায় সোমকদিগকে বিনষ্ট করিবেন।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিশাকালীন বহুবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা আপনার ভৎ´সন স্বরূপ বিবেচনা করত সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পরাধীনতার বিবিধ নিন্দা করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম যাহা চিন্তা করিতেছেন তাহা ইঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মরক্ষক রথ সকল অবিলম্বে সুসজ্জিত এবং দ্বাবিংশতি অনীক প্রেরণ কর। আমরা যে সসৈন্যে পাণ্ডবগণের বধ ও রাজ্য প্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় বহু বৎসরাবধি চিন্তা করিতেছি, তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য; ইনি সুরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সাহায্য ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। ইনি কহিয়াছেন, আমি শিখণ্ডীরে কদাচ বধ করিব না। সে প্রথমে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল; এই নিমিত্ত আমি সমরক্ষেত্রে উহারে পরিত্যাগ করিব; ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান

করিবার বাসনায় প্রবৃদ্ধ রাজ্য ও মহিলা সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি স্ত্রী বা স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষকে কদাচ বিনাশ করিব না। আমি তোমারে উদ্‌যোগ সময়ে কহিয়াছি, শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ; সে অগ্রে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ পুরুষতা লাভ করিয়াছে। এক্ষণে সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহার সম্মুখে কখনই শর নিক্ষেপ করিব না; কিন্তু পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিব; তাহার সন্দেহ নাই। হে দুঃশাসন! মহাবীর ভীষ্ম আমারে এই রূপ কহিয়াছেন; অতএব সর্ব্ব প্রকারে ইহাঁরে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য। বৃকও অরণ্যানীমধ্যে অরক্ষিত সিংহকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অতএব এক্ষণে বৃক স্বরূপ শিখণ্ডী যেন পিতামহকে সংহার করিতে না পারে। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি ইহাঁরা সাবধানে ভীষ্মকে রক্ষা করুন; ইনি সুরক্ষিত হইলে আমাদের জয় লাভ হইবে; তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর সকলে রথ সমূহে ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভূলোক ও দ্যুলোক বিকম্পিত এবং পাণ্ডবগণকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে বেষ্টন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। রথী সকল সুনিয়মে পরিচালিত করি-সৈন্যের সহিত ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিলেন। যেমন সুরাসুর সংগ্রাম কালে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পুনরায়

দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! যুধামন্যু অর্জ্জুনের বাম চক্র ও উত্তমৌজা দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছেন, ইহাঁরা অর্জ্জুনের রক্ষক; অর্জ্জুন শিখণ্ডীর রক্ষক। এক্ষণে শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমাদের অনবস্থান কালে ভীষ্মকে যাহাতে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর। তখন দুঃশাসন ভীষ্মকে অগ্রে লইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিগণে পরিবেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে পাঞ্চালতনয়! তুমি আজি শিখণ্ডীরে ভীষ্মের সম্মুখে স্থাপন কর; আমি স্বয়ং তাঁহারে রক্ষা করিব।

শততম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর শান্তনুতনয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া স্বয়ং সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ, কৃতবর্ম্মা, শৈব, শকুনি, সিন্ধুরাজ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ভীষ্ম ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ঐ ব্যূহের মুখে, মহাবীর দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত কবচ ধারণ পূর্ব্বক ঐ ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষে, মহারথ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে উহার বাম পক্ষে, মহারাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তগণ সমভিব্যাহারে উহার মধ্য ভাগে এবং রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু কবচ পরিধান পূর্ব্বক ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠ দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বর্ম্মধারী বীরগণ এই রূপে সেই মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া তপনশীল হুতাশনের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

এ দিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আপনাদের মহাব্যূহস্থ সর্ব্ব সৈন্যের অগ্র ভাগে এবং মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান, বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক ঐ ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাণ্ডবগণ দুর্জ্জয় মহাব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন সমরোৎসাহী কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুদ্ধাভিলাষী ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরাও বিজয়াভিলাষে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ, কিলকিলা শব্দ, করিকুলের চীৎকার এবং ক্রকচ, গোবিষাণিক, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের ধ্বনি আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ সিংহনাদ, বীরনাদ এবং ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি করত যুদ্ধার্থ কৌরবগণের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণও ক্রুদ্ধ চিত্তে প্রতিনাদ করত সহসা পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমবেত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইল; পক্ষিগণ ঘোর নিনাদ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; বিমলোদিত সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইল; মহাভয়সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; অশিবসূচক শিবাগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক্

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ; পাংশু বৃষ্টি ও রুধিরমিশ্রিত অস্থি বৃষ্টি হইতে লাগিল ; বাহনগণ চিন্তান্বিত মনে বাস্প মোক্ষণ ও বারংবার মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল ; অকস্মাৎ অন্তর্হিত পুরুষাদ রাক্ষসগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল ; গোমায়ু ও কাক সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল ; কুক্কুরগণ বিবিধ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাভয়-সূচক প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল সূর্য্যের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ ! সেই ভয়ঙ্কর অশিব সময়ে নরেন্দ্র নাগ অশ্ব সমাকুল কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ বায়ু-বেগ কম্পিত বনরাজির ন্যায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গশব্দে কম্পিত হইয়া বাতোদ্ধত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ করিতে আরম্ভ করিল।

একাধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্ ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু পিঙ্গল-বর্ণ অশ্বে সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারিধারাবর্ষী বারিদপটলের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করত দুর্য্যোধনের সৈন্যাভি-মুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সেই অক্ষয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অরাতিনিসূদন অর্জ্জুনতনয়কে কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। অভিমন্যুবিমুক্ত শত্রুবিনাশন শর সমুদায় কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। সমর বিশারদ অর্জ্জুননন্দন ক্রোধভরে যম-দণ্ডোপম, প্রজ্বলিত আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রথ সমবেত রথী, হয় সমবেত হয়ারোহী ও গজ সমবেত গজারোহীগণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। তখন

মহীপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বায়ু যেমন আকাশে তূলরাশি পরিচালিত করে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই মহাপঙ্কে নিমগ্ন করিকুল সদৃশ অভিমন্যুবিদ্রাবিত কৌরব সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেই সমুদায় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রজ্বলিত বিধূম হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গকুল যেমন অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ অভিমন্যুর প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ অর্জ্জুনতনয় শত্রুগণকে প্রহার করত সবজ্র বাসবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার হেমপৃষ্ঠ শরাসন বারিদপটলে বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। নিশিত কৃতপান শর সমুদায় প্রফুল্ল পাদপরাজি হইতে নিপতিত ভ্রমর পংক্তির ন্যায় ইতস্তত গমন করিতে লাগিল। মহাবীর সুভদ্রানন্দন কাঞ্চনময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে কেহই তাঁহার গতি বিচ্ছেদ বোধ করিতে পারিল না। ঐ মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সিন্ধুরাজকে বিমোহিত করিয়া দ্রুত বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসন সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বীরগণ মহাবীর অভিমন্যুর অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া এই সংসারে দুই জন অর্জ্জুন আছেন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সেই মহতী কৌরব সেনা

মহাবীর অভিমন্যুর শরে নিপীড়িত হইয়া মদমত্ত কামিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুন পুত্র সেই সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও মহারথদিগকে বিকম্পিত করিয়া ময়বিজয়ী সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনতনয় কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পর্জ্জন্যনিনাদ সম গম্ভীর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন বায়ুবেগ পরিচালিত সাগর গর্জ্জন সদৃশ কৌরব সৈন্যনির্ঘোষ শ্রবণে ঋষ্যশৃঙ্গতনয় রাক্ষস অলম্বুষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ রাক্ষসসত্তম! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায়, দেবসৈন্যবিদ্রাবী বৃত্রাসুরের ন্যায় একাকী কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। তুমি ব্যতীত উহারে নিবারণ করিবার উপায়ান্তর নাই; অতএব তুমি সত্বরে গমন করিয়া অর্জ্জুনতনয়কে পরাজয় কর। আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সমবেত হইয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিব।

রাক্ষসরাজ অলম্বুষ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে অভিমন্যুর অভিমুখে ধাবমান হইল। পাণ্ডব সৈন্যগণ অলম্বুষের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া বাতোদ্ধত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচলিত হইতে লাগিল। অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরনিতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় রথস্থ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর অলম্বুষ অর্জ্জুনতনয়কে সন্দর্শন পূর্ব্বক ক্রোধান্বিত চিত্তে তাঁহার অনতিদূরস্থিত সৈন্যগণকে দ্রাবিত করিয়া, বলাসুর যেমন দেবসেনার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এই রূপে সেই ঘোররূপী রাক্ষস পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত আহত হইয়া ভীত চিত্তে ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসাগ্র্য অলম্বুষ পদ্মবন প্রমাথী কুঞ্জরের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়দিগের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রৌপদেয়গণ রাক্ষস সন্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ চিত্তে, সূর্য্যের প্রতি ধাবমান পাঁচ গ্রহের ন্যায় অলম্বুষের প্রতি ধাবমান হইয়া, যুগক্ষয় সময়ে পাঁচ গ্রহ যেমন চন্দ্রকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য অলম্বুষের উপর অকুণ্ঠিতাগ্র লৌহময় শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিলেন। অলম্বুষ সেই সমুদায় তীক্ষ্ণ শস্ত্রে ছিন্নকবচ হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জলধরপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দ্রৌপদীনন্দননির্ম্মুক্ত সুবর্ণবিভূষিত শরজাল গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্তশৃঙ্গ অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সমবেত হইয়া সুবর্ণবিভূষিত সায়ক দ্বারা অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলম্বুষ ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ সেই সমুদায় ঘোর সায়কে বিদ্ধ

হইয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ও অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইল। পরে ক্ষণ কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের বাণ, ধ্বজ ও শরাসন সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক যেন রথমধ্যে নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল এবং তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিদিগকে সংহার করিয়া বহুবিধ নিশিত শরে পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচর এই রূপে দ্রৌপদীতনয়গণকে বিরথ করিয়া তাঁহাদিগের নিধনেচ্ছায় মহাবেগে ধাবমান হইল।

ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু, দুরাত্মা রাক্ষস দ্রৌপদীতনয়গণকে নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া সত্বরে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর অভিমন্যুর সহিত অলম্বুষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ বৃত্র বাসব সদৃশ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ কালানল সদৃশ মহাবীরদ্বয় ক্রোধসংরক্ত লোচনে পরস্পর অবেক্ষণ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে শক্র ও সম্বরের যুদ্ধ যে রূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল; এই দুই মহাবীরের সমরও সেই রূপ হইয়া উঠিল।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অভিমন্যু মহারথ সকলকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া অলম্বুষ কি রূপ যুদ্ধ করিল? অভিমন্যু অলম্বুষের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কি প্রকারে

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ? এবং অর্জ্জুনই বা আমার সৈন্যগণের কি করিলেন ? তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অলম্বুষ ও অভিমন্যুর যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল ; অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যে রূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার পক্ষ মহাবীরগণ নির্ভীকের ন্যায় যে রূপ অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রান্ত অলম্বুষ সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বারংবার তর্জন গর্জন পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া মহাবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইল। অভিমন্যুও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃবৈরী রাক্ষস অলম্বুষের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে দিব্যাস্ত্রবেত্তা রথিশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ও মায়াবী রথিপ্রধান রাক্ষস উভয়ে দেবদানবের ন্যায় সত্বরে সমাগত হইলেন। অনন্তর অভিমন্যু শাণিত তিন সায়কে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। যেমন তোদনদণ্ডে মাতঙ্গকে প্রহার করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারী অলম্বুষও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় শরে মহাবেগে অভিমন্যুর হৃদয় দেশ বিদ্ধ করিয়া শর সহস্রে তাঁহারে নিপাড়িত করিল। অভিমন্যু রোষ পরবশ হইয়া শাণিত নয় শরে রাক্ষসের হৃদয় বিদ্ধ করিলে ঐ সমস্ত শর মর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষস শরনিকরে ভিন্নকলেবর হইরা কুসুম সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষ সংস্তীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদার ধারণ করিয়া জ্বালাসনাথ শৈলের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

অনন্তর অলম্বুষ রোষাবিষ্ট হইয়া মহেন্দ্রপ্রতিম অভিমন্যুরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষস নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত বাণ সকল অভিমন্যুর দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্যু বিনির্ম্মুক্ত কনকভূষিত শরনিকরও অলম্বুষের শরীর ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যেমন দেবরাজ ময়দানবকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অভিমন্যু শরজালে রাক্ষসকে বিমুখ করিলেন। অনন্তর রাক্ষস মহীয়সী তামসী মায়া আবিষ্কৃত করিলে সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্যু কি আত্মীয় কি পর কেহই কাহারেও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবীর অভিমন্যু সেই ঘোরতর অন্ধকার অবলোকন করিয়া অতি ভাস্বর সৌর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন রাক্ষসের মায়া তিরোহিত ও সমুদায় জগৎ পুনরায় প্রকাশিত হইল। পরে অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া শরনিকরে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ মায়া নিবারণ করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ মায়াশূন্য ও শরজালে একান্ত আহত হইয়া ভয়ে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। এই রূপে সেই কূটযোধী অলম্বুষ পরাজিত হইলে অভিমন্যু কৌরব সেনাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বোধ হইল যেন, মদান্ধ বন্যমাতঙ্গ কমলদল মর্দ্দন করিতেছে।

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শরনিকরে অভিমন্যুরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একমাত্র অভিমন্যুরে বেষ্টন করিয়া চারি দিক

হইতে শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পরাক্রমে অর্জ্জুন তুল্য, বীর্য্যে বাসুদেব সদৃশ মহাবীর অভিমন্যু পিতা ও মাতুলের অনুরূপ বহুবিধ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লগিলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন কৌরব সেনা বিনাশ করিতে অভিমন্যুর নিকট গমন করিলেন। যেমন রাহু দিবকরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার আত্মজগণ রথ, হস্তী ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে পরিবৃত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কৃপাচার্য্য ভীষ্মের সম্মুখবর্ত্তী পার্থকে পঞ্চবিংশতি সায়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন শার্দ্দূল কুঞ্জরের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সাত্যকি পাণ্ডবদিগের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ কৃপের প্রতি গমন করিয়া নিশিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কৃপ কোপ পরতন্ত্র হইয়া সত্বরে নয় শরে সাত্যকির হৃদয় দেশ বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক গৌতমান্তকর এক ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা সেই শক্রাশনি সম শরকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন যেমন নভোমণ্ডলে রাহু শশাঙ্কের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিরা শর প্রহার করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি শত্রু নিপাতন ভারসহ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠি শরে অশ্বত্থামার বাহু দ্বয় ও বক্ষ স্থল বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা গাঢ়তর বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মুহূর্ত্ত কাল বিমোহিত হইয়া ধ্বজদণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় সাত্যকিরে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। যেমন বসন্ত কালে বলবান্ সর্পশিশু বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ শর সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং যেমন বর্ষা কালে জলদাবলি দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকিও শরজাল নিরাকরণ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিয়া মেঘমণ্ডলী বিনির্মুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহারে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় উদ্যত হইয়া শরসহস্রে অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভকরিলেন।

দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া সাত্যকির প্রতি মহাবেগে গমন করিলেন এবং শরনিপীড়িত আত্মজ অশ্বত্থামারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও গুরুপুত্র অশ্বত্থামারে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় শরজালে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্র গ্রহের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন কি প্রকার যত্ন সহকারে রণস্থলে সমাগত হইলেন? অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণের একান্ত প্রিয় পাত্র এবং দ্রোণও অর্জ্জুনের নিতান্ত প্রীতিভাজন; অতএব মদোৎকট সিংহের ন্যায় ঐ দুই মহাবীর কি প্রকারে পরস্পর সমাগত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অর্জ্জুনকে প্রীতিভাজন বলিয়া বিবেচনা করেন না। এবং অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে তাঁহারে গুরু বলিয়া সম্মান করেন না। ক্ষত্রিয়গণ কেহই কাহারে পরিত্যাগ করেন না; প্রত্যুত মর্য্যাদা শূন্য হইয়া পিতা ও ভ্রাতাদিগের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিন শরে বিদ্ধ হইলেন; কিন্তু তাহা অর্জ্জুনশরাশন বিনির্মুক্ত বলিয়া পরিগণিত না করিয়া গহন বনে অতি প্রবৃদ্ধ হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুশর্ম্মারে প্রেরণ করিলেন। সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সায়ক সমূহে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরনিকর শরৎকালে গগনচারী হংসনিচয়ের ন্যায় নভোমণ্ডলে শোভমান হইতে লাগিল। যেমন বিহঙ্গমগণ সুস্বাদু ফলভরাবনত পাদপে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সকল শরজাল পার্থশরীরে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সপুত্র

ত্রিগর্ত্তরাজকে বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয় কালীন অন্তক সদৃশ অর্জ্জুনের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও প্রাণপণে অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেমন অচল সকল সলিল বর্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পার্থ শর সমূহ দ্বারা শরবর্ষণ গ্রহণ করিলেন। তখন আমরা তাঁহার হস্তলাঘব অবলোকন করিতে লাগিলাম। যেমন সমীরণ মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি একাকী হইয়াও বহু যোধ বিনির্ম্মুক্ত দুর্নিবার শরবৃষ্টি অনায়াসে নিবারণ করিলেন। তখন দেবদানবগণ তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন রোষ পরবশ হইয়া সেনামুখে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে প্রবল সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া অন্তরীক্ষ ক্ষুভিত, পাদপদল নিপাতিত ও সৈন্যগণ বিনষ্ট করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য নিদারুণ বায়ব্যাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর শৈলাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইল। পরে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথীদিগকে নিরুৎসাহ, সমরপরাঙ্মুখ ও হীনবীর্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লীকদিগের সহিত মহারাজ বাহ্লীক রথ সমূহে পার্থের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। ভীমসেন ভগদত্ত ও শ্রুতায়ু কর্ত্তৃক গজসৈন্য দ্বারা চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল ও সৌবল শরজালে নকুল ও সহদেবকে নিবারণ করিলেন। ভীষ্ম সসৈন্য

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর ভীমসেন গজসৈন্য আগমন করিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ ও বনমধ্যস্থ মৃগরাজ সিংহের ন্যায় সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই সেনাদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন গজারোহী সকল তাঁহারে গদাহস্ত নিরীক্ষণ করিয়া সাবধানে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। ভীমসেন মেঘমণ্ডল মধ্যগত সূর্য্যের ন্যায় গজসৈন্যমধ্যে শোভমান হইলেন। অনন্তর যেমন সমীরণ জলদজাল চালিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গদা দ্বারা গজ সৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন করিকুল গর্জ্জমান মেঘ মণ্ডলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন মাতঙ্গগণের দশন দ্বারা বিদারিত হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের দশন ভগ্ন করিয়া সেই সমস্ত দশন দ্বারা দণ্ডধারী সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করিকুলের কুম্ভমণ্ডলে প্রহার করত ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন এবং শোণিতচর্চ্চিত ও মেদ মজ্জায় অবলিপ্ত কলেবর হইয়া রুধিররঞ্জিত গদা ধারণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট করিসৈন্যগণ স্বীয় বল সমুদায়কে বিমর্দ্দিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে কৌরব সেনা সকল পরাঙ্মুখ হইল।

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মধ্যাহ্ন কালে সোমকদিগের সহিত

ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভীষ্ম শত সহস্র নিশিত শরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে তাড়িত করিলেন এবং যেমন গোগণ ছিন্ন ধান্য সমূহ বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও দ্রুপদ শরনিকরে ভীষ্মকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া তিন শরে বিরাটকে প্রহার করত দ্রুপদের প্রতি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। শিখণ্ডী ভীষ্ম-দেবকে প্রহার করিলে ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীরূপ মনে করিয়া শরা-ঘাত করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া ভীষ্মের বাহু দ্বয় ও বক্ষ স্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ পঞ্চবিংশতি, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম রুধিরধারায় অবলিপ্ত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পস্তবকমণ্ডিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি তিন তিন বাণে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে দ্রুপদের কার্ম্মুক ছেদ করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করত তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। পরে ভীম, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরঃসর পাঞ্চাল সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এ দিকে কৌরবগণ ভীষ্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়া সসৈন্যে পাণ্ডব সেনাগণের প্রতি গমন করিলে উভয়

পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী রথীদিগকে, গজারোহী গজারোহীদিগকে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। রথ সকল রথী ও সারথি শূন্য হইয়া মনুষ্য ও অশ্বদিগকে বিমর্দ্দিত করত বায়ুপ্রেরিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। কুণ্ডলোষ্ণীষধারী, নিষ্কাঙ্গদ সুশোভিত, শৌর্য্যে দেবকুমার সদৃশ, যুদ্ধে দেবরাজ তুল্য, ধনে ধনপতি সদৃশ ও নীতি বিষয়ে বৃহস্পতি তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত রথী সকল সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ধাবমান হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। করিকুল আরোহিশূন্য হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত নিপতিত হইল। কতকগুলি নবীন জলদের ন্যায় গভীরনিস্বন হস্তী চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। উহাদের চর্ম্ম, বিচিত্র হেমদণ্ডমণ্ডিত চামর, পতাকা ও শ্বেত ছত্র সকল ইতস্তত স্খলিত হইতে লাগিল; আরোহী সকল গজপরিভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। নানা দেশে সম্ভূত সুবর্ণালঙ্কৃত বায়ুগামী শত সহস্র তুরঙ্গম ইতস্তত গমন করিতে লাগিল। খড়্গহস্ত আরোহী সকল আহত অশ্বের সহিত তাড়িত ও পলায়িত হইল। করী সকল পলায়মান গজের সহিত মিলিত হইয়া বেগে অশ্ব ও পদাতি সকলকে বিমর্দ্দিত করত গমন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট করী সকল অশ্ব, রথ ও মানব সকলকে মর্দ্দিত করিল। এই রূপে উহারা পরস্পর বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল।

তখন যমরাজ্যবিবর্দ্ধন, মর্ত্যকুল বিনাশন, কঙ্কাল সঙ্কুল, শরাবর্ত্ত সম্পন্ন, নিতান্ত দুরবগাহ শোণিত তরঙ্গিণী প্রবাহিত

হইতে লাগিল। উহা শীর্ষোপল সমাকীর্ণ, হস্তিগ্রাহ সঙ্কুল, কেশ শৈবাল ও শাদ্বল বহুল, রথ হ্রদ পরিশোভিত, অশ্ব মীন পরিপ্লুত, কবচোষ্ণীষ ফেন সমাচ্ছন্ন কার্ম্মুক স্রোত বিশিষ্ট, অসি কচ্ছপ ভূয়িষ্ঠ, পতাকা ধ্বজ বৃক্ষ সংকীর্ণ ও ক্রব্যাদ হংস সমলঙ্কৃত। ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ-রূপ ভেলা অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ভয়ানক শোণিত নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী মৃত ব্যক্তিদিগকে যমালয়ে নীত করে, তদ্রূপ ঐ শোণিত নদী নিতান্ত ভীত ও বিমোহিত ব্যক্তিদিগকে বহন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের অপ-রাধেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভ পরতন্ত্র হইয়া গুণবান্ পাণ্ডবদিগের প্রতি কি নিমিত্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন? হে মহারাজ! এই রূপ পাণ্ডবগণের প্রশংসা সহকৃত আপনার পুত্রদিগের পক্ষে নিদারুণ বহুবিধ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ শল্যকে কহিলেন, হে বীরগণ! আপনারা কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছেন; অহঙ্কার শূন্য হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। তখন উভয় পক্ষই অক্ষদ্যূতজনিত অতি ভয়ঙ্কর নরহত্যা সহকৃত, ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! মহাত্মাগণ আপনারে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, এক্ষণে তাহারই নিদারুণ ফল ভোগ করিতেছেন। সসৈন্য পাণ্ডবগণ ও কৌর-বেরা কেহই কাহার প্রাণ রক্ষা করিতেছেন না এই নিমিত্ত

এবং আপনার দুর্নীতি ও দৈবের প্রতিকূলতা বশত এক্ষণে এই ঘোরতর স্বজনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমুদায় অনুচর ভূপতিগণকে নিশিত সায়ক দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সুশর্ম্মা বাসুদেবকে সপ্ততি ও অর্জ্জুনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা সুশর্ম্মার শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার সহচর যোদ্ধাগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধাগণ যুগান্তকালীন কৃতান্ত সদৃশ প্রভাবশালী পার্থের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে কেহ অশ্ব, কেহ রথ ও কেহ গজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায় লইয়া সত্বরে প্রস্থান করিতে লাগিল। পদাতিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিরপেক্ষ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল।

এই রূপে কৌরব সৈন্যগণ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য ভূপতি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তের জীবিত রক্ষার্থ মহারথ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে কেবল মহাবীর দুর্য্যোধনই ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে বহুবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করত সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিলেন; আর সকলেই পলায়ন করিল। এদিকে পাণ্ডবগণও সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে বর্ম্ম ও বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রভাব অবগত ও

শত্রুগণের হাহাকারে উৎসাহিত হইয়া শান্তনুতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মধ্যাহ্ন সময়ে কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি পাঁচ বাণে কৃতবর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র শর বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দ্রুপদ প্রথমত দ্রোণকে বহু-সংখ্যক সুশাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে সপ্ততি ও তাঁহার সারথিরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীম-সেন মহারাজ বাহ্লিককে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু চিত্রসেনের বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় রূপে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। এই ধনুর্দ্ধর দ্বয় সংগ্রামে সমাগত হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ বুধ ও শনৈশ্চরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন-তনয় নয় বাণে চিত্রসেনের অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিরে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ চিত্রসেন সেই অশ্ব বিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সত্বরে দুর্ম্মুখের রথে সমারূঢ় হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে দ্রুপদের দেহ ভেদ করিয়া সত্বরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ এই রূপে দ্রোণ কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক বায়ুবেগ-গামী অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক সমরস্থল হইতে পলায়ন

করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহ্লিকের অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে বিনষ্ট করিলে পুরুষোত্তম বাহ্লিক যৎপরোনাস্তি সম্ভ্রান্ত ও সংশয়াপন্ন হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সত্বরে লক্ষ্মণের রথে সমারূঢ় হইলেন।

এদিকে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে সমরে নিরাকৃত করিয়া শরজাল বর্ষণ করত ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহারে নিশিত লোমসনাথ ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে রথোপস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় সাত্যকির উপর সুবর্ণচিত্রিতা মহাবেগশালিনী নাগকন্যা সদৃশ মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশা সাত্যকি সেই মৃত্যু সদৃশ দুর্জ্জয় শক্তি অর্দ্ধ পথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভা সম্পন্ন মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ভীষ্মের শক্তি ছেদন করিয়া কনক সমুজ্জ্বল স্বীয় শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক শান্তনুতনয়ের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি নির্ম্মুক্ত মহাশক্তি কাল রাত্রির ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া শান্তনুতনয় নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বয় নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীষণ শক্তিরে সহসা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় এই রূপে সাত্যকির শক্তি ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বক্ষ স্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্ব লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। পরে

পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ক্রোধপরায়ণ শান্তনু-তনয়কে বর্ষাকালীন জলধরপটলে সংবৃত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন ভ্রাত! ঐ দেখ, অরিনিসূদন পিতামহ মহাবীর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়াছেন। উহাঁরে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতামহ আমাদের রক্ষক; তিনি রক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই সমরে সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিবেন। ঐ মহাবীর সংগ্রামে লোকদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; অতএব তুমি অবিলম্বে সমুদায় সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে পিতামহকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা কর।

হে রাজন্! আপনার তনয় দুঃশাসন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন সুবলনন্দন শকুনি বিমল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমরধারী, সুশিক্ষিত, যুদ্ধকুশল বীরগণ কর্ত্তৃক সমারূঢ় বেগসম্পন্ন পতাকা সুশোভিত শত সহস্র অশ্ব লইয়া নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের নিবারণার্থ অযুত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অশ্বগণ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে রণস্থলে প্রবেশ করিবা মাত্র ধরাতল তাহাদের খুরে আহত হইয়া কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ

পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশবনের ধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। তাহাদের খুরসমুদ্ভূত ধূলিপটল গগনতলে সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিল। যেমন মহাবেগশালী হংসকুল পতিত হইলে মহাসরোবর ক্ষোভিত হয়, তদ্রূপ সেই অশ্বগণ পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে সেনাগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তুরঙ্গমগণের হ্রেষারবে আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না।

বেলা যেমন বর্ষাকালীন পৌর্ণমাসীতে অতি পরিপূরিত সমুদ্ধত সাগরের বেগ রোধ করে, তদ্রূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয় দ্বয়, সেই অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর ও প্রাস সমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণ পাণ্ডবদিগের শরে নিহত হইয়া গিরি গহ্বরস্থিত, নাগনিহত মহানাগের ন্যায় নিপতিত হইল; তাহাদের মস্তক বৃক্ষ হইতে তালফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক অশ্ব আরোহী সমভিব্যাহারে নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। অশ্বগণ পাণ্ডবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সিংহ সমাক্রান্ত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এই রূপে পাণ্ডবগণ সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ভেরীধ্বনি ও শঙ্খনিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া দীন চিত্তে মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহু! পাণ্ডবতনয় যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে আমাদের সমক্ষে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। আপনি স্বীয় অসাধারণ

বলবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ করুন। প্রতাপশালী শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত মদ্ররাজের সৈন্যগণকে অনায়াসে নিবারণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মাদ্রীনন্দন দ্বয়ও শল্যকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে ষষ্টি ও মাদ্রীতনয় দ্বয়ের প্রত্যেককে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! অরাতিকুলনিসূদন মহাবাহু ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে মদ্রাধিপতির রথের সমীপবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহারে কৃতান্তের করাল কবলস্থ জ্ঞান করিয়া সত্বরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়া তাপ প্রদান করিতে লাগিলেম; কৌরব এবং পাণ্ডবগণেরও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবল ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত সায়কনিকরে পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের সেনাগণকে আহত করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ শরে ভীমসেনকে, নয় শরে সাত্যকিরে, তিন শরে নকুলকে, সাত শরে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাহুযুগলে ও বক্ষ স্থলে দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন; পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ শরে ভীষ্মকে

প্রতিবিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ যম দণ্ডোপম নিশিত পাঁচ পাঁচ শরে সাত্যকি ও ভীমসেনকে আহত করিলেন। যেমন মহাগজ তোদন দণ্ডে বিদ্ধ হয়, সেই রূপ দ্রোণও উহাঁদের তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ হইলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিগণ নিশিত শরনিকরাহত ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই। নানা দেশসমাগত অন্যান্য মহীপালগণ বিবিধ আয়ুধ হস্তে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবগণ পিতামহকে বেষ্টন করিলেন।

চতুর্দ্দিকে রথ সমূহে পরিবৃত অপরাজিত ভীষ্ম দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; রথ সেই অগ্নির গৃহ, শরাসন শিখা, অসি, শক্তি ও গদা ইন্ধন এবং শরজাল স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ হইল। তিনি গৃধ্রপক্ষশোভিত স্থবর্ণপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ ইষু, কর্ণী, নালীক ও নারাচ সমূহে পাণ্ডব সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিশিত শরনিকরে রথের ধ্বজ সকল পাতিত করত রথ সমুদায় মুণ্ডিত তালবনের ন্যায় করিলেন; এবং রথ, গজ ও অশ্বগণকে আরোহি বিহীন করিয়া ফেলিলেন। বজ্র নির্ঘোষ তুল্য তাঁহার জ্যাতলধ্বনি শ্রবণে সমুদায় প্রাণী কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীষ্মের শরনিকর ব্যর্থ হইবার নয়; যে সকল শর তাঁহার শরাসন হইতে বিনির্গত হয়, তাহা বিপক্ষের তনুত্রাণে প্রতিহত হয় না। অনন্তর বেগবান্ তুরঙ্গমেরা রথী শূন্য রথ সকল আকর্ষণ করিতেছে অবলোকন করিলাম। বিখ্যাত মহারথ, তনুত্যাগশীল, সমরে অপরাঙ্মুখ, স্থবর্ণধ্বজ শোভিত, কুলপুত্র চতুর্দ্দশ

সহস্র চেদি, কাশি ও করূষেরা ব্যাদিতবদন কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মের সহিত সমাগত হইবামাত্র অশ্ব গজ সমভিব্যাহারে পর লোকে প্রস্থান করিলেন। এমন শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তিরে দর্শন করিলাম, যাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির রথের যুগকাষ্ঠ ও উপকরণ এবং কোন কোন ব্যক্তির চক্র সকল ভগ্ন হইয়াছে। ভগ্ন রথ ও বরূথ, ছিন্ন শর, কবচ, পট্টিশ, গদা ও ভিন্দিপাল, ভগ্ন তূণীর, চক্র ও খড়্গ, সকুণ্ডল মুখ, তলত্রাণ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং নিপাতিত ধ্বজ সমূহে সমর-ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শত শত ও সহস্র সহস্র গজ ও অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইল। মহারথগণ ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহকারেও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহেন্দ্র সদৃশ মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য এরূপ ভগ্ন হইয়া উঠিল যে, দুই জন একত্র পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ধ্বজ সমাকুল পাণ্ডব সেনা অচেতন প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈব দুর্বিপাক বশত পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতারে ও সখা প্রিয় সখারে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য সেনা কবচ পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িত কেশে ধাবমান হইতেছে; রথের যুগন্ধর সকল অযথারূপ সংযুক্ত হইয়াছে এবং রণভূমিস্থ সৈন্যগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে নয়ন-গোচর হইল।

বাসুদেব সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! এই তোমার অভিলষিত

অবসর উপস্থিত হইয়াছে, মোহাবিষ্ট হইও না। হে বীর! সেই বিরাট নগরে রাজসমাজে সঞ্জয়ের নিকট করিয়াছিলে যে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রের সৈনিকগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সার্থক কর; ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।

ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যক্ দৃষ্টি ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক কহিলেন হে হৃষীকেশ! অবধ্যদিগকে বধ করিয়া যদি সেই নরক হেতু রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল, তাহা হইলে বনবাসে দুঃখ ভোগ করা কি প্রয়োজন ছিল। যাহা হউক, অশ্ব চালনা কর; তোমার বাক্য রক্ষা করিতে হইবে; কুরুপিতামহ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

তখন বাসুদেব সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য ভীষ্মের সমীপে রজতপ্রভ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ ধনঞ্জয়কে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। অনন্তর ভীষ্ম মুহুর্ম্মুহু সিংহনাদ করত শরজালে ধনঞ্জয়ের রথ, আচ্ছাদিত করিলেন। ক্ষণমাত্রেই রথ অশ্ব ও সারথি শরজালে এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না। নির্ভয় স্বভাব বাসুদেব সত্বর হইয়া ধৈর্য্য সহকারে ভীষ্মশরাহত অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ জলদস্বন দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নিশিত শরনিকরে ভীষ্মের ধনু ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পিতামহ ভীষ্ম নিমেষমধ্যেই অন্য এক বৃহৎ কার্ম্মুকে গুণ যোজনা করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া

তাহাও ছেদ করিলেন। ভীষ্ম সাধু মহাবাহু ধনঞ্জয়! সাধু সাধু! বলিয়া তাঁহার লাঘবের প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার রুচির শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার রথের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীষ্মের শরজাল বিফল করিয়া অশ্ব পরিচালনে যৎপরোনাস্তি বল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বিষাণ বিক্ষত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয় মৃদু ভাবে যুদ্ধ করিতেছেন; আর ভীষ্ম নিরন্তর শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক উভয় সেনার মধ্য স্থলে আগমন করিয়া আদিত্যের ন্যায় সন্তাপিত করিতেছেন এবং প্রধান প্রধান বীরগণকে সংহার করিয়া যেন প্রলয় কাল উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া মহাবাহু বাসুদেব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থের রজত সন্নিভ অশ্বগণকে পরিত্যাগ ও মহারথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কশা হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই তেজস্বী রোষ-কষায়িতলোচন অমিতদ্যুতি মহাযোগী জগদীশ্বরের পদভরে জগতীতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং আপনার সৈন্যগণের হৃদয়ে যেন সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইয়া উঠিল। বাসুদেব ভীষ্মের প্রতি সমরোদ্যত হইলে কেবল, "ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন" এই বাক্যই শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পীতকৌষেয়বসন মরকত কান্তি বাসুদেব সিংহনাদ সহকারে মাতঙ্গের অভিমুখীন সিংহের ন্যায় ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া বিদ্যুন্মালা বিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

বীরবর ভীষ্ম বাসুদেবকে যুদ্ধে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভ্রান্ত চিত্তে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে দেবদেব ! তোমারে নমস্কার ; এস, আজি এই মহাযুদ্ধে আমারে নিপাতিত কর, আমি তোমার হস্তে নিহত হইলে অবশ্যই শ্রেয় লাভ করিব। আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইয়াছি ; অদ্য যুদ্ধে তুমি আমারে যথেচ্ছ প্রহার কর ; আমি তোমার দাস।

এদিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের পশ্চাতেই ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলেও তাঁহারে লইয়াই বেগে গমন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দশ পদ গমন করিলে পর মহাবল অর্জ্জুন হস্ত দ্বারা চরণ দ্বয় আবেষ্টন পূর্ব্বক অতি কষ্টে তাঁহারে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয় রোষে আকুলিত হইয়াছে ; তিনি আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন। তখন অর্জ্জুন প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবাহু ! নিবৃত্ত হও ; তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করা উচিত নয় ; তাহা হইলে লোকে তোমারে মিথ্যাবাদী কহিবে। আমার উপরেই সকল ভার সমর্পিত আছে ; আমিই পিতামহকে বিনাশ করিব ; শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব ; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মকে অদ্যই প্রলয়কালীন অসম্পূর্ণ শশধরের ন্যায় নিপাতিত করিতেছি অবলোকন কর।

মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণান্তর কোন কথা না

কহিয়া সক্রোধ চিত্তে পুনরায় রথারোহণ করিলেন। এই রূপে কেশব ও অর্জ্জুন রথারূঢ় হইলে যেমন জলধর বারিধারায় ধরাধরকে আচ্ছন্ন করে, ভীষ্মও সেই রূপ পুনর্ব্বার শরনিকরে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন আদিত্য বসন্ত কালে কিরণজাল দ্বারা তেজ হরণ করেন সেই রূপ তিনি যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যেমন কুরুসৈন্যগণকে ভগ্ন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে পলায়িত, নিরুৎসাহ, দুর্ম্মনায়মান শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডব সেনা ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া নভোমণ্ডলমধ্যগত মরীচিমালীর ন্যায় স্বতেজ সমুজ্জ্বলিত, অপ্রতিম, অলৌকিকবিক্রম, দুষ্কর কর্ম্মা ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহারে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের পলায়মান সৈন্যগণ পঙ্কপতিত গো সমূহের ন্যায়, উৎপীড়িত পিপীলিকার ন্যায়, বলবানের সংগ্রামে দুর্ব্বলের ন্যায় অশরণ হইয়া উঠিল; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি শররূপ ময়ূখ দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় নরেন্দ্রগণকে উত্তাপিত করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম এই রূপে পাণ্ডব সেনা বিমর্দ্দিত করিতেছেন, এমন সময় সহস্ররশ্মি অস্তমিত হইলেন। সৈন্যগণ সাতিশয় শ্রমকাতর হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগের মন অবহারের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

দিবাকর অস্তগত ও ঘোর সন্ধ্যা প্রাদুর্ভূত হইলে যুদ্ধ

আর নয়নগোচর হইল না। সন্ধ্যা কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সেনাগণ ভীষ্মের হস্তে আহত হইয়া ভয় বিহ্বলতায় অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে, মহারথ ভীষ্ম রোষ সহকারে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন, এবং মহারথ সোমকগণ পরাজিত ও নিরুৎসাহ হইয়াছেন, অবলোকন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিন্তা পূর্ব্বক অবহার করিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাঁহার ও আপনার সৈন্যগণের অবহার হইল। সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত মহারথগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্মবাণ-পীড়িত পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সমরকৃত্য চিন্তা করিয়া নিতান্ত আকুলিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মও পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্ত-কুরুগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। আপনার পুত্রগণ তাঁহার পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সর্ব্বজীব সম্মোহিনী শর্ব্বরী সমুপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও সৃঞ্জয়গণ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন, মন্ত্রণার নিশ্চয়জ্ঞ মহাবলগণ সকলেই আপন আপন মঙ্গলকর মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহু ক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! দেখ উগ্র-পরাক্রম মহাত্মা ভীষ্ম মাতঙ্গের নলবন দলনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত ও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেছেন। আমাদিগের এমন সামর্থ্য নাই যে, তাঁহারে নিরীক্ষণ করি। তীক্ষ্ণশস্ত্র প্রতাপবান্ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে মহানাগের ন্যায়, বিষপূর্ণ তক্ষকের ন্যায় ভয়ানক হইয়া

উঠেন। যদি যমরাজ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করেন; যদি দেবরাজ বজ্র হস্তে, বরুণ পাশ হস্তে বা ধনেশ্বর গদা হস্তে যুদ্ধে আগমন করেন, তাহাদিগকেও পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু ভীষ্ম মহাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহারে জয় করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে আমি বুদ্ধির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ভীষ্মের যুদ্ধে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম প্রতিদিনই আমা-দিগকে নিহত করিতেছেন; অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নাই; অরণ্যে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্বলিত পাবকের প্রতি ধাবমান হইয়া এক বারে বিনষ্ট হয়, সেই রূপ পরাক্রম সত্ত্বেও আমি ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি; এবং শৌর্য্যশালী ভ্রাতৃগণও নিতান্ত শরপীড়িত হইতেছেন। সৌভ্রাত্রশালী ভ্রাতৃগণ আমার নিমিত্তই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন; দ্রুপদনন্দিনী আমার নিমিত্তই পরিক্লেশিত হইয়াছেন। আজি জীবনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও দুর্লভ বোধ হই-তেছে; অতএব অদ্য জীবন থাকিতে থাকিতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। আমি যদি তোমার ও ভ্রাতৃগণের অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে স্ব ধর্ম্মের অবিরোধী হিতকর উপ-দেশ প্রদান কর।

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের করুণ রস পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা বায়ু ও অগ্নি সম তেজস্বী দুর্জ্জয় ভীমার্জ্জুন এবং ইন্দ্র সদৃশ পরাক্রান্ত নকুল সহদেব থাকিতে বিষাদ করিবেন না। আমারে আদেশ করুন; আমিও সেই সৌহার্দ্দ নিবন্ধন ভীষ্মের

সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি নিয়োগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে সমর্থ হই। যদি অর্জ্জুনের যুদ্ধ ইচ্ছা না হয়, তবে আমিই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে পুরুষবর ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া সংহার করিব। যদি মনে করেন, ভীষ্ম হত হইলেই জয় লাভ হইবে, তাহা হইলে আমি এক রথে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের প্রাণ নাশ করিব। আপনি এই যুদ্ধে মহেন্দ্রের বিক্রম তুল্য আমার বিক্রম অবলোকন করুন; আমি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারে রথ হইতে নিপাতিত করিব। আপনাদিগের শত্রুই আমার শত্রু, আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন, আর আমার প্রয়োজনই আপনাদিগের প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই। আপনার ভ্রাতা ধনঞ্জয় আমার সখা, সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি তাঁহার নিমিত্ত নিজ মাংস কর্ত্তন করিয়া প্রদান করিব; ইনিও আমার নিমিত্ত প্রাণ দান করিবেন; এই রূপে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, অতএব আপনি আমারে যোদ্ধাপদে নিযুক্ত করুন। পূর্ব্বে পার্থ উপপ্লব্য নগরে লোক সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি গাঙ্গেয়কে নিহত করিব; এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা দূরে নিক্ষেপ করুন; আমিই পার্থের প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিব; অথবা এই ভার পার্থের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হইবে; অতএব ধনঞ্জয়ই পরপুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংহার করিবেন; ইনি সমুদ্যত হইলে অশক্য কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারেন। ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ দৈত্য ও দানবদলের সহিত একত্র হইয়া যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে ইনি তাঁহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে পারেন। মহাবীর ভীষ্ম ত

বিপরীতমতি, সত্ত্বহীন ও অল্পচেতন হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহু! তুমি যথার্থই কহিতেছ; কৌরবেরা সকলে একত্র হইয়াও তোমার বেগ ধারণে সমর্থ হয় না। তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান করিতেছ; তখন প্রতিনিয়তই আমার সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি রক্ষা করিলে মহারথ ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমারে মিথ্যাবাদী করিতে আমার উৎসাহ হয় না; তুমি অযোদ্ধ্যমান থাকিয়াই ঐ রূপ সাহায্য কর। পিতামহ ভীষ্ম আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না; দুর্য্যোধনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু আমার হিতার্থ মন্ত্রণা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে রাজ্য ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন; অতএব চল, সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি; তিনি অবশ্যই সত্য ও হিত বাক্য কহিবেন; আমরা যুদ্ধকালে তাঁহার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব। সেই দৃঢ়ব্রত আমাদিগকে জয় ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন। ক্ষাত্র জীবিকায় ধিক্; আমরা বাল্য কালে পিতৃহীন হইয়া যাঁহার হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, এক্ষণে সেই পিতামহকে সংহার করিবার অভিলাষ করিতেছি!

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! আপনার বাক্য আমার মনোমত হইয়াছে; দেবব্রত কৃতী ভীষ্ম দর্শনমাত্র সকলকে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা

করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটই গমন করুন; বিশেষত আপনি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্য কহিতে পারেন। এক্ষণে চলুন, শান্তনবের নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি; তিনি আমাদিগকে যেরূপ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, আমরা তদনুসারে অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এই রূপ মন্ত্রণা করিয়া পিতামহের নিকট গমন করিলেন এবং অস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ ও পূজা সহকারে প্রণাম করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে কেশব! ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ! ভীমসেন্! নকুল! সহদেব! তোমাদের স্বাগত? তোমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন কি কার্য্য করিতে হইবে? যদি তাহা অত্যন্ত দুষ্কর হয়, তাহা হইলেও সর্ব্ব প্রযত্নে সম্পাদন করিব।

কুরুপিতামহ ভীষ্ম প্রীতি সহকারে পুনঃ পুনঃ এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে দীনাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! আমরা কি প্রকারে জয় বা রাজ্য লাভ করি; এবং কি প্রকারেই বা প্রজাগণের রক্ষা হয়? অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলুন। আমরা কোন প্রকারে আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নই; সংগ্রাম সময়ে আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয় না; আমরা যুদ্ধ কালে দেখি, আপনি প্রতিনিয়ত মণ্ডলাকার শরাসন ধারণ করিয়া আছেন। আপনি কখন্ শর গ্রহণ করেন, কখন্ সন্ধান করেন, আর কখনই বা ধনু আকর্ষণ করেন, কিছুই দৃষ্ট হয় না। আপনি রথারূঢ় হইলে আপনারে অপর সূর্য্য এবং

রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিগণের সংহার কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। কোন্ পুরুষ আপনারে জয় করিতে সমর্থ হয়? আপনি শরজাল বর্ষণ করিয়া নিয়তই শত্রু বধ করিতেছেন; আমার বিপুলতর সৈন্য ক্ষীণ করিয়াছেন। অতএব যাহাতে আপনারে জয় করিতে সমর্থ হই, যাহাতে আমার রাজ্য লাভ হয় ও যাহাতে মদীয় সৈন্যগণ কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তাহাই বলুন।

তখন ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! সত্য কহিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে কোন প্রকারেই তোমাদিগের জয় লাভ হইবে না; আমি পরাজিত হইলে পর তোমরা জয় লাভ করিবে। অতএব যদি জয় লাভের ইচ্ছা থাকে, আমি অনুমতি করিতেছি, পরম সুখে আমারে প্রহার কর; তোমরা যে আমারে বিদিত হইয়াছ; ইহাই সুকৃত বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। আমি নিহত হইল সকলেই নিহত হইবে; অতএব ইহাই কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি সমরে ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন, যমরাজ দণ্ড হস্তে আগমন করিয়াছেন; অতএব কি উপায়ে আপনারে পরাজিত করিতে পারি, তাহাই বলুন। দেবরাজ, যমরাজ ও বরুণকেও পরাজয় করিতে পারা যায়; তথাপি আপনারে পরাজয় করিতে পারি না; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অসুরগণও আপনারে জয় করিতে সমর্থ হন না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহু! আমি কার্ম্মুক ও অস্ত্র গ্রহণ করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি সুর ও অসুরগণও যে আমারে

পরাজয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা অযথার্থ নয়; আমি শস্ত্র ত্যাগ করিলে তাঁহারা আমারে বধ করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, পতিত, পলায়মান, ভীত, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, একমাত্র পুত্রের পিতা, অপ্রশস্ত অথবা আমি তোমার বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অভিরুচি হয় না। আর পূর্ব্বে এরূপ সংকল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গল লক্ষণোপেত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না। তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ দ্রুপদতনয় আছেন; উনি যে রূপে স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন; তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ; বর্ম্মিতাঙ্গ ধনঞ্জয় তাঁহারে অগ্রে করিয়া নিশিত বিশিখজালে আমারে প্রহার করুন। শিখণ্ডী অমঙ্গল্যধ্বজ, বিশেষত স্ত্রীপূর্ব্ব; অতএব উহাঁরে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় এই রূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শর দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করুন। আমি সংগ্রামে সমুদ্যত হইলে মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কেহই আমারে বধ করিতে পারিবে না; অতএব ধনঞ্জয় যত্ন সহকারে শর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া আমারে পাতিত করুন; তাহা হইলেই তোমার জয় হইবে, সন্দেহ নাই। হে সুব্রত! আমি যে রূপ কহিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিয়া সংগ্রামে সমাগত সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার কর।

কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ এই রূপ উপায় অবগত হইয়া কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব শিবিরে

আগমন করিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ সমুদ্যত পিতামহের বাক্য শ্রবণে দুঃখসন্তপ্ত ও লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, মাধব! বাল্য কালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-ধূষরিত কলেবরে যাঁহারে ধূলিধূষরিত করিতাম, অঙ্কে আরোহণ করিয়া পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে যিনি কহিতেন, আমি তোমার পিতা নই, তোমার পিতার পিতা; সেই বৃদ্ধ পিতামহের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব, কি প্রকারেই বা তাঁহারে বধ করিব! অতএব তিনি আমার সৈন্যগণকেই বধ করুন, আর আমার জয় কিংবা নিধনই হউক; মহাত্মা ভীষ্মের সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না; অথবা তুমি কি রূপ বিবেচনা কর?

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি ভীষ্মকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; ক্ষত্রিয় হইয়া এক্ষণে কি রূপে তাহার অন্যথা করিবে। অতএব এই যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কে রথ হইতে পাতিত কর; ভীষ্মকে বধ না করিলে তোমার জয় লাভ হইবে না। দেবগণ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন ভীষ্ম মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইবেন; এক্ষণে তাহাই সফল হউক; তুমি তাহার অন্যথা করিও না। তোমা ভিন্ন আর কেহই তাঁহারে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না; অধিক কি, স্বয়ং বজ্রধরও ব্যাদিত-বদন অন্তক সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারিবেন না; অতএব স্থির হইয়া ভীষ্মকে বধ কর। পূর্ব্বে মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজকে কহিয়াছেন যে, হে দেবরাজ আততায়ী ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ অথবা গুণবান্ হইলেও তাঁহারে সম্মুখীন দেখিবামাত্র বধ করিবে। হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন

ধর্ম্ম যে, অসূয়া শূন্য হইয়া যুদ্ধ করিবে, রক্ষা করিবে ও সকল বিষয় জানিতে অভিলাষ করিবে।

ধনঞ্জয় কহিলেন, হে বাসুদেব! ভীষ্ম শিখণ্ডীরে অবলোকন করিলেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইবেন; অতএব শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যু, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহারে অগ্রে করিয়া গাঙ্গেয়কে নিপাতিত করিব; এই উপায়ই আমার মনোমত। আমি শর ও শরাসন দ্বারা সকলকে নিবারণ করিব; আর শিখণ্ডী কেবল যোদ্ধাপ্রধান ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আমি ভীষ্মের মুখে শুনিয়াছি, শিখণ্ডী অগ্রে কামিনী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন; এই নিমিত্ত পিতামহ তাঁহার সহিত সমর করিবেন না। বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত ও ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বল।

সঞ্জয় কহিলেন মহারাজ! সূর্য্যোদয় হইলে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও বারিধিবর্ণ শঙ্খ সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া বহির্গত হইলেন। শিখণ্ডী অতি দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সকল সৈন্যের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাঁহার চক্র রক্ষক এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন; সাত্যকি, চেকিতান ও পাঞ্চালরক্ষিত

মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন প্রভৃতিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন। বিরাট স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ এবং দ্রুপদ বিরাটের পশ্চাৎ গমন করিলেন। কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু পাণ্ডব ব্যূহের জঘন ভাগ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ সৈন্যগণকে এই রূপ ব্যূহিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কৌরবগণও মহারথ ভীষ্মকে সকল সৈন্যের অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার মহাবল পুত্রগণ তাঁহার রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, মহাবল অশ্বত্থামা, গজসৈন্য পরিবৃত ভগদত্ত, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ বলবান্ সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, শকুনি এবং সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ কৌরব সৈন্যের জঘন রক্ষক হইলেন। ভীষ্ম প্রতিদিন, এই রূপ আসুর, পৈশাচ অথবা রাক্ষস ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেন।

অনন্তর পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে যমরাজ্য বিবর্দ্ধন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন প্রভৃতি কৌন্তেয়গণ শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া নানাবিধ শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে আপনার সৈন্যগণ ভীমসেনের সায়কজালে তাড়িত ও রুধির প্রবাহে ক্লেদিত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকিও

কুরুসৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া বল পূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক আহন্যমান কৌরব সেনা পাণ্ডব সেনারে প্রতিহত করিতে অসমর্থ ও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ আমাদিগের সৈন্যগণকে নিতান্ত পীড়ন করিতেছে দেখিয়া পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় জাতক্রোধ হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সোমক-গণকে আঘাত করিতে করিতে কি প্রকারে পাণ্ডবগণের প্রত্যুদ্গমন করিলেন, বল।

সঞ্জয় কহিলেন, নরনাথ! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কুরুসৈন্য-গণকে নিগৃহীত করিলে ভীষ্ম যাহা করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন; শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ হৃষ্ট চিত্তে কৌরব সেনা নিহত করিতে করিতে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুষ্পরা-জয় ভীষ্ম শত্রুহস্তে মানুষ, হস্তী ও অশ্বগণের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক দ্বারা পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে আঘাত করিতে লাগিলেন; শরজাল দ্বারা পাণ্ডবগণের পাঁচ জন প্রধান মহারথকে নিবারিত করিলেন; বীর্য্য ও রোষ সহ-কারে নানা শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক অপরিমিত হস্তী ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন এবং ভয়ঙ্কর রূপে অরাতিগণের রথে রথি-গণকে, অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহীদিগকে, ভূমিতে পদাতি সকলকে ও গজে গজারোহীদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন অসুরগণ দেবরাজের সম্মুখীন হয়, পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে সমরে ত্বরান্বিত দেখিয়া সেই রূপ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন।

ভীষ্মও বজ্র সদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সকল দিকেই তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি ও ইন্দ্রধনু সদৃশ বৃহৎ শরাসন প্রতিনিয়ত মণ্ডলীভূতই নয়নগোচর হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ ভীষ্মের তাদৃশ কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত চিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। অমরগণ যেমন বিপ্রচিত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ বিমনায়মান হইয়া ব্যাদিতবদন অন্তক সদৃশ ভীষ্মের প্রতি সেই রূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহারে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অগ্নি যেমন কাননকে দগ্ধ করে, দশম দিবসের যুদ্ধে সেই রূপ ভীষ্ম নিশিত শরজালে শিখণ্ডীর রথসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন শিখণ্ডী তিনটি শর দ্বারা জাতরোষ আশীবিষ ও কালসৃষ্ট অন্তকসম ভীষ্মের বক্ষ স্থলে আঘাত করিলে ভীষ্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যেন অনিচ্ছা পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, হে শিখণ্ডী! তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর, বা না কর, আমি তোমার সহিত কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিব না। বিধাতা তোমারে শিখণ্ডিনী রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনীই আছ।

শিখণ্ডী ভীষ্মের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কদ্বয় পরিলেহন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীষ্ম! হে ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী! আমি তোমারে বিলক্ষণ জানি; তুমি যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার এই দিব্য প্রভাবও আমার অবিদিত নাই। তথাপি আমি আপনার ও পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার সহিত

যুদ্ধ করিব এবং সত্য করিতেছি যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ সংহার করিব। হে ভীষ্ম! আমার বাক্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর বা না কর, তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না, অতএব এই লোক সকলকে উত্তম রূপে নিরীক্ষণ কর।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রথমে বাক্যবাণে ব্যথিত করিয়া পশ্চাৎ সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণে প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া শিখণ্ডীরে উত্তেজিত করত কহিতে লাগিলেন; হে শিখণ্ডী! আমি তোমার সাহায্য করিব; তুমি শরনিকরে পরগণকে উৎসাদিত করিয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। কেহই তোমারে পীড়ন করিতে পারিবে না, তুমি অবহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ কর। যদি ভীষ্মকে সংহার না করিয়া প্রত্যাগমন কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত এই সমস্ত লোকের উপহাসাস্পদ হইবে। অতএব যাহাতে আমরা উপহাসাস্পদ না হই, সেই রূপ যত্ন কর এবং পিতামহকে সংহার কর। আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, ভগদত্ত, মগধরাজ, সৌমদত্তি, রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ, সুশর্ম্মা এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবগণকে নিবারণ করিয়া তোমারে রক্ষা করিব; তুমি পিতামহকে সংহার কর।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী কি প্রকারে মহাত্মা ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল; কোন্ সকল

মহারথ জয়াভিলাষে আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সময়ে ত্বরান্বিত হইয়া শিখণ্ডীরে রক্ষা করিয়াছিল এবং মহাবীর ভীষ্ম সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সোমকগণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? শিখণ্ডী যে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। ভীষ্মের কি রথ ভগ্ন হইয়াছিল অথবা শরক্ষেপ সময়ে তাঁহার শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ভীষ্ম যখন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অরাতিগণকে সংহার করেন, তখন তাঁহার ধনুও বিশীর্ণ হয় নাই; রথও ভগ্ন হয় নাই। অনেক সহস্র মহারথ, গজী ও অশ্বী যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভীষ্মও স্বকৃত প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। তিনি শরজালে শত্রুদলকে দলন করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহারে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম বাণ সমূহে শত শত ও সহস্র সহস্র রিপুসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ পাশহস্ত কৃতান্ত সদৃশ ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর অপরাজিত অর্জ্জুন সিংহের ন্যায় উচ্চ স্বরে গর্জ্জন, মুহুর্মুহু জ্যা বিক্ষেপ ও শর পরম্পরা বর্ষণ করিতে করিতে সমুদায় রথিগণকে ত্রাসিত করিয়া কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিলেন। যেমন মৃগগণ সিংহনাদ শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে, সেই রূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়শীল ও আপন সৈন্যগণকে নিপীড়িত দেখিয়া ভীত হইয়া

ভীষ্মকে কহিলেন, হে পিতামহ! যেমন হুতাশন অরণ্যকে দগ্ধ করে, সেই রূপ এই শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি পাণ্ডব আমার সমুদায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে। দেখুন, আমার সৈন্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। যেমন পশুপাল অরণ্যে পশুগণকে তাড়না করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় উহাদিগকে তাড়িত করিতেছে। একে উহারা ধনঞ্জয়ের শরে ছিন্ন ভিন্ন ও পলায়মান হইতেছে; তাহাতে আবার দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন, সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব ও অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচ উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব যুদ্ধে ও অবস্থানে আপনা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী; এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পীড়িত সৈন্যগণের আশ্রয় হউন।

দেবব্রত ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! স্থির হইয়া শ্রবণ কর; আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের দশ সহস্র ব্যক্তিরে নিহত করিয়া সমর হইতে নিবৃত্ত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি; অদ্য আরও এক মহৎ কর্ম্ম করিব; হয়, আপনি নিহত হইয়া শয়ন করিব, না হয়, পাণ্ডবগণকে নিহত করিব। আজি সেনামুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বামিপ্রদত্ত অন্নের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।

মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিয়া শর বর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডব সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পাণ্ডবগণ সেনামধ্যে

অবস্থিত ক্রোধপরবিষধর সদৃশ ভীষ্মকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম আত্মশক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক শত সহস্র বীরকে ধরাশায়ী করিলেন। সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা জল গ্রহণ করেন, তিনি সেই রূপ পাঞ্চাল-দিগের প্রধান প্রধান মহারথগণের তেজ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দশ সহস্র বেগগামী কুঞ্জর, আরোহি-সমেত দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ পদাতি সংহার করিয়া ধূম-শূন্য হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবগণের কেহই উত্তরায়ণপ্রস্থিত দিবাকরের ন্যায় তাপপ্রদ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ভীষ্ম কর্ত্তৃক নির্ভর নিপীড়িত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ্যমান ভীষ্ম সেই বীরগণে পরিবৃত হইয়া মেঘাবৃত সুমেরু শিখরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন মহতী সেনা সমভিব্যাহারে ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করিয়া শিখণ্ডীরে কহিলেন, হে শিখণ্ডী! পিতামহকে আক্রমণ কর; উহাঁ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; আমি তীক্ষ্ণ শর সমূহে উহাঁরে রথ হইতে নিপাতিত করিব। শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব ও মহাবীর যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য মহারথগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সমস্ত মহারথ সমাগত হইলে কৌরব পক্ষেরা শক্তি ও উৎসাহ

অনুসারে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্রশিশু বৃষের অভিমুখীন হয়, সেই রূপ চিত্রসেন চেকিতানের সম্মুখীন হইলেন এবং কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সৌমদত্তি ত্বরান্বিত হইয়া রোষাবিষ্ট ভীমসেনকে, বিকর্ণ বিশিখজাল বর্ষণ করিতে করিতে শৌর্য্যশালী নকুলকে, জাতক্রোধ কৃপাচার্য্য সহদেবকে, মহাবল দুর্ম্মুখ ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচকে, দুর্য্যোধন সাত্যকিরে, সুদক্ষিণ অভিমন্যুরে, অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে, দ্রোণাচার্য্য যত্ন সহকারে যুধিষ্ঠিরকে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন শিখণ্ডী ও তাহার অনুগামী অমিততেজা ধনঞ্জয়কে এবং কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধাগণ ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থ পাণ্ডবগণের অন্যান্য মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত চিত্তে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া উচ্চ স্বরে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন; হে বীরগণ! এই অর্জ্জুন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন; তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর; ভীষ্ম তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না; সত্ত্বহীন অল্পপ্রাণ ভীষ্মের কথা কি, দেবরাজও ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। পাণ্ডবপক্ষ মহারথ-গণ সেনাপতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে ভীষ্মেরপ্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষ বীরগণ প্রবল প্রবাহের ন্যায় আগচ্ছমান অরাতিগণকে প্রফুল্ল হৃদয়ে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও ভীষ্মের রথ সমীপে দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে আক্রমণ করিলেন।

মহারথ দুঃশাসন পিতামহ ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থী হইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!

মহাবীর ধনঞ্জয় দুঃশাসনের রথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত, যেমন তীরভূমি ক্ষোভিতসলিল মহার্ণবকে নিরুদ্ধ করে, সেই রূপ তিনি ধনঞ্জয়কে নিবারিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই রথিশ্রেষ্ঠ, উভয়েই দুর্জ্জয়, উভয়েই চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়েই উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ময় ও শক্রের ন্যায় পরস্পর আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন তিন বাণে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি বাণে বাসুদেবকে আহত করিলে অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত অবলোকন করত কুপিত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক শত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত নারাচ কবচ ভেদ করিয়া দুঃশাসনের শোণিত পান করিল। দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে অতি তীক্ষ্ণ তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় সেই ললাটনিখাত শরত্রয়ে উচ্ছ্রিতশৃঙ্গ মেরুর ন্যায়, কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় সুশোভিত হইলেন এবং যেমন রাহু ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বণ চন্দ্রকে নিগ্রহ করে, তদ্রূপ কুপিত চিত্তে দুঃশাসনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া কঙ্কপত্র শোভিত শিলাশিত শরজালে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তিন বাণে তাঁহার রথ ও শরাসন ছেদন করিয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত বাণ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া মহারথ দুঃশাসন যত্নশীল ধনঞ্জয়কে বিস্ময়াবিষ্ট ও নিশিত বিশিখজালে নিতান্ত বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ধান পূর্ব্বক শিলাশিত

স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; সেই সকল শর তড়াগগত হংসগণের ন্যায় মহাত্মা দুঃশাসনের কলেবরে নিমগ্ন হইল। দুঃশাসন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পার্থকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মের রথে গমন করিলেন; ভীষ্ম সেই অগাধ জল নিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। যেমন পুরন্দর বৃত্রাসুরকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, শৌর্য্য ও পরাক্রমশালী দুঃশাসন চেতনা লাভ করিয়া সেই রূপ নিশিত শরজালে পুনরায় পার্থকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় ব্যথিত বা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষ্মের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকির পথ রোধ করিল। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে নয় বাণে অলম্বুষকে আহত করিলেন। অলম্বুষও নয় বাণে সাত্যকিরে নিপীড়িত করিল। সাত্যকিও অলম্বুষের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিলেন। অলম্বুষ তীক্ষ্ণ শর সমূহে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি বিদ্ধ হইয়াও বীর্য্য সহকারে হাস্য ও সিংহ-নাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন তোদনদণ্ড দ্বারা মহাগজকে তাড়না করে, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সেই রূপ নিশিত শর সমূহে সাত্য-কিরে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া ভগদত্তের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। লঘুহস্ত ভগদত্ত শিতধার ভল্ল দ্বারা সাত্যকির বৃহৎ ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সাত্যকি অন্য

দৃঢ়তর ধনু ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সমূহে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সৃক্কদ্বয় পরিলেহন পূর্ব্বক কনক ও বৈদূর্য্য শোভিত, অলঙ্কৃত, লৌহ-নির্ম্মিত যমদণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি অমনি সায়ক সমূহে তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; সেই দ্বিধাচ্ছিন্ন শক্তি প্রভাশূন্য মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল।

শক্তি বিফল হইল দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন রথপরম্পরায় সাত্যকিরে বেষ্টিত করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সাত্যকি যেন এই রথবেষ্টন হইতে প্রাণ লইয়া বহির্গত হইতে না পারে; সাত্যকি বিনষ্ট হইলে বোধ হয়, পাণ্ডব-গণের মহৎ বল বিনষ্ট হইবে। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্য্যো-ধনের বাক্য গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের অভিমুখ গমনে সমুদ্যত অভিমন্যুরে নিবারিত করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু প্রথমে সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে পরে চতুঃষষ্টি বাণে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন। সুদক্ষিণও ভীষ্মের জীবন রক্ষার্থ অভিমন্যুরে পাঁচ বাণ ও তাঁহার সারথিরে নয় বাণ আঘাত করিলেন। তাঁহা-দিগের এই রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ রোষাবেশে কৌরবগণের মহা-সৈন্য প্রতিহত করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইতে-ছিলেন, এমন সময় অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অভি-মুখীন হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বত্থামার প্রতি বিরাট দশ ভল্ল ও দ্রুপদ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা ভূরি ভূরি শরে বিরাট ও দ্রুপদকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দুই বৃদ্ধ যে অশ্বত্থামার দারুণ শরজাল প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইল।

যেমন প্রমত্ত আরণ্য গজ অন্য আরণ্য মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেই রূপ শৌর্য্যশালী কৃপাচার্য্য মহারথ সহদেবের সম্মুখীন হইয়া সুবর্ণভূষণ সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। সহদেব শর সমূহে কৃপাচার্য্যের ধনু দ্বিধা ছিন্ন করিয়া নয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী কৃপাচার্য্য ভারসহ শরাসনান্তর গ্রহণ করিয়া দশ বাণে সহদেবের এবং ভীষ্মবধার্থী সহদেবও শরজালে কৃপাচার্য্যের বক্ষ স্থলে আঘাত করিলেন। এই রূপে তাঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শত্রুতাপন বিকর্ণ যষ্টি সায়কে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন; নকুল অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সপ্তসপ্ততি বাণে বিকর্ণকে আহত করিলেন। এই রূপে দুই নরসিংহ ভীষ্মের নিমিত্ত গোষ্ঠস্থিত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন।

ঘটোৎকচ কুরুসৈন্যগণকে আঘাত করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন; পরাক্রমী দুর্ম্মুখ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শরে দুর্ম্মুখের বক্ষ স্থল ও দুর্ম্মুখ শাণিত যষ্টি শরে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন।

রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্ম বধার্থ গমন করিতেছিলেন; মহারথ হার্দ্দিক্য তাঁহার গতি রোধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন লোহময়

পঞ্চ বাণে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে পঞ্চাশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হার্দ্দিক্যও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কঙ্কপত্র ভূষিত নয় বাণে আহত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব উৎকর্ষ অনুসারে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীষ্মের নিমিত্ত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবল ভীমসেন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবা থাক্ থাক্ বলিয়া শীঘ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতি তীক্ষ্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নারাচে তাঁহার বক্ষ স্থল বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন সেই নারাচে বিদ্ধ হইয়া শক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ অসুরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রোষাবেগ সহকারে কর্ম্মকার পরিমার্জ্জিত, সূর্য্য সদৃশ শরজালে ভীষ্মের বধপ্রার্থী ভীমসেন ভূরিশ্রবারে এবং ভীষ্মের জয়ার্থী ভূরিশ্রবা ভীমসেনকে আহত করিলেন। যুদ্ধে ও প্রতিযুদ্ধে যত্নবান্ বীর দ্বয় এই রূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গতি রোধ করিলেন। প্রভদ্রকগণ দ্রোণাচার্য্যের ঘনগর্জন সদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই মহতী সেনা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইল না।

মহারাজ! আপনার পুত্র মহারথ পরাক্রান্ত চিত্রসেন চেকিতানের পথ রোধ করিলেন। অনন্তর উভয়েই স্ব স্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে দুঃশাসন কি প্রকারে ভীষ্মের জীবন রক্ষা হইবে এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে অর্জ্জুনের পথ রোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন বারংবার নিবারিত হইয়াও পরিশেষে দুঃশাসনকে নিরস্ত করত কুরুসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষ মহারথগণ কর্ত্তৃক এই রূপে নিপীড়িত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

মহাধনুর্দ্ধর, মত্ত বারণবিক্রম, মহাবল, নিমিত্তজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য মত্ত মাতঙ্গবারণ মহাশরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সেনাসাগরে অবগাহন করিয়া শত্রুগণকে নির্ভর নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া অশ্বত্থামারে কহিলেন, বৎস! মহাবল ধনঞ্জয় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত যে দিনে যত্নের পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিবেন, আজি সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমার বাণ সকল উৎপতিত হইতেছে, শরাসন স্পন্দিত হইতেছে; অস্ত্র সকল বিশ্লিষ্ট হইতেছে; অন্তঃকরণ ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে অশান্ত ও ঘোরতর চীৎকার করিতেছে; গৃধ্রগণ কৌরব সৈন্যের উপর নিপতিত হইতেছে; আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছে; দিক্ সকল লোহিতবর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন শব্দিত, ব্যথিত ও সাতিশয় কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র, বলাকা ও শিবাগণ মুহুর্মুহু মহৎ ভয়সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে; আদিত্যমণ্ডলের মধ্য হইতে উল্কাপাত হইতেছে; দিবাকর কবন্ধ ও অর্গলে আবৃত হইয়াছে; রাজাগণের বিনাশসূচক চন্দ্র সূর্য্যের ভয়ানক পরি-

বেশ হইয়াছে ; কৌরবরাজের দেবমন্দিরস্থ দেবতাগণ কখন কম্পিত হইতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন ও কখন রোদন করিতেছেন ; গ্রহগণ দিবাকরকে প্রতিকূল করিয়া অলক্ষণ্য করিয়াছে ; ভগবান্ চন্দ্রমা অবাক্‌শিরা হইয়া উপাসনা করিতেছেন ; নরেন্দ্রগণের কলেবর প্রভাশূন্য দৃষ্ট হইতেছে ; তাঁহারা কৌরব সৈন্যে পরিবৃত হইয়াও সমুচিত শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না ; এবং উভয় সৈন্যের চতুর্দ্দিক্ হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীবের নিনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। অতএব ধনঞ্জয় নিঃসংশয় উত্তমাস্ত্র সমূহে যোদ্ধাগণকে পরাস্ত করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিবেন।

ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম চিন্তা করিয়া আমার লোম সকল পুলকিত ও অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। ধনঞ্জয় সেই নিকৃতিজ্ঞ পাপচেতা শিখণ্ডীরে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের যুদ্ধে গমন করিয়াছেন; ভীষ্ম পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, আমি অমঙ্গল্যধ্বজ শিখণ্ডীরে বধ করিব না; বিধাতা উহারে স্ত্রীরূপ করিয়াছিলেন, দৈব বশত পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছে; অতএব তিনি তাহারে কদাচ প্রহার করিবেন না; কিন্তু শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছে; এই চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। বিশেষত যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম ও আমার সমরোদ্যোগ প্রজাগণের অমঙ্গলের হেতু; তাহার সন্দেহ নাই এবং মহানুভব ধনঞ্জয় বলবান্, শৌর্য্যশালী, কৃতাস্ত্র, লঘুবিক্রম, দূরঘাতী, নিমিত্তজ্ঞ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান্, ক্লেশসহিষ্ণু ও নিত্য বিজয়ী; তুমি তাঁহার পথ রোধের নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। দেখ, আজি এই ঘোরে

যুদ্ধে মহামারী উপস্থিত হইবে। কিরীটী ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে শূরগণের হেমচিত্রিত কবচ, ধ্বজাগ্র, তোমর, শরাসন, প্রাস, কনকোজ্জ্বল শক্তি ও হস্তিগণের পতাকা সকল ছেদন করিবেন। হে পুত্র! ইহা উপজীবিগণের প্রাণ রক্ষার কাল নয়; স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত অগ্রসর হও। ধনঞ্জয় রথ দ্বারা রথ,হস্তী ও অশ্বরূপ আবর্ত্তশালী মহাঘোর সাতিশয় দুর্গম সংগ্রাম নদী উত্তীর্ণ হইতেছেন। ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যাঁহার ভ্রাতা এবং কৃষ্ণ যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠা, দম, দান ও তপ ইহ লোকেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই তপোদগ্ধকুলেবর যুধিষ্ঠিরের শোকপ্রভব কোপানল দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সেনাগণকে দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখ, বাসুদেবসহায় ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে প্রতিহত করিতেছেন; সৈন্যগণ তিমিকুম্ভীরভীষণ মহোর্ম্মি সঙ্কুল সাগরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া হাহাকার ও কিলকিলা শব্দ করিতেছে। তুমি পাঞ্চালতনয়ের সম্মুখীন হও, আমি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করি। রাজা যুধিষ্ঠিরের বূ্যহের অভ্যন্তর ভাগ চতুর্দ্দিক্স্থ অতিরথগণে সাগরকুক্ষির ন্যায় নিতান্ত দুর্গম হইয়াছে; সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণ সদৃশ, সমুন্নত মহাশাল সম, শ্যামকলেবর, ঐ মহাবীর অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সেনাগণের অগ্রভাগে আগমন করিতেছেন। তুমি সত্বরে উত্তম অস্ত্র ও শরাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর ও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রিয় পুত্র চিরকাল জীবিত থাকে, ইহা কাহার

অভিলষণীয় নয়; কিন্তু আমি কেবল ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াই তোমারে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। দেখ, এই ভীষ্ম যম ও বরুণের ন্যায় মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

মহাত্মা দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ এই দশ মহারথ ভীষ্মের সমরে যশোলাভের বাসনায় নানা দেশীয় সেনাগণ সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপ নয় নয় বাণে কৃতবর্ম্মা ও জয়দ্রথ তিন তিন বাণে, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত দশ দশ বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দ পাঁচ পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মর্ষণ বিংশতিবাণে ভীমসেনকে আহত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে সাত বাণে, কৃতবর্ম্মারে আট বাণে, কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে সাত বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দকে পাঁচ পাঁচ বাণে দুর্মর্ষণকে বিংশতি বাণে, চিত্রসেনকে পাঁচ বাণে, বিকর্ণকে দশ বাণে এবং জয়দ্রথকে প্রথমে পাঁচ বাণে, পরিশেষে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তোদনদণ্ডবেষ্টিত মহাগজের ন্যায় বাণ বিদ্ধ হইয়া সরোষ চিত্তে কৃপাচার্য্যকে আহত করিয়া তিন শরে জয়দ্রথের সারথি ও অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া ভীমসেনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দুই ভল্লে

মহাত্মা জয়দ্রথের শরাসনের মধ্যভাগ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ; জয়দ্রথ এই রূপে বিরথ হইলেন, তাঁহার শরাসন ছেদিত এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল ; সুতরাং তিনি সত্বর হইয়া চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে মহারাজ ! ভীমসেন একাকী এই রূপে শরজালে মহারথগণকে নিবারণ করিয়া সকল লোকের সমক্ষে সিন্ধুরাজকে বিরথ করিলেন ; ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

শল্য ভীমসেনের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মকার পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শর সন্ধান পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত, বিন্দ, অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও জয়দ্রথ শল্যের নিমিত্ত ভীমসেনকে অতি শীঘ্র আহত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই মহারথদিগকে পাঁচ পাঁচ বাণে ও শল্যকে প্রথমে সপ্ততি বাণে পরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্যও ভীমসেনকে অগ্রে নয় বাণে আহত করিয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। প্রতাপবান ভীমসেন নিজ সারথি বিশোককে বাণবিদ্ধ দেখিয়া শল্যের বাহুযুগলে ও বক্ষে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তিন তিন বাণে অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে আহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে অকুণ্ঠিতাগ্র তিন তিন বাণ আঘাত করিলেন। ভীমসেন অতি মাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে বারিধারাভিষিক্ত পর্ব্বতের ন্যায় অব্যথিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়া শল্যকে তিন বাণে, ভগদত্তকে শত ও

কৃপকে বহুসংখ্য বাণে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে মহাত্মা কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া নারাচ দ্বারা ভীমসেনের ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে লৌহময় নয় শরে, ভগদত্তকে তিন শরে, কৃতবর্ম্মারে আট শরে ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি রথিগণকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও নিশিত শর-জালে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই সকল সর্ব্ব শস্ত্র সম্পন্ন মহারথের বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাদিগকে তৃণ তুল্য বিবেচনা করত অব্যথিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রতি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন; মহাবল ভগদত্ত মহাবেগ সম্পন্ন স্বর্ণদণ্ড শক্তি, মহাভুজ জয়দ্রথ তোমর ও পট্টিশ, কৃপাচার্য্য শতঘ্নী, শল্য এক শর ও অন্য মহাধনুর্দ্ধরগণ পাঁচ পাঁচ বাণ ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া বল পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তোমর, তিন বাণে পট্টিশ ও কঙ্কপত্র বিশিষ্ট নয় বাণে শতঘ্নী তিলকাণ্ডবৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন।

মহারথ ভীমসেন সমরে সায়ক সমূহে শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া ধনঞ্জয় রথারোহণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। কৌরব পক্ষ বীরপুরুষেরা সেই দুই মহাত্মারে সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া জয় লাভের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ভীম-সেন যে দশ মহারথের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, ধনঞ্জয় ভীষ্মের

নিধন ও ভীষ্মের হিত সাধন কামনায় শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ভীমের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সুশর্ম্মারে ভীম ও অর্জ্জুন বধে নিয়োগ করিয়া কহিলেন, হে সুশর্ম্মা! শীঘ্র বল সমূহে পরিবৃত হইয়া গমন পূর্ব্বক ভীম ও অর্জ্জুনকে বধ কর। প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের বাক্যে সত্বরে অনেক সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধারম্ভ হইল।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

অতিরথ ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণকে নিপীড়ন পূর্ব্বক সন্নত-পর্ব্ব শরজালে মহারথ শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং সুশর্ম্মা, কৃপ, ভগদত্ত, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন বাণে আহত করিলেন। চিত্রসেন রথারূঢ় জয়দ্রথ অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপাচার্য্য ভূরি ভূরি মর্ম্মভেদী শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকেই ভীম ও অর্জ্জুনকে পাঁচ পাঁচ শর আঘাত করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সুশর্ম্মা নয় বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া সৈন্য-গণের ভয় জনক সিংহনাদ করিলেন। অন্যান্য রথিগণও সুবর্ণ-পুঙ্খ শরজালে ভীম ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন আমিষলিপ্সু, মদমত্ত সিংহযুগল গো সমূহের মধ্যে বিচরণ করে, সেই রূপ মহারথ ভীম ও অর্জ্জুন কৌরব পক্ষ রথিগণের মধ্যে বিচিত্র বেশে ক্রীড়া করিতেছেন, নয়নগোচর হইল।

তাঁহারা শূরগণের কার্ম্মুক, শর ও শত শত মনুষ্যের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল, শত শত গজ ও গজারোহী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল, কত শত রথী ও অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত হইল ও কত শত ব্যক্তি কম্পিত হইতে লাগিল অবলোকন করিলাম। কালকবলিত অশ্ব, গজ, পদাতি ও ভগ্ন রথ সমূহে ধরাতল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। আমি এই যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম; তিনি শরনিকরে সেই সমস্ত বীরগণকে নিবারিত ও আহত করিতে লাগিলেন।

মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের ঈদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভীষ্মের রথ সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমর পরিত্যাগ করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে নির্ভর নিপীড়িত করিলে কৌরব পক্ষ ভূমিপালগণ ত্বরান্বিত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথে অযুত অযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় শরজালে সেই সমস্ত মহারথকে নিবারণ পূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে সমতপর্ব্ব ভল্ল সমূহে ধনঞ্জয়ের বক্ষ স্থলে আঘাত করিলেন। ধনঞ্জয় পাঁচ বাণে শল্যের শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ সায়ক সমূহে তাঁহার মর্ম্মে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। শল্য রোষাবিষ্ট হইয়া অন্য ভারসাধন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন, বাসুদেবের উপর পাঁচ এবং ভীমসেনের বাহু যুগলে ও বক্ষ স্থলে নয় বাণ

আঘাত করিলেন। অনন্তর যে স্থানে মহারথ ধনঞ্জয় ও ভীমসেন কৌরবগণের মহাসেনা সংহার করিতেছিলেন, দ্রোণাচার্য্য ও মগধরাজ জয়ৎসেন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তথায় আগমন করিলেন। জয়ৎসেন ভীমায়ুধ ভীমসেনকে নিশিত আট সায়কে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন প্রথমে দশ, পরে পাঁচ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিরে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন; জয়ৎসেনের অশ্বগণ উদ্ভ্রান্ত ও ইতস্তত ধাবমান হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে তাঁহারে তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া আট বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন পঞ্চষষ্টি ভল্লে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। এ দিকে সমীরণ যেমন মহামেঘ সকলকে ছিন্নভিন্ন করে, ধনঞ্জয় ভূরি ভূরি আয়স বাণে সুশর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেই রূপ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন ও কোশলরাজ বৃহদ্বল রোষাবিষ্ট হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নও ব্যাদিতবদন অন্তক সদৃশ ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডী মহারথ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে ও সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। এই রূপে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ শিখণ্ডীরে এবং কৌরবগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের জয়-লাভ বাসনায় পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমররূপ দ্যূত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়া জয় লাভের নিমিত্ত ভীষ্মকে পণ

করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, হে মহারথগণ! নির্ভয় হইয়া শান্তনুতনয়কে আক্রমণ কর। সৈন্যগণ সেনাপতির বাক্যে সত্বর হইয়া প্রাণপণে ভীষ্মকে আক্রমণ করিল। মহাসাগর যেমন নিপতিত তীর ভূমি গ্রাস করে, মহারথ ভীষ্ম সেই রূপ আগচ্ছমান পাণ্ডব সৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কৌরবগণই বা কি রূপে পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রোষাবিষ্ট কৌরবপক্ষ মহারথগণ প্রতিদিন কিরীটীর অস্ত্রজালে প্রাণ ত্যাগ এবং ভীষ্ম স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের বল ক্ষয় করিতেন; কোন পক্ষেই জয় পরাজয় অবধারিত হয় নাই। কিন্তু দশম দিবসে ভীষ্ম ও অৰ্জ্জুন একত্র হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম এই দিনে অজ্ঞাতনামগোত্র শত শত মহাযোদ্ধার প্রাণ সংহার করিলেন। সেই ধৰ্ম্মাত্মা দশ দিন পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিলে পর স্বীয় জীবনের উপর তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; সুতরাং আত্মজীবন বিনাশে সমুৎসুক হইয়া আর অধিক মনুষ্য হত্যা করিবেন না ভাবিয়া সমীপবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ; এক্ষণে আমার ধৰ্ম্ম্য ও স্বর্গ্য বাক্য

শ্রবণ কর; ভূরি ভূরি প্রাণী হত্যা করাতে এই দেহের উপর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি আমার প্রিয়াচরণ তোমার অভিলষিত হয়, তাহা হইলে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া আমার প্রাণ সংহারে যত্নবান্ হও। সত্যদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সৃঞ্জয়গণ সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং সৈন্যগণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, হে সৈন্যগণ! ধাবমান হও এবং ভীষ্মের সহিত সমর করিয়া জয় লাভ কর; সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়, সেনাপতি পাঞ্চালনন্দন ও ভীমসেন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন; হে সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্ম হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই; আমরা শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরাজয় করিব। ব্রহ্মলোক পরায়ণ পাণ্ডবগণ ক্রোধ সহকারে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্নের পরা কাষ্ঠা অবলম্বন পূর্ব্বক শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন।

সেই সময় সৈন্য সমেত নানা দেশীয় মহাবল ভূপালগণ দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন প্রভৃতি সকল সহোদরগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে মধ্যগত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে ছিলেন। অনন্তর তাঁহারে অগ্রসর করিয়া শিখণ্ডী ও পাণ্ডব প্রভৃতি সকলকে আক্রমণ করিলেন। ধনঞ্জয়ও শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া চেদি ও পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের, সাত্যকি অশ্বত্থামার, ধৃষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু অমাত্য সমেত দুর্য্যোধনের, বিরাট সেনা সমভিব্যাহারে সসৈন্য জয়দ্রথের, যুধিষ্ঠির সসৈন্য শল্যের, ভীমসেন গজসৈন্যের এবং পাঞ্চালনন্দনগণ

দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকারধ্বজ সিংহকেতু অভিমন্যুর প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া ভূপতিগণ সমভিব্যাহারে শিখণ্ডী সমেত ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলেন।

উভয় পক্ষ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া ভীষণ পরাক্রম পূর্ব্বক এই রূপে পরস্পর ধাবমান হইলে ধরামণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের মহাশব্দ সিংহনাদে, শঙ্খ দুন্দুভির নিস্বনে ও বারণগণের বৃংহণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। নরেন্দ্রগণের সেই চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ প্রভা বীরগণের অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভায় মলিন হইয়া উঠিল। ধূলিপটল জলদপটলের ন্যায়, শস্ত্র সকল বিদ্যুতের ন্যায়, এবং শরাসনশব্দ মেঘ গর্জ্জিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উভয় দলেই বাণ, শঙ্খ ও ভেরীর মহাশব্দ আরম্ভ হইল। পাসা, শক্তি, ঋষ্টি ও শর সমূহে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের রথী, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ পদাতিগণ পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই পরস্পরকে বধ ও জয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন, সুতরাং দুই শ্যেন পক্ষী যেমন আমিষের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করে, সেই রূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভীষ্মের নিমিত্ত মহতী সেনা পরিবৃত দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর বক্ষ স্থলে প্রথমে আনতপর্ব্ব নয় শর, পরে তিন শর বিদ্ধ করিলেন। অভিমন্যুও কুপিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথের প্রতি মৃত্যুর সহোদরার ন্যায় ঘোর-রূপ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দুর্য্যোধন ক্ষুরপ্র অস্ত্রে সেই ঘোররূপ শক্তি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মকে নিধন করিবার নিমিত্ত ও দুর্য্যোধন পাণ্ডবকে জয় করিবার নিমিত্ত অতি বিচিত্র, ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক পার্থিবগণের প্রশংসিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামা রোষাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির বক্ষ স্থলে নারাচ নিক্ষেপ করিলে অমিতবিক্রম সাত্যকি কঙ্কপত্র বিশিষ্ট নয় বাণে অশ্বত্থামার সমুদায় মর্ম্ম স্থান আহত করিলেন। অশ্ব-ত্থামা পুনরায় সাত্যকির বাহু ও বক্ষ স্থলে প্রথমে নয় পরে ত্রিশ বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াও তিন বাণে অশ্বত্থামারে আহত করিলেন।

মহারথ পৌরব মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুরে শরজালে আচ্ছা-দিত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিলে ধৃষ্টকেতুও অতি শীঘ্র ত্রিশ বাণে পৌরবকে বিদ্ধ করিলেন। পৌরব ধৃষ্টকেতুর শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ সহকারে নিশিত শরনিকরে তাঁহারে আহত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে পৌরবকে আহত করিলেন। এই রূপে মহা-ধনুর্দ্ধর মহারথ বীর দ্বয় প্রভূত শর বর্ষণে উভয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয়েরই শরাসন ছেদিত হইল; উভয়েরই অশ্ব-গণ নিহত হইল, পরিশেষে উভয়েই বিরথ হইলেন। যেমন মহাবনে সিংহ দ্বয় সিংহীর নিমিত্ত যত্নশীল হয়, সেই রূপ

তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া গোচর্ম্ম নির্ম্মিত শত চন্দ্র শোভিত, শত তারা চিত্রিত চর্ম্ম এবং মহাপ্রভা সম্পন্ন খড়্গ গ্রহণ করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচিত্র মণ্ডল ও বিচিত্র গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিয়া পরস্পর আহ্বান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৌরব থাক্ থাক্ বলিয়া ধৃষ্টকেতুর ললাট দেশে ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পৌরবের জত্রু দেশে খড়্গাঘাত করিলেন। এই রূপে সেই উভয় বীরই পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া নিপতিত হইলেন। অনন্তর আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্ব রথে আরোপিত করিয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধৃষ্টকেতুরে লইয়া অপসৃত হইলেন।

চিত্রসেন প্রথমে লৌহময় শরজালে, অনন্তর ষষ্টি শরে, পরিশেষে নয় শরে সুশর্ম্মারে আহত করিলেন। সুশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে, নিশিত শত সায়কে তৎপরে আনতপর্ব্ব ত্রিশ শরে চিত্রসেনকে আঘাত করিলেন; তিনিও তাঁহারে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মের সমরে যশ ও মান বর্দ্ধনের অভিলাষে পার্থের নিমিত্ত কোশলরাজ বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃহদ্বল প্রথমে পাঁচ, তৎপরে সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে অভিমন্যুরে আঘাত করিলে, অভিমন্যু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বৃহদ্বলকে প্রথমে আট বাণ, অনন্তর শরজাল, পরিশেষে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া কঙ্কপত্র শোভিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন। বৃহদ্বল অন্য কার্ম্মুক পরিগ্রহ করিয়া অভিমন্যুর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বলি ও বাসবের যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ভীষ্মের নিমিত্ত

চিত্রযোধী জাতক্রোধ বৃহদ্বল ও অভিমন্যুরও সেই রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যেমন বজ্রধর ধরাধরগণকে বিদারিত করেন, সেই রূপ ভীমসেন গজ সৈন্যগণকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন; পর্ব্বত পরিমিত মাতঙ্গগণ নিহত হইয়া নিপতিত হইবামাত্র ধরাতল হইতে ঘোরতর শব্দ বহির্গত হইল। সেই ধরাপতিত আলোড়িত অঞ্জনরাশি সদৃশ মাতঙ্গ সমূহ, ইতস্তত বিকীর্ণ পর্ব্বত সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সুরক্ষিত হইয়া মদ্র-রাজ শল্যকে ও শল্য ভীষ্মের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ বিরাটের প্রতি প্রথমে নয় বাণ, অনন্তর ত্রিংশৎ বাণ এবং বিরাট জয়দ্রথের বক্ষ স্থলে ত্রিংশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিরাট ও জয়দ্রথ উভয়েরই বিচিত্র কার্ম্মুক, বিচিত্র খড়্গ, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ; সুতরাং তাঁহারা রণ-ক্ষেত্রে বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্ট-দ্যুম্নের বৃহৎ শরাসন ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সুবর্ণমণ্ডিত যমদণ্ডোপম গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণা-চার্য্য পঞ্চাশৎ বাণে সেই গদা প্রতিহত করিলে তাহা চূর্ণী-কৃত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রতি লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য নয় বাণে সেই শক্তি ছেদ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের এই রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহারে নিপীড়ন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন, বোধ হইল যেন, এক আরণ্য মত্ত গজ আর এক আরণ্য মত্ত গজের প্রতি ধাবমান হইতেছে। প্রতাপবান্ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার গতি রোধ করিলেন। অর্জ্জুন রজত সদৃশ নির্ম্মল তীক্ষ্ণ শরজালে ভগদত্তের হস্তীরে বিদ্ধ করিলেন এবং চল, চল, ভীষ্মকে বধ কর, বলিয়া শিখণ্ডীরে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া দ্রুপদের রথের প্রতি গমন করিলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া শীঘ্র ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব পক্ষ শৌর্য্যশালী যোদ্ধাগণ চীৎকার করিতে করিতে অতি বেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অর্জ্জুন সমুচিত সময়ে সেই কৌরব পক্ষ নানাবিধ সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, সমীরণ গগনোদিত মেঘমালাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অব্যগ্র চিত্তে সত্বরে ভূরি ভূরি শরে আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মরূপ অনল রথরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, চাপরূপ শিখায় শোভিত, অসি শক্তি গদারূপ ইন্ধনে সমুজ্জ্বলিত ও শরজালরূপ মহাজ্বালা বিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

যেমন হুতাশন সমীরণ সহকারে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া কক্ষ মধ্যে বিচরণ করে, সেই রূপ ভীষ্ম দিব্য সায়ক সমূহে প্রজ্বলিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনুগত সোমকদিগকে নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে প্রতিহত, দিক্ ও বিদিক্ সকল প্রতিধ্বনিত, রথী, অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে নিপাতিত, রথ সমুদায়কে মুণ্ডিত তালবন সদৃশ এবং কত শত রথ, অশ্ব ও হস্তীকে নির্ম্মনুষ্য করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরাসন নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শরজাল শত্রুগণের দেহ ভেদ করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। বেগশীল তুরঙ্গমগণ মনুষ্য হীন রথ সমুদায়কে বায়ুবেগে আকর্ষণ করিতেছে অবলোকন করিলাম। তনু ত্যাগে সমুদ্যত, সমরে অপরাঙ্মুখ, স্ববর্ণধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ, অশ্ব, কুঞ্জর ও রথে সমারূঢ় চতুর্দ্দশ সহস্র কুলপুত্র চেদি, কাশি ও করূষ সংগ্রামে ব্যাদিতবদন অন্তক সদৃশ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সোমকগণের মধ্যে এমন এক জন মহারথও ছিলেন না যে, জীবিত অবস্থায় ভীষ্মের সংগ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। ফলত ভীষ্মের পরাক্রম অবলোকন করিয়া লোকে বোধ করিতে লাগিল যে, সোমক বংশীয় সকল যোদ্ধাই প্রেতরাজ ভবনে গমন করিয়াছেন। অধিক কি, কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ও মহাতেজা শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই ভীষ্মের প্রতিগমনে সমর্থ হইলেন না।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষ স্থলে নিশিত দশ বাণ আঘাত করিলেন। ভীষ্ম কোপোদ্দীপিত নয়নে

শিখণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া তাঁহারে আঘাত করিলেন না; কিন্তু শিখণ্ডী তাহা বোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অর্জ্জুন শিখণ্ডীরে কহিলেন, হে শিখণ্ডী! ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হও; আর কোন কথার প্রয়োজন নাই; ভীষ্মকে বধ কর। আমি সত্য কহিতেছি, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে তোমা ব্যতিরেকে এমন এক ব্যক্তিও নাই যে ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধে সমর্থ হয়। শিখণ্ডী অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নানা বিধ শরে পিতামহকে আকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম সেই সকল বাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শরজালে জাতক্রোধ অর্জ্জুনকে নিবারণ ও সৈন্যগণকে পর লোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যেমন মেঘ সমূহ সূর্য্যকে আবৃত করে, সেইরূপ ভূরি সেনা পরিবৃত পাণ্ডবগণও ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত করিলেন। সমন্তাৎ পরিবৃত ভীষ্ম প্রজ্বলিত দাবদহনের ন্যায় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধে মহাত্মা দুঃশাসনের অতি অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম। তিনি একাকী সংগ্রাম করিয়া অর্জ্জুন প্রভৃতি সমুদায় পাণ্ডবগণকে নিবারণ পূর্ব্বক পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ তাঁহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। দুঃশাসনের এই দুষ্কর কর্ম্মে সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। দুঃশাসনের সংগ্রামে রথিগণ বিরথ হইল এবং মহাধনুর্দ্ধর অশ্বারোহী ও মহাবল মাতঙ্গগণ তীক্ষ্ণ শরে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। কত শত হস্তী শরাঘাতে কাতর হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। যেমন হুতাশন ইন্ধন

প্রাপ্ত হইলে দীপ্তশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেই রূপ দুঃশাসন পাণ্ডব সেনাগণকে প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ করত প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডবগণের কোন মহারথই তাঁহারে জয় করিতে বা তাঁহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। কেবল জয়শীল অর্জ্জুন সকল লোকের সমক্ষে তাঁহারে পরাজয় করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্মবাহু রক্ষিত মদমত্ত অপরাজিত দুঃশাসন পুনঃ-পুনঃ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে যার পর নাই শোভা ধারণ করিলেন।

শিখণ্ডী বজ্র সদৃশ, আশীবিষ তুল্য শরজালে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীষ্ম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করিতে করিতে, তাপিত ব্যক্তি যেমন বারিধারা গ্রহণ করে, তদ্রূপ শিখণ্ডীর শরধারা গ্রহণ করিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সৈন্যগণ! ধনঞ্জয়কে আক্রমণ কর; ধর্ম্মবিৎ ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে ভূপতিগণ! সমুন্নত সুবর্ণময় তালকেতু সুশোভিত পিতামহ ভীষ্ম ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সুখ ও বর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন; বিনশ্বরস্বভাব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও মহাবল মহাত্মা ভীষ্মকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; অতএব অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিবেন না; আমি আজি আপনাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া যত্ন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে সৈন্যগণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া

পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পতঙ্গগণ যেমন হুতাশনের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবল বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ রোষাবেশে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় ধ্যানপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র সমুদায় সন্ধান করিয়া হুতাশনের পতঙ্গগণ দহনের ন্যায় মহাবেগশালী অস্ত্রে ও অস্ত্র সমূহের প্রতাপে সেই সমস্ত শতানীক মহারথকে দগ্ধ করিলেন। বাণ সহস্র বর্ষণ সময়ে তাঁহার গাণ্ডীব যেন অন্তরীক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। কৌরব পক্ষ মহারথগণ তাঁহার শরে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের প্রকাণ্ড ধ্বজ সকল বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; তাঁহারা আর অর্জ্জুনের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ধনঞ্জয়ের শরনিকরে তাড়িত হইয়া রথিগণ রথের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বের সহিত ও গজারোহিগণ গজের সহিত ধরাশায়ী হইল। অর্জ্জুনভুজ বিমুক্ত নারাচাভিহত দিগ্‌দিগন্তে পলায়মান কৌরব সৈন্যগণে বসুন্ধরা আবৃত হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণকে ভগ্ন করিয়া দুঃশাসনের উপর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিলেন; যেমন ভুজঙ্গশ্রেণী বল্মীকে বিলীন হয়, সেই সমুদায় শর দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিয়া সেই রূপ ধরাগর্ভে প্রবেশ করিল। এই সময়ে দুঃশাসনের অশ্বগণ ও সারথি অর্জ্জুনের হস্তে নিপাতিত হইল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিংশতি বাণে বিবিংশতিরে বিরথ করিয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ

বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণ ও শল্যকেও বহুসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া বিরথ করিলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি পূর্ব্বাহ্ণে এই রূপে বিরথ ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, ধনঞ্জয় দিবাকরের রশ্মি বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবগণকে নিহত করিয়া শোণিতময়ী মহানদী প্রবাহিত করিলেন এবং ধূমসম্পর্ক শূন্য হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষেই, কোন স্থানে রথিগণ গজ, অশ্ব ও রথিগণকে, কোন স্থানে হস্তিগণ রথ সমুদায়কে, কোন স্থানে পদাতিগণ অশ্বগণকে নিহত করিয়াছে; গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথযোদ্ধাগণের শরীর ও মস্তক মধ্য ভাগে ছিন্ন হইয়া ইতস্তত নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; পতিত, পাতিত, রথনেমি নিকৃত্ত ও মাতঙ্গ প্রোথিত কুণ্ডলাঙ্গদ শোভিত মহারথ রাজপুত্র সমূহে রণক্ষেত্র আচ্ছাদিত হইয়াছে; পদাতি, অশ্ব, অশ্বারোহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে; ভগ্নচক্র, ভগ্নযুগ ও ভগ্নধ্বজ রথ সমুদায় বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; রণস্থল গজ, অশ্ব ও যোদ্ধাগণের রুধিরে শারদ রক্তাম্বুজের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে; কুক্কুর, কাক, গৃধ্র, বৃক,গোমায়ু ও অন্যান্য বিকৃত পশু পক্ষিগণ ভক্ষ্য লাভ করিয়া শব্দ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; রাক্ষস ও ভূতগণ নয়নপথে আবির্ভূত হইয়া চীৎকার করিতেছে; কাঞ্চনদাম ও মহামূল্য পতাকা সকল সহসা বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে; শত শত শ্বেত ছত্র ও ধ্বজের সহিত মহারথগণ ভূমিতলে পতিত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; অবলোকন করিলাম।

অনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইবামাত্র বর্ম্মিতকলেবর শিখণ্ডী তাঁহারে আক্রমণ করিলেন ; মহাবীর ভীষ্মও তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি সদৃশ অস্ত্র উপসংহার করিলেন। ধনঞ্জয় এই অবকাশে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

ঊন বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! সেই মহতী সেনা ব্যূহিত হইলে সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ সকলেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন ; সুতরাং কেবল যে সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এমন নয় ; রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও গজ গজযোধীর সহিত মিশ্রিত হইয়া উঠিল। এই রূপে মনুষ্য ও হস্তিগণ পরস্পর মিলিত হইলে, কে কোন্ পক্ষ, তাহার কিছুই বিশেষ রহিল না ; ফলত উভয় সেনার সমাগম এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে, সকলে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডব সেনারে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহারা নির্ভর নিপীড়িত হইয়া বায়ুবিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল।

এ দিকে যেমন শিশির সময় গো সকলের মর্ম্ম ছেদ করে, সেই রূপ ভীষ্ম পাণ্ডবগণের মর্ম্ম ছেদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও নব মেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গগণকে নিপাতিত এবং নারাচ ও শরজালে বীরগণকে বিমর্দ্দিত ও তাড়িত করিতে

লাগিলেন। এই রূপে পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় বীরক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাগজগণ ঘোরতর আর্ত্ত স্বরে নিপতিত হইতে লাগিল; রণক্ষেত্র নিহত মহাত্মাগণের আভরণ ভূষিত কলেবর ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে আকীর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মের পরাক্রম সন্দর্শনে জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া স্বর্গকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া সেনাগণ সমভি-ব্যাহারে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বে আপনি ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণকে যে সকল ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভে সমুৎসুক হইয়া নির্ভয়ে আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের মহারথ সেনাপতি সোমক ও সৃঞ্জয়-গণকে কহিলেন, হে সোমক ও সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্মকে আক্রমণ কর। সোমক ও সৃঞ্জয়গণ ভীষ্ম সায়কে আহত হইয়াও সেনা-পতির বাক্য শ্রবণে শরজাল দ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ভীষ্ম শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সৃঞ্জয়-গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ভীষ্ম পূর্ব্বে পরশু-রামের নিকট পর সৈন্য বিনাশিনী অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার করিতেন। দশম দিবসের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে তিনি একাকী মৎস্য ও পাঞ্চালগণের দশ সহস্র গজারোহী, সাত জন মহারথ, চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি, সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তম ভ্রাতা শতানীক ও অন্য সহস্র সহস্র রাজারে ভল্লাস্ত্রে নিপাতিত করিলেন; ফলত পাণ্ডব পক্ষ যে সমুদায় রাজা ধনঞ্জয়ের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছিলেন, ভীষ্মের

সংগ্রামে তাঁহারা সকলেই শমনভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্মের শরজালে পাণ্ডবসেনার দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইল। প্রতাপবান ভীষ্ম এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শরাসন হস্তে উভয় সেনার মধ্য স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্ম কালে দিবাকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাপ প্রদান করিলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, সেই রূপ কোন রাজাই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। যেমন পুরন্দর দৈত্য সেনারে তাপিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে পরিতাপিত করিলেন।

বাসুদেব ভীষ্মকে তাদৃশ পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ধনঞ্জয়! এই শান্তনুনন্দন ভীষ্ম উভয় সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; উহাঁরে বল পূর্ব্বক নিহত করিলেই তোমার জয় লাভ হইবে; অতএব যে স্থানে ঐ সেনাগণ ছিন্নভিন্ন হইতেছে, সেই স্থানেই উহাঁরে সংস্তম্ভিত কর; তোমা ভিন্ন কেহই ভীষ্মশর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ধনঞ্জয় কৃষ্ণের নিয়োগানুসারে শরজালে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মও শরজালে অর্জ্জুন প্রযুক্ত শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা, সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট ও পাণ্ডব পক্ষ মহাবলগণ তাঁহার শরজালে নিপীড়িত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করিয়া অতি বেগে

ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। রণবিভাগবিৎ ধনঞ্জয় ভীষ্মের অনুচরগণকে সংহার করিয়া শিখণ্ডীর রক্ষণার্থ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মহায়ুধ সমূহ সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন; এবং সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সমূহে ভীষ্মকে আহত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম সেই সমুদায় শর নিরাকৃত করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যেন ক্রীড়া করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু হাস্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার প্রতি একটীও শর নিক্ষেপ না করিয়া দ্রুপদ সৈন্যের সাত জন রথীর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ক্ষণকালমধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলেই একমাত্র ভীষ্মের দিকে ধাবমান হইলে তাঁহাদিগের কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। যেমন জলদজাল দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেই রূপ তাহারা অশ্ব, রথ ও শর সমূহে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিল। এই দেবাসুর সদৃশ যুদ্ধে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে নরনাথ! এই রূপে সমুদায় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ একত্র হইয়া শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শতঘ্নী, পরিঘ, পরশু, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুশুণ্ডী সমূহে তাঁহারে তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার তনুত্রাণ

বিশীর্ণ হইলে তিনি মর্ম্মে আহত হইয়াও অধীর হইলেন না; প্রত্যুত বীরক্ষয়রূপ ইন্ধনে উদ্দীপিত, চিত্রিত শরাসনরূপ মহাশিখাশালী, নেমিনির্ঘোষরূপ সন্তাপ সনাথ, তাঁহার প্রদীপ্ত মহাস্ত্র পাবক অরাতিগণের পক্ষে প্রলয় কালীন অনলের ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীষ্ম সেই রথমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া শত্রুগণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুরে গণনা না করিয়া পাণ্ডব সেনার অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন; পরিশেষে সাত্যকি, ভীম, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ভীমঘোষ মহাবেগগামী বর্ম্মাবরণভেদী নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি ছয় জন মহারথ ভীষ্মের সমুদায় শর নিরাকৃত করিয়া দশ দশ বাণে তাঁহারে বিমর্দ্দিত করিলেন। শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র ভীষ্মের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিত চিত্তে শিখণ্ডীরে অগ্রসর করত ভীষ্মের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত,এই সাত মহারথ ভীষ্মের শরাসন ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া দিব্য অস্ত্র সমূহে অর্জ্জুনকে আচ্ছাদন করিতে করিতে অতি দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি,ভীমসেন,ধৃষ্টদ্যুম্ন,বিরাট,দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু, এই সাত মহাবীর দ্রোণ প্রভৃতির দ্রুত গমন জনিত তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধমূর্চ্ছিত চিত্তে বিচিত্র কার্ম্মুক হস্তে সত্বরে গমন করিলেন। দানবগণের সহিত দেবগণের যে রূপ

যুদ্ধ হইয়াছিল, কৌরব পক্ষ সাত বীরের সহিত পাণ্ডব পক্ষের সাত বীরের সেই রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে শিখণ্ডী ছিন্নকার্ম্মুক ভীষ্মকে দশ বাণে ও তাঁহার সারথিকেও দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে রথের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তিন শরে তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত বার শরাসন গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন তত বারই তাহা ছেদন করিয়া ফেলেন; পরিশেষে তিনি ধনঞ্জয়ের প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় পর্ব্বত বিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া অতি তীক্ষ্ণ পাঁচ ভল্লে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; যখন সেই ছিন্ন শক্তি রথ হইতে নিপতিত হইল, তখন বোধ হইল যেন, বিদ্যুত খণ্ড খণ্ড হইয়া মেঘবৃন্দ হইতে পতিত হইতেছে।

শক্তি ছেদিত হইল দেখিয়া জাতক্রোধ ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি মহাবল মধুসূদন পাণ্ডবগণের রক্ষক না হইতেন, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে এক মাত্র শরাসনেই নিহত করিতে পারিতাম; কিন্তু পাণ্ডবগণ অবধ্য ও শিখণ্ডী স্ত্রীলোক; এই দুই কারণে উহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম; পিতা কালীর পাণি গ্রহণ সময়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমারে স্বেচ্ছামরণ ও রণে অবধ্যত্ব বর প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে মৃত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ হইতেছে। তখন আকাশস্থ ঋষি ও বসুগণ অমিততেজা ভীষ্মের এই রূপ অধ্যবসায় অবগত হইয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম! তোমার যে রূপ অধ্যবসায় হইয়াছে, তাহা আমাদিগেরও প্রীতিকর; অতএব

রণবুদ্ধি নিবৃত্ত করিয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণের বাক্যাবসানে শুভসূচক সুগন্ধ অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত, মহাস্বন দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত ও ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সকল ঋষি ও বসুগণের বাক্য ভীষ্ম ব্যতীত আর কাহারও শ্রবণগোচর হয় নাই; মহর্ষি ব্যাসদেবের তেজ প্রভাবে আমিও শ্রবণ করিয়াছিলাম। মহারাজ! সর্ব্বলোকপ্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের মহাসম্ভ্রম সমুপস্থিত হইল।

মহাতপা ভীষ্ম দেবর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী নিশিত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের বক্ষ স্থলে অতি তীক্ষ্ণ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন; যেমন ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে পর্ব্বত কম্পিত হয় না, সেই রূপ ভীষ্ম শিখণ্ডীর শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে প্রথমে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে, তৎপরে এক শত শরে ভীষ্মের সমুদায় গাত্র ও সমুদায় মর্ম্ম স্থান আহত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম অন্যান্য যে সকল বীরগণের শরনিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইতেছিলেন; এক্ষণে সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তার করিয়া সেই সকল বীরকে বিদ্ধ ও তাঁহাদের শর সমুদায় নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত শর পরিত্যাগ করিলেন, ভীষ্ম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র পীড়িত হইলেন না। অনন্তর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার

শরাসন ছেদন, দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ, এক বাণে ধ্বজচ্ছেদ ও দশ বাণে তাঁহার সারথিরে বিকম্পিত করিলেন। ভীষ্ম কার্ম্মুকান্তর পরিগ্রহ করিলে ধনঞ্জয় তাহাও তিন ভল্লে তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত ধনু গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় এক এক নিমিষে তৎসমুদায়ই ছেদন করিলেন। পিতামহ ভীষ্ম অতঃপর আর অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন না কিন্তু অর্জ্জুন পুনরায় তাঁহারে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক আঘাত করিলেন।

মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে দুঃশাসন! বজ্রপাণি পুরন্দর যাঁহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নন, সেই মহারথ অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনেক সহস্র শর নিক্ষেপ করিতেছে, সন্দেহ নাই; নতুবা মহারথ মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, বীর্য্যশালী দেব, দানব ও রাক্ষসগণও একত্র হইয়া আমারে পরাজয় করিতে পারে না। ভীষ্ম ও দুঃশাসন এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অর্জ্জুন শরের নির্ভর নিপীড়নে অধিকতর বিস্মিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, হে দুঃশাসন! এই যে বজ্রসমস্পর্শ অবিচ্ছিন্ন শরধারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে মুষল সদৃশ বাণ সকল দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া আমার মর্ম্ম স্থান সকল ছেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে ব্রহ্মদণ্ড সমস্পর্শ বজ্রবেগের ন্যায় দুর্ব্বিষহ শরনিকর আমার জীবনকে রুগ্ন করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে গদা ও পরিঘ সদৃশ কঠোরতর সায়ক সমুদায় যমদূতের ন্যায় নিহিত

হইয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে জাতক্রোধ লেলিহান বিষম আশীবিষের ন্যায় বিশিখজাল আমার মর্ম্ম স্থানে প্রবেশিত হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; এই যে বাণ সকল আমার সমুদায় গাত্র ভেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়; অর্জ্জুনেরই বাণ, তাহার সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন রাজা আমারে ক্লেশিত করিতে পারে না।

প্রতাপবান্ ভীষ্ম এই কথা কহিতে কহিতে যেন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ কুরুবীরগণের সমক্ষে তিন শরে তাহা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় জয় বা মৃত্যুর অন্যতর প্রাপ্ত হইবার বাসনায় সুবর্ণ চিত্রিত চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীষ্ম রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই ধনঞ্জয় শরনিকরে সেই চর্ম্ম শতধা করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর; তোমাদিগের অণুমাত্রও ভয় নাই; ইহা কহিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টিশ, খড়্গ, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্ল সমূহ লইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে জয়ী করিবার অভিলাষে একমাত্র ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধক্ষেত্র মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে গঙ্গাপাত জনিত সাগরাবর্ত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। পৃথিবী শোণিতলিপ্ত হইয়া অতি ভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং সম ও বিষম স্থল কিছুই লক্ষিত হইল না। ভীষ্ম মর্ম্মাহত হইয়াও দশ সহস্র যোদ্ধারে নিহত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেনামুখে অবস্থান করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ভয়ে ভীত ও তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ব, শয়, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়দেশীয় মহাত্মাগণ শরার্ত্ত ও ব্রণ পীড়িত হইয়াও অর্জ্জুন সহ যুধ্যমান ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিলেন না।

এদিকে পাণ্ডবগণ একমাত্র ভীষ্মকে পরিবেষ্টন ও সমুদায় কৌরব সৈন্যকে পরাজয় করিয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। নিপাতিত কর, গ্রহণ কর, যুদ্ধ কর, ছেদন কর, ভীষ্মের রথের দিকে এই রূপ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! ভীষ্মের কলেবর ধনঞ্জয়ের নিশিত শরনিকরে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। এই রূপ ক্ষতবিক্ষতকলেবর ভীষ্ম সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনার পুত্রগণের সমক্ষে পূর্ব্বশিরা হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্তলোকে ভূপতিগণ উচ্চ স্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন; ভীষ্ম নিপতিত হইতেছেন

দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপতিত হইল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজ স্বরূপ ভীষ্ম সমুত্থিত ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি এরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ করিলেন না; শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। দিব্য ভাব সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিল, জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল; মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহাবীর ভীষ্ম পতন সময়ে দিবাকরকে দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষ হইতে এই দিব্য বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইল যে, নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়ণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। ভীষ্ম এই দিব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি জীবিত আছি বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এই রূপে কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধরাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়নন্দিনী গঙ্গা ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহর্ষিগণকে হংসরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসনিবাসী হংসরূপ ঋষিগণ সত্বরে গমন করিয়া দেখিলেন, কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়ণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন? এই বলিয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবুদ্ধি ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন পূর্ব্বক ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া

কহিলেন, হে হংসগণ! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, দিবাকর যত দিন দক্ষিণায়ণে অবস্থান করিবেন, তত দিন আমি গমন করিব না; সত্য কহিতেছি, আদিত্য উত্তরায়ণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন স্থানে উপস্থিত হইব; এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিতেছি। মহাত্মা পিতা আমারে স্বেচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন, আজি তাহা সফল হউক; সেই বর প্রভাবে মরণের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে; তন্নিমিত্ত আমি জীবিত রহিয়াছি, নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিব। ভীষ্ম হংসগণকে এই কথা বলিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন।

হে মহারাজ! কুরুবংশাবতংস মহাতেজা অবধ্য ভীষ্ম নিপতিত হইলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; আপনার পুত্ত্রগণ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কৌরবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন; কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ স্তব্ধেন্দ্রিয় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াও পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন না। ফলত কুরুগণ সহসা অবিতর্কিত ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। আমরাও শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলাম; আবার মহাবীর ভীষ্মও নিহত হইলেন; সুতরাং ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

পাণ্ডবগণ ইহ লোকে জয় লাভ করিলেন ও পর লোকে

পরম গতি লাভ করিবেন বলিয়া মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণ পুলকিত হইলেন। তূর্য্যসহস্র নিনাদিত হইলে মহাবল ভীমসেন বাহ্বাস্ফোট পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। উভয় সেনার মধ্যেই কোন কোন্ বীর শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ চীৎকার পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ ক্ষত্র ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ভীষ্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভারতদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম মহোপনিষদ্‌বিহিত যোগাশ্রয় পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময় প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল, দেবকল্প, পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী ভীষ্ম নিহত হইলে যোদ্ধাগণ কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি যখন ঘৃণা বশত শিখণ্ডীরে প্রহার করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা দুঃখতর আর কি আছে যে, এই পাপাত্মারে পিতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইল! আমার হৃদয় প্রস্তরের সারাংশে নির্ম্মিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; যে হেতু ভীষ্মের মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও তাহা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। যাহা হউক, জয়াভিলাষী ভীষ্ম আহত হইয়া কি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর; তিনি পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াছিলেন, ইহা আমার সহ্য হইতেছে

না। পূর্ব্বে পরশুরাম যাঁহারে দিব্যাস্ত্রনিকরে বিনাশ করিতে পারেন নাই, আজি তিনি দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম সায়াহ্ন সময়ে ধরাতলে নিপতিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদ নীরে অভিষিক্ত করিয়া শর-শয্যাতেই শয়ান রহিলেন; তাঁহারে ভূমি স্পর্শ করিতে হয় নাই। কুরুগণের সীমাবৃক্ষ ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে সকল ভূতের মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল; উভয় পক্ষ ক্ষত্রিয়গণই ভয়াবিষ্ট হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে বিশীর্ণকবচ ও স্রস্তধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিবাকর প্রভাশূন্য ও ধরাতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইনি ব্রহ্মবেত্তাগণের শ্রেষ্ঠ, ইনিই ব্রহ্মবেত্তাগণের প্রধান; এই কথা বলিয়া লোকে ভীষ্মকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ শরতল্পগত ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, ইনি পূর্ব্বে পিতারে কামাকুলিত দেখিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধরেতা হইয়া-ছিলেন। আপনার পুত্রগণ, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদন, শ্রীভ্রষ্ট এবং লজ্জায় নম্রমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া রণ-মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক হেমজাল চিত্রিত মহাশঙ্খের বাদ্য আরম্ভ করিলেন। হর্ষনিবন্ধন তূর্য্যসহস্র বাদিত হইতে আরম্ভ হইলে দেখিলাম, মহাবল ভীমসেন বেগপ্রভাবে মহাবল শত্রুরে সংহার করিয়া আহ্লাদে ক্রীড়া করিতেছেন। কর্ণ ও

দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সকলেই মর্য্যাদাবিহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে।

হে রাজন্! দেবব্রত ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবামাত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে স্বসৈন্যে বর্ম্মিত হইয়া তাহাদিগকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করত ত্বরিত গমনে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; কুরুগণ তদ্দর্শনে তিনি কি কহিবেন ভাবিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তিনি দ্রোণাচার্য্যকে ভীষ্মের নিধন বার্ত্তা কহিলে দ্রোণাচার্য্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ মাত্র সহসা রথ হইতে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরূঢ় দূতগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

সৈন্যগণ পারম্পর্য্যক্রমে নিবৃত্ত হইলে ভূপতিগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং যোদ্ধাগণও যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, যেমন অমরগণ প্রজাপতির সমীপে গমন করেন, সেই রূপ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের স্বাগত? হে মহারথগণ! তোমাদিগের স্বাগত? আমি তোমাদিগের দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছি। লম্বমানমস্তক কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই রূপ আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে ভূপতিগণ!

আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, অতএব আমারে উপাধান প্রদান কর। ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধান সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এ সকল উপাধান এই বীর শয্যার উপযুক্ত নয়। অনন্তর পুরুষপ্রধান পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! হে মহাবাহু! হে বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধনঞ্জয় গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, হে পিতামহ! আমি আপনার ভৃত্য, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে; তুমি সমর্থ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্র ধর্ম্মের অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।

ধনঞ্জয় তথাস্তু বলিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ, গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সন্নতপর্ব্ব শর সমুদায় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগ সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিলে শরত্রয় তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া উপাধান স্বরূপ হইল। সুহৃদ্গণের প্রীতিবর্দ্ধন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া তত্ত্ববিৎ ভীষ্ম পরিতুষ্ট চিত্তে উপাধান দানের নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে সভাজন করিলেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমিই শয্যার অনুরূপ উপাধান আহরণ করিয়াছ; যদি এরূপ না করিতে, ক্রুদ্ধ হইয়া তোমারে

শাপ প্রদান করিতাম। যুদ্ধে এই রূপ শরশয্যাতে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য। ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পার্শ্বস্থিত রাজা ও রাজপুত্ত্রগণকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ! দেখ, ধনঞ্জয় আমার উপাধান আহরণ করিয়াছে; সূর্য্যের উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। যখন দিবাকর সপ্ত তুরঙ্গমযুক্ত তেজ প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া উত্তরায়ণে আবর্ত্তিত হইবেন, সেই সময়ে যাঁহারা আমার নিকট আগমন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, আমি পরম সুহৃদ্ প্রিয়তম প্রাণকে বিসর্জ্জন করিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাস স্থানে পরিখা খনন কর; আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।

অনন্তর শল্যোদ্ধরণ কুশল, সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্ব প্রকার উপকরণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, দুর্য্যোধন! সৎকার পূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছি; চিকিৎসকের প্রয়োজন কি; হে ভূপালগণ! শরশয্যাগত ভীষ্মের এ রূপ ধর্ম্ম নয়; এক্ষণে আমারে এই সমুদায় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য সৎকার সহকারে বৈদ্যগণকে বিসর্জ্জন করিলেন। নানা জনপদের রাজগণ অমিততেজা ভীষ্মের ধর্ম্মানুগত অবস্থান অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সেই সমুদায় রাজা, পাণ্ডব ও কৌরবগণ

ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে প্রণাম ও তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব শিবির গমন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্ভর নিপীড়িত রুধিরার্দ্র কলেবর বীরগণ সায়াহ্ন সময়ে স্ব স্ব স্কন্ধাবারে সমুপস্থিত হইলেন।

মহারথ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের পতনে পুলকিত ও প্রীত হইয়া উপবেশন করিলে পর বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। মহারথ সত্যসন্ধ সর্ব্ব শস্ত্র পারদর্শী ভীষ্ম, কি দেবগণ কি মানবগণ সকলেরই অবধ্য; কিন্তু হে রাজন্! আপনি যাহার প্রতি কোপ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তাহার আর নিস্তার নাই; মহাবীর ভীষ্ম আপনার বিষম সাংঘাতিক দৃষ্টিতেই পতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন,হে বাসুদেব! আমরা তোমারই প্রসাদে জয় লাভ করিয়াছি এবং কৌরবেরা তোমারই ক্রোধে পরাজিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের শরণ, ভক্তগণের অভয়দাতা; তুমি যাহাদিগের রক্ষক ও হিতকারী, তাহাদিগের জয় বিস্ময়কর নয়! আমার মতে, তোমারে প্রাপ্ত হইলে কিছুই বিস্ময়কর হয় না।

জনার্দ্দন হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, মহারাজ! ঈদৃশ বাক্য আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! রজনী প্রভাত হইলে পাণ্ডব, কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবগণ বীরশয্যায় শয়ান ক্ষত্রিয়োত্তম ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। সহস্র সহস্র কন্যাগণ তথায় আগমন করিয়া ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ ও মাল্য সমূহ বিকীর্ণ করিলেন। যেমন প্রাণী সকল সূর্য্যের উপাসনা করিতে উপস্থিত হয়, সেই রূপ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও অন্যান্য দর্শকগণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। বাদক, গণিকা, বারাঙ্গণা, নট, নর্ত্তক এবং শিল্পিগণও ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ,কবচ ও আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়ঃক্রম অনুসারে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া দুরাধর্ষ ভীষ্মের নিকট উপবেশন করিলেন। পার্থিবগণ আকীর্ণ ভীষ্মশোভিত সেই ভারতী সভা নভোমণ্ডলস্থ আদিত্যমণ্ডলের শোভা ধারণ করিল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে উপাসনা করেন, তদ্রূপ রাজাগণ ভীষ্মকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম শস্ত্র সন্তাপে সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্য গুণে সমুদয় বেদনা সংবরণ পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভূপতিগণকে নয়নগোচর করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও শীতল জল পূর্ণ কুম্ভ সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম সেই উপানীত পানীয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপালগণ! আমি শরশয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্য লোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি; কেবল চন্দ্র সূর্য্যের পরিবর্ত্তন কাল প্রতীক্ষায় জীবিত আছি; আজি

মনুষ্যোচিত ভোগ সকল গ্রহণ করিতে পারি না। ভীষ্ম এই কহিয়া ভূপালগণকে নিন্দা করত কহিলেন, ভূপালগণ! আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।

ভীষ্ম এই কথা কহিবামাত্র মহাবাহু ধনঞ্জয় নিকটবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে কহিলেন, পিতামহ! কি করিতে হইবে?

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রণত ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে; মর্ম্ম স্থান সকল ব্যথিত হইয়াছে; মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে; আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি; তুমিই সমর্থ; অতএব আমারে পানীয় প্রদান কর।

অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথে আরোহণ ও গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। সমুদায় সৈন্য ও পার্থিবগণ বজ্রের ন্যায় তাঁহার জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রদীপ্ত শর সন্ধান, আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক সকল লোকের সমক্ষে, ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্বাদু, অতিশীতল বিমল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ধনঞ্জয় তদ্দ্বারা দিব্যকর্ম্মা ও দিব্যপরাক্রম ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ভূপতিগণ অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং এরূপ উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের উত্তরীয় বসন সকল

স্রস্ত হইয়া পড়িল। কৌরবগণ অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া শীতার্ত্ত গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ দুন্দুভির বাদ্য হইতে লাগিল।

ভীষ্ম পরিতৃপ্ত হইয়া পার্থিবগণের সমক্ষে যেন অর্জ্জুনকে পূজা পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু! এ কার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়; নারদ তোমারে পূর্ব্বতন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন না, তুমি বাসুদেবের সাহায্যে তাহাও সম্পাদন করিবে। ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদগণ তোমারে সকল ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। যেমন জগতের মধ্যে মনুষ্য, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, জলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজের মধ্যে আদিত্য, গিরির মধ্যে হিমালয়, জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমিই প্রধান। আমি দুর্য্যোধনকে বারংবার কহিতেছি এবং বিদুর, দ্রোণ, বলদেব, বাসুদেব ও সঞ্জয়ও পুনঃপুনঃ কহিয়াছিলেন, কিন্তু বিপরীতবুদ্ধি, অচেতন, শাস্ত্রত্যাগী দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করেন নাই এবং তাহাতে শ্রদ্ধাও করেন নাই; অতএব তিনি অচির কাল মধ্যে ভীমসেনের বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবেন।

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভীষ্ম তদ্দর্শনে তাঁহারে কহিলেন, দুর্য্যোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ধনঞ্জয় এই শীতল অমৃতগন্ধী জলধারা সমুৎপন্ন করিয়াছেন, অবলোকন করিলে; এই ধরামণ্ডলে আর

কেহই এ কার্য্য সাধনে সমর্থ নন। এই মনুষ্য লোকে অর্জ্জুন বা কৃষ্ণ ব্যতীত কেহই আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, পারমেষ্ঠ্য, প্রাজাপত্য, ধাত্র, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্র অবগত নন। অধিক কি সুরাসুরগণও ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারেন না; অতএব অচিরাৎ এই অমানুষকর্ম্মা সত্যবান্ শৌর্য্যশালী সব্যসাচীর সহিত তোমার সন্ধি হউক। হে বৎস! মহাবাহু কৃষ্ণ স্বাধীন থাকিতে থাকিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। তোমার হতাবশিষ্ট সহোদর ও ভূপালগণ নিহত না হইতে হইতে এবং কোপোদ্দীপিতলোচন যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যগণকে দগ্ধ না করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা এই যে, তোমার সৈন্যগণ নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের হস্তে বিনষ্ট না হইতে হইতে তুমি মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দ কর। আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। হে ধার্ম্মিক! আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হউক; আমি তোমার ও বংশের পক্ষে ইহাই ক্ষেমঙ্কর বোধ করিতেছি। ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; অনন্তর ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। ভীষ্মের নিধনের পর তোমাদিগের মিত্রতা হউক; অবশিষ্ট সুহৃদ্গণও জীবিত থাকুন; ইহাই উত্তম। হে রাজন্! প্রসন্ন হও; পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন; তুমি মিত্রদ্রোহী ও পার্থিবগণের জঘন্য হইয়া পাপীয়সী কীর্ত্তি ভোগ করিও না।

আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণের শান্তি স্থাপন হউক; পার্থিবগণ প্রীতিমান্ হইয়া পরস্পর মিলিত হউন; পিতা পুত্রকে ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতারে প্রাপ্ত হউন। যদি মোহাবেশ বা নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন আমার এই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ না কর, সত্য কহিতেছি, তুমি পরিণামে পরিতাপিত হইবে ও সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন।

হে মহারাজ! শল্যসন্তপ্তমর্ম্মা ভীষ্ম ভূপালগণের সমক্ষে সৌহৃদ্য সহকারে দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া বেদনা সংবরণ পূর্ব্বক আত্মারে যোগযুক্ত করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ এই ধর্ম্মার্থ যুক্ত, হিতকর ও অনাময় বাক্যে আপনার পুত্রের অভিরুচি হইল না।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

পিতামহ ভীষ্ম তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, পার্থিবগণ পুনরায় স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্মের মৃত্যুতে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মুদ্রিতলোচন ভীষ্ম জন্মশয্যাগত শরজন্মার ন্যায় শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। মহাদ্যুতি কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার উপর দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।

ভীষ্ম এই বাক্য শ্রবণে বল পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া শনৈঃশনৈঃ দৃষ্টিপাত করিলেন; তথায় আর কোন

ব্যক্তি নাই দেখিয়া রক্ষিগণকে অপসারিত করিলেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, সেই রূপ এক হস্তে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি আমার বিরোধী হইয়া সর্ব্বদা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু এ সময় যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল লাভ হইত না। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি কুন্তীর নন্দন; রাধেয় নও; অধিরথ তোমার পিতা নয়; ইহা যথার্থ কথা, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সত্য কহিতেছি, কদাপি তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই; তুমি অকারণে পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে বলিয়া, আমি তোমার তেজোবধের নিমিত্ত তোমারে পরুষ বাক্য কহিতাম। নীচ আশ্রয়, মাৎসর্য্য ও ধর্ম্ম লোপে জন্ম বশত তোমার এই গুণিজন দ্বেষিণী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; সেই নিমিত্ত আমি কুরুসভায় বারংবার তোমারে রুক্ষ বাক্য শ্রবণ করাইয়াছি। আমি তোমার দুর্ব্বিষহ বীরত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও দানশৌণ্ডতা অবগত আছি; এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ এক জনও নাই; কেবল কুলভেদ ভয়ে আমি তোমারে পরুষ বাক্য কহিতাম। তুমি শর, অস্ত্র, অস্ত্রসন্ধান, অস্ত্রবল ও লঘুতায় অর্জ্জুন ও মহাত্মা বাসুদেবের সমান; তুমি একাকী কুরুরাজের নিমিত্ত কন্যা আনয়ন করিতে কাশিপুরে গমন করিয়া সমুদয় রাজারে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলে। তাদৃশ বলবান্, সমরশ্লাঘী, দুরাসদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বল ও তেজে দেবতুল্য, যুদ্ধে সকল মনুষ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জরাসন্ধও তোমার সদৃশ নয়। আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছিলাম, আজি তাহা অপনীত হইল।

হে আদিত্যনন্দন! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নয়। এক্ষণে যদি আমার প্রিয়াচরণ অভিলাষ কর, তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও; আমারে দিয়া বৈরভাব পর্য্যবসিত হউক এবং ভূপতিগণও আজি নিরাময় হউন।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহু! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; আমি যথার্থই কৌন্তেয়; সূতপুত্র নই। কিন্তু কুন্তী আমারে পরিত্যাগ করিলে সূতের হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি; ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে পারিব না। যেমন দৃঢ়ব্রত বাসুদেব পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, দারা ও যশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সেই রূপ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পুত্র, দারা প্রভৃতি সমুদয় বিষয় উৎসর্গ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণের ব্যাধিমরণ নাই এবং পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের প্রতি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন; অতএব এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কোন ক্রমেই নিবারণ করা যায় না; কোন্ ব্যক্তি দৈবকে পুরুষকার দ্বারা নিবারণ করিতে পারে? আপনিও পৃথিবীক্ষয় সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিয়া সভামধ্যে কহিয়াছিলেন। আমিও অবগত আছি যে, কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও জয় লাভ করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই নিদারুণ বৈর ভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না; অতএব আমি স্বধর্ম্ম প্রীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি অনুজ্ঞা করুন; আপনার

অনুজ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধাবেগ ও চপলতা নিবন্ধন আপনারে যাহা কিছু মন্দ বা বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছি এক্ষণে আপনি তাহা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কর্ণ! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিহার করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর; দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি; যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা লাভ হউক; ক্ষত্রধর্ম্ম সমুচিত লোক সকল লাভ কর। নিরহঙ্কার হইয়া বল ও বীরতা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর; ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে আর শুভ কর্ম্ম কিছুই নাই। কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনেক দিন সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! ভীষ্ম এই কহিলে পর রাধেয় তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকটে গমন করিলেন।

ভীষ্মবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ভীষ্ম পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত ও আর এক খানি হস্ত লিখিত এই দুই খানি মূল মহাভারত দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল।

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

ভূমিকা।

মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্ব জম্বূখণ্ডবিনির্ম্মাণ, ভূমি, ভগবদ্গীতা ও ভীষ্মবধ এই চারি পর্ব্বে বিভক্ত। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা সকল কার্য্যই ধর্ম্মের অনুমোদিত করিয়া সম্পন্ন করিতেন। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যবহার, তাহাও ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভয় পক্ষ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল সাংগ্রামিক নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। উভয় পক্ষই মধ্যে মধ্যে আপনাদের সংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্তু যিনি ঐ রূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অন্যায়কারী বলিয়া সাতিশয় নিন্দনীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে ভূরি ভূরি লোক ক্ষয় ও অনিষ্ট ঘটনা হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ রূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন স্বার্থপরতায় ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে অধর্ম্ম হয়, এই রূপ সংস্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসদেবের সময়ে কিরূপ ভূগোল বিদ্যার আলোচনা হইত, জম্বূখণ্ডবিনির্ম্মাণ ও ভূমি পর্ব্বে তাহাও এক প্রকার অবগত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিদ্যা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আন্বিক্ষিকী* ও ত্রয়ী† বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে ভ্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে

---

* Metaphysics.

† Theology.

যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষীয় আন্বিক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যুদ্ধ-পরাঙ্‌মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ভগবদ্গীতা অবতারিত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ উদ্দীপিত করা উহার যত উদ্দেশ্য, মনোবিদ্যা প্রভৃতি প্রচার করা তত উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঞ্জয় একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন স্থলেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ব্যাসদেব কেবল মহাভারতের ষট্‌সম্বাদিতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এই রূপ কৌশল করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুরা কিরূপ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অরাতিগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বিষহ কষ্টকে কেমন আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, ধর্ম্ম রক্ষার অনুরোধে প্রাণত্যাগ কেমন সামান্য বোধ করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেনা বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ নির্ম্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ অবহার ও নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ আচর করিতেন, ভীষ্ম বধ পর্ব্ব পাঠ করিলে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলত যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ভীষ্ম পর্ব্বে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ ও অনেক সত্য উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম,

১৭৮৪ শক।

মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্বের
সূচিপত্র।

ভীষ্ম পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

'বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হয়। এই পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফল লাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয় লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত বিষয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই।'

মহাভারত।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মহাভারত

দ্রোণ পর্ব্ব।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্! সত্ত্ব, ওজস্বিতা, বল, বীরত্ব ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণের সাহায্যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য ভোগের অভিলাষী হইয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধরগণের কেতু স্বরূপ সেই ভীষ্ম নিহত হইলে তিনিই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণে চিন্তা ও শোকে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া অনবরত সেই দুঃখই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রজনী সমুপস্থিত হইল। সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে

আগমন করিলেন। পুত্রগণের জয়ার্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ অবধি বিষণ্ণহৃদয় হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! কালপ্রেরিত কৌরবগণ ভীমপরাক্রম মহাত্মা ভীষ্মের নিধনে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া কি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভূপালগণই বা কি করিয়াছিলেন? সমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাত্মা পাণ্ডবগণের সমুদ্ধত সেনা সকল ভুবনত্রয়েরও ভয় উৎপাদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্যমনে শ্রবণ করুন সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কৌরবগণ বিস্ময় ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে পিতামহকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে তাঁহার উপধান সমেত শয্যা প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং পরস্পর সম্ভাষণ ও ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে প্রদক্ষিণ করিয়া কালপ্রেরিত হইয়া কোপলোহিতলোচনে পরস্পর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী নিনাদ সহকারে বহির্গত হইল। পর দিন প্রভাতে কৌরবগণ অমর্ষপরবশ ও কালোপহত মানস হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্যে অনাদর করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মৃত্যু কর্ত্তৃক আহূত কৌরব ও ভূপালগণ আপনার ও দুর্য্যোধনের অজ্ঞানতায় এবং ভীষ্মের বধে শ্বাপদ

সঙ্কুল বনে অশরণ অজ ও মেষ সমূহের ন্যায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া উঠিলেন। যেমন মহার্ণবে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীর্ণ নৌকারে আহত করে, সেই রূপ মহাবীর পাণ্ডবগণ, নক্ষত্রবিহীন দ্যুলোকের ন্যায়, বায়ু হীন আকাশের ন্যায়, শস্যশূন্য পৃথিবীর ন্যায়, সংস্কারহীন বাক্যের ন্যায়, বলিহীন অসুর সেনার ন্যায়, বিধবা বরবর্ণিনীর ন্যায়, শুষ্কতোয়া তরঙ্গিণীর ন্যায়, বৃকগণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ ও হতযূথপ মৃগীর ন্যায়, শরভ কর্ত্তৃক হতসিংহ গিরিকন্দরের ন্যায়, ভীষ্ম হীন সেই ভারতী সেনাকে নির্ভর নিপীড়িত করিয়াছিলেন। সেই সেনার অন্তর্গত অশ্ব, রথ ও গজ সকল ব্যাকুল, অধিকাংশই বিপন্ন, এবং সকলেই দীন ও ভীত হইয়াছিল; এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন ভূপাল ও সৈনিকগণ ভীষ্ম ব্যতিরেকে যেন পাতালে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ভীষ্ম সদৃশ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যেমন গৃহী ব্যক্তির মন সাধু অতিথির প্রতি ও আপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের মন কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইল। তখন পার্থিবগণ সূতপুত্র কর্ণকে আপনাদের হিতকারী মনে করিয়া কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, মহাযশা কর্ণ, তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই; অতএব অবিলম্বে তাঁহারেই আহ্বান কর। মহাবাহু কর্ণ দুই রথীর তুল্য, রথাতিরথগণের অগ্রগণ্য, শূরগণের সম্মত এবং যম, কুবের বরুণ ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ; তথাপি ভীষ্ম বলবিক্রমশালী রথিগণের গণনা সময়ে তাঁহারে অর্দ্ধরথ বলিয়া

গণনা করিয়াছিলেন ; তিনি সেই ক্রোধে ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন, হে ভীষ্ম ! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না। মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তোমার হস্তে নিহত হইলে, আমি দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞা লইয়া অরণ্যে গমন করিব, অথবা তুমি পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে আমি এক রথে তোমার অভিমত রথিগণকে সংহার করিব। এই কথা বলিয়া মহাযশা কর্ণ, দুর্য্যোধনের সম্মতিক্রমে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। অমিত বিক্রম ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি নিহত হইলে যেমন তিতীর্ষু ব্যক্তি ভেলককে স্মরণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্র, সৈন্য ও ভূপালগণ, হা কর্ণ ! এই সমুচিত সময়, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, কর্ণ অস্ত্রে পরশুরামের শিক্ষিত ও দুর্নিবার্য্য পরাক্রম ; এই নিমিত্ত যেমন বিপদ্‌কালে সকলের মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ আমাদিগের মন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। যেমন গোবিন্দ দেবগণকে নিরন্তর মহাভয় হইতে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

সঞ্জয় এইরূপ পুনঃ পুনঃ কর্ণের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয় ! দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমরা সকলে নিতান্ত কাতর ও একান্ত ত্রস্ত হইয়া যে কর্ণকে স্মরণ এবং তাঁহার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাহা ত তিনি মিথ্যা করেন নাই ? কৌরবগণের আশ্রয় ভীষ্ম

নিহত হইলে তোমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, শরীরত্যাগশীল, সত্যবিক্রম, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কর্ণ ত তাহা পূরণ করিয়াছিলেন ? তিনি শত্রুগণকে ভীত ও আমার পুত্রগণের জয়াশা সফল করিতে ত পরাঙ্মুখ হন নাই ?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহাবীর কর্ণ অগাধ সলিলনিমগ্ন নৌকা সদৃশ কৌরব সৈন্যগণকে সহোদরের ন্যায় উদ্ধার করিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ তিনি বিপদ্গ্রস্ত কৌরব সেনাকে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! চন্দ্রমা যেমন নিরন্তর শশচিহ্নে অঙ্কিত, সেইরূপ যিনি ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, ওজস্বিতা, সত্য, দম, সমুদায় বীরগুণ, দিব্য অস্ত্র নম্রতা, হ্রী, প্রিয়বাদিতা ও কৃতজ্ঞতায় নিরন্তর অলংকৃত এবং দ্বিজগণের শত্রু নিপাতন সেই ভীষ্ম যদি বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তবে এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সমুদয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছেন। যখন মহাব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, তখন কালি যে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না ; অতএব কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধনিবন্ধন ইহলোকে কোন বস্তুই অবিনাশী নয়। বসুর ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন, ও বসুতেজে সমুৎপন্ন ভীষ্ম বসুগণকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে ধন, পুত্র, পৃথিবী, কৌরবগণ ও এই সকল সৈন্যের নিমিত্ত শোক কর। মহাপ্রভাব ভীষ্ম নিপাতিত ও কৌরবগণ পরাজিত হইলে, কর্ণ দুর্ম্মনা হইয়া গলদশ্রু-

লোচনে সাতিশয় আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র ও সৈনিকগণ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদিগের নয়ন হইতে চীৎকারের অনুরূপ শোকজল বিগলিত হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার মহাযুদ্ধ আরব্ধ হইলে সৈন্যগণ পার্থিবগণের নিয়োগানুসারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহারথশ্রেষ্ঠ কর্ণ আহ্লাদকর বাক্যে রথিগণকে কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এই অনিত্য জগতে সকলই নিরন্তর মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছে চিন্তা করিয়া আমি সকলকেই অস্থায়ী দেখিতেছি; দেখুন! আপনারা বিদ্যমান থাকিতেও গিরিসদৃশ কুরুপ্রধান ভীষ্ম কি প্রকারে নিপতিত হইলেন! মহাবীর ভীষ্ম ভূতলে পাতিত হইয়া গগনপতিত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন; সৈন্যগণ নির্ভর নিপীড়িত হইয়াছে; শত্রুগণ তাহাদিগের উৎসাহ বিনষ্ট করিয়াছে; তাহারা একবারে অনাথ হইয়া রহিয়াছে; এসময়ে অন্য পার্থিবগণ ধনঞ্জয়কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; বৃক্ষগণ কি পর্ব্বতবাহি সমীরণের বেগ সহ্য করিতে পারে? অতএব আমি মহাত্মা ভীষ্মের ন্যায় সমরে এই কুরু সৈন্যকে পরিপালন করিব। এক্ষণে আমার প্রতি ঈদৃশ ভার সমর্পিত হইল এই জগৎ অনিত্য বোধ হইতেছে এবং রণবীর ভীষ্ম নিপাতিত হইয়াছেন; অতএব কি নিমিত্তই বা আমার ভয় না হইবে। সে যাহা হউক, আমি এই মহাযুদ্ধে বিচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরমধন এই

ভাবিয়া অবস্থান করিব অথবা তাহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও উৎসাহ সম্পন্ন; বৃকোদর শত মাতঙ্গ তুল্য বিক্রমশালী; অর্জ্জুন দেবরাজের আত্মজ ও যুবা; অতএব পাণ্ডব সৈন্যগণকে জয় করা অমরগণেরও অনায়াসসাধ্য নয়। যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি সমেত দেবকীসুত যে সৈন্যে আছেন, তাহা কৃতান্তের মুখ স্বরূপ; কোন কাপুরুষই তাহার সম্মুখীন হইলে বিনিবৃত্ত হইতে পারিবেনা; মনস্বিগণ তপস্যা দ্বারাই অত্যুগ্র তপস্যা নিবারিত করেন এবং বল দ্বারাই বলকে প্রতিহত করিয়া থাকেন।

সূত! আমার মন শত্রু নিবারণে ও স্বপক্ষ সংরক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। আজি আমি শত্রুগণের প্রভাব প্রতিহত করিয়া গমন মাত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মিত্রদ্রোহ আমার সহ্য হয় না, সৈন্য ভগ্ন হইলে যিনি মিলিত হইবেন, তিনিই আমার মিত্র। হয়, আমি এই সৎপুরুষোচিত আর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইব—হয়, সমুদায় শত্রু বিনাশ করিব, না হয় শত্রু হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইব। আমি জানি যে, স্ত্রী ও কুমারগণ ক্রন্দন ও মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিলে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাহত হইলে ঐরূপ কার্য্যই আমার কর্ত্তব্য; অতএব আজি রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুগণকে পরাজিত করিব এই সুঘোর সমরে প্রাণপণে কৌরবগণের রক্ষা পূর্ব্বক সমুদয় শত্রু নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদান করিব। এক্ষণে

সুবর্ণময় মণিরত্নবিভূষিত বিচিত্র কবচ, সূর্য্যপ্রভ শিরস্ত্রাণ, অগ্নি,বিষ, ভুজঙ্গ তুল্য ধনু ও শরাসন এবং ষোড়শ তূণীর বন্ধন করিয়া দাও ; দিব্য ধনু, শর, মহতী গদা ও স্বর্ণখচিত শঙ্খ আহরণ কর ; এই সুবর্ণময়ী নাগকক্ষা ও ইন্দীবরপ্রভা সম্পন্ন দিব্য ধ্বজ সূক্ষ্ম বস্ত্রে মার্জিত করিয়া জালসমবেত বিচিত্র মালার সহিত আনয়ন কর ; আরও কতক গুলি শ্বেতাভ্রসঙ্কাশ হৃষ্ট পুষ্ট অশ্ব মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইয়া তপ্ত কাঞ্চন ভূষণে ভূষিত করিয়া অনতিবিলম্বে আনয়ন কর ; হেমমালা ও চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ রত্ন সমূহে বিভূষিত, সম-রোচিত উপকরণ সম্পন্ন, বাহন সংযোজিত রথ শীঘ্র আব-র্ত্তিত কর ; বেগসহ বিচিত্র চাপ, শত্রুসংহারোপযোগী উৎকৃষ্ট জ্যা, শরপরিপূর্ণ প্রকাণ্ড তূণীর ও গাত্রাবরণ সকল সজ্জিত কর ; প্রস্থানকালোচিত কাংস্য ও হেমঘট দধিপূর্ণ করিয়া আনয়ন কর ; মালা আনয়ন করিয়া অঙ্গে বন্ধন কর এবং জয়ভেরী সকল বাদ্য কর।

হে সূত ! যে স্থানে অর্জ্জুন, বৃকোদর, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব আছে, শীঘ্র তথায় গমন কর, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়া ভীষ্মের সহিত মিলিত হইব। যে সৈন্যে সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, সাত্যকি, বাসুদেব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তাহা জয় করা ভূপালগণের সাধ্যায়ত্ত নয়। যদি সর্ব্বসংহার কর্ত্তা কৃতান্ত অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি তাহারে বিনাশ করিব, অথবা ভীষ্মের পথ দিয়া যমসমীপে উপস্থিত হইব। এক্ষণে আমি সেই সৈন্যগণের মধ্যে অবশ্যই

গমন করিব ; আমার এই সকল সহায় মিত্রদ্রোহী, ভক্তি-বিহীন বা পাপাত্মা নন।

অনন্তর সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্ন খচিত রথ সুসজ্জিত এবং পতাকা ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ অশ্ব সকল সংযোজিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে পূজা করিয়া থাকেন সেই-রূপ কুরুগণ মহাত্মা কর্ণকে সৎকার করিলেন। হুতাশনপ্রভ কর্ণ অনল সদৃশ মেঘস্বন রথে আরোহণ করিয়া বিমানারূঢ় বাসবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং যে স্থানে ভরত-শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহারাজ! অগাধজলনিমগ্নদিগের দ্বীপ স্বরূপ, সৈন্য ও ধনু-র্দ্ধরগণের চিহ্ন স্বরূপ, শত্রু সৈন্যগণের মোহন স্বরূপ, মহাবীর ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভীষ্ম মহাবাত সমূহে শোভিত সমুদ্রের ন্যায়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত দুঃসহ মৈনাকের ন্যায়, আকাশচ্যুত আদিত্যের ন্যায়, বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের ন্যায়, সব্যসা-চীর দিব্যাস্ত্র জালে নিপাতিত, যমুনাপ্রবাহ তুল্য শর সমূহে সমাচ্ছন্ন ও শর শয্যাগত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া আপ-নার পুত্রগণের সুখ ও জয়াশা বর্ম্মের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। কর্ণ ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; শোকমোহে আচ্ছন্ন ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া তাঁহার নিকট পদব্রজে গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার মঙ্গল হউক ; আমি কর্ণ, পবিত্র বাক্যে সম্ভাষণ

ও নয়ন উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন। আপনি ধর্ম্ম-পরায়ণ বৃদ্ধ, তথাপি যখন আহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কেহ ইহলোকে পুণ্যের ফলভোগ করিতে পায় না। কুরুগণের মধ্যে কোষ বর্দ্ধন, মন্ত্রণা, ব্যূহ রচনা ও অস্ত্র প্রয়োগ কুশল আর কেহই নাই। যে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ভীষ্ম বহুবিধ যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া কৌরবদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেন, তিনি পিতৃলোকে গমন করিবেন, অতএব যেমন ব্যাঘ্রগণ মৃগক্ষয় করে, আজি অবধি পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ কৌরব ক্ষয় করিবেন; আজি গাণ্ডীব-ঘোষের বীর্য্যজ্ঞ কৌরবগণ বজ্রপাণি হইতে অসুরগণের ন্যায় অর্জ্জুন হইতে ভয়বিহ্বল হইবেন; আজি অশনিধ্বনি সদৃশ, গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত শরনিকরের শব্দ কৌরব ও অন্যান্য পার্থিব দিগকে বিত্রাসিত করিবে, যেমন প্রজ্বলিত মহাজ্বাল হুতাশন দ্রুমরাজি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ কিরীটীর শর সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবে। ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ও বাসুদেব বায়ুর ন্যায়; বায়ু ও অগ্নি যে যে স্থানে গমন করে তত্রত্য সমুদয় তৃণ, গুল্ম ও দ্রুম দগ্ধ হইয়া যায়।

হে বীর! সমুদায় সৈন্য পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীবের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি না থাকিলে পার্থিব-গণ উৎপতিত ও অমিত্রকর্ষী কপিধ্বজ রথের শব্দ সহ্য করিতে পারিবেন না। মনীষীগণ যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি মহাত্মা ত্র্যম্বকের সহিত অমানুষ সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিকট অকৃতাত্মাগণের দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন, বাসুদেব যাঁহারে রক্ষা করেন, আপনি ব্যতীত কোন্

রাজা সেই সমরশ্লাঘী ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন? আপনি ক্ষত্রিয়ান্তকারী, দেবদানব পূজিত ভীষণ পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া অস্ত্রবলে আশীবিষ সদৃশ দৃষ্টিহর রণদক্ষ পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

পিতামহ ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে দেশকালোচিত বাক্যে কহিলেন, হে কর্ণ! যেমন সমুদ্র সমুদয় নদীর, দিবাকর সমুদয় জ্যোতির, সাধুগণ সত্যের উর্ব্বরা ভূমি সমুদয় বীজের ও পর্জ্জন্য সমুদয় প্রাণিগণের অবলম্বন, সেইরূপ তুমি সুহৃদগণের আশ্রয়; অমরগণ যেমন পুরন্দরের অনুজীবী, বান্ধবগণ সেই রূপ তোমার অনুজীবী হউন। তুমি শত্রুগণের মনোহরণ কর এবং বিষ্ণু যেমন দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তুমি সেইরূপ মিত্রগণের ও কৌরবগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর। তুমি দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে নিজ বাহুবলে রাজপুরে গমন করিয়া কাম্বোজগণ, গিরিব্রজগত নগ্নজিৎ প্রভৃতি ভূপালগণ, অম্বষ্ঠ, বিদেহ, গান্ধার, উৎকল মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়দুর্গস্থ রণনিষ্ঠুর কিরাতগণকে দুর্য্যোধনের বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে সবান্ধব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও কৌরবগণের আশ্রয় হও। আমি কল্যাণ বাক্যে কহিতেছি, তুমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, কৌরবগণকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া দুর্য্যোধনকে জয়শীল কর। দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমি আমাদিগের পৌত্র সদৃশ, আমরা অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায়

দুর্য্যোধনের অধিকৃত। মনীষিগণ সাধুদিগের পরস্পর সহবাসকে যোনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; তোমার সহিত কৌরবগণের সেই রূপ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে; অতএব দুর্য্যোধনের ন্যায় তুমিও মমতা সহকারে কৌরব সৈন্যগণকে পরিপালন কর।

কর্ণ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের সমীপে গমন এবং অতি প্রশস্ত সেনাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে ও উরস্ত্রাণে সুশোভিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ মহাবাহু কর্ণকে সেনাগণের অগ্রসর ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও বিবিধ শরাসন শব্দে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন!

পঞ্চম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কর্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সৈন্যগণকে রক্ষা করাতে তাহাদিগকে সনাথ বোধ হইতেছে, কিন্তু যাহা ক্ষমতার আয়ত্ত ও হিতকর, তাহা অবধারণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি প্রাজ্ঞতম রাজা, অতএব কি করিতে হইবে, আপনিই বলুন; রাজা স্বয়ং যেরূপ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, অন্য ব্যক্তি সে রূপ করিতে সমর্থ হয় না। ভূপালগণ আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায্য বাক্য কহিবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! বয়স, বিক্রম ও শাস্ত্র সম্পন্ন

এবং যোদ্ধাগণ পরিবৃত ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া আমার শত্রুগণকে বিনাশ করত দশ দিন রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুরলোক আশ্রয় করিয়াছেন; এক্ষণে সেনাপতি মনোনীত কর। যেমন কর্ণহীন নৌকা সলিলে ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ নায়ক হীন সেনা যুদ্ধে মুহূর্ত্ত মাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। সেনাপতি না থাকিলে সেনাগণ কর্ণধার হীন নৌকার ন্যায়, সারথি হীন রথের ন্যায় যথেচ্ছ গমন করিয়া থাকে। যেমন দেশানভিজ্ঞ সার্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে, সেইরূপ নায়ক হীন সেনা সর্ব্ব প্রকার দোষ প্রাপ্ত হয়; অতএব মদীয় মহাত্মাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভীষ্মের পর সেনাপতি হইতে পারেন, তুমি পরীক্ষা কর। তুমি যাঁহারে সেনাপতি পদের উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা সকলে তাঁহারেই সেনাপতি করিব।

কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! এই মহাত্মাগণ কুলজ্ঞ, সমরজ্ঞ, মহাবল পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান, উপযুক্ত, কৃতজ্ঞ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ; অতএব ইহাঁরা সকলেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেই এক কালে সেনাপতি হইতে পারেন না; অতএব যিনি বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত, তাঁহারেই সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাঁরা সকলেই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; ইহাঁদের মধ্যে এক জনকে সৎকার করিলে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষুণ্ণ হইবেন, হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই নিমিত্ত সকল যোদ্ধার আচার্য্য, স্থবির, ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ভারদ্বাজকেই সেনাপতি করা উচিত।

শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে আর কে সেনাপতি হইবে? আপামর ভূপালগণের মধ্যে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে, দ্রোণাচার্য্য সমরে গমন করিলে তাঁহার অনুগমন না করিবেন। দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, শস্ত্রধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ দিগের শ্রেষ্ঠ ও আপনার গুরু, অতএব অমরগণ যেমন অসুর জয়ের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শীঘ্র দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনামধ্যগত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অধৃষ্যতা, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্যা ও কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন আপনি সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূপালগণের মধ্যে আর কেহই আপনার সমান উপযুক্ত রক্ষক নাই; অতএব ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ আমাদিগকে করুন। আমরা আপনারে সেনাপতি করিয়া অরাতিগণকে পরাজিত করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যেমন কাপালী রুদ্রগণের, হুতাশন বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, বাসব দেবগণের, বশিষ্ঠ বিপ্রগণের, দিবাকর তেজসমূহের, যম পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের, চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের ও শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সেইরূপ সেনাপতিগণের প্রাধান; অতএব আপনি সেনাপতি হউন। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার অধীন হউক; আপনি

ইহাদিগকে প্রতিব্যূহিত করিয়া দানবদল সংহারের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার করুন। আপনি দেবগণের অগ্রগামী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে গমন করুন; আমরা বৃষভের অনুগামী বৃষগণের ন্যায় আপনার অনুগমন করিব। আপনি অগ্রে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিলে অর্জ্জুন প্রহার করিবে না। আপনি যদি সেনাপতি হন, তাহা হইলে আমি যুধিষ্ঠিরকে সবংশে ও সবান্ধবে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে ভূপালগণ সিংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া দ্রোণকে জয়বাদ প্রদান করিলেন; সৈনিকগণও মহৎ যশ প্রার্থনায় দুর্য্যোধনকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে কহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে দুর্য্যোধন! আমি ষড়ঙ্গ বেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, শৈব অস্ত্র ও বাণ এবং অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র অবগত আছি; তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে, এক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু কদাচ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারিব না; সে আমার বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদয় সোমকগণকে বিনাশ ও অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু পাণ্ডবগণ হর্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না।

অনন্তর দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহারে সেনাপতি করিলেন; যেমন কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রাদি

দেবগণ কর্ত্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভূপতিগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। কৌরবগণ বাদিত্র ও শঙ্খনাদে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে পুণ্যাহ শব্দে স্বস্তিবাদে সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিগানে, দ্বিজগণের জয় শব্দে এবং সূতগণের নৃত্যে দ্রোণকে সমুচিত সংকার করিয়া পাণ্ডবগণ পরাজিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণ সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত সমরাভিলাষে আপনার পুত্রগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। জয়দ্রথ, কলিঙ্গ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহার দক্ষিণপক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি প্রধান প্রধান অশ্বারোহী ও প্রাসযোধী গান্ধারগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পক্ষ হইলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ সাবধানে দ্রোণের বামপক্ষ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। কাম্বোজগণ সুদক্ষিণকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শক ও যবনগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রপক্ষ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবি, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য এবং দাক্ষিণাত্যগণ দুর্য্যোধন ও কর্ণকে অগ্রসর করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে হর্ষিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ সেনা সমূহের বল বর্দ্ধন করিয়া সকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার অতি বৃহৎ প্রদীপ্ত সিংহলাঞ্ছিত সূর্য্যসংকাশ মহাকেতু সৈন্যগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া শোভা

পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কেহই ভীষ্মের বিপদ্ গণনা করিলেন না ; কৌরব ও অন্যান্য রাজাগণ সকলেই শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনেক যোদ্ধা একত্র হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিল যে, পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিবে না ; হীনবীর্য্য হীনপরাক্রম পাণ্ডবগণের কথা কি, কর্ণ সবাসব দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারেন। মহাবাহু ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন ; কিন্তু কর্ণ তাঁহাদিগকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে বিনষ্ট করিবেন। যোদ্ধাগণ কর্ণের এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য আমাদিগের যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম শকটব্যূহ।

যুধিষ্ঠির আহ্লাদ পূর্ব্বক ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বানরধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া সেই ব্যূহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদায় সৈন্যগণের অগ্রগণ্য, ধনুর্দ্ধরগণের তেজ স্বরূপ, অমিততেজা ধনঞ্জয়ের কেতু সৈন্যগণকে সমুজ্জ্বলিত করিল ; তাহা দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য প্রজ্বলিত হইয়া বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছে। অর্জ্জুন সমুদায় যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, গাণ্ডীব সমুদায় শরাসনের শ্রেষ্ঠ, বাসুদেব সমুদায় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ও সুদর্শন সমুদায় চক্রের শ্রেষ্ঠ ; শ্বেত হয় সংযুক্ত রথ এই চারি তেজ বহন করিয়া শত্রুগণের সম্মুখে সমুদ্যত কালচক্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। কৌরবগণের অগ্রসর কর্ণ ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর অর্জ্জুন, ইহাঁরা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধপ্রার্থী হইয়া পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ দ্রোণাচার্য্য সহসা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ঘোরতর আর্ত্তনাদে ধরাতল কম্পিত হইয়া উঠিল; কৌশেয় নিকর সদৃশ অবিরল ধূলিপটল বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া দিনকরের সহিত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; অন্তরীক্ষ মেঘশূন্য হইয়াও মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্যেন, কাক ও কঙ্ক সৈন্যের উপর্য্যুপরি পতিত হইতে লাগিল; গোমায়ু অতি ভীষণ নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পানাভিলাষে বারংবার কৌরব সৈন্যের দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল; অতি চঞ্চল দীপ্যমান উল্কা সকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদায় আবৃত করিয়া নির্ঘাত সহকারে সন্তাপিত করিতে লাগিল; বিদ্যুৎ ও মেঘসহকৃত পরিবেশ দিবাকরকে পরিবেষ্টন করিল; কৌরবগণের সেনাপতি গমন করিলে এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নিদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর পরস্পর বধার্থী কৌরব ও পাণ্ডবসেনা শর শব্দে সমুদায় জগৎ পরিপূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কৌরব ও পাণ্ডবগণও জয় প্রত্যাশায় পরস্পর নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য শত শত নিশিত সায়কে সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাবণ্ডগণের মহাসৈন্য ও পাঞ্চালগণকে সংক্ষোভিত ও ছিন্নভিন্ন এবং ক্ষণ মধ্যে ভূরি ভূরি দিব্য অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-

গণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগত পাঞ্চালগণ বাসবতাড়িত দানবগণের ন্যায় দ্রোণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। দিব্যাস্ত্রবিৎ শৌর্য্যশালী মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণকে বহুধা ছিন্ন ভিন্ন ও তাঁহার শরজাল নিবারিত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দ্রোণ আপনার ভগ্ন সৈন্য একত্র করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ বরিলেন; যেমন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের উপর শর বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শরজাল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পশুগণ যেমন সিংহের নিকট ছিন্ন ভিন্ন হয় সেই-রূপ দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে কম্পমান পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-গণ বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শাস্ত্রানুসারে সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্যের রথ আকাশচর নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, স্ফটিক সদৃশ বিমল ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল; পতাকা অনিলভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; রথনির্ঘোষ বিনির্গত হইতে লাগিল; অশ্ব সকল পরিচালিত হইতে আরম্ভ হইল; তিনি তখন সেই রথে আরোহণ করিয়া শত্রু-সৈন্য গণকে ত্রাসিত ও নিহত করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য সেই রূপে অশ্ব, সারথি ও হস্তিগণকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ ব্যথিত না হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন

ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! হে অর্জ্জুন! তোমরা সকলে সতর্ক হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তখন অর্জ্জুন, অনুযায়িবর্গসমেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। কৈকেয়গণ, ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেব, মৎস্য, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু ও পাণ্ডবগণের অনুযায়ী অন্যান্য পার্থিবগণ স্ব স্ব কুল বীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমর দুর্ম্মদ দ্রোণ সক্রোধে নেত্র দ্বয় বিবর্ত্তিত করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ পাণ্ডব সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের প্রতি মত্তের ন্যায় ধাবমান হইয়া বৃদ্ধ হইলেও যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগগামী, শ্রান্তিহীন তাঁহার আজানেয় অশ্বগণ স্বভাবতই শোণিতবর্ণ, তাহাতে আবার শোণিতাক্ত হইয়া অধিকতর কান্তি ধারণ করিল।

দ্রোণাচার্য্য অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ পুনরায় আবর্ত্তিত হইল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ কেহ দৃষ্টিপাত করিয়া এক একবার দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; শূরগণের হর্ষজনন ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন তাহাদিগের নিদারুণ শব্দে সমস্ত রোদসী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য পুনর্ব্বার আপন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শত শত শরে শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিয়া

আপনারে নিতান্ত ভয়ঙ্কর করিলেন ; বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায়, কৃতান্তের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু সকল ছেদিত ও রথ সকল নির্ম্মনুষ্য করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই হর্ষ শব্দে ও বাণবেগে যোদ্ধাগণ শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার রথঘোষে, মৌর্ব্বী নিষ্পেষণে ও শরাসন শব্দে আকাশে এক মহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার শরাসন হইতে শরনিকর বিনিঃসৃত হইয়া সমুদায় দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও পদাতিগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই মহাবেগ কার্ম্মুক সনাথ, অস্ত্র সমূহে প্রজ্বলিত হুতাশন দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের কুঞ্জর, পদাতি ও অশ্বগণকে যমসদনে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে শোণিত দ্বারা কর্দ্দমিত করিলেন এবং অনবরত এরূপ দিব্যাস্ত্র ও শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, সমুদায় দিকে এবং পদাতি, অশ্ব ও রথে শরজাল ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না, কেবল তাঁহারই কেতু মেঘরাজি বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, নিরীক্ষণ করিলাম।

অনন্তর অদীনসত্ব দ্রোণাচার্য্য কৈকেয়গণের প্রধান পাঁচ বীরকে ও দ্রুপদকে শরজালে নিপীড়িত করিয়া কার্ম্মুক বাণ হস্তে যুধিষ্ঠির সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীমসেন, ধনঞ্জয়, সাত্যকি, দ্রুপদপুত্ত্রগণ, শৈব্যনন্দন কাশিরাজ ও শিবি হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে শরনিকরে তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের শরাসন বিমুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর

গজ ও অশ্বযুবাদিগের কলেবর ভেদ করিয়া শোণিতলিপ্ত পক্ষে মহীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্র যোদ্ধা সমূহে, রথ সমূহে ও শরনির্ভিন্ন গজবাজি সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া শ্যামল মেঘ সমূহে সমাবৃত আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের উন্নতি কামনায় সাত্যকি, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রুপদ ও কাশিরাজ প্রভৃতি বীরগণকে বিমর্দ্দন ও অন্যান্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন পূর্ব্বক প্রলয় কালীন প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় সকল লোককে সন্তাপিত করিয়া ইহলোক হইতে সুরলোকে গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বহু সহস্র যোদ্ধা সংহার করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিপাতিত করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের দুই অক্ষৌ-হিণীর অধিক সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পাণ্ডব ও ক্রূরকর্ম্মা অমঙ্গল্য পাঞ্চালগণের হস্তে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিলেন। অনন্তর সৈন্য ও অন্যান্য লোকের ঘোর নাদ আকাশে সমুত্থিত হইল। ভুতগণের অহো ধিক্! শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক্ ও বিদিক সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেবগণ, পিতৃগণ ও মহারথ দ্রোণাচার্য্যের বান্ধবগণ তাঁহারে জীবন শূন্য অবলোকন করিলেন। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

নবম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাদৃশ অস্ত্রনিপুণ দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিলেন, তাঁহার

কি রথ ভগ্ন বা শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল ? অথবা তিনি অনবধান হইয়াছিলেন যে, সেই নিমিত্ত মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন ? যিনি ভূরি ভূরি স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, যিনি অবহিত হইয়া দুষ্কর কর্ম্মকলাপ সম্পাদন করিতে ছিলেন, যিনি অতি দূরে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, যিনি শস্ত্রযুদ্ধে পারীণ হইয়াছিলেন, যিনি দিব্যাস্ত্রধারণ করিতেন, যিনি শত্রুগণের দুরভিভবনীয়, ক্ষিপ্রহস্ত, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কৃতী, চিত্রযোধী, দান্ত, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অক্ষয় দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে সংহার করিল ? পৌরুষ অপেক্ষা দৈবের বলই অধিক, এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্য মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন । যাঁহাতে চতুর্বিধ অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন কহিতেছ ! যিনি ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিবৃত স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিতেন, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আজি আর শোকের শান্তি হইতেছে না । ইহা যথার্থ যে, পরের দুঃখে কাহার প্রাণ বহির্গত হয় না, এই মন্দভাগ্য ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও জীবিত আছে । এক্ষণে দৈবই প্রধান ; পুরুষকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে । আমার হৃদয় প্রস্তরের সারাংশ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই ; এই নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু শ্রবণে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না । গুণার্থীব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈবশাস্ত্রের নিমিত্ত যাঁহার উপাসনা করিতেন, মৃত্যু তাঁহারে কি প্রকারে বিনাশ করিল ? আমি সাগরের শোষণ, মেরুর উৎসারণ ও দিবাকরের নিপাতনের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না ।

যিনি দুষ্টগণকে নিবারণ ও ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করিতেন, যিনি দীন দুর্য্যোধনের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন মূঢ়মতি আমার পুত্রগণের জয়াশা যাঁহার বিক্রমের উপর নির্ভর করিত, যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ ছিলেন, তিনি কি প্রকারে নিহত হইলেন ? যাহারা হিরণ্ময় জালে আচ্ছন্ন থাকিত, সর্ব্ব প্রকার শস্ত্রপাত অতিক্রম করিত, সংগ্রাম কালে দৃঢ় হইয়া অবস্থান করিত, শঙ্খ দুন্দুভি শ্রবণ জনিত করিবৃংহিত, জ্যাক্ষেপ, শর ও শস্ত্র সহ্য করিত, পরিশ্রম করিলেও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিত না, কদাচ ব্যথিত হইত না এবং শত্রুগণের পরাজয় কীর্ত্তন করিত, দ্রোণের সেই শোণবর্ণ, বৃহৎ কলেবর, বায়ু সম বেগশীল, বলবান, শান্ত, অবিহ্বল সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ অতি শীঘ্র কি পরাজিত হইয়াছিল ? দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত অশ্বকে স্বুবর্ণভূষিত রথে যোজিত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সেনা হইতে উত্তীর্ণ হন নাই ?

যে সত্যসন্ধ শূরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের বিদ্যা সকল ধনুর্দ্ধরের উপজীবিকা, তিনি কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? কোন্ সকল রথী ইন্দ্র সদৃশ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, উগ্রকর্ম্মা দ্রোণাচার্য্যকে প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল ? পাণ্ডবগণ সেই মহাবলকে অবলোকন করিয়া কি পলায়ন করিয়াছিল, কিম্বা সমুদায় সৈন্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিল ? অথবা ধনঞ্জয় শরনিকরে অন্যান্য পার্থিবগণকে নিবারণ করিলে পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে আক্রমণ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভীষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর

কেহ দ্রোণকে বধ করিয়াছে, এমন বোধ হয়না। বোধ হয়, যেমন পিপীলিকাগণ বিষধরকে আকুলিত করে, সেইরূপ কৈকেয়, চেদি ও কারূষগণ এবং অন্যান্য ভূমিপাল সকল অসুকর কর্ম্মে ব্যাপৃত দ্রোণাচার্য্যকে আকুলিত করিলে পাঞ্চালাধম ধৃষ্টদ্যুম্ন শূরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহারে বধ করিয়াছিল। যেমন সাগর সমুদায় তরঙ্গিণীর আধার, সেইরূপ যিনি ষড়ঙ্গ সমবেত চারি বেদ ও আখ্যান অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন ? ক্রোধন স্বভাব দ্রোণাচার্য্য আমার নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পার্থকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত ফল লাভ করিয়াছেন। যাঁহার কর্ম্ম ধনুর্দ্ধরগণের উপজীবিকা, যিনি সত্যসন্ধ ও পুণ্যবান্, সম্পত্তি লোলুপেরা তাঁহারে কি প্রকারে সংহার করিল ? পাণ্ডবগণ পুরন্দরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, মহাসত্ত্ব, ক্ষিপ্রহস্ত, দৃঢ়ধন্বা মহাবল দ্রোণাচার্য্যকে কি প্রকারে বধ করিল ? ক্ষুদ্র মৎস্যেরা কি তিমি সংহার করিতে পারে ? জয়ার্থী ব্যক্তি যাঁহার গোচরে উপস্থিত হইলে জীবিত থাকিতে পারিত না, বেদার্থিগণের বেদশব্দ ও ধনুর্দ্ধরগণের জ্যানির্ঘোষ যাঁহারে কখন পরিত্যাগ করে নাই, যিনি অদীন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্রীমান্, অপরাজিত এবং সিংহ ও দ্বিরদের ন্যায় বিক্রমশালী, সেই দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু আমার সহ্য হইতেছে না।

যাঁহার যশ বল কেহই পরাভব করিতে পারে না, ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরুষেন্দ্রগণের সমক্ষে সেই দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যকে কি

প্রকারে সংহার করিল ? কাহারা দ্রোণাচার্য্যের অগ্রে অবস্থান করিয়া তাঁহারে রক্ষা করত নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল ? কাহারা দুর্লভ গতি লাভ করিয়া পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়াছিল ? কাহারা দক্ষিণ চক্র ও কাহারাই বা বাম চক্র রক্ষা করিয়াছিল ? দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ সময়ে কাহারা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সেই যুদ্ধে প্রতিকুল মৃত্যু ও কাহারাই বা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ? দ্রোণের রক্ষক মন্দমতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়ে তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়াছিল ? শত্রুগণ কি তাঁহারে নির্জ্জনে বধ করিয়াছে ? তিনি ত নিতান্ত বিপন্ন হইলেও ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না, তবে শত্রুগণ তাঁহারে কি প্রকারে বধ করিল ? আর্য্য ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, ঘোরতর আপদ্ উপস্থিত হইলে যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তিনি তাহাও করিয়াছেন ! হে সঞ্জয় ! আমার মন মোহাবিষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কথা নিবর্ত্তিত কর ; পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া তোমারে জিজ্ঞাসা করিব।

দশম অধ্যায়।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসা করিয়া আন্তরিক শোকে সাতিশয় কাতর, পুত্রগণের জয় লাভে হতাশ ও হতচেতন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পরিচারকগণ তাঁহারে বীজন ও পবিত্রগন্ধ অতিমাত্র শীতল জলে অভিষেক করিতে লাগিল। ভরতকুলের কামিনীগণ মহারাজকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া বেষ্টন পূর্ব্বক করতল দ্বারা তাঁহার কলেবর স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং বাষ্পাকুলকণ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহারে ভূমিতল হইতে উত্থিত করিয়া আসনে

উপবেশন করাইলেন। তথাপি তাঁহার মূৰ্চ্ছাপনোদন হইল না; তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বীজন আরম্ভ হইল। অনন্তর তিনি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কম্পিত কলেবরে পুনরায় সঞ্জয়কে যথাযথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যেমন প্রতিহস্তীর অজেয় প্রমত্ত মাতঙ্গ অন্য হস্তীরে করিণীসমাগমে প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত গমন করে, যিনি সমুদিত আদিত্যের ন্যায় জ্যোতি দ্বারা তিমিরজাল অপনোদন পূর্ব্বক সেইরূপ দ্রোণের নিকট আগমন করিতেছিলেন, যে বীর পুরুষ আমাদের বহু বীরকে নিহত করিয়াছেন, যে মহাবাহু একাকী ঘোর চক্ষু দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন, আমাদিগের কোন্ সকল বীর পুরুষ সেই দুর্দ্ধর্ষ অজাতশত্রুরে নিবারণ ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? যিনি মহাবল, মহাকায়, মহোৎসাহ ও বলে অযুত মাতঙ্গ তুল্য; যিনি অতিবেগে আগমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়ন করিয়াছিলেন, যিনি শত্রুগণের সমক্ষে মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছিলেন কোন্ কোন্ বীর পুরুষ তাঁহার গতি রোধ করিয়াছিলেন?

যিনি জলদের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও মহাবীর; যিনি পর্জ্জন্যের অশনি বর্ষণের ন্যায়, দেবরাজের বারি বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিতেছিলেন; যাঁহার তল শব্দে ও নেমি নির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইতেছিল; যাঁহার ধনু বিদ্যুৎ সদৃশ, রথগুল্ম মেঘ তুল্য ও নেমিনির্ঘোষ মেঘ গর্জনের ন্যায়; যিনি শর শব্দে অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন; যিনি রোষ রূপ মেঘ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যিনি মন ও অভি-

প্রায়ের ন্যায় গমন করিতে পারেন এবং মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হন ; যিনি অন্তকের ন্যায় মানবগণের শোণিতজলে দশ দিক্ প্লাবিত করিয়া গৃধ্রপত্র শিলাশিত শরজালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিরে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ; সেই অর্জ্জুন যখন শরসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীব হস্তে আগমন করিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল ? তিনি কি গাণ্ডীব শব্দে সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে করিতে তোমাদের অভিমুখীন হইয়াছিলেন ? বায়ু যেমন মেঘরাশি ও শরবন ছিন্ন ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় কি সেইরূপ তোমাদিগের প্রাণ বিনাশ করেন নাই ? যিনি সেনাগ্রে অবস্থান করিতেছেন শ্রবণ করিলেই লোকে বিহ্বল হইয়া উঠে, কোন্ মানব সেই গাণ্ডীবধন্বারে সহ্য করিতে পারে? যে যুদ্ধে সেনাগণ কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কে কে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করেন নাই ও কোন্ সকল দুর্বল ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল ? কাহারাই বা দেহ ত্যাগ করিয়াও প্রতিকুল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে? আমার সৈন্যগণ দেবগণেরও জেতা ধনঞ্জয়ের তেজ তাঁহার শ্বেতাশ্বের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় গাণ্ডীবধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। ফলত বাসুদেব যে রথে সারথি, ও অর্জ্জুন যে রথে রথী, দেবাসুরগণও তাহা পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। সুকুমার, যুবা, শৌর্য্যশালী, দর্শনীয়, মেধাবী, সত্যপরাক্রম নকুল যখন বিপুল নিনাদ সহকারে সমুদায় সৈন্য ব্যথিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? শ্বেতাশ্ব, আর্য্যব্রত, অমো-

ঘাস্ত্র হনুমান্ অপরাজিত সহদেব আশীবিষের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি সৌবীর-রাজের মহতী সেনা প্রমথিত করিয়া তাঁহার মহিষী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ভোজকন্যারে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যাঁহার সত্য, ধৃতি, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে ; যিনি বলবান্, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত, সমরে বাসুদেবের সমান ও বাসুদেবের অনন্তরজাত, যিনি ধনঞ্জয়ের উপদেশে শর ও অস্ত্র প্রয়োগে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও ধনঞ্জয়ের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, কোন্ বীর সেই যুযুধানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন ; যিনি বৃষ্ণিবংশের ও ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, অস্ত্র প্রয়োগ, যশ ও বিক্রমে পরশুরামের সমান এবং কেশব যেমন ত্রৈলোক্যের আশ্রয়, সেইরূপ যাঁহাতে সত্য, ধৃতি, বুদ্ধি, শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ সকল বীর সেই মহাধনুর্দ্ধর সাত্বতকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কুলীনগণের প্রীতিভাজন ; উত্তমকর্ম্মা ; ধনঞ্জয়ের হিত কার্য্যে ব্যাপৃত ; আমার অনর্থের নিমিত্ত উৎপন্ন ; যম, কুবের, আদিত্য, ইন্দ্র ও বরুণের সমান এবং মহারথ বলিয়া বিখ্যাত ; সেই উত্তমৌজা প্রাণপণে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যে বীর একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণের নিকট আগমন করিলে কে তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যে বীর গিরিদ্বারে পলায়িত দুর্জ্জয় রাজপুত্রকে

বধ করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই কেতুমানকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন ?

যে নরব্যাঘ্র স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন; যিনি মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতুস্বরূপ; সেই অম্লানচেতা শিখণ্ডী দ্রোণের অভিমুখীন হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যিনি ধনঞ্জয় অপেক্ষা অধিক গুণবান্; যাঁহাতে অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত আছে; যিনি বীরত্বে বাসুদেবের ন্যায়, বলে ধনঞ্জয়ের ন্যায়, তেজে আদিত্যের ন্যায় ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায়; ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় সেই অভিমন্যু দ্রোণাভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন ? সেই তরুণপ্রজ্ঞ যুবা যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল ? যেমন নদ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে কোন্ সকল বীরগণ তাঁহা-দিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন ? যাঁহারা বাল্য কালে দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রত ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মের নিকট বাস করিয়াছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও মানদ, এই চারি বালককে কোন্ সকল বীর নিবারণ করিয়াছিলেন ? বৃষ্ণিগণ যাঁহারে এক শত বীর অপেক্ষাও অধিকতর বলবান্ বিবেচনা করেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর চেকিতানকে দ্রোণের নিকট হইতে কে নিবারণ করিয়াছিলেম ? ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবিক্রম, রক্ত-ধ্বজ, রক্ত আয়ুধ ও রক্ত বর্ম্মে সুশোভিত, ইন্দ্রগোপ সদৃশ,

পাণ্ডবগণের মাতৃস্বস্রীয় এবং তাঁহাদিগের জয়ার্থী কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণ বিনাশে আগমন করিলে কাহারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন? রাজগণ বারণাবত নগরে জাতক্রোধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ছয় মাস যুদ্ধ করিয়াও যাঁহারে পরাজয় করিতে পারেন নাই; যিনি বারাণসী নগরে স্ত্রীলোলুপ মহারথ কাশিরাজ পুত্রকে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন, কোন্ সকল বীর সেই ধনুর্দ্ধরবর সত্যসন্ধ যুযুৎসুরে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণের মন্ত্রধারী, দুর্য্যোধনের অহিতকারী; যিনি দ্রোণবধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন; সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধাগণকে দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে অস্ত্রবেত্তা প্রায় দ্রুপদের উৎসঙ্গেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; কাহারা সেই অস্ত্ররক্ষিত শিখণ্ডীরে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! যিনি চর্ম্মবৎ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন; যে শত্রু নিপাতন মহারথের রথ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহির্গত হইত; যিনি সুস্বাদু অন্ন, পান ও সুন্দর দক্ষিণা সহকারে নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্ব যজ্ঞ স্বরূপ দশ অশ্বমেধ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন; যিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন; গঙ্গাস্রোতে যতগুলি সৈকত আছে, যিনি যজ্ঞে তৎসংখ্যক ধেনু দান করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে বা পরে যাঁহার ন্যায় কোন মনুষ্য এরূপ গোদানে সমর্থ হন নাই, এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে দেবগণ যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন যে,

"চরাচর ত্রিভুবনে উশীনর তনয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং বর্ত্তমানও নাই" কে সেই ঔশীনরের নপ্তা শৈব্যকে নিবারণ করিয়াছিলেন? বিরাটরাজের রথ সৈন্য দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন হইলে কাহারা তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন? যে মহাবল পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষস বৃকোদর হইতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; যাহারে আমি যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া থাকি; পাণ্ডবগণের জয়ার্থী, আমার পুত্রগণের কণ্টক সেই মহাকায় ঘটোৎকচকে দ্রোণের নিকট হইতে কহারা নিবারণ করিয়াছিলেন?

হে সঞ্জয়! এই সকল ও অন্যান্য বীরগণ যাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং পুরুষোত্তম বাসুদেব যাঁহাদিগের আশ্রয় ও হিতার্থী হইয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরাজয় হইবে। বাসুদেব লোকগুরু, লোকনাথ, সনাতন, যুদ্ধে নরগণের শরণ্য, দিব্যাত্মা ও প্রভু; মনীষিগণ ইহাঁর দিব্য কর্ম্ম সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন; আমিও আত্মস্থৈর্য্যের নিমিত্ত ভক্তি পূর্ব্বক তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিব।

একাদশ অধ্যায়।

হে সঞ্জয়! বাসুদেব যে সকল অনন্য পুরুষ সাধারণ দিব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা বাসুদেব বাল্যকালে যখন গোপকুলে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈশ্রবার তুল্য বল ও সমীরণের ন্যায় বেগশালী যমুনাবনবাসী হয়রাজকে বধ করিয়াছেন; তিনি গোসমূহের যমস্বরূপ ঘোরকর্ম্মা বৃষরূপধর দানবকে বাল্যকালে ভুজযুগলে

সংহার করিয়াছেন ; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাসুর, পীঠ ও সুরতুল্য মুরকে বিনাশ করিয়াছেন ; তিনি বিক্রম পূর্ব্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহাতেজা কংসকে স্বদলের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন ; সেই অমিত্রঘাতী বাসুদেব বলদেবকে সহায় করিয়া বলবিক্রমশালী, সমগ্র অক্ষৌহিণীর ঈশ্বর, ভোজরাজের মধ্যস্থ, কংসের ভ্রাতা, সুনামা নামক শূরসেনের রাজারে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন ; একদা কোপনস্বভাব বিপ্রর্ষি দুর্ব্বাসা পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহারে বর প্রদান করিয়াছিলেন ; বাসুদেব গান্ধাররাজকন্যার স্বয়ম্বরে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহারে বিবাহ করিয়াছিলেন ; অমর্ষপরবশ নরপতিগণ তাঁহার বৈবাহিক রথে যোজিত হইয়া তোদনদণ্ডে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হন ; সেই জনার্দ্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্য দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন ; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সময়ে রাজসেনাপতি পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহারে পশুবৎ ছেদন করিলেন ; সেই মাধব দৈত্যদিগের আকাশস্থ, শাল্বরক্ষিত, দুরাসদ সৌভনগর সমুদ্রগর্ব্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন ; সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশি, কৌশল, বাৎস্য, গার্গ্য, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত, দশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য ত্রিগর্ত্ত, মালব, দরদ, নানা দিক্ হইতে সমাগত খস ও শকগণ এবং সানুচর যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন ; তিনি জলজন্তু সমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট

হইয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজিত করিয়াছেন ; সেই হৃষীকেশ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজনকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য দিব্য শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছেন ; সেই মহাবল বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সহিত খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে সন্তুষ্ট করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন ; সেই বীর গরুড়ের উপর আরোহণ পূর্ব্বক অমরাবতী ত্রাসিত করিয়া মহেন্দ্রভবন হইতে পারিজাত পুষ্প আনয়ন করিয়াছেন ; দেবরাজ তাঁহার পরাক্রম অবগত আছেন বলিয়াই তখন উহা সহ্য করিয়াছিলেন।

হে সঞ্জয় ! ইহা কখন শ্রবণগোচর হয় নাই যে, রাজাদিগের মধ্যে এক জনও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন নাই। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৌরব সভামধ্যে যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কে সেরূপ করিতে সমর্থ হয় ? আমি ভক্তি লাভে নির্ম্মল হইয়া সেই ঈশ্বরকে অবলোকন ও তাঁহার অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছিলাম। বিক্রম ও বুদ্ধিশালী হৃষীকেশের কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, সেই বাসুদেব আহ্বান করিলে গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মুখ, নিশঠ, ঝিল্লীবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, শমীক, ও অরিমেজয় প্রভৃতি মহাবল বৃষ্ণিগণও যে কোন রূপে হউক, যুদ্ধকালে পাণ্ডব সৈন্যকেই আশ্রয় করিবেন ; তাহা হইলে আমার সকলই সংশয়াপন্ন হইবে। যে স্থানে জনার্দ্দন অবস্থান করিবেন, অযুত নাগের তুল্য বল, কৈলাস শিখর সদৃশ, বনমালী বলরামও সেই স্থানে গমন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয় ! দ্বিজগণ যাঁহারে সকলের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই বাসুদেব কি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন ? তিনি যখন পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সন্নদ্ধ হইবেন, তখন কেহই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবেন না। যদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলে মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাদিগের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদায় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করিয়া কুন্তীরে মেদিনী প্রদান করিবেন। যে রথে কৃষ্ণ সারথি ও অর্জ্জুন রথী, কোন রথ সমরে সেই রথের প্রতিপক্ষ হইবে ? অতএব কোন ক্রমেই কুরুগণের জয় লাভ দেখিতেছি না। এক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, সমুদায় বল।

অর্জ্জুন কেশবের ও কেশব অর্জ্জুনের আত্মা ; অর্জ্জুন নিত্য বিজয়ী, কেশব সনাতন কীর্ত্তিমান ; ধনঞ্জয় সকল লোকের অজেয় ; বাসুদেব অপরিমিত প্রধান গুণের আকর ; দুর্য্যোধন দৈবদুর্ব্বিপাকে মোহিত ও আসন্নমৃত্যু হইয়া সেই অর্জ্জুনকে ও সেই বাসুদেবকে অবগত হইতেছে না। এই দুই মহাত্মা পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ ; ইহাঁরা উভয়ে একাত্মা, দ্বিধাভূত হইয়া মানবগণের নয়নগোচর হইতেছেন ; ইহাঁদিগের পরাভব একবার মনেও উদয় হয় না। এই দুই যশস্বী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই এই সমস্ত সেনা বিনাশ করিতে পারেন ; মানুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই সেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন না। যুগবিপর্য্যয় যেমন মনুষ্যের মোহ উৎপাদন করে, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যুও সেই রূপ মোহ উৎপাদন করিতেছে। কি ব্রহ্মচর্য্য কি বেদাধ্যয়ন,

কি শস্ত্র, কিছুতেই কেহ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না।

হে সঞ্জয়! লোকপূজিত, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি নিমিত্ত জীবিত রহিলাম? আমরা পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের যে রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বিনাশে আজি তাহারই অনুজীবী হইতে হইল। আমার নিমিত্তই কুরুগণের এই মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; কালপরিণত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তৃণ সকলও বজ্রের ন্যায় কার্য্য করে। যাহার কোপে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন, সেই যুধিষ্ঠিরই পৃথিবীর এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন; অতএব ধর্ম্ম আমার আত্মজগণের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া স্বভাবত যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই ক্রূর কাল সর্ব্বনাশ না করিয়া অতীত হইবে না। আর দেখ, মনস্বিগণ বিষয় সকল যেরূপ মনে করেন, দৈব বশত উহা অন্য প্রকার হইয়া থাকে; সে যাহা হউক, এই যে দুশ্চিন্ত্য বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরিহার করিবার সাধ্য নাই; এক্ষণে যথার্থ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব আচার্য্য দ্রোণ যে রূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বিনাশিত ও নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করিব।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যে আজি

কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পরই সেনাপতিপদ প্রদান করিয়া আমারে পূজা করিলে, এক্ষণে তাহার অনুরূপ ফল লাভ করিবে; আজি তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে, প্রার্থনা কর।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া দুদ্ধর্ষ, জয়িপ্রধান আচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! যদি বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আমার নিকট আনয়ন করুন।

কৌরবগণের আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সেনাগণকে হর্ষযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; কারণ, তুমি তাহারে সংহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের বধ কামনা করিতেছ না এবং মন্ত্রণাকুশল হইয়া কি নিমিত্তই বা এ বিষয়ের উল্লেখ করিলে না? কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজের দ্বেষ্টা নাই। তুমি তাহারে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার কুল রক্ষা করিতেছ, অথবা পাণ্ডগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরিশেষে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক সৌভ্রাত্র করিবার অভিলাষী হইতেছ। যাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য; শুভ ক্ষণে সেই ধীমানের জন্ম হইয়াছিল; তাহার অজাতশত্রু নামও অযথার্থ নয়; কেননা তুমি তাহার প্রতি স্নেহবান্ হইতেছ।

বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিও হৃদ্গত ভাব গোপন করিতে পারেন না; এই নিমিত্ত দুর্য্যোধনের চিরপোষিত হৃদয়গত অভিপ্রায় সহসা বহির্গত হইল; তিনি দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে

প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! যুধিষ্ঠিরের সংহারে আমার জয় লাভ হইবে না; তাঁহারে বিনাশ করিলে ধনঞ্জয় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সকলকে সংহার করা সুরগণেরও অসাধ্য; সুতরাং যে অবশিষ্ট থাকিবে, সেই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিলে তাঁহারে পুনরায় দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত করিব; তাহা হইলে তাহার অনুগত পাণ্ডবগণ পুনরায় বনে গমন করিবে এবং ঈদৃশ জয়ও ব্যক্ত রূপে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে; এই নিমিত্ত আমি কখন যুধিষ্ঠিরের বধ ইচ্ছা করি না।

অর্থতত্ত্ববিৎ বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বর এইরূপ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রদান করিলেন; হে দুর্য্যোধন! যদি বীর্য্যশালী অর্জ্জুন যুদ্ধ স্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে। তাহা হইলে তুমি মনে করিবে, যুধিষ্ঠির স্ববশে সমানীত হইয়াছে; ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও অসুরগণও অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিতে পারেন না; এই নিমিত্ত আমি ইহা করিতে সাহসী হইতেছি না। অর্জ্জুন একাগ্র ও আমার শিষ্য এবং আমি তাহার অস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে প্রথম আচার্য্য, যথার্থ বটে; কিন্তু সেই তরুণবয়স্ক পুণ্যবান্ অর্জ্জুন আবার ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে বহুবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত এবং তোমা কর্ত্তৃক ক্রোধিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত আমি যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব যে উপায়ে পার, যুদ্ধ হইতে ধনঞ্জয়কে অপসারিত কর; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠির তোমার নিকট পরাজিত হইবেন। হে পুরুষোত্তম!

তাঁহারে সংহার না করিয়া গ্রহণ করিলেই জয় লাভ হইবে আর তিনিও এই উপায়ে পরিগৃহীত হইবেন ; নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অপনীত হইলে সত্যধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে যদি মুহূর্ত্ত কালও আমার অগ্রে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি অদ্য তাঁহারে গ্রহণ করিয়া তোমার বশীভূত করিব ; তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু অর্জ্জুনের সমক্ষে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণও তাঁহারে গ্রহণ করিতে পারেন না ।

দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ বিষয়ে এই রূপ সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে অতি মূর্খ আপনার পুত্রগণ তাঁহারে গৃহীত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবগণের পক্ষপাতী জানিতেন, এই জন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরের গ্রহণ সমুদায় সৈন্য মধ্যে ঘোষণা করিলেন ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ বিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আপনার সৈনিকগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাণধ্বনি ও শঙ্খশব্দের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিল ।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির আপ্ত লোক দ্বারা ন্যায়ানুসারে দ্রোণাচার্য্য চিকীর্ষিত সমুদায় বৃত্তান্ত শীঘ্র অবগত হইয়া অন্যান্য লোক ও ভ্রাতৃগণকে আনয়ন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! অদ্য দ্রোণাচার্য্যের চিকীর্ষিত সকল তোমার শ্রবণগোচর হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে তাহা সফল না হয়, এরূপ নীতি বিধান কর । হে মহাধনুর্দ্ধর ! শত্রুনিপাতন

দ্রোণ সীমাবদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই সীমা তোমাতেই নিহিত হইয়াছে; অতএব তুমি আজি আমার নিকটে থাকিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ কর; দুর্য্যোধন যেন দ্রোণের সাহায্যে পূর্ণকাম না হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যেমন কোন কালেই আচার্য্যের প্রাণসংহার আমার কর্ত্তব্য নয়, সেইরূপ আপনারে পরিত্যাগ করাও আমার অভিলষিত নয়; যদি আমারে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমেই আচার্য্যের বিপক্ষ হইব না; কিন্তু দুর্য্যোধন যে আপনারে গ্রহণ করিয়া রাজ্য কামনা করিতেছে, তাহা এই জীবলোকে কখনই পরিপূর্ণ হইবে না। যদি বজ্রধর স্বয়ং বা দেবগণ সমবেত বিষ্ণু সমরে তাহার সাহায্য করেন, তথাপি সে আপনারে গ্রহণ করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র! দ্রোণাচার্য্য নিখিল অস্ত্র শস্ত্রধরের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি জীবিত থাকিতে আপনি তাঁহারে ভয় করিবেন না। আমি আপনারে আরও কহিতেছি যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ ভঙ্গ হয় না; আমি কখন মিথ্যা বাক্য কহিয়াছি কি পরাজিত হইয়াছি অথবা প্রতিশ্রুত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যথা করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না।

অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিবেশনে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত হইতে লাগিল; গগনস্পর্শী, অতি ভীষণ সিংহনাদ এবং ধনু, জ্যা ও তলধ্বনি সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবদিগের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যেও বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আপনার ও

পাণ্ডবগণের সংব্যূহিত যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রমশ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণের এবং দ্রোণ ও পাঞ্চালদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৃঞ্জয়গণ দ্রোণপালিত সৈন্য বিনাশে প্রযত্ন সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। দুর্য্যোধনের মহারথ যোদ্ধাগণও অর্জ্জুন পালিত পাণ্ডব সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং দ্রোণার্জ্জুন পালিত উভয় সেনাই রাত্রি কালীন দুই কুসুমিত বনরাজির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর দীপ্যমান দিবাকর সদৃশ, সুবর্ণরথ দ্রোণ পাণ্ডব সেনাগণকে নিষ্পেষণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সেই রথারোহী ক্ষিপ্রকারী একমাত্র দ্রোণাচার্য্যকে বহুবিধ বিভীষিকা স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলেন। দ্রোণবিমুক্ত ভীষণ শরনিকর পাণ্ডব সৈন্যগণকে ত্রাসিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আচার্য্য দ্রোণ মধ্যাহ্ন কালীন, কিরণশত সংবৃত দিবাকরের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দানবগণ যেমন সমরক্রুদ্ধ দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই রূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহই তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে পারিল না। অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শীঘ্র শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাগণকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে স্থানে ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থান করিতে ছিলেন, সমস্ত দিক্ ও আকাশমণ্ডল শরনিকরে আবৃত করিয়া সেই স্থানেই পাণ্ডব সেনাগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যের সহিত তুমুল রণ করত, হুতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া বিচরণ করে, সেই রূপ তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুবর্ণরথ দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। আকর্ণ আকৃষ্যমান আশুকারী দ্রোণশরাসনের প্রবল জ্যানির্ঘোষ অশনিশব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। লঘুহস্ত দ্রোণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত অতি ভীষণ সায়ক সমূহ রথী, সাদী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। যেমন বায়ুসহায় গর্জ্জমান পর্য্যন্য বর্ষাকালে শিলাবর্ষণ করে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য বাণ বর্ষণ করত শত্রুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন এবং বিচরণ পূর্ব্বক সেনাগণকে সংক্ষোভিত করিয়া শত্রুগণের অলৌকিক ভয় বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাম্যমান রথে হেমপরিষ্কৃত চাপ পুনঃপুন জলদ বিলগ্ন বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সত্যবান, প্রাজ্ঞ, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ সেই বীর অমর্ষবেগ সম্ভূত, ক্রব্যাদগণ সংকুল, সৈন্যস্রোতে পরিপূর্ণ, বীরবৃক্ষাপহারী, শোণিতোদক, গজাশ্বকৃতপুলিন, কবচোৎপল, মাংসপঙ্ক, মেদমজ্জাস্থিসৈকত, উষ্ণীষফেন, যুদ্ধমেঘাকীর্ণ, নরনাগাশ্বগহন, সরবেগপ্রবাহ দেহদারুসংকীর্ণ, রথকচ্ছপসমাকুল, মস্তকশিলাতটশোভিত, রথনাগহ্রদোপেত, নানাভরণভূষিত, মহারথ শতাবর্ত্ত, ধূলিতরঙ্গ, মহাবীরগণের সুতর, ভীরুগণের দুস্তর, শরীরশতপূর্ণ, কঙ্ক গৃধ্র পরিচারিত, শূরসর্পসমাকীর্ণ, জীববৃন্দ সেবিত, ছিন্ন-

চ্ছত্রমহাহংস, মুকুটবিহগ, চক্রকূর্ম্ম, গদাকুম্ভীর, খড়্গপ্রাস-মৎস্য, ভয়ানক কাক গৃধ্র ও শৃগাল সমূহে অধিষ্ঠিত, কেশ শৈবাল শাদ্বল, ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই নদী বলবান্ দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত সহস্র সহস্র মহারথ ও অন্যান্য শত শত প্রাণীরে যম সদনে বহন করিতে লাগিল।

এই রূপে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণের প্রতি তর্জ্জন করিতে-ছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। দৃঢ়বিক্রম কৌরবপক্ষ শূরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। উহা লোম-হর্ষণ হইয়া উঠিল।

শতমায় শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত শর সমূহে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। সহদেবও ঈষৎ রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে তাঁহার কেতু, ধনু, সারথি ও তুরঙ্গমগণকে ছেদিত করিয়া ষষ্টিসায়কে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। শকুনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদ্দ্বারা সহদেবের সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর দুই মহাবলই বিরথ ও গদাহস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় সংগ্রামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্য দশ বাণে দ্রুপদকে বিদ্ধ করিলে তিনি বহু বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য পুনরায় তাঁহারে ততোধিক সায়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেন নিশিত বিংশতি শরে বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না। ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। বিবিংশতি ভীমসেনকে সহসা অশ্ব শূন্য, কেতু শূন্য

ও শরাসন শূন্য করিলে ভীমসেন অরাতির তাদৃশ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া গদা দ্বারা তাঁহার সমুদায় বশীভূত অশ্বকে নিপাতিত করিলেন। যেমন মত্ত গজ মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেই রূপ মহাবল বিবিংশতি চৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া হতাশ্ব রথ হইতে ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন।

বীর্য্যশালী শল্য প্রীতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে, যেন কোপিত করিবার নিমিত্ত হাস্য সহকারে লালন করিতে করিতে শরজাল আঘাত করিলেন। প্রতাপবান্ নকুল তাঁহার সমুদায় অশ্ব, আতপত্র, ধ্বজ, সারথি ও শরাসন বিনষ্ট করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টকেতু কৃপনিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শরে তাঁহারে বিদ্ধ ও তিন শরে তাঁহার ধ্বজচিহ্ন বিনষ্ট করিলেন। কৃপাচাৰ্য্য প্রচুর শর বর্ষণ দ্বারা তাহারে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে কৃতবৰ্ম্মার বক্ষস্থলে প্রথমে নারাচ পরে সপ্ততি শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অন্য শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন দ্রুতগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেই রূপ ভোজরাজ কৃতবৰ্ম্মা সুনিশিত সপ্তসপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না।

সেনানী সুশৰ্ম্মার সমুদায় মৰ্ম্মস্থান অতিমাত্র আহত করিলে তিনিও তোমর দ্বারা সেনানীর জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। বিরাট মহাবীর মৎস্যগণের সহিত কর্ণকে নিবারিত করিলেন, ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। ইহাই সূত-

পুত্রের পৌরুষ যে, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে সেই দারুণ সৈন্য নিরস্ত করিলেন। রাজা দ্রুপদ স্বয়ংভগদত্তের সহিত সমরে মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অদ্ভুতবৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগদত্ত নতপর্ব্ব শর সমূহে রাজা দ্রুপদকে সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগদত্তের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। যোদ্ধাবর অস্ত্রবিশারদ ভূরিশ্রবা ও শিখণ্ডী ভূতগণের ত্রাসজনন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা সায়ক সমূহে মহারথ শিখণ্ডীরে আচ্ছন্ন করিলে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি সায়কে ভূরিশ্রবারে কম্পিত করিলেন। ভীষণকর্ম্মা, মায়াবী, গর্ব্বিত, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ পরস্পর জয়ার্থী হইয়া মায়া প্রকটন পূর্ব্বক অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করত সাতিশয় বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। যেমন দেবাসুর যুদ্ধে মহাবল বল ও ইন্দ্র পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ চেকিতান অনুবিন্দের সহিত অতিভৈরব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন পূর্ব্বে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ লক্ষ্মণ ক্ষত্রদেবের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল হার্দ্দিক্য ত্বরান্বিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথাবিধি কল্পিত, প্রচলিতাশ্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অরিন্দম অভিমন্যু তাঁহার সহিত অতি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হার্দ্দিক্য শরনিকরে অভিমন্যুরে আচ্ছন্ন করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত

করিলেন। হার্দ্দিক্য অন্য সাত শরে অভিমন্যুরে ও পাঁচ শরে তাঁহার অশ্বগণকে ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়া কৌরব সেনাগণের হর্ষ বর্দ্ধন করত সিংহের ন্যায় মুহুর্মুহু শব্দ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু হার্দ্দিক্যের প্রাণহর শর গ্রহণ করিবামাত্র হার্দ্দিক্য সেই ঘোরদর্শন শর সন্ধিত হইয়াছে জানিয়া দুই শরে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরবীরহা অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া চর্ম্ম ও নিশিত খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই খড়্গ ঘূর্ণায়মান করিয়া অনেক তারাশোভিত সেই চর্ম্ম দ্বারা কৃতহস্তের ন্যায় আত্মবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একবার ঘূর্ণায়মান, এক বার ঊর্দ্ধে ভ্রাম্যমান, এক বার কম্পিত ও এক বার উত্থিত করাতে অসিচর্ম্মের প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর তিনি সিংহনাদ সহকারে হার্দ্দিক্যের রথেষায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া পদাঘাতে সারথিরে নিহত করিলেন, খড়্গাঘাতে ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং গরুড় যেমন সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়া সর্পকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সেই রূপ অভিমন্যু তাঁহারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তখন পার্থিবগণ বিগলিত কেশ পৌরবকে সিংহ কর্ত্তৃক পাত্যমান অচেতন বৃষভের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ পৌরবকে অভিমন্যুর বশবর্ত্তী, অনাথবৎ আকৃষ্যমান ও নিপতিত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সিংহনাদসহ, ময়ূরাঙ্কিত কিঙ্কিণীশত শোভিত, জাল

পরিবেষ্টিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অভিমন্যু জয়দ্রথকেদর্শন করিয়া পৌরবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তূর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যেনবৎ নিপতিত হইলেন। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ সকল খড়্গ দ্বারা ছেদিত ও চর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে স্বভুজবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মহাখড়্গ ও চর্ম্ম উদ্যত করিয়া, শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতিগমন করে, তদ্রূপ পিতার অত্যন্ত বৈরী, বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন জয়দ্রথের অভিমুখে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। যেমন ব্যাঘ্র ও সিংহ নখদন্ত দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে খড়্গ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তি অসিচর্ম্মের সম্পাতে, অভিঘাতে ও নিপাতে সেই নরসিংহ দ্বয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিল না। উভয়ের অবক্ষেপ, শস্ত্রান্তর নিদর্শন এবং বাহ্যান্তর নিপাতও নির্ব্বিশেষ লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই দুই মহাত্মা যখন বাহ্য ও অভ্যন্তর পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা সপক্ষ পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যশস্বী অভিমন্যু খড়্গ বিক্ষেপ করিবামাত্র জয়দ্রথ তাঁহার চর্ম্মে খড়্গাঘাত করিলেন। সেই মহাখড়্গ অভিমন্যুর চর্ম্মস্থিত স্বর্ণপত্রের অভ্যন্তরে সংলগ্ন ও জয়দ্রথ কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক কম্পিত হওয়াতে ভগ্ন হইল। দেখিলাম, জয়দ্রথ স্বীয় খড়্গ ভগ্ন হইয়াছে জানিয়া প্লুত গতিতে ছয় পদ গমন করিয়া নিমেষ মাত্রেই পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন। এ দিকে অভিমন্যু সমরমুক্ত হইয়া উত্তম রথে

অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। মহাবল অর্জ্জুন নন্দন চর্ম্ম ও খড়্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

যেমন ভাস্কর ভুবন সন্তাপিত করেন, পরবীরহা অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ পরিতাপিত করিতে লাগিলেন। শল্য তাহার উপর লৌহময়, কনকভূষণ, অতি ভীষণ, অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় যেমন পতন্ত পতঙ্গকে গ্রহণ করে, অভিমন্যু সেইরূপ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অসি কোষ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া ফেলিলেন। রাজগণ সেই অমিততেজার ক্ষিপ্রকারিতা ও বলবত্তা অবগত হইয়া সকলে এক কালে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর পরবীরহা অভিমন্যু শল্যের প্রতি সেই বৈদুর্য্য খচিত শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শক্তি শল্যের রথে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথিরে নিহত ও রথ হইতে নিপাতিত করিল। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বাণ শব্দ ও বিপুল সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল; উহা শ্রবণ করিয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যু সাতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। যেমন জলদজাল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, আপনার পুত্রগণ শত্রুর ঈদৃশ বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা চতুর্দ্দিক্

হইতে শরনিকরে সেই রূপ আকীর্ণ করিলেন। শত্রুনিপাতন শল্য সারথির পরাভবে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের প্রিয়াচরণ বাসনায় সুভদ্রানন্দনকে আক্রমণ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমার কথিত বহুবিধ বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ শ্রবণ করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণকে ধন্য বোধ করিতেছি। মানবগণ কুরু ও পাণ্ডবগণের দেবাসুরোপম যুদ্ধ আশ্চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। আমি এই উৎকৃষ্ট যুদ্ধ শ্রবণ করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব আমার নিকটে শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শল্য সারথিরে ব্যাপাদিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহময় গদা উৎক্ষিপ্ত করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভীমসেন তাঁহারে প্রদীপ্ত কালানলের ন্যায়, দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া বৃহৎ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অতিবেগে গমন করিলেন। অভিমন্যুও বজ্রতুল্য মহাগদা ধারণ করিয়া আইস, আইস, বলিয়া শল্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন যত্ন পূর্ব্বক অভিমন্যুরে নিবারণ করিলেন এবং শল্যের নিকট গমন করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই রূপ মহাবল মদ্ররাজও ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কুঞ্জরের অভিমুখগামী শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তূর্য্য নিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ ও ভেরী সমূহের মহাশব্দ হইতে লাগিল এবং পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান

পাণ্ডব ও কৌরবগণের শত শত সাধু সাধু শব্দ সমুৎপন্ন হইল। সমরে শল্য ভিন্ন কেহই ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ; সেই রূপ ভীম ভিন্ন কোন ব্যক্তিই মহাত্মা মদ্রাধিপের গদাবেগ সহ্য করিতে পারে না। স্বর্ণপট্টসংযুক্ত সকল লোকের হর্ষজনন বৃহৎ গদা ভীমকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল এবং শল্য বিভাগ ক্রমে মণ্ডলাকার পথে বিচরণ করাতে তাঁহার গদাও মহাবিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুই বীরই বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় বিঘূর্ণিত গদারূপ শৃঙ্গে সুশোভিত হইয়া গর্জ্জন সহকারে মণ্ডল গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মণ্ডলগতিতে ও গদাপ্রহারে উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মদ্ররাজের মহতী গদা ভীম কর্ত্তৃক আহত হওয়াতে অগ্নিশিখা সহকারে অতি ভীষণ হইয়া আশু বিশীর্ণ হইল এবং ভীমসেনের গদাও শল্য কর্ত্তৃক আহত হইয়া বর্ষা প্রদোষে খদ্যোত পরিবৃত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মদ্ররাজ নিক্ষিপ্ত গদা আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মুহুর্মুহু হুতাশন উৎপাদন করিতে লাগিল এবং ভীমসেনের গদা শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া পতন্তী মহোল্কার ন্যায় শল্যের সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিল। সেই উভয় গদাই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নিশ্বসন্তী নাগকন্যার ন্যায় অনল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যেমন দুই মহাব্যাঘ্র নখদ্বারা এবং দুই মহাগজ দশনদ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে, সেই রূপ শল্য ও বৃকোদর উভয় গদাদ্বারা পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুই মহাত্মা ক্ষণমাত্রে মহাগদার আঘাতে রুধির-

সিক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় দৃষ্টি গোচর হইলেন। সেই নরসিংহদ্বয়ের গদাঘাত জনিত মহাশব্দ, সকল দিকে বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পর্ব্বত যেমন বিদীর্ণ হইলেও কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীমসেন শল্য কর্ত্তৃক গদা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে আহত হইয়াও কম্পমান হইলেন না এবং মহাবল শল্যও ভীম-সেনের গদাবেগে তাড্যমান হইয়াও ধৈর্য্য বশত বজ্র সমূহে আহত পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবেগ-শালী মাতঙ্গ সদৃশ উভয় বীরই গদা উন্নমিত করিয়া উভয়ের প্রতি পতিত হইলেন, পুনরায় অন্তর মার্গে অবস্থান পূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অষ্ট পদ গমন করিয়া সেই লৌহদণ্ড দ্বারা পরস্পরের আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় বীর পরস্পরের বেগে ও গদাঘাতে নির্ভরনিপীড়িত হইয়া ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ক্ষিতিতলে যুগপৎ নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা বিহ্বল ও পুনঃপুন নিশ্বসন্ত শল্যের নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেষ্ট বিষধরের ন্যায় মূর্চ্ছাভি-ভূত নিরীক্ষণ করিয়া শীঘ্র স্বরথে আরোহিত করত সংগ্রাম হইতে অপবাহিত করিলেন। অনন্তর মত্তবৎ বিহ্বল, বীর্য্য-শালী, মহাবাহু, গদাহস্ত ভীমসেন নিমেষমাত্রে পুনরায় উত্থিত হইয়াছেন, অবলোকন করিলাম। আপনার পুত্রগণ মদ্রাধিপতিরে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। জয়শালী পাণ্ডবগণ

কর্ত্তৃক পীড্যমান কৌরব সৈন্যগণ ভীত হইয়া বাতনোদিত জলদজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। মহারথ পাণ্ডবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাজিত করিয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, হর্ষিত হইয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ বৃষসেন আপনার সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া একাকী অস্ত্রমায়া প্রকটন পূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃষসেন-বিনির্ম্মুক্ত শরনিকর মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিগণকে বিদীর্ণ করিয়া দশদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহস্র সহস্র মহাবাণ গ্রীষ্মকালীন দিবাকরকিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ পূর্ব্বক রথী ও সাদিগণকে নিপীড়িত করিয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূমিতলে নিপাতিত করিল। মহারথ বৃষসেন শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বদল, রথশ্রেণী ও গজযূথকেও নিপাতিত করিলেন।

ভূপতিগণ বৃষসেনকে একাকী অভীতবৎ সংগ্রামে বিচরণ করিতে দেখিয়া, সকলে একত্র হইয়া তাহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। নকুলনন্দন শতানীক বৃষসেনের সম্মুখীন হইয়া মর্ম্মভেদী দশ নারাচে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেন শতানীকের শরাসন ও কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ শতানীকের নিকটবর্ত্তী হইবার বাসনায় গমন করিয়া শীঘ্র শর সমূহে বৃষসেনকে অদৃশ্য করিলেন। যেমন

জলদজাল পর্ব্বতকে আবৃত করে, সেইরূপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি রথিগণ নানাবিধ শরে মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিয়া ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল কৈকেয়, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ ত্বরান্বিত ও উদ্যতায়ুধ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধের ন্যায় কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর কৃতাপরাধ বীর্য্যশালী পাণ্ডব ও কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর অবলোকন করত এই রূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল অমিততেজার শরীর রোষ বশত আকাশে যুদ্ধার্থী পক্ষী ও সর্পের শরীরের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দ্বারা প্রলয় কালীন সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইল। দেবগণের সহিত দানবগণের সমরের ন্যায় পরস্পর প্রহারী মহাবলগণের সহিত মহাবলগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরবপক্ষ মহারথগণ পলায়ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য্য কৌরব সৈন্যগণকে ভগ্ন ও শত্রুগণ কর্ত্তৃক অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে শূরগণ! পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য্য চতুর্দন্ত হস্তীর ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্রশোভিত শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সত্বরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। বেলা যেমন সমুদ্রকে

ধারণ করে, পাঞ্চালগণের যশস্কর, চক্ররক্ষক কুমার সেই রূপ আগচ্ছমান দ্রোণকে ধারণ করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে কুমার কর্ত্তৃক নিবারিত দেখিয়া সকলে সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিল। মহাবল কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং কৃতহস্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে অনেক সহস্র শরে তাঁহারে নিবারণ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

আপনার সৈন্যগণের রক্ষাকর্ত্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য শৌর্য্যশালী, আর্য্যব্রত, মন্ত্রে ও অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, চক্ররক্ষক কুমারকে বিনষ্ট করিলেন, সৈন্যগণের মধ্য স্থলে আগমন করিয়া সকল দিকে বিচরণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বাণে শিখণ্ডীরে, বিংশতি বাণে উত্তমৌজারে, পাঁচ বাণে নকুলকে, সাত বাণে সহদেবকে, দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণে দ্রৌপদেয়দিগকে, পাঁচ বাণে সাত্যকিরে ও দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া প্রাধান্যানুসারে অন্যান্য যোদ্ধাগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিক্ষোভিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। যুগন্ধর মহারথ, জাতক্রোধ, বাতোদ্ধৃত সাগর সদৃশ ভারদ্বাজকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা যুগন্ধরকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন।

অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, বীর্য্যবান্ সিংহসেন ও অন্যান্য বহু বীর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার বাসনায় ভূরি ভূরি সায়ক নিক্ষেপ

করত দ্রোণাচার্য্যের পথ রোধ করিলেন। পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত পঞ্চাশৎ নিশিত সায়কে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলে লোক সকল চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহসেনও হৃষ্ট হইয়া সহসা অন্যান্য মহারথগণকে বিত্রাসিত করত দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবান্ দ্রোণাচার্য্য নয়নযুগল বিস্ফারিত ও শরাসনজ্যা মার্জ্জিত করিয়া সিংহনাদ সহকারে তাঁহারে আক্রমণ পূর্ব্বক দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহার ও ব্যাঘ্রদত্তের কুণ্ডলসনাথ মস্তক ছেদন করিলেন এবং শর সমূহে পাণ্ডবদিগের মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথ সমীপে অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যতব্রত দ্রোণাচার্য্য সন্নিহিত হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে, রাজা নিহত হইলেন, এই মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার সৈনিকগণ দ্রোণের বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল, আজি যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থ হইবেন; দ্রোণাচার্য্য এই মুহূর্ত্তেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে আমাদিগের ও দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

কৌরব সৈন্যগণ এই রূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময় মহারথ অর্জ্জুন শোণিত জল, রথাবর্ত্ত, শূরগণের অস্থি ও শরীরে আকীর্ণ প্রেতকূলাপহারী, শরজাল ফেনময় মহানদী প্রবর্ত্তিত ও রথঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করত সেই ভয়ঙ্কর নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৌরবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণসৈন্যগণকে যেন মোহিত করিয়া শরজালে আচ্ছন্ন করত সহসা আক্রমণ করি-

লেন। যশস্বী ধনঞ্জয় এরূপ সত্বরে শর ক্ষেপ ও সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অবকাশ কাহারও নয়নগোচর হইল না। অনন্তর ধনঞ্জয়কৃত শরান্ধকারে না দিক্ না অন্তরিক্ষ, না স্বর্গ না মেদিনী, কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না; বোধ হইল, যেন সমুদায়ই বাণময় হইয়া গিয়াছে। এই সময় দিবাকর ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন ও অস্তমিত হইলেন; সুতরাং কে সুহৃৎ, কে মিত্র ইহা অবগত হইবার আর সামর্থ্য রহিল না।

অনন্তর দ্রোণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে অবহার করিলে অর্জ্জুন শত্রুগণকে ভীত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ জানিয়া স্বসৈন্যগণকে ক্রমে ক্রমে অবহার করিলেন। ঋষিগণ যেমন সূর্য্যের স্তব করেন, পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ হৃষ্ট হইয়া সেইরূপ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এই রূপে ধনঞ্জয় বাসুদেবের সহিত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্ট চিত্তে সৈন্যগণের পশ্চাতে সারযুক্ত ইন্দ্রনীলমণী, সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিকে খচিত রথে, নক্ষত্রখচিত আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভমান হইয়া স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

দ্রোণাভিষেক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সংশপ্তকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভাগে ও স্ব স্ব গুল্মে ন্যায়ানুসারে বাস করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জিত মনে কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অর্জ্জুন থাকিতে দেবগণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমরা দৃঢ়তর যত্ন করিয়াছিলে; তথাপি ধনঞ্জয় সেই কার্য্য সমাপন করিয়াছেন; অতএব আমার বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ করিও না; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই অজেয়। অতএব কোন রূপে অর্জ্জুনকে অপসারিত করিতে পারিলে আজি যুধিষ্ঠির তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। এক্ষণে অন্য কোন বীরকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করুন; তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ স্থানান্তরিত করিলে যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন তাহারে পরাজয় না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; আমি সেই অবসরে পাণ্ডবসেনা ভেদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব। যদি যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের অনবস্থান কালে আমারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হন, তাহা হইলে তাঁহারে গৃহীত বিবেচনা করিবে। হে মহারাজ! আজি

এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুচরগণকে তোমার বশম্বদ করিব ; তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিগর্ত্তাধিপতি দ্রোণবাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ ! অর্জ্জুন বারংবার আমাদিগকে পরাভব করিয়াছে ; আমরা নিরপরাধী কিন্তু সে আমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে। আমরা সেই সকল নানা প্রকার পরাভব স্মরণ করিয়া রোষানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকি ; রজনী যোগে কিছুতেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সে অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া ভাগ্য বশত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ; আমরা আজি অভিলাষানুরূপ আপনার হিতকর ও আমাদের যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিব ; আমরা রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে গমন করিয়া তাহারে সংহার করিব। আজি পৃথিবী অর্জ্জুনশূন্য বা ত্রিগর্ত্তশূন্য হইবে ; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না।

প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মা সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্ম্মা এই পাঁচ ভ্রাতা এবং অযুত রথ সমভিব্যাহারী মাবেলক, ললিত্থ ও মদ্রকগণের সহিত নানা জনপদ হইতে সমাগত উৎকৃষ্ট অযুত রথ সমভিব্যাহারে এবং মালব ও তুণ্ডিকেরগণ তিন অযুত রথ লইয়া শপথ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলে হুতাশন আনয়ন ও পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত করিয়া কুশচীর ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন ; পরে সেই মহাত্মারা ঘৃতাক্ত, মৌর্ব্বী মেখলালঙ্কৃত, সহস্র শত দক্ষিণাসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, পুত্রসমবেত, পুণ্য

লোকলাভের যোগ্য, কৃতকৃত্য, জীবিত নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভার্থী এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রমুখ, শ্রুতি বিহিত, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য লোক সমুদায় লাভে সমুৎসুক হইয়া সংগ্রামে তনুত্যাগ পূর্ব্বক তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ নিষ্ক, ধেনু ও বস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন, পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। পরে তাঁহারা সর্ব্ব সমক্ষে সেই হুতাশন স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করত উচ্চ স্বরে কহিলেন, হে ভূপালগণ! যদি আমরা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডাপহারী, শরণাগত পরিত্যাগী, অর্থিঘাতী, গৃহদাহী, গোহন্তা, অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী, ন্যস্ত ধনাপহারী, শাস্ত্র বিহিত পথ পরিত্যাগী, দীনানুসারী, নাস্তিক এবং অগ্নি ও মাতৃ পরিত্যাগীদিগের যে লোক, আর যে ব্যক্তি মোহ পরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন না করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করে ও যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক এবং অন্যান্য পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের যে লোক, আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব। কিন্তু যদি রণস্থলে অতি দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হই, তাহা হইলে আজি নিঃসন্দেহ অভীষ্ট লোক সকল প্রাপ্ত হইব। সুশর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ এইরূপ শপথ করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে করিতে সমরে সমুপস্থিত হইলেন।

তখন অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হই না; এই রূপ ব্রত ধারণ করিয়াছি। এ ক্ষণে সংশপ্তকগণ আমারে আহ্বান করিতেছে, অতএব আপনি অনুচরগণের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। আমি উহাদিগের এই রূপ আহ্বান কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি উহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যে রূপ অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাও তুমি সম্যক্ কর্ণগোচর করিয়াছ; এক্ষণে যাহাতে ইহা মিথ্যা হয় তাহার অনুষ্ঠান কর। দ্রোণ মহাবল পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও জিতশ্রম; তিনি আমারে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! সত্যজিৎ আজি আপনার রক্ষক হইবেন; ইনি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্য্য স্বীয় অভিলাষ পূরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না। সত্যজিৎ বিনষ্ট হইলে আপনারা কেহই রণস্থলে অবস্থান করিবেন না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে অর্জ্জুনকে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আশীর্ব্বাদ করত গমনে অনুমতি করিলেন। তখন যেমন ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত মৃগগণের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ তিনি ত্রিগর্ত্ত দিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ রোষাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুন বিহীন রাজা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর উভয়

পক্ষীয় সৈন্যগণ বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধসলিলা অতি বেগবতী ভগবতী ভাগীরথী যেমন সরিৎ দ্বারা সরযুর সহিত মহাবেগে মিলিত হয় তদ্রূপ মহাবেগে মিলিত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল ভূতলে অবস্থান করিয়া হৃষ্ট মনে রথ দ্বারা চন্দ্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঐ চীৎকার শব্দ চতুর্দ্দিক্ ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল, কিন্তু চারি দিক্ লোকে সমাবৃত ছিল বলিয়া প্রতিধ্বনি হইল না। তখন ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য মুখে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি ঐ সমস্ত মুমূর্ষু ত্রিগর্ত্তদিগকে অবলোকন কর; উহারা রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে অথবা উহারা কাপুরুষ দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবে বলিয়া এ সময় হর্ষ প্রকাশ করিতেছে; তাহার সন্দেহ নাই। এই বলিয়া অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্ত-দিগের বিপুল বল সমুদায়ের সম্মুখীন হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করত মহাবেগে সুবর্ণালঙ্কৃত দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকদিগের বাহিনী সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তাঁহাদের অশ্ব সকল বিবৃত্তচক্ষু, স্তব্ধকর্ণ, স্তব্ধগ্রীব ও স্তব্ধপাদ হইয়া রুধির বমন ও প্রস্রাব করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ সংজ্ঞা লাভ করত সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি এককালে বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চদশ শরে সংশপ্তকবিনির্ম্মুক্ত

সহস্র শর আগত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিলেন। পরে তাঁহারা দশ দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন তিন তিন শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ পাঁচ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন দুই দুই শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সংশপ্তকগণ পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেমন বৃষ্টি দ্বারা তড়াগ সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ শর নিকরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন যেমন কানন মধ্যে ভ্রমর পংক্তি কুসুমসুশোভিত পাদপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শর অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুবাহু অদ্রিসারময় ত্রিশ শরে অর্জ্জুনের কিরীট বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন কিরীটস্থ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতের ন্যায় ও উত্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে সুবাহুর হস্তাবাপ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ সুধর্ম্মা, সুধনু ও সুবাহু ইহাঁরা দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেককেই শরজালে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পরে সুধন্বার শরাসন ছেদন ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার শিরস্ত্রাণ-সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। তখন তাঁহার অনুচরগণ নিতান্ত ভীত হইয়া যে স্থানে দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছে, তথায় ধাবমান হইল। যেমন দিবাকর করজালে অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন রোষভরে অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে কৌরব সেনাগণকে

সংহার করিতে লাগিলেন। তখন সেনাগণ ত্রস্ত ভীত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। ত্রিগর্ত্তেরা অর্জ্জুনকে ক্রোধে নিতান্ত অধীর নিরীক্ষণ করত সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং পার্থ শরে আহত হইয়া ভয়ার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় সেই সেই স্থানেই মোহে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ত্রিগর্ত্তদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! ভীত হইও না; পলায়ন করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে না। তোমরা কৌরব সৈন্য সমক্ষে সেইরূপ ভয়ানক শপথ করিয়া এক্ষণে তাহাদের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রধান প্রধানদিগকে কি বলিবে? পলায়ন করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা একত্র মিলিত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ কর। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা তুমুল কোলাহল সকহারে পরস্পরকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনারা মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন, হে কেশব! বোধ হইতেছে, সংশপ্তকগণ জীবন সত্ত্বে রণস্থল পরিত্যাগ করিবে না; অতএব এক্ষণে উহাদের দিকে অশ্ব চালনা কর। আজি তুমি আমার ভুজবল ও গাণ্ডীববল অবলোকন করিবে। যেমন রুদ্রদেব পশুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও ইহাদিগকে বধ করিব। তখন বাসুদেব সহাস্য মুখে শুভাকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জ্জুনকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে রথ

চালন করিতে লাগিলেন। সমরে পাণ্ডুবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক সেই রথ পরিচালিত হইলে আকাশগামী বিমানের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে সুররাজ-রথের ন্যায় মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিবিধ আয়ুধধারী নারায়ণী সেনা সকল ক্রোধ-ভরে শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নেত্রের অগোচর করিল। তখন অর্জ্জুন ক্রোধভরে দ্বিগুণ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সত্বরে গাণ্ডীব শরাসন পরিমার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ললাট-দেশে ক্রোধচিহ্ন ভীষণ ভ্রুকুটি করিয়া দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন তাষ্ট্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন সেনাগণ আপনার প্রতিরূপ সেই নানা রূপে বিমোহিত হইয়া পরস্পরকে অর্জ্জুন বোধে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা এই অর্জ্জুন এই বাসু-দেব বলিয়া মোহ প্রভাবে পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সকলে তাষ্ট্র অস্ত্র প্রভাবে বিমোহিত হইয়া এক কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে রণস্থল পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই তাষ্ট্র অস্ত্র শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্রজাল ভস্মসাৎ করিয়া বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সহাস্য মুখে ললিত্থ, মালব, মাবে-ল্লক, ত্রিগর্ত্ত ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বিবিধ আয়ুধজাল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। সেই ভয়ানক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুন, রথ ও কেশব আর নয়নগোচর হইলেন না। ইত্যবসরে সংশপ্তকগণ লব্ধলক্ষ্য হইয়া পরস্পর কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রীত মনে বসন বিকম্পিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র বীরগণ ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব একান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কোথায়; আমি তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছি না; তুমি ত জীবিত আছ? তাঁহার বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন সত্বর হইয়া বায়ব্যাস্ত্রে সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিলেন। তখন ভগবান্ প্রভঞ্জন শুষ্ক পত্র-রাশির ন্যায় হস্তী, অশ্ব, রথ ও আয়ুধের সহিত সংশপ্তকগণকে বহন করিতে লাগিলেন। যেমন বিহঙ্গগণ যথা সময়ে বৃক্ষ হইতে উড্ডীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অর্জ্জুন সত্বরে তাঁহা-দিগকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া শত শত সহস্র সহস্র শরে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লাস্ত্রে তাঁহাদের মস্তক ও সশস্ত্র হস্ত ছেদ করিয়া শর দ্বারা করিশুণ্ডোপম উরুদণ্ড পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন কাহার পৃষ্ঠদেশ খণ্ড খণ্ড, কাহার চরণযুগল ছিন্ন ভিন্ন কাহারও বা বাহু নিকৃত্ত ও চক্ষু বিকল হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুগণকে এইরূপ ক্ষত বিক্ষত করত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল শর-জালে খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তী ও অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে ছিন্নধ্বজ রথ সকল মুণ্ডিত

তালবনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। উৎকৃষ্ট আয়ুধসনাথ পতাকা পরিশোভিত, ধ্বজ দণ্ডমণ্ডিত অঙ্কুশসম্পন্ন মাতঙ্গগণ তরুরাজি সমাকীর্ণ বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। চামরপীড় কবচাবৃত তুরঙ্গম সকল পার্থ বাণে অস্ত্র, নেত্র ও জীবন বিনির্গত হওয়ায় আরোহী সহিত ধরাসনে শয়ন করিল। অসি ও নখরবিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা ছিন্নাস্থিসন্ধি, ছিন্নমর্ম্মা পদাতিগণ নিহত হইয়া অতি দীন ভাবে শয়ন করিয়া রহিল। তখন কেহ নিহত, কেহ হন্যমান, কেহ নিপতিত, কেহ পাত্যমান, কেহ অবস্থিত, কেহ বা বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। এইরূপে রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল। নভোমণ্ডলে উড্‌ডীন ধূলিজাল রুধিরধারাবর্ষণে প্রশান্ত হইয়া গেল; কবন্ধশতসঙ্কুল রণস্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। তখন কালাত্যয়ে পশুসংহারে প্রবৃত্ত ভগবান্ রুদ্রের আক্রীড়ের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনের সাতিশয় ভয়ঙ্কর রথ বিলক্ষণ শোভা পাইতে লাগিল। নিতান্ত ব্যাকুল অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণ সমবেত অর্জ্জুনাভিমুখীন সৈন্যগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রপুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন সেই রণক্ষেত্র নিহত মহারথগণে আস্তীর্ণ হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইল। অর্জ্জুন এই রূপে সমরমদে মত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। আয়ুধধারী বিপুল বল সমুদায় যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে সত্বরে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি তুমুল হইয়া উঠিল।

বিংশতিতম অধ্যায়।

মহারথ দ্রোণাচার্য্য রজনী অতিবাহিত করিয়া মহারাজ

দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমারই বশম্বদ। আমি অর্জ্জুনের সহিত সংশপ্তকগণের সমর উদ্ভাবিত করিয়াছি। অনন্তর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলে দ্রোণ ব্যূহরচনা করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে পাণ্ডব সেনাভিমুখে নির্গত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভারদ্বাজ বিরচিত সুপর্ণ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুপর্ণ ব্যূহের মুখ, সানুচর সহোদরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন তাহার মস্তক, কৃতবর্ম্মা ও তেজস্বী গৌতম চক্ষু দ্বয়, ভূতশর্ম্মা, ক্ষেমশর্ম্মা করকাক্ষ এবং কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, শূদ্র, আভীর, দাশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, হংসপদ, শূরসেন, দরদ, মদ্রও কেকয়গণ আর শত শত সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি উহার গ্রীবা, ভূরিশ্রবা, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিক অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দানুবিন্দ ও কাম্বোজ সুদক্ষিণ, ইহাঁরা বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া অশ্বত্থামার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহার পৃষ্ঠ ভাগে অম্বষ্ঠ, কলিঙ্গ, মাগধ, পৌণ্ড্র, মদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বসাতিগণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবীর কর্ণ পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধবগণ এবং নানা দেশ সমাগত বহুল বল সমভিব্যাহারে অবস্থান করিলেন। জয়দ্রথ, ভীমরথ, যাজ, ভোজ, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল পরাক্রান্ত নৈষধ, ইহাঁরা বহুসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্যূহের বক্ষস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক হস্ত্যশ্ব-

রথপদাতি পরিকল্পিত সুপর্ণ ব্যূহ যেন বায়ুক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় নৃত্য করিতেছে বোধ হইল। যোদ্ধা সকল সমরাভিলাষে উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে জলদকালীন বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত গর্জ্জমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যূহের মধ্যে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সুসজ্জিত মাতঙ্গে আরোহণ করিলে এবং ভৃত্যেরা পূর্ণিমা রজনীতে কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমাসদৃশ মাল্যদাম বিভূষিত, শ্বেতছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলে তিনি উদয় কালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মদমত্ত মাতঙ্গ বারিধারাভিষিক্ত উত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিবিধায়ুধধারী বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া রহিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভেদ্য অমানুষ ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর! আজি আমি যাহাতে ব্রাহ্মণের বশবর্ত্তী না হই, তাহার উপায় বিধান কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য বহু যত্নেও আপনারে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি তাঁহারে ও তাঁহার অনুচরগণকে সমরে নিবারণ করিব। আমি জীবিত থাকিতে আপনি কদাচ উদ্বিগ্ন হইবেন না; দ্রোণাচার্য্য আমারে পরাজয় করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

এই বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলে দ্রোণাচার্য্য সেই অশুভদর্শন ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া ক্ষণমধ্যেই সাতিশয় অপ্রসন্ন

হইয়া উঠিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ দ্রোণাচার্য্যকে একান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিলেন। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্ম্মুখকে সত্বরে শর নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। দুর্ম্মুখ দ্রোণকে নিবারিত দেখিয়া সত্বরে আগমন পূর্ব্বক নানা লক্ষণলাঞ্ছিত শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোহিত করিলেন। তাঁহারা এই রূপে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাগণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ুবেগ বশত মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কোন কোন স্থলে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল মধুরদর্শন হইয়াছিল; পরিণামে উন্মত্তের ন্যায় নিতান্ত মর্য্যাদা শূন্য হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল। তখন উভয় পক্ষে আত্মপর বিবেচনা কিছুই রহিল না; কেবল অনুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা লোক সকল উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের চূড়ামণি, নিষ্ক, অন্যান্য ভূষণ ও বর্ম্ম সমুদায়ে আদিত্যসঙ্কাশ প্রভাজাল উদ্ভাসিত হইল। পতাকামণ্ডিত হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল বলাকাসনাথ জলদপটলের ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। মনুষ্য মনুষ্যকে, অশ্ব অশ্বকে, রথী রথীরে ও হস্তী হস্তীরে বিনাশ করিতে লাগিল। ক্ষণ কাল মধ্যে গজে গজে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সমস্ত মদস্রাবী দ্বিরদগণের গাত্র ঘর্ষণ ও দশনাঘাতে সধূম পাবক সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন স্খলিতপতাক বিষাণ-

জ্বলিত হুতাশন করিনিকর নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন শরৎ কালে গগনতল জলদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মাতঙ্গ সকল রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ইতস্তত বিকীর্ণ হইল, কেহ কেহ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত হইল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা আহত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী বাণ ও তোমর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ভীত হইল। কতকগুলি হস্তী বিষাণ সমাহত হইয়া প্রলয় কালীন জলদের ন্যায় ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী অন্য হস্তী দ্বারা প্রতিকূলগামী হইলে অঙ্কুশাহত হইয়া পুনরায় উন্মথিত করত শত্রুগণকে আঘাত করিল।

মহামাত্র সকল মহামাত্র কর্ত্তৃক শর তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রহরণ ও অঙ্কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। মহামাত্র শূন্য মাতঙ্গ সকল নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। কতক গুলি হস্তী নিহত, পাতিত ও পতিতায়ুধ ব্যক্তিদিগকে বহন করিয়া গণ্ডারের ন্যায় চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী তোমর, ঋষ্টি ও পরশু দ্বারা আহত ও আহন্যমান হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। উহাদিগের অচলোপম বৃহৎ কলেবরে পৃথিবী আহত হইয়া সহসা কম্পিত ও শব্দায়মান হইতে লাগিল। বিনষ্ট আরোহীযুক্ত, পতাকা সমলঙ্কৃত মাতঙ্গগণ নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত দ্বারা

পরিকীর্ণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। করিসমারূঢ় মহামাত্র সকল রথী দ্বারা ভল্লাস্ত্রে নির্ব্ভিন্নহৃদয় হইয়া অঙ্কুশ ও তোমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কোন কোন হস্তী নারাচে আহত হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া উভয় পক্ষীয় বীরগণকে বিমর্দ্দিত করত দশদিকে গমন করিল। তখন বসুন্ধরা হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এবং মাংস, শোণিত ও কর্দ্দমে নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। বারণগণ সচক্র, বিচক্র, অতি বৃহৎ রথ সকল দশনে মথিত করিয়া রথীর সহিত উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। রথ সকল রথী শূন্য, অশ্ব ও মাতঙ্গ-গণ আরোহী শূন্য ও নিতান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তথায় পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতারে সংহার করিতে লাগিল। এই রূপে অতি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তৎকালে কিছুই অনুভূত হইল না। লোহিতবর্ণ কর্দ্দমে মনুষ্য সকলের গুল্‌ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পাদপ সকল প্রদীপ্ত দাবানলে প্রোথিত হইয়াছে। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে সমস্ত শোণিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিপাতিত অশ্ব, রথ ও নর সমুদায় রথনেমির প্রত্যাবর্ত্তনে বহুধা ছিন্ন হইল। সেই সৈন্যসাগর গজ সমূহ রূপ মহাবেগ শালী, বিনষ্ট মনুষ্য রূপ শৈবাল শোভিত, রথ সমূহ রূপ তুমুল আবর্ত্তযুক্ত হইয়া উঠিল। জয়াভিলাষী বীর পুরুষেরা বাহন রূপ বৃহৎ নৌকা দ্বারা তাহাতে অবগাহন করত নিমগ্ন না হইয়া বিপক্ষগণকে মোহাবিষ্ট করিতে লাগিলেন। চিহ্নসম্পন্ন যোদ্ধাগণ শর জালে সমাচ্ছন্ন হইলে কোন ব্যক্তিই চিহ্নবিহীন হইয়াছে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না।

মহাবীর দ্রোণ সেই ভয়ঙ্কর ঘোরতর সমরে শত্রুগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

একবিংশততম অধ্যায়।

হে রাজন! তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে সমীপে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাসিংহ গজযুথপতিরে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে করিগণ যে রূপ শব্দ করে, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেই রূপ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ দ্রোণকে অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ আচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দ্রোণ ও সত্যজিৎ সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সত্যজিৎ নিশিতাস্ত্র সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির উপরে সর্পবিষ সদৃশ সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সারথি সত্যজিতের বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। অনন্তর মহাবীর সত্যজিৎ দ্রোণের অশ্বগণকে দশ ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকার গমনে বিচরণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ চিত্তে আচার্য্যের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমরে সত্যজিতের কার্য্য সন্দর্শনে তাঁহারে কালপ্রাপ্ত বোধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দশ শরে তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণের উপর কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যকে সত্যজিৎ কর্ত্তৃক

আক্রান্ত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে বীরনাদ ও বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃক ক্রোধভরে দ্রোণের বক্ষস্থলে ষষ্টিবাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই রূপে মহারথ দ্রোণ শর নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধে নেত্র দ্বয় উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক মহাবেগে সত্যজিৎ ও বৃকের শরাসন ছেদন করিয়া ছয় বাণে সারথি ও অশ্ব সমুদায় সমভি-ব্যাহারে তাঁহারে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর সত্যজিৎ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের এবং তাঁহার অশ্ব সমুদায়, সারথি ও ধ্বজের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ সমরে সত্যজিতের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত সত্বরে অশ্ব, ধ্বজ, শরাসনমুষ্টি এবং পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়ের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য বারং-বার শরাসন ছেদন করাতে মহাবীর সত্যজিৎ ক্রোধভরে দ্রোণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বীর-বরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সত্যজিৎকে তাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন।

এই রূপে মহারথ সত্যজিৎ নিহত হইলে মহারাজ যুধি-ষ্ঠির দ্রোণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, চেদি, করূষ ও কোশল-গণ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হুতাশন যেমন তুলারাশি দহন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণা-চার্য্য যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার বাসনায় সেই সমাগত

সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর শতানীক দ্রোণকে বারংবার সৈন্য সংহার করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনের বাসনায় কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত, সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ ছয় বাণে তাঁহারে, তাঁহার সারথিরে ও অশ্ব সমুদায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করত পুনরায় দ্রোণের উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সত্বরে ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া সতানিকের কুণ্ডল সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। মৎস্যগণ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মৎস্যগণকে পরাজয় করিয়া চেদী, কারূষ, কৈকয় পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার পরাজয় করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ক্রোধান্বিত মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে হুতাশনের বনদহনের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতে দেখিয়া সত্বরে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অমিত্র নিহন্তা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের শরাসন নিস্বন চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইল। তাঁহার হস্ত বিনিক্ষিপ্ত সায়ক সমুদায় অসংখ্য অশ্ব, হস্তি, রথ ও পদাতিগণকে সংহার করিল। গ্রীষ্ম কালে প্রবল বায়ুবেগ সঞ্চালিত জলধর পটল যেমন শিলা বৃষ্টি করে তদ্রূপ মহাধনুর্দ্ধর, মহাবাহু, মিত্রগণের অভয়প্রদ, মহাবীর দ্রোণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হেমমণ্ডিত শরাসন অভ্রমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ধ্বজস্থিত বেদী হিমবানের শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সুরাসুর

নমস্কৃত মহা প্রভাবশালী বিষ্ণু যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যপরাক্রম দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র প্রভাবে রণস্থলে অসংখ্য শৃগাল, কুক্কুর, ক্রব্যাদ ও পিশিতাশনগণে সংকীর্ণা, মানব-কূলাপহারিণী, ভীরুজন ভয়প্রদা শমন সদন গামিনী নদী প্রবাহিত হইল ; কবচ সমুদায় তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ সমুদায় আবর্ত্ত স্বরূপ, গজ ও বাজি সমুদায় গ্রাহ স্বরূপ, অসি সকল মীন স্বরূপ, বীরগণের অস্থি সকল কর্কর স্বরূপ ভেরী ও মুরজ সমুদায় কচ্ছপ স্বরূপ, চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবাল ও সাদ্বল স্বরূপ, শর সমুদায় বেগ স্বরূপ, শরাশন সকল স্রোত স্বরূপ, বাহু সমুদায় পল্লব স্বরূপ, নিহত নরগণের মস্তক সকল শিলা স্বরূপ, উরু সকল মীন স্বরূপ, গদা সকল উড়ুপ স্বরূপ, উষ্ণীষ নিচয় ফেন স্বরূপ, অস্ত্র সমুদায় সরীসৃপ স্বরূপ, মাংস ও শোণিতরাশি কর্দ্দম স্বরূপ, কেতু সকল বৃক্ষ স্বরূপ ও সাদিগণ তাহার নক্র স্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

তখন পাণ্ডুনন্দনগণ অন্যান্য বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া সেই ভুবনতপন দিনকর সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষ রাজা ও রাজপুত্রগণ তদ্দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া দ্রোণের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শিখণ্ডী পাঁচ, ক্ষত্র-

বৰ্ম্মা বিংশতি, বসুদান পাঁচ, উত্তমৌজা তিন, ক্ষত্রদেব পাঁচ সাত্যকি শত, যুধামন্যু আট, যুধিষ্ঠির, দ্বাদশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ ও চেকিতান তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বীরগণের বাণাঘাতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ সৈন্য অতিক্রমন পূর্ব্বক দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন। পরে সহসা ভূপতি ক্ষেমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন অন্যের অরক্ষণীয় মহাবীর দ্রোণ চতুর্দ্দিক্ বিচরণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত অন্যান্য বীরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর শিখণ্ডীরে দ্বাদশ, উত্তমৌজারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বসুদানকে সংহার করিলেন অনন্তর অশীতি শরে ক্ষেমবৰ্ম্মারে ও ষড়বিংশতি শরে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ এবং ভল্ল দ্বারা ক্ষত্রদেবকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া যুধামন্যুর উপর চতুঃষষ্টি ও সাত্যকির উপর ত্রিশ বাণ নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ধৰ্ম্মনন্দন সত্বরে বেগবান্ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণের সমীপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চাল তনয় দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণ তাঁহারে শরাসন, অশ্বগণ ও সারথির সহিত অবিলম্বে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর পাঞ্চালনন্দন দ্রোণের শরে নিহত হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে পতিত জ্যোতির ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই রূপে সেই পাঞ্চালতনয় নিহত হইলে চতুৰ্দ্দিকে দ্রোণকে

সংহার কর, দ্রোণকে সংহার কর বলিয়া শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য কৈকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বার্দ্ধক্ষেমি চৈত্রসেনি, সেনাবিন্দু ও সুবর্চ্চা এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক বীরগণ কৌরবগণ সমবেত দ্রোণের নিকট পরাজিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ জয় লাভ করিয়া পলায়মান পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন দানবগণ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পাঞ্চাল মৎস্য ও কৈকয়গণ দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া কম্পিত হইল।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিলে কে তাঁহার অভিমুখীন হইয়াছিল? কি আশ্চর্য্য! তৎকালে কৃতজ্ঞ, সত্যনিরত, দুর্য্যোধনহিতৈষী, চিত্রযোধী, মহাধনুর্দ্ধর, শত্রু কুলের ভয়বর্দ্ধন, জৃম্ভমান ব্যাঘ্র সদৃশ, মদস্রাবী মাতঙ্গসম দ্রোণাচার্য্য জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন বীরই ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, কাপুরুষবর্গের অসেবিত, শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবিত সমরাভিলাষে সমুত্তেজিত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না! বল কোন্ কোন্ বীর সমরে সমুদ্যত হইয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয়, চেদি ও কৈকয়গণ সমুদ্রবেগে পরিচালিত প্লব

সমুদায়ের ন্যায় দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্য বাদন করত বিপক্ষ পক্ষের রথ, হস্তী ও নরগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সৈন্যগণ মধ্যস্থিত স্বজন পরিবৃত মহারাজ দুর্য্যোধন বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে হাস্য করত কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, দ্রোণ সায়কাভিহত পাঞ্চালগণ সিংহ সন্ত্রাসিত মৃগযূথের ন্যায় একান্ত বিত্রাসিত হইয়াছে। বৃক্ষ সমূহ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হয়, তদ্রূপ উহারা দ্রোণশরে ভগ্ন হইয়াছে; বোধ হয়, আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্য মহাত্মা দ্রোণের রুক্মপুঙ্খ শরের আঘাতে পলায়নে অসমর্থ হইয়া ইতস্তত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তী যূথ যেমন হুতাশন দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হয়, তদ্রূপ বহু সংখ্যক সৈন্য মহাবীর দ্রোণ ও কৌরব পক্ষ অন্যান্য বীরগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া মণ্ডলীভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দ্রোণের ভ্রমর সদৃশ নিশিত সায়কে বিদ্ধ ও পলায়নপর হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ক্রোধ পরায়ণ ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও কৌরব যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া আমারে আহ্লাদিত করিতেছে। ঐ দুরাত্মা আজি সমুদায় লোক দ্রোণময় দেখিতেছে এবং জীবন ও রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।

কর্ণ কহিলেন, হে কুরুরাজ! মহাবাহু ভীমসেন জীবন থাকিতে কদাপি সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। এই সমুদয় সিংহনাদও তাঁহার সহ্য হইবে না, আর বলবীর্য্য সম্পন্ন,

রণতুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র পাণ্ডবগণ যে সহসা সংগ্রামে পরাজিত হইবেন, ইহাও সম্ভবপর নয় উহাঁরা বিষ অগ্নি, দ্যূত ও বনবাসের ক্লেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন না। অমিততেজা মহাবাহু বৃকোদর সংগ্রামে প্রত্যাগত হইতেছেন, অবশ্যই প্রধান প্রধান রথিগণকে সংহার করিবেন। উহাঁর অসি, শরাসন, শক্তি, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও লৌহদণ্ড প্রভাবে এক এক বারে অসংখ্য সৈন্য নিহত হইবে। মহাবীর সাত্যকিপ্রমুখ রথী সমুদায় এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই মহাবীর, মহাবল পরক্রান্ত ও মহারথ; বিশেষত অমর্ষপরায়ণ মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে উহাঁদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন। মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে পরিবৃত করে, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ ভীমসেনকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইতেছেন। যেমন মুমূর্ষু পতঙ্গগণ দীপের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ উক্ত বীরগণ একাগ্র মনে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া অরক্ষিত দ্রোণাচার্য্যকে নিপীড়িত করিবেন। উহাঁরা সকলেই কৃতাস্ত্র; সুতরাং দ্রোণকে নিবারণ করা উহাঁদের দুঃসাধ্য হইবে না। আমার মতে আজি দ্রোণের উপর অতি ভার পতিত হইয়াছে; অতএব তাঁহার সমীপে ত্বরায় গমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন বৃকগণ মহাগজকে সংহার করে, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাগণ সমবেত হইয়া যেন মহাবীর দ্রোণকে বিনাশ করিতে না পারে।

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ

সমভিব্যাহারে দ্রোণ রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় একমাত্র দ্রোণ বধাভিলাষী, নানা বর্ণের অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে সমারূঢ় পাণ্ডবগণের ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন প্রভৃতি যে যে মহাবীর ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহা-দের সকলের রথচিহ্ণ সমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর ঋষ্যবর্ণ অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে মহাবীর সাত্যকি রজত বর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তখন দুষ্প্রধর্ষ যুধামন্যু ক্রোধভরে সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব যোজিত রথে ও পাঞ্চালরাজতনয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবেগশালী, সুবর্ণমণ্ডিত, পারাবত বর্ণ অশ্বসং-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা স্বীয় পিতার রক্ষা ও সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত রক্তবর্ণ হয় যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডিনন্দন মহাবাহু ক্ষত্রদেব স্বয়ং পদ্মপত্র সন্নিভ, মল্লিকাসদৃশাক্ষ অশ্ব সমুদায় চালন পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। শুকপক্ষ বিভূষিত কাম্বোজ দেশীয়, দর্শনীয় অশ্বগণ নকুলকে বহন করত কৌরব সমুদায়ের প্রতি ধাবমান হইল। মেঘ সদৃশ হয়গণ উত্তমৌজারে বহন করত তুমুল সংগ্রামে গমন করিতে লাগিল। তিত্তিরবর্ণ বায়ু-বেগগামী অশ্বগণ উদ্যতায়ুধ মহাবীর সহদেবকে তুমুল

সংগ্রামে সমুপস্থিত করিল। দন্তসবর্ণ, কৃষ্ণকেশরযুক্ত, মহাবেগ অশ্বগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল। সৈন্যগণ সুবর্ণ ভূষণ বিভূষিত বায়ুবেগগামী হয় সমুদায়ে সমারূঢ় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সুবর্ণমণ্ডিত ও যুধিষ্ঠিরের অনুগামী সৈন্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সান্তভী সর্ব্ব শব্দসহ, দিব্যাভরণ ভূষিত অশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত রথে অধিরূঢ় হইয়া ভূপতিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট মহারথগণ সমভিব্যাহারে সান্তভীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কৈকয়গণ, মহাবীর শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু স্ব স্ব সৈন্য লইয়া বিরাটের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পাটলপুষ্প বর্ণ অশ্বগণ অরাতি নিপাতন মহারাজ মৎস্যরাজকে বহন করত নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। হরিদ্রা বর্ণ, হেমমালা বিভূষিত, বেগশালী অশ্বগণ বিরাটরাজের পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণ বর্ণ, হেমমালা বিভূষিত, যুদ্ধবিশারদ, লোহিত ধ্বজ সম্পন্ন, বর্ম্মিতদেহ, কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপ সবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বারিবর্ষণকারী জীমূতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। আমপাত্র বর্ণ, তুম্বুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত দিব্য অশ্বগণ অমিততেজা দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীরে বহন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল দেশীয় দ্বাদশ সহস্র মহারথ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষট্ সহস্র শিখণ্ডীর অনুগমন করিলেন। সারঙ্গ বর্ণ অশ্ব সমুদায় শিশুপালের তনয়কে বহন করিতে লাগিল। চেদীশ্বর মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য

সৈন্য সমভিব্যাহারে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল ধূম সদৃশ, সুকুমার, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ কৈকেয় বৃহৎ ক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা সদৃশাক্ষ, পদ্ম বর্ণ, দিব্যাভরণ ভূষিত বাহ্লিজ অশ্বগণ শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল। স্বর্ণালঙ্কার সম্পন্ন, কৌশেয় সবর্ণ, ধীর প্রভাব অশ্বগণ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দুরে বহন করিল। ক্রৌঞ্চবর্ণ উৎকৃষ্ট হয়গণ সুকুমার, মহারথ, কাশিরাজ তনয়ের বাহন হইল। সারথির প্রীতিকর শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণগ্রীব বায়ুবেগগামী অশ্বগণ প্রতিবিন্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সোমের নিকট যে পুত্রটীরে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সুতসোম মাসপুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের ঐ পুত্রটী কৌরবদিগের উদয়েন্দু নামক পুরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সহস্র সোম সদৃশ প্রভা সম্পন্ন ও সোমক সভা মধ্যে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া উহার নাম সুতসোম হইয়াছে।

হে মহারাজ! তরুণাদিত্য সঙ্কাশ, শালপুষ্প সন্নিভ অশ্বগণ শতানীককে, কাঞ্চন সদৃশ যোক্ত্রসম্পন্ন ময়ূর গ্রীবা সবর্ণ, অশ্বগণ শ্রুতকর্ম্মারে ও স্বর্ণ চাতকপক্ষ সন্নিভ হয় সমুদায় পার্থতুল্য শ্রুতনিধি শ্রুতকীর্ত্তিরে সংগ্রামে বহন করিতে লাগিল। সংগ্রামে যাহার প্রভাব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রভাব অপেক্ষা সার্দ্ধেকগুণ অধিক, সেই মহাবীর অভিমন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইলেন। আপনার শত পুত্রের মধ্যে যিনি একাকী সোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব-

গণের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই মহাবীর যুযুৎসু মহাকায় অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। পলাল-কাণ্ড সবর্ণ দিব্যাভরণ ভূষিত বেগবান্ অশ্বগণ বার্দ্ধক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল। সুবর্ণ পত্রযুক্ত বর্ম্ম ভূষিত, সারথির আজ্ঞাবহ, কৃষ্ণপাদ অশ্বগণ কুমার সৌচিত্তিরে বহন করিল। সুবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ, সুবর্ণমালা বিভূষিত, শান্তপ্রকৃতি কৌশেয় সদৃশ অশ্বগণ শ্রেণিমানের বাহন হইল। অরুণবর্ণ অশ্বগণ ধনুর্বেদ ও ব্রাহ্ম বেদ পারগ সত্যধৃতিরে বহন করিতে লাগিল। যিনি সংগ্রাম স্থলে দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই পাঞ্চাল সেনানী ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবত সবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান, বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু বেগশালী, কাম্বোজ দেশীয়, হেমমালা বিভূষিত অশ্ব সমুদায় লইয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগমন করিতে লাগিলেন। হেমমণ্ডিত নানা বর্ণের অশ্ব ও ধ্বজ সম্পন্ন, বিতত কার্ম্মুক কাম্বোজ দেশীয় প্রভদ্রকগণ শরজালে অরাতি সৈন্যগণকে বিকম্পিত করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পিঙ্গল কৌশেয় বর্ণ, সুবর্ণ মালা-ধারী, অম্লানচিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল। সব্যসাচীর মাতুল, কুন্তিভোজ পুরজিৎ ইন্দ্রায়ুধ সবর্ণ হয়োত্তম যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। তারকাপুঞ্জ বিচিত্রিত নভোমণ্ডল সদৃশ অশ্বগণ মহারাজ রোচমানকে বহন করিতে লাগিল। লোহিতবর্ণ অশ্বগণ গোপতির পুত্র পাঞ্চাল দেশীয় সিংহসেনকে বহন করিল।

পাঞ্চালগণের মধ্যে যিনি জনমেজয় নামে বিখ্যাত, সেই মহাত্মা সর্ষপপুষ্প সবর্ণ অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবেগশালী, হেমমালা বিভূষিত, মাষবর্ণ, দধিপৃষ্ঠ, চন্দ্রমুখ অশ্ব সমুদায় পাঞ্চালকে বহন করিতে লাগিল। শরস্তম্ব সদৃশ, পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত অশ্ব সমুদায় দণ্ডধারকে বহন করিল। অরুণবর্ণ, মূষিকসবর্ণপৃষ্ঠ অশ্বগণ ব্যাঘ্রদত্তের বাহন হইল। বিচিত্র কৃষ্ণবর্ণ, চিত্রমাল্য বিভূষিত অশ্বগণ পাঞ্চাল দেশীয় সুধন্বারে বহন করিতে লাগিল। অশনিসমস্পর্শ, ইন্দ্রগোপ সন্নিভ, বিচিত্রগতি, চিত্র অশ্বগণ চিত্রায়ুধের বাহন হইল। চক্রবাক সদৃশোদর, হেমমালাধারী অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিল। বিচিত্রবর্ণ, সুবর্ণ মালা মণ্ডিত, অত্যুচ্চ অশ্বগণ সমর নিপুণ, সত্যধৃতি ক্ষেমিরে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর শুক্ল শুক্লবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। সমুদ্রসম্ভূত, শশাঙ্ক সদৃশ অশ্বগণ সমুদ্রসেনের পুত্র মহাতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল। নীলোৎপল সন্নিভ, সুবর্ণ বিভূষিত, চিত্রমাল্যধারী অশ্বগণ চিত্ররথের বাহন হইল। কলায়পুষ্প সবর্ণ, শ্বেত ও লোহিত রেখায় অঙ্কিত অশ্বগণ রণদুর্ম্মদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল। লোকে যাঁহারে সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শৌর্য্য সম্পন্ন বলিয়া থাকে সেই পটচ্চর নিহন্তা মহাবীর, শুক্লবর্ণ হয় সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। কিংশুক সবর্ণ অশ্বগণ চিত্র মাল্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ সম্পন্ন চিত্রায়ুধকে বহন করিতে

লাগিল। মহাবীর নীল নীলবর্ণ ধ্বজ, কবচ, ধনু ও অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে গমন করিলেন। মহাবীর চিত্র বিচিত্র রত্নচিহ্নসম্পন্ন বরূথ, রথ ধ্বজ ও শরাসন এবং বিচিত্র অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকা লইয়া সমরে গমনোন্মুখ হইলেন। পুষ্করবর্ণ অশ্বগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল। সমর কুশল, শীঘ্রগামী, কুক্কুটাণ্ড সবর্ণ, শ্বেতাণ্ডযুক্ত, শোভন অশ্বগণ দণ্ডকেতুরে বহন করিতে আরম্ভ করিল।

পিতা কৃষ্ণের হস্তে নিহত, পাণ্ড্যগণের কপাট ভিন্ন ও বন্ধুগণ পলায়িত হইলে যিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও পরশুরামের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সমান হইয়া দ্বারকাপুরী উচ্ছিন্ন ও সমুদায় ভূমণ্ডল পরাজিত করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অনন্তর যিনি হিতচিকীর্ষু, প্রাজ্ঞ সুহৃদ্গণের নিবারণে বৈরনির্যাতন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই পাণ্ড্যাধিপতি সারঙ্গধ্বজ বৈদূর্য্যজাল সংছন্ন, চন্দ্ররশ্মি সন্নিভ অশ্ব সমুদায় লইয়া স্বীয় বাহুবল প্রভাবে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসক পুষ্পসবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুযায়ী চতুর্দ্দশ অযুত রথীরে বহন করিতে লাগিল। নানাবর্ণযুক্ত, নানাবিধমুখ অশ্বগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে বহন করিল। যিনি সমুদায় কৌরবগণের মত ও স্বীয় অভিলষিত দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি সহকারে একাকী যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাবহু লোহিতনয়ন বৃহন্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় অশ্বগণ সংযোজিত সুবর্ণময় স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক সমরে

গমন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে রথিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। দেবরূপী প্রভদ্রকগণ নানাবর্ণের অশ্ব সমুদায় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সমুদায় বীরগণ ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া ইন্দ্র সমবেত সুরগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উহারা পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সবিশেষ মনোনীত হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সমুদায় সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধ্বজদণ্ডাগ্রস্থিত কৃষ্ণাজিন ও সুবর্ণময় কমণ্ডলু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেনের বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত লোচন সম্পন্ন মহাসিংহধ্বজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণ নির্ম্মিত, গ্রহগণ পরিবৃত চন্দ্রধ্বজ সাতিশয় শোভমান হইল। উহার ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুই বিপুল মৃদঙ্গ যন্ত্র সহকারে সুমধুর স্বরে বাদিত হইয়া হর্ষ বর্দ্ধন করিতে ছিল। মহাবীর নকুলের ধ্বজে অতিভীষণ অত্যুগ্র সুবর্ণপৃষ্ঠ সরভ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু সহদেবের ধ্বজে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন, ঘণ্টা ও পতাকা যুক্ত, দুর্দ্ধর্ষ হংস সাতিশয় শোভমান হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চ ধ্বজে ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতে লাগিল। কুমার অভিমন্যুর রথে তপ্ত কাঞ্চন বিনির্ম্মিত শার্ঙ্গ পক্ষী সনাথ ধ্বজ দৃষ্ট হইল, মহাবীর ঘটোৎকচের ধ্বজে গৃধ্র শোভা পাইতে লাগিল। এবং পূর্ব্বে যেমন রাবণের অশ্বগণ কামচারী ছিল, ঘটোৎকচের অশ্বগণ সেই রূপ কামচারী বোধ হইল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বায়ব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই দিব্য অজয় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন শরাসন, ঘটোৎকচ অতিভীষণ পৌলস্ত শরাসন এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রৌদ্র, আগ্নেয়, কৌবের্য্য, যাম্য ও গিরিশ ধনু গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন। রোহিণীতনয় বলভদ্র যে রৌদ্র ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া সেই ধনু অভিমন্যুরে প্রদান করেন। অর্জ্জুনতনয় সেই শরাসন লইয়া সংগ্রামে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! যে সমুদায় ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, তদ্ভিন্ন মহাবীরগণের অন্যান্য অসংখ্য হেমমণ্ডিত, অরাতিগণের ভয়াবহ ধ্বজ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুরগণ পরিবৃত, ধ্বজসঙ্কুল কাপুরুষ শূন্য দ্রোণ সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইল। স্বয়ম্বর স্থল সদৃশ সেই সমরাঙ্গনে দ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নাম গোত্র শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংগ্রাম স্থলস্থিত বৃকোদর সমবেত উক্ত ভূপতিগণ দেবতাদিগের সৈন্যগণকেও ব্যথিত করিতে পারেন। পুরুষ অদৃষ্ট সংযুক্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অভিলষিত বিষয় সকল অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়। দেখ পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির দীর্ঘ কাল অরণ্যে

বাস ও লোকের অজ্ঞাত বিচরণ করিয়া এক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত এই মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে; আমার পুত্রের দুরদৃষ্ট ব্যতীত ইহার আর কারণ কি? নিশ্চয় বোধ হইতেছে মনুষ্য অদৃষ্ট যুক্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং তাহার অদৃষ্টের অধীন হইয়া চলিতে হয়; তন্নিমিত্তই সে আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। যুধিষ্ঠির দ্যূতব্যসন প্রভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশিত হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার অদৃষ্টবলে সহায় সম্পন্ন হইয়াছে। কেকয়, কৌশিক, কোশল, চেদি ও বঙ্গদেশীয়গণ এক্ষণে আমাদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশই আমার অধীন; যুধিষ্ঠিরের অতি অল্প মাত্র। কিন্তু দুরদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আমাদের অসংখ্য সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। সতত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বাস্ত্রে পারগ মহাবীর দ্রোণ ভূপতিগণের মধ্যে কিরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার মহৎ কৃচ্ছ্র ও মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে; ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে বাসনা নাই। পূর্ব্বে মহামতি বিদুর আমারে পুত্রলোলুপ দেখিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবে তৎসমুদায় ঘটিয়াছে। এক্ষণে যদি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রগণকে রক্ষা করি তাহা হইলে কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার হয় না এবং সকলকেও প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় না। যে ভূপতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থপর হন, তাঁহারে অবশ্যই ইহলোকে

হীন ও ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইতে হয়। হে সঞ্জয়! যখন বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন এই হতোৎসাহ রাজ্যের আর নিস্তার নাই। আমরা যে পুরুষোত্তমদ্বয়ের প্রভাবে জীবন ধারণ করিতেছিলাম, সেই ধুরন্ধরদ্বয় যখন নিহত হইয়াছেন তখন আর কি রূপে আমাদের পরিত্রাণ হইবে?

যাহা হউক, এক্ষণে যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে আক্রমণ করিয়াছিল? আর কোন্ কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরা বা পলায়ন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। ঐ মহাবীর ও বৃকোদরই আমার মহাভয়ের কারণ। পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের সৈন্যগণ কি রূপে দারুণ সংগ্রাম করিয়াছিল? পাণ্ডবেরা সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তোমাদের মন কি রূপ হইয়াছিল? এবং আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল?

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ সমর ক্ষেত্রে গমন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় সমাচ্ছন্ন করিলে আমাদের পক্ষে মহা শঙ্কট সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব সৈন্য সমুত্থিত ধূলিপটল প্রভাবে কৌরব পক্ষগণ আবৃত হওয়াতে আমরা দ্রোণকে অবলোকন না করিয়া মৃত বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে দুষ্কর ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে সংগ্রামে

প্রেরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে সেনাগণ! তোমরা মহোৎসাহ সহকারে সাধ্যানুসারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারিত কর। তখন আপনার তনয় মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ দূর হইতে ভীমসেনকে দেখিয়া দ্রোণের জীবন রক্ষা মানসে ভীমের উপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য ক্রোধান্বিত মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ যেমন ভীমের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মহাবীর বৃকোদরও তদ্রূপ দুর্ম্মর্ষণের উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের দুই জনের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে অন্যান্য রণপ্রাজ্ঞ মহাবীরগণ আপনাদের প্রভু কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রাজ্য ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সমরোন্মত্ত মহাবীর কৃতবর্ম্মা মত্ত বারণ বিক্রান্ত সাত্যকিরে, সিন্ধুরাজ ক্ষত্রবর্ম্মারে ও উগ্রধন্বা মহেম্বাসকে শর নিকর দ্বারা দ্রোণাভিমুখ হইতে নিবারিত করিলেন। ক্ষত্রবর্ম্মা সিন্ধুপতির ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদ করিয়া ক্রোধভরে দশ নারাচ দ্বারা তাঁহার সমুদায় মর্ম্ম স্থান তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সিন্ধুরাজ সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া লৌহময় শর দ্বারা ক্ষত্রবর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুবাহু, পাণ্ডবগণের হিতার্থ সংগ্রামে যতমান স্বীয় ভ্রাতা মহারথ যুযুৎসুরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর যুযুৎসু সুশাণিত ক্ষুরপ্রদ্বয়ে সুবাহুর ধনুর্ব্বাণ সুশোভিত বাহুযুগল ছেদন করিলেন। বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ প্রতিরোধ করে, তদ্রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে

নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের উপর অসংখ্য মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মদ্রাধিপতি ধর্ম্মরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের চীৎকার শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ বাহ্লিক অসংখ্য সেনা সমবেত হইয়া মহতী সেনা পরিবৃত মহারাজ দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মদস্রাবী মহাযূথাধিপতি মাতঙ্গ যুগলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত উক্ত বৃদ্ধ ভূপতি দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও অগ্নি যেমন বলিরে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মৎস্যাধিপতি বিরাটকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৎস্য ও কৈকয়গণের যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

নকুলনন্দন শতানীক শর নিকর নিক্ষেপ করত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সভাপতি ভূতকর্ম্মা তাঁহারে নিবারণ করিলেন। তখন নকুলনন্দন ক্রোধভরে তিন সুশাণিত ভল্ল পরিত্যাগ করিয়া ভূতকর্ম্মার বাহু যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিবিংশতি দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বল বিক্রমশালী সুতসোমকে নিবারণ করিলেন। তখন সুতসোম ক্রোধভরে অজিহ্মগ শর নিকর দ্বারা স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমরথ সুনিশিত লৌহময় শর নিকর বর্ষণ করিয়া শাল্ব এবং তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন মহাবীর চিত্রসেনের পুত্র, ময়ূর

সদৃশ অশ্ব সংযুক্ত রথারূঢ় সমরাঙ্গণে ধাবমান মহাবাহু শ্রুতকর্ম্মারে নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার উক্ত পৌত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃকুলের হিত সাধনার্থ পরস্পর নিধন বাসনায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সিংহলাঙ্গূলধ্বজ মহাবাহু অশ্বত্থামা পিতার নাম রক্ষার্থ বিবিধ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনস্থ প্রতিবিন্ধ্যকে নিবারণ করিলে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধভরে তাঁহারে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, কৃষক যেমন বীজকালে ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীতনয়গণ অশ্বত্থামার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনকুমার শ্রুতকীর্ত্তি যুদ্ধার্থ দ্রোণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন দেখিয়া দুঃশাসনতনয় তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সদৃশ বলবিক্রমশালী অর্জ্জুন তনয় সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা দুঃশাসননন্দনের শরাসন, ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই যাঁহারে বীর প্রধান বলিয়া গণনা করে, মহাবীর লক্ষ্মণ সেই পটচ্চর হন্তারে নিবারণ করিলেন। পটচ্চরনিহন্তা ক্রোধভরে লক্ষ্মণের শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেনতনয় শিখণ্ডীরে নিবারণ করিলে তিনি বিকর্ণের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অনায়াসে শিখণ্ডী নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিরাকৃত করিলেন। মহাবাহু উত্তমৌজা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন; মহাবীর অঙ্গদ শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহারে নিবারণ করিলেন।

উক্ত বীর দ্বয়ের সংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিল ; তদ্দর্শনে সমুদায় সৈন্যগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

মহাধনুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান মহাবীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত দ্বারা নিবারণ করিলেন। মহাবাহু পুরুজিৎ ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নারাচ নিক্ষেপ করিলে দুর্ম্মুখের মুখমণ্ডল সুনালপঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান লোহিত ধ্বজ কৈকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতারে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন। তাঁহারা কর্ণের শরাঘাতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাঁহাদিগকে বারংবার শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে কর্ণ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের শরজালে পরস্পর অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য হইলেন। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র দুর্জয়, জয় ও বিজয়, নীল, কাশ্য ও জয়ৎসেন এই তিন বীরকে নিবারণ করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর সহিত ভল্লুক, মহিষ ও বৃষভের যেমন সংগ্রাম হয়, তদ্রূপ আপনার তিন পুত্রের সহিত উক্ত বীরত্রয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া দর্শকগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্ষেমধূর্ত্তি ও বৃহন্ত দুই ভ্রাতা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে তীক্ষ্ণ শর নিকরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। অরণ্যে সিংহের সহিত মত্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হয়, সাত্বতের সহিত উক্ত ভ্রাতৃ দ্বয়ের তদ্রূপ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধপরায়ণ চেদিরাজ অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধাভিনন্দী অম্বষ্ঠরাজকে দ্রোণের নিকট হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ অম্বষ্ঠ

অস্থিভেদিনী শলকা দ্বারা চেদিরাজকে বিদ্ধ করিলে চেদিরাজ অম্বষ্ঠের দারুণ প্রহারে একান্ত ব্যথিত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক সমুদায় দ্বারা ক্রোধ পরবশ বার্দ্ধক্ষেমিরে নিবারিত করিলেন। হে মহারাজ! চিত্রযোধী রণমদমত্ত কৃপ ও বার্দ্ধক্ষেমিরে যে যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধাসক্তচিত্ত ও অনন্যমতি হইয়া কার্য্যান্তরবিমূঢ় হইয়া উঠিল। মহাবীর সোমদত্তি দ্রোণের যশোবর্দ্ধন পূর্ব্বক মহারাজ মণিমানকে নিবারিত করত সত্বরে তাঁহার শরাসন, ধ্বজ, পতকা, ছত্র ও সারথিরে রথ হইতে পাতিত করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন যূপকেতু মণিমান্ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ প্রদন করিয়া খড়্গ দ্বারা সোমদত্তির অশ্ব, ধ্বজ, রথ ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে আপনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অশ্ব চালন করত পাণ্ডবপক্ষ সেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন অসুর বধার্থ ধাবমান সুররাজ পুরন্দর সদৃশ পাণ্ড্যকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ গদা, পরিঘ, খড়্গ, পট্টিস, আয়োধন, প্লব, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশু, পাংশু, বায়ু, অগ্নি, সলিল, ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ সমুদায় দ্বারা সেনাগণকে রুগ্ন, ভগ্ন, বিনষ্ট, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও ভীমিত করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য অলম্বুষ ক্রুদ্ধচিত্তে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া হিড়িম্বাতনয়কে প্রহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সম্বর ও

ইন্দ্রের যে রূপ সংগ্রাম হইয়াছিল ; এক্ষণে উক্ত রাক্ষস দ্বয়ের তদ্রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে শত শত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। ফলত দ্রোণবধের নিমিত্ত তৎকালে যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, সে রূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে কেবল নানাবিধ ঘোরতর বিচিত্র অতিভীষণ সংগ্রাম দৃষ্ট হইতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশত্তিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে সৈন্যগণ সমর ক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক অংশ ক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে পর পাণ্ডব পক্ষ ও অস্মৎপক্ষ বীরগণ কি রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে কি রূপে আক্রমণ করিলেন? সংশপ্তকেরাই বা তাঁহার সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ উক্ত প্রকারে সংগ্রামাসক্ত হইয়া অংশক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বয়ং গজ সৈন্য লইয়া মহাবীর বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, বৃষ যেমন বৃষকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে সংগ্রামনিপুণ অসাধারণ বাহুবীর্য্যশালী মহাবীর পবনতনয় ক্রোধভরে গজ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরাৎ কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ ভীমসেনের নারাচ প্রহারে ছিন্ন

ভিন্ন হইয়া মদক্ষরণ করত ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রবল বায়ুবেগে জলধর পটল যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ গজানীক সকল ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। সূর্য্য সমুদিত হইয়া যেমন ভূমণ্ডলে কিরণজাল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন করিকুলের উপর শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। করিগণ ভীমসেনের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সূর্য্য কিরণ সংপৃক্ত নভোমণ্ডলস্থ ধারাধরপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই রূপে ভীমসেনকে করিকুল সংহার করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধে লোহিত-নেত্র হইয়া অচিরাৎ দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার শরীরে নিশিত সায়ক সমুদায় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সূর্য্যকিরণ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিত লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সত্বরে দুই ভল্ল দ্বারা দুর্য্যোধনের ধ্বজস্থিত মণিময় রত্নখচিত নাগ ও তাঁহার হস্তস্থিত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় ম্লেচ্ছ অঙ্গাধিপতি দুর্য্যোধনকে ভীম কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া গজারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন অঙ্গাধিপতির মাতঙ্গকে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আগমন করিতে দেখিয়া তাহার কুম্ভান্তরে নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত

ভীষণ নারাচ কুঞ্জরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল; হস্তীও বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তী নিপতিত হইবা মাত্র অঙ্গরাজ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন ইত্যবসরে লঘুহস্ত বৃকোদর ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঙ্গরাজ নিহত হইলে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্ব, হস্তী ও রথী সকল সসম্ভ্রমে ইতস্তত ধাবমান হইয়া অসংখ্য পদাতির প্রাণ সংহার করিতে লাগিল।

এই রূপে সৈন্যগণ রণে ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কুঞ্জর লইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধে ব্যাবৃত্তলোচন সেই গজরাজ চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত ও শুণ্ড সংহত করিয়া ভীমকে দগ্ধ করতই যেন তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক এক কালে রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ভীমসেন অঞ্জলিকা-বেধ বিদ্যা জানিতেন, এই নিমিত্ত পলায়ন না করিয়া পাদ-চারে ধাবমান হইয়া সেই করিরাজের গাত্রে বিলীন হইলেন। এই রূপে ভীমসেন গজের গাত্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর দ্বারা তাহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। নাগ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন অযুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর বৃকোদর হস্তীর কলে-বর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। নাগ-রাজ অবসর পাইয়া শুণ্ড দ্বারা ভীমের গ্রীবা আক্রমণ ও জানু দ্বারা তাঁহারে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে সমুদ্যত হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর অবিলম্বে মোটন

দ্বারা করিবরের কর বেষ্টন মোচন পূর্ব্বক পুনরায় তাহার গাত্রে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষ হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তাহার গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে গমন করিলেন। এ দিকে সমুদায় সৈন্যগণ, হা ধিক্! ভীমসেন কুঞ্জর কর্ত্তৃক হত হইলেন, বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ হস্তীর ভয়ে ভীতহইয়া বৃকোদরের সমীপে ধাবমান হইল।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত জ্ঞান করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ভগদত্তের সমীপে সমাগত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অঙ্কুশ দ্বারা বিপক্ষ বিনির্মুক্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আমরা বৃদ্ধ ভগদত্তকে রণস্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে কুঞ্জর চালন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তখন মহারাজ দশার্ণাধিপতি বক্রগামী মহাবেগশালী মদস্রাবী মাতঙ্গ লইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে সবৃক্ষ পর্ব্বতদ্বয়ের যে রূপ সংগ্রাম হইত, এ ক্ষণে উক্ত বীরদ্বয়ের কুঞ্জর যুগল তদ্রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগদত্তের হস্তী মহাবেগে অপাবৃত্ত হইয়া দশার্ণাধিপতির হস্তীর পার্শ্বভেদ করিয়া তাহারে নিহত করিল। তখন মহাবীর ভগদত্ত অবসর পাইয়া সূর্য্যরশ্মি সঙ্কাশ সাত তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বীয় শত্রু দশার্ণাধিপতিরে হস্তীর উপরেই সংহার করিলেন।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য রথ সৈন্য দ্বারা ভগদত্তকে

চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কুঞ্জরস্থিত মহাবীর ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া পর্ব্বতোপরি বন-মধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথিগণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থান করিয়া শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ভগদত্ত গজ লইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরবিশারদ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সাত্যকির রথাভিমুখে সেই মহাগজ প্রেরণ করিলেন। করিবর সাত্যকির রথ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিবামাত্র সাত্যকি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগি-লেন। তাঁহার সারথিও বৃহৎকায় সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। ঐ অবসরে হস্তী রথ-মণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদায় ভূপতিগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভূপতিগণ সেই আশুগামী নাগ কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া তাহারে শত শত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এই রূপে গজারোহী মহাবাহু ভগদত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে গজ ও তুর-ঙ্গমগণের ঘোরতর শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনরায় ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলে ভগদত্তের হস্তী শুণ্ড বিনির্ম্মুক্ত বারি দ্বারা ভীমের বাহনগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল। বাহনসকল মহাবীর ভীমকে লইয়া প্রস্থান করিল।

তখন কুন্তীর পুত্র রুচিপর্ব্বা রথে আরোহণ করিয়া শর বর্ষণ করিতে করিতে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পর্ব্বতপতি সুবর্চ্চা আনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর রুচি-পর্ব্বা রণে নিপতিত হইলে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়-গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু হস্তীরে নিহত করিবার বাসনায় ভীষণ ধ্বনি করত বৃষ্টিধারার ন্যায় শরজাল নিক্ষেপ করিয়া তাহারে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন সমর কুশল মহাবীর ভগবত্ত পার্ষ্ণি, অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হস্তীরে সঞ্চা-লিত করিলেন। করিবর প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া শুণ্ড প্রসারণ এবং কর্ণ ও নেত্র স্তব্ধ করিয়া সত্বরে গমন পূর্ব্বক যুযুৎসুর বাহনগণকে আক্রমণ ও সারথিরে সংহার করিল। মহাবীর যুযুৎসু সত্বরে রথ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ভীষণ নিনাদ করিয়া শরনিকর দ্বারা সত্বরে নাগরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র সসম্ভ্রমে অভিমন্যুর রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভগদত্ত ঐ সময় কুঞ্জরপৃষ্ঠ হইতে অরাতিকুলের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তৃতকর দিবা-করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অভিমন্যু দ্বাদশ, যুযুৎসু দশ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন শরে ভগদত্তের হস্তীরে বিদ্ধ করিলেন। করিবর বীরগণ কর্ত্তৃক অতি প্রযত্ন সহকারে শরবিদ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণ সংপৃক্ত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর নিয়ন্তা কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া স্বীয় সব্যাপসব্যস্থিত সৈন্যগণকে

ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোপাল বন মধ্যে দণ্ড দ্বারা যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ শ্যেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত বায়সগণের ন্যায় চীৎকার করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ভগদত্তের মহাগজ অঙ্কুশাহত হইয়া সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ আপনাদের উভয় পার্শ্বে সমুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া যেরূপ ভীত হয়, অরাতি পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজ সন্দর্শনে তদ্রূপ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। মহাভয়ে পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পার্থিবগণের চীৎকারে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও সমুদায় দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। পূর্ব্বে দানবরাজ বিরোচন যেমন সুরক্ষিত দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভগদত্ত সেই মহানাগ লইয়া শত্রু সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পার্থিব ধূলিপটল বায়ুবেগে গগন মণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিল। তত্রস্থ মনুষ্যগণ সেই এক গজকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান অসংখ্য গজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশত্তিতম অধ্যায়।

মহারাজ! আপনি আমারে অর্জ্জুনের সমরদক্ষতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব মহাবাহু ধনঞ্জয় যাহা যাহা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাবীর ভগদত্ত সংগ্রাম স্থলে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদ্ধূত ধূলিপটল দর্শন ও মানবগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে

কহিলেন, হে মধুসূদন! মহারাজ ভগদত্ত গজ লইয়া সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হওয়াতেই এই ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইতেছে। মহাবীর ভগদত্ত গজযানবিশারদ ও পুরন্দর সদৃশ; উনি এই ভূমণ্ডলে গজযোধীদিগের প্রধান; উহাঁর গজের প্রতিগজ নাই। ঐ গজ কৃতকর্ম্মা, জিতক্লম এবং অস্ত্রাঘাত ও অগ্নিস্পর্শ সহিষ্ণু অস্ত্র দ্বারা উহারে বধ করা দুঃসাধ্য। অদ্য ঐ হস্তী একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিবে। আমরা দুই জন ব্যতীত আর কেহই উহারে নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব সত্বরে ভগদত্তের সমীপে গমন কর। আমি আজি হস্তিবলে গর্ব্বিত বয়ঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ভগদত্তকে পুরন্দরপুরে আতিথ্য গ্রহণ করাইব। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বচনানুসারে ভগদত্তাভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় ভগদত্তের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন; এমন সময় ত্রিগর্ত্ত দেশীয় দশ সহস্র ও কৃষ্ণের পূর্ব্বানুচর চারি সহস্র মহারথ, এই চতুর্দ্দশ সহস্র সংশপ্তক তাঁহারে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। এ দিকে ভগদত্ত সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে; ওদিকে সংশপ্তকগণ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে; এই উভয় সঙ্কট সমুপস্থিত হওয়াতে মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চিত্ত দোলার ন্যায় দুই দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কি করি! এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করি, এই চিন্তা করিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া একাকী বহু সহস্র সংশপ্তকগণকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন

করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ও কর্ণ অর্জ্জুনের বধ সাধনার্থই দুই দিকে সংগ্রাম সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তক বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহাদের সে আশা বিফল করিলেন।

তখন মহারথ সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সংশপ্তকগণের শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অর্জ্জুন কি কৃষ্ণ কি অশ্বগণ কি রথ, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। জনার্দ্দন সংশপ্তকগণের পরাক্রম দর্শনে বিমুগ্ধ ও স্বেদাক্ত কলেবর হইবা মাত্র অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণকে প্রায় সংহার করিলেন। শত শত শর, শরাসন ও জ্যাসনাথহস্ত এবং শত শত কেতু, অশ্ব, সারথি ও রথিগণ ছিন্নকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। দ্রুম, অচল ও অম্বুধর তুল্য কলেবর, সুসজ্জিত, আরোহী বিহীন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিগণ পার্থশরে নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইল। আরোহী সমেত কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের শর নিকরে ছিন্নকুথ, ছিন্নাভরণ ও গতজীবন হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। বীরগণ ঋষ্টি, প্রাস, অসি, মুদ্গর ও পরশু সমবেত বাহু সকল ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বালাদিত্য, অম্বুজ ও চন্দ্র সদৃশ নরমস্তক সকল অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু নিপাতে প্রবৃত্ত হইলে সেনাগণ প্রাণনাশক শরনিকরে সন্তাপিত হইয়া উঠিল। হস্তী যেমন পদ্মবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় হেন

সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহারে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনকে ইন্দ্র সদৃশ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! অদ্য তুমি সংগ্রামস্থলে যেরূপ কার্য্য করিলে, বোধ হয়, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর। তুমি এক কালে শত শত সহস্র সহস্র মহারথ সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়াছ।

মহাবীরধনঞ্জয় এইরূপে বহুসংখ্যক সংশপ্তককে সংহার করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তাভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহামতি মধুসূদন অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে স্বর্ণ-ভূষণ মণ্ডিত, বায়ুবেগগামি অশ্বগণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ শরাভি-তাপিত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে শত্রুসূদন! ঐ দেখ, সুশর্ম্মা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আমারে আহ্বান করিতেছে, আবার উত্তরদিকে সৈন্যগণ দ্রোণ শরে বিদীর্ণ হইতেছে। এইরূপে সংশপ্তকগণ আমার চিত্তকে দোলায়মান করিয়াছে। এক্ষণে সংশপ্তকগণকে সংহার করি অথবা অরাতি শরার্দ্দিত আত্মীয় গণকে রক্ষা করি? এই উভয়ের কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বল।

মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রণ বিশারদ ধনঞ্জয় সাত বাণে সুশর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহার ভ্রাতৃগণকে অশ্বগণ ও সারথি সমভিব্যাহারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অর্জ্জুনের উপর ভীষণ ভুজঙ্গাকার অয়োময় শক্তি ও বাসুদেবের উপর তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তিন শরে সুশর্ম্মার শক্তি ও তিন শরে তোমর ছেদন পূর্ব্বক শর নিকর দ্বারা তাঁহারে বিমোহিত করিয়া শর জাল বর্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব-সৈন্য মধ্যে কেহই তাঁহারে নিবারিত করিতে পারিল না।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা মহারথগণকে সংহার করত কক্ষরাশিদহন দহনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অগ্নিস্পর্শ সদৃশ দারুণ অর্জ্জুনের বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় শর নিকর দ্বারা সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে ভগদত্তাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে সমর বিজয়ী অর্জ্জুন দুর্দ্যূতদেবী দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধ জনিত ক্ষত্রিয় বিনাশের নিমিত্ত নিষ্পাপ পাণ্ডবগণের ক্ষেমঙ্কর, শত্রুগণের অশ্রু বর্দ্ধন গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। কৌরব সেনাগণ পার্থ শরে বিক্ষোভিত হইয়া পর্ব্বত সংলগ্ন নৌকার ন্যায় বিপন্ন হইল।

তখন ক্রূরমতি দশ সহস্র কৌরব সৈন্য জয় ও পরাজয়ে

দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সর্ব্বভারসহ মহাবীর ধনঞ্জয় পদ্মবনপ্রবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সেই সৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে প্রমথিত হইলে মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই হস্তী লইয়া ধনঞ্জয়াভিমুখে ধাবমান হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রথ দ্বারা তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। রথ ও নাগে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর ভগদত্ত ও ধনঞ্জয় সুসজ্জিত গজ ও রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভগদত্ত মেঘসঙ্কাশ হস্তীর উপর হইতে ইন্দ্রের ন্যায় ধনঞ্জয়ের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সমর বিশারদ অর্জ্জুন শর জাল দ্বারা অর্দ্ধ পথে ভগদত্তের শর নিকর নিবারণ করিয়া তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর অনায়াসে অর্জ্জুনের শর নিকর নিরাকৃত এবং তাঁহারে ও কৃষ্ণকে অসংখ্য শর সমূহে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার মানসে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহামতি জনার্দ্দন ভগদত্তের হস্তীরে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় ঐ সুযোগে সেই হস্তী ও তাহার আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে বিনষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তখন সেই মহাগজ অসংখ্য হস্তী রথ ও অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তৎসমুদায় বিনষ্ট করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত হইয়া ভগদত্তের কি করিলেন, আর ভগদত্তই বা তাঁহার কি করিয়াছিলেন? যথার্থ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব ভগদত্তের সমীপে গমন করিলে তত্রত্য সমুদায় লোকই তাঁহাদিগকে যমের দশন সন্নিহিত বলিয়া বোধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া হেমপুঙ্খ শিলানিশিত কৃষ্ণায়স বিনির্ম্মিত শরনিকরে দেবকীনন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। ভগদত্তনিক্ষিপ্ত অগ্নিস্পর্শ শরনিকর দেবকীতনয়কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভগদত্তের শরাসন ছেদন ও রথ রক্ষককে বিনাশ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করতই যেন সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি চতুর্দ্দশ সুতীক্ষ্ণ তোমর নিক্ষেপ করিলে লঘুহস্ত সব্যসাচী ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা তাঁহার হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাগজ অর্জ্জুনের সায়ক জালে ছিন্নবর্ম্মা ও একান্ত ব্যথিত হইয়া বারিধারাসিক্ত মেঘবিহীন পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর কৃষ্ণের উপর লৌহময় হেমদণ্ড মণ্ডিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সমরবিশারদ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে ভগদত্তের ছত্র ও ধ্বজ

ছেদন করিয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের কঙ্কপত্রযুক্ত নিশিত শরনিকরে দৃঢ় বিদ্ধ হইয়া একান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে তাঁহার মস্তকে অসংখ্য তোমর নিক্ষেপ করত উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত শর নিকরে অর্জ্জুনের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন সেই পরিবর্ত্তিত কিরীট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ভগদত্তকে কহিলেন, প্রাগে্জ্যাতিষেশ্বর! এই সময় সকলকে উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও।

মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের বাক্যে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ভীষণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার ও কৃষ্ণের উপর অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ ধনঞ্জয় সত্বরে ভগদত্তের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহার সমুদায় মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে বৈষ্ণব অঙ্কুশ অস্ত্র অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বক্ষ স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদন পার্থকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সেই ভগদত্ত নিক্ষিপ্ত সর্ব্বঘাতী বৈষ্ণবাস্ত্র বক্ষস্থলে গ্রহণ করিলেন অস্ত্র কৃষ্ণের বক্ষস্থলে বৈজয়ন্তী মালা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যুদ্ধ করিবে না; কেবল আমার অশ্ব সংযমন করিবে; এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। যদি আমি ব্যসনাপন্ন বা অরাতি নিবারণে অশক্ত হই, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য; আমি

বর্ত্তমান থাকিতে সমর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তোমার কদাপি কর্ত্তব্য নয়। আমি যে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সুর, অসুর ও মানবগণ সমবেত সমুদায় লোক পরাজয় করিতে পারি, তাহা তোমার অবিদিত নাই।

তখন মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! আমি অতি গুহ্য পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি লোকের হিত সাধন ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আপনার মূর্ত্তি চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমার এক মূর্ত্তি ভূমণ্ডলে তপশ্চরণ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম্ম অবলোকন, তৃতীয় মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলোক আশ্রয় পূর্ব্বক মানুষ কর্ম্ম সাধন ও চতুর্থ মূর্ত্তি শয়ন করিয়া সহস্র বর্ষ ব্যাপী নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতেছে। ঐ চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বৎসরের পর সমুত্থিত হইয়া বরার্হ ব্যক্তিগণকে অত্যুৎকৃষ্ট বর প্রদান করে। ঐ সময় পৃথিবী আমার বর প্রদান কাল জানিয়া স্বীয় পুত্র নরকের নিমিত্ত আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল, শ্রবণ কর; পৃথিবী কহিল, হে নারায়ণ! তোমার বরে আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেব ও অসুরগণের অবধ্য হউক। আমি কহিলাম, হে বসুন্ধরে! এই বৈষ্ণবাস্ত্র নরকের রক্ষার্থ অমোঘ হউক; ইহার প্রভাবে নরককে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার পুত্র এই অস্ত্র কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া সর্ব্ব লোকের দুরাধর্ষ ও পরবল মর্দ্দনক্ষম হইবে। পৃথিবী এইরূপে আমার নিকট কৃতকার্য্য হইয়া তথাস্তু বলিয়া গমন করিলেন। নরকাসুরও তদবধি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাবীর প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর নরকের নিকট হইতে সেই অস্ত্র

প্রাপ্ত হন। ত্রিলোকমধ্যে ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি কেহই ঐ অস্ত্রের অবধ্য নন। এই নিমিত্ত আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিয়া স্বয়ং অস্ত্র বেগ ধারণ করিলাম। দেবদ্বেষী মহাসুর ভগদত্ত এক্ষণে সেই পরমাস্ত্র বিহীন হইয়াছে ; অতএব যেমন আমি লোক হিতার্থ নরকাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলাম, তদ্রূপ তুমি ঐ দুর্দ্ধর্ষ বৈরীরে বিনষ্ট কর।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভগদত্তের হস্তীর কুম্ভান্তরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সর্প যেমন বল্মীকের মধ্যে গমন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বজ্রসম সেই নারাচ করিকুম্ভ মধ্যে প্রবেশ করিল। ভগদত্ত বারংবার হস্তীরে চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ভার্য্যা যেমন স্বামীর বাক্যে কর্ণপাত করে না, তদ্রূপ গজরাজ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই করিবর স্তব্ধগাত্র ও দন্ত দ্বারা অবনিতলগত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর ভগদত্ত অর্জ্জুন শরে ভিন্নহৃদয় হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সন্তাড়িত পদ্মনাল হইতে পত্র নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভগদত্তের মস্তক হইতে মহার্ঘ বস্ত্র ধরাতলে নিপতিত হইল। যেমন সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ হেমমালা ভূষিত ভগদত্ত স্বর্ণ ভূষণ ভূষিত হস্তী হইতে ধরাতলে

নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম ইন্দ্রের সখা মহাবাহু ভগদত্তকে নিহত করিয়া, বলবান্ বায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় বীর-গণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় সখা প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তকে বিনাশ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষক ও অচল নামে গান্ধার রাজের তনয়-দ্বয় অর্জ্জুনকে একান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ সম্মুখে কেহ বা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে মহাবেগ শাণিত সায়কে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শাণিত শর নিকরে সুবলনন্দন বৃষকের অশ্ব, সারথি, ধনু, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা সৌবল প্রমুখ গান্ধারগণকে বারংবার ব্যাকুল করিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্যতাস্ত্র পঞ্চ শত গান্ধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বৃষক সত্বরে হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন এক রথারূঢ় বৃষক ও অচলকে বারংবার শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বৃত্র ও বলাসুর সুররাজ ইন্দ্রকে আঘাত করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহারা অর্জ্জুনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যেমন নিদাঘ ও বর্ষাকালীন মাস দ্বয় গ্রীষ্ম ও অম্বু দ্বারা লোককে একান্ত কাতর করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা আহত না হইয়া অর্জ্জুনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে

লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন এক রথারূঢ় সংশ্লিষ্ট কলেবর বৃষক ও অচলকে এক শরে বিনাশ করিলেন। তখন সেই সিংহ সঙ্কাশ লোহিতলোচন এক লক্ষণাক্রান্ত বীরদ্বয় গতাসু হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের মৃত কলেবর দশ দিকে অতি পবিত্র যশ বিস্তার করিয়া ভূতল প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর আপনার আত্মজগণ সমরে অপরাঙ্মুখ বন্ধুজন-প্রিয় দুই মাতুলকে ভূতলশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মায়াবিশারদ শকুনি উভয় ভ্রাতারে বিনষ্ট দেখিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিমোহিত করত মায়াজাল বিস্তার করিলেন; তখন লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, মুদ্গর, পট্টিশ, কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি, চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অন্যান্য নানাবিধ আয়ুধ সকল দিক্ ও বিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল। খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিল্লক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র, কপি, সরীসৃপ ও বিবিধ রাক্ষসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন দিব্যাস্ত্রবেত্তা অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা শরতাড়িত হইয়া চীৎকার করত বিনষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছন্ন করিলে সেই অন্ধকার হইতে অতি কঠোর বাক্য অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে

তৎক্ষণাৎ সেই ভয়প্রদ গাঢ়ান্ধকার নিরাস করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর জল প্রবাহ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্জ্জুন জল শোষণা করিবার নিমিত্ত আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। উহা প্রযুক্ত হইবা মাত্র প্রায় সমস্ত জলই শুষ্ক হইয়া গেল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্র বলে সৌবল বিহিত বিবিধ মায়া বিনাশ করিলেন। তখন শকুনি অর্জ্জুন শর-তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া অতি বেগগামী তুরঙ্গমে আরো-হণ পূর্ব্বক নীচ লোকের ন্যায় পলায়ন করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন আপনার হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের প্রতি শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগী-রথী প্রবাহ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই সমস্ত সৈন্য অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল; এবং কতকগুলি দ্রোণের নিকট ও কতকগুলি দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল। পরে সৈন্য-সকল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে আমরা আর অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল দক্ষিণ দিকে অনবরত গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। ঐ গাণ্ডীব নির্ঘোষ শঙ্খ দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি অভিভূত করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

অনন্তর দক্ষিণ দিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি দ্রোণাচার্য্যের অনুসরণ করিলাম। রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষাকালে বায়ু মেঘ সকল অপবাহিত করিয়া থাকে তদ্রূপ অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন।

কোন ব্যক্তিই ভূরিবর্ষণশীল ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় শর-নিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কৌরবগণ পার্থ শরাহত ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিবার সময় স্বপক্ষদিগকে বিনাশ করিলেন। অর্জ্জুন বিনির্মুক্ত কঙ্কপত্র বিভূষিত তনুচ্ছেদী শর সকল শলভের ন্যায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন পন্নগগণ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সমস্ত শর তুরঙ্গম, নাগ, পদাতি ও রথিগণকে ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন হস্ত্যশ্ব ও মনুষ্যের প্রতি দ্বিতীয় শর পরিত্যাগ করেন নাই; তাহারা প্রত্যেকেই এক মাত্র শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও গতাসু হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল; শৃগাল ও কুক্কুরেরা কোলাহল করিতে লাগিল; এইরূপে রণক্ষেত্র সাতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতারে ও সুহৃৎ সুহৃৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইলেন; অধিক কি, তৎকালে অনেকেই পার্থশর তাড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহনদিগকেও পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন কৌরবসেনা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তোমরা দ্রুত পদ সঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তৎকালে তোমাদের মন কি রূপ হইল? ছিন্ন ভিন্ন ও স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল সৈন্যগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কি রূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার সমক্ষে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সৈন্য সকল এই রূপ বিশৃঙ্খল হইলেও রাজা দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষী বীরপুরুষেরা যশ-রক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন এবং অস্ত্র সমুদায় সমুদ্যত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্ভ্রান্ত ও রণস্থল নিতান্ত ভীষণ হইলে নির্ভীকের ন্যায় সাধু সম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহাবীর ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে নিপতিত হইলে ক্রূরস্বভাব পাঞ্চালগণ, দ্রোণকে আক্রমণ কর, দ্রোণকে আক্রমণ কর, বলিয়া সৈন্যগণকে প্রেরণ করিল এবং আপনার পুত্রগণ, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, দ্রোণাচার্য্যকে যেন বধ করে না, এই বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কহিতে লাগিলেন, দ্রোণকে বিনাশ কর; কৌরবগণ কহিতে লাগিল, দ্রোণকে যেন বিনষ্ট করে না; এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকে লইয়া যেন দ্যূত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথীরে মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই রথীর নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ভাগের বিপর্য্যয় ও রণস্থল সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল; বীরগণ ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপক্ষ বীরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ শত্রুপক্ষদিগের নিতান্ত দুরাক্রম্য হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগের ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের সৈন্য বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত

প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যুদ্ধ লৌহশিলা সম্পাতের ন্যায় একান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। এরূপ যুদ্ধ বৃদ্ধদিগেরও স্মৃতিপথে উদিত হয় না এবং কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণও করে নাই। সেই বীর বিনাশন সংগ্রামে পৃথিবী বলভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল। ইতস্তত ঘূর্ণায়মান কৌরব সেনাগণের অতি ভীষণ কলরব নভোমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল তখন দ্রোণাচার্য্য সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া শাণিত শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং দ্রোণকে নিবারণ করিলেন। আমরা দ্রোণ ও পাঞ্চাল রাজের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় বোধ করিলাম যে, এই সংগ্রামের উপমা নাই।

অনন্তর অনল সঙ্কাশ, শরস্ফুলিঙ্গ সম্পন্ন, কার্ম্মুক জ্বালাকরাল, মহাবীর নীল হুতাশনের তৃণরাশি দহনের ন্যায় কৌরব সেনাগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা সর্ব্বাগ্রে সহাস্য মুখে কহিলেন, হে নীল! যোদ্ধাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিলে তোমার কি হইবে? তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং রোষপরবশ হইয়া শীঘ্র আমারে প্রহার কর।

তখন মহাবীর নীল পদ্ম নিকরাকার, পদ্মপলাশলোচন, প্রফুল্ল কমলানন অশ্বত্থামারে শর জালে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা শাণিত তিন ভল্লাস্ত্রে নীলের ধনু, ধ্বজ ও ছত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নীল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিহঙ্গমের ন্যায় অশ্বত্থামার কলেবর হইতে মস্তক উৎপাটনের অভিলাষ

করিলে অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতে নীলের সুন্দর নাসা সুশোভিত, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভল্লাস্ত্রে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। সেই পূর্ণ চন্দ্র নিভানন, কমললোচন নীল ভূতলে নিপতিত হইবা মাত্র পাণ্ডব সেনাগণ নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন অবশিষ্ট সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সেনার সহিত দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ করিতেছেন; সুতরাং তিনি এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর স্বীয় সৈন্য বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া ষষ্টি শরে বাহ্লিক ও দশ শরে কর্ণকে আঘাত করিলেন। দ্রোণ ভীমের প্রাণ নাশের অভিলাষে তীক্ষ্ণধার শরে মর্ম্মে প্রহার করিয়া উপর্য্যুপরি ষড়্বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কর্ণ দ্বাদশ, অশ্বত্থামা সাত ও মহারাজ দুর্য্যোধন ছয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, দশ শরে কর্ণকে, দ্বাদশ শরে দুর্য্যোধনকে ও আট শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সুলভমৃত্যু তুমুল রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ করিলেন। নকুল সহদেব ও যুযুধান প্রভৃতি বীরেরা ভীমসেনের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণ সমবেত হইয়া রোষভরে সুরক্ষিত দ্রোণ সৈন্যদিগকে বিনাশ

করিবার বাসনায় গমন করিলে মহাবীর দ্রোণ সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত মহারথদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন। তখন কৌরবগণ রাজ্যস্পৃহা ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকট উপনীত হইলে গজারোহী গজারোহীরে ও রথী রথীরে বিনাশ করিতে লাগিল; বীরগণ শক্তি, অসি ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর করী সৈন্য সকল ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। কেহ করিপৃষ্ঠ হইতে কেহ বা অশ্ব হইতে অধঃশিরা হইয়া কেহবা রথ হইতে শরবিদ্ধ হইয়া ধরাতলে পতিত হইল; কোন ব্যক্তি বিমর্দ্দকালে বর্ম্ম-শূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইলে একটী হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য হস্তীরা নিপতিত বহুসংখ্য লোককে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া বিশাল দশন দ্বারা অনেকানেক রথীরে ভেদ করিল। কতকগুলি হস্তী দশন সংলগ্ন নারাচ দ্বারা শত শত মনুষ্যকে বিমর্দ্দিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। কুঞ্জর সকল নিপতিত অশ্ব, রথ, হস্তী ও পিহিত লৌহতনুত্র মানবদিগকে স্থূল নলের ন্যায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল। লজ্জা শালী ভূপালগণ কাল বশত গৃধ্রপক্ষাস্তীর্ণ নিতান্ত ক্লেশকর শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র মোহ পরতন্ত্র হইয়া পিতার মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। চারি দিকে রথের অক্ষ ভগ্ন, ধ্বজ ছিন্ন ও ছত্র নিপতিত হইতে লাগিল। কোন অশ্ব ছিন্ন যুগার্দ্ধ লইয়া ধাবমান হইল। অসিদণ্ডমণ্ডিত বাহুনিপতিত ও

কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গগণ রথ সমস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। কোথাও অশ্ব হস্তী কর্ত্তৃক সাতিশয় আহত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মর্য্যাদাশূন্য ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় রহিয়াছ; ঐ স্থানে অবস্থান কর; ধাবমান হইও না; ইহারে প্রহার কর, উহারে আনয়ন কর; ঐ ব্যক্তিরে বিনাশ কর, এই রূপ ও অন্যান্য রূপ বাক্য, হাস্য, সিংহনাদ ও গর্জ্জন সহকারে সমুত্থিত হইতেছে শ্রুতিগোচর হইল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; পার্থিব ধূলিজাল উপশমিত হইল; ভীরুস্বভাব মনুষ্যেরা বিমোহিত হইয়া উঠিল। কোন বীরের রথ চক্র অন্য বীরের রথ চক্রে সংলগ্ন হওয়াতে অস্ত্র প্রয়োগাবসর অতীত হইলে তিনি গদা দ্বারা তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। নিরাশ্রয় সময়ে আশ্রয় লাভার্থী বীর পুরুষেরা নিদারুণ কেশাকর্ষণ, মুষ্টি যুদ্ধ এবং নখ ও দন্ত প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন বীরের খড়্গসনাথ উদ্যত বাহুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; কাহারও বা শর, শরাসন ও অঙ্কুশ সমলঙ্কৃত হস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইল। কোন ব্যক্তি কাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেহ সমরে পরাঙ্মুখ হইল; কোন ব্যক্তি সমকক্ষ ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিল, কেহ চীৎকার পূর্ব্বক ধাবমান হইল; কেহ সাতিশয় ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; কেহ শাণিত শরে স্বপক্ষকে কেহ বা পর পক্ষকে বিনাশ করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গ সদৃশ

কোন মাতঙ্গ নারাচ অস্ত্রে আহত হইয়া বর্ষাকালীন নদী-তটের ন্যায় নিপতিত হইল। প্রস্রবণশালী পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী অন্য এক মাতঙ্গ রথী অশ্ব ও সারথীরে নিপীড়ন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ভীরুস্বভাব, দুর্বলহৃদয় মনুষ্যেরা শোণিতসিক্ত মহাবীরদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। সৈন্য পদোদ্ধূত ধূলিজালে সমস্ত সমাচ্ছন্ন হইলে সমর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

অনন্তর পাণ্ডব সেনাপতি নিত্যোৎসাহী পাণ্ডবগণকে, এই সমুচিত অবসর, এই বলিয়া ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। বাহুবলশালী পাণ্ডবেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে সৈন্য সংহার পূর্ব্বক, হংসগণ যেমন সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণ রথাভিমুখে গমন করিলেন। উহারে গ্রহণ কর; ধাবমান হইও না; শঙ্কা পরিত্যাগ কর; উহারে বিনাশ কর; দ্রোণাচার্য্যের রথের অভিমুখে এই রূপ তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। পরে জাতক্রোধ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, দুর্নিবার পাঞ্চাল-গণ পাণ্ডবদিগের সহিত শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়াও আর্য্য ধর্ম্মানুসারে দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত শর পরিত্যাগ করিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশনশব্দসঙ্কাশ মানবগণের ত্রাস-জনন মৌর্ব্বী ও তল ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শ্রুতিগোচর হইতে

লাগিল। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন; ইতব্যসরে মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্য সংশপ্তককে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া শোণিতোদক সম্পন্ন, শরৌঘ মাহবর্ত্ত মহাহ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন, অবলোকন করিলাম এবং সেই কীর্ত্তি সম্পন্ন, সূর্য্য সঙ্কাশ অর্জ্জুনের প্রদীপ্ত কপিধ্বজও নয়নগোচর হইল। পাণ্ডব মধ্যবর্ত্তী, যুগান্ত কালীন সূর্য্য স্বরূপ মহাবীর অর্জ্জুন শর নিকর রূপ কর জালে সংশপ্তক সমুদ্রে শুষ্ক করিয়া কৌরবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয় কালে ধূমকেতু উত্থিত হইয়া সমস্ত প্রাণী দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি অস্ত্রতেজে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণ সহস্র সহস্র শরে তাড়িত হইয়া-আলুলিত কেশে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্ত্তনাদ, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি লোক পার্থ শরে আহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। বীরবর অর্জ্জুন যোদ্ধাদিগের নিয়ম স্মরণ করিয়া উত্থিত, নিপতিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিলেন না। কৌরবগণ প্রায় সকলেই বিস্মিত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া হাহাকার ও কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; মহারথ কর্ণ তৎকালে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন না; এক্ষণে শরণার্থী কৌরবগণের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হইও না বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ কবিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় প্রদীপ্ত শরাসন ধারী, শাণিত শর নিকর সম্পন্ন কর্ণের

শর জাল শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন। কর্ণও তাঁহার শর সকল শর নিকরে নিবারণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি তিন তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের শর নিবারণ করিয়া তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তিন বীরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নায়ুধ সেই সকল বীর নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় রথ হইতে শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই আশীবিষ সদৃশ মহাবেগসম্পন্ন শক্তি সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া মহাবেগে কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। কর্ণ তিন তিন শরে সেই সমস্ত শক্তি ছেদন করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতারে বিনাশ করিলেন। পরে ছয় শরে শত্রুঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া ভল্লাস্ত্রে বিপাটের মস্তক ছেদন করিলেন। এই রূপে কর্ণের তিন ভ্রাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে ও কর্ণের সম্মুখে এক মাত্র অর্জ্জুনের হস্তেই বিনষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভীমসেন পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ দ্বারা কর্ণপক্ষ পঞ্চদশ বীরকে বিনাশ করিলেন; পরে পুনরায় রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দশ শরে কর্ণকে এবং পঞ্চ শরে সারথী ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ ও ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রবর্ম্মা ও নিষধ দেশীয় বৃহৎক্ষত্রকে আহত এবং রথে আরোহণ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক একবিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টিশরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া পুনরায় তিন বাণে তাঁহার ভুজযুগল ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকিরূপ মহাসাগরে নিমজ্জমান কর্ণকে উদ্ধার করিলেন; তাঁহার শত শত পদাতি অশ্ব ও হস্তী নিতান্ত ভীত হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষ বীরগণের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই জীবন নিরপেক্ষ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

পদাতি, রথী, হস্তী ও অশ্বগণের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোথাও হস্তী সকল রথী ও পদাতির সহিত রথী সকল হস্তী পদাতি ও অশ্বের সহিত এবং রথী ও পদাতিগণ রথী ও হস্তীর সহিত, কোথাও বা অশ্বের সহিত অশ্ব, হস্তীর সহিত হস্তী, রথীর সহিত রথী ও পদাতির সহিত পদাতিগণ মাংসাশী পশুগণের হর্ষ সূচক যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী কর্ত্তৃক বহুসংখ্য হস্তী, রথ, পদাতি ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইল; কোথাও হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, রথী কর্ত্তৃক রথী, অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি, কোথাও বা রথী কর্ত্তৃক হস্তী, হস্তী কর্ত্তৃক অশ্ব ও অশ্ব কর্ত্তৃক মনুষ্য ছিন্নজিহ্ব, ভগ্নদশন গলিতনয়ন, প্রমথিতকবচ ও বিগতভূষণ হইয়া বিনাশ

প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণদর্শন মাতঙ্গগণ বহু শস্ত্র সম্পন্ন শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহত, অশ্ব ও গজচরণে তাড়িত, রথ নেমি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত, ক্ষিতি তলে প্রোথিত ও সাতিশয় সমাকুল হইয়া বিনষ্ট হইল। এইরূপে পক্ষী, শ্বাপদ ও রাক্ষসদিগের আহ্লাদকর, অতি ভয়ঙ্কয় জনক্ষয় উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ একান্ত কুপিত হইয়া বল পূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করত সমর ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং শোণিতসিক্ত ও সাতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ বীর পুরুষেরা মৃদু পদ সঞ্চারে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

সংশপ্তকবধ পৰ্ব্ব সমাপ্ত।

অভিমন্যুবধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমিতবলশালী অর্জ্জুনের প্রভাবে আমাদিগের সৈন্য সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, দ্রোণের অভিলাষ নিষ্ফল ও যুধিষ্ঠির সুরক্ষিত হইলে যুদ্ধ নির্জ্জিত, বর্ম্মশূন্য ধূলিধূষরিত সমর জয়ী বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সাতিশয় হাস্যাস্পদ কৌরবগণ উদ্বিগ্ন মনে দশদিক্ অবলোকন করত দ্রোণের অনুমতিক্রমে সমর অবহার করিয়া অর্জ্জুনের অসংখ্য গুণগ্রামের প্রশংসা ও তাঁহার সহিত কৃষ্ণের সখ্যভাব শ্রবণে চিন্তা ও মৌন ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অভিশপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রভাতকালে শত্রুর উন্নতি দর্শনে একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয় ও অভিমান সহকারে যোদ্ধাদিগের সমক্ষে দ্রোণকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আমরা আপনার বধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি; কেন না আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপস্থ দেখিয়া আজিও গ্রহণ করিলেন না। আপনি যাহারে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবেন, সে আপনার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, যদি দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহারে রক্ষা করেন, তাহা হইলেও সে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আপনি অগ্রে প্রসন্ন মনে আমারে বর প্রদান করিয়া

এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছেন ; কিন্তু আর্য্য ব্যক্তিরা কদাচ ভক্ত জনের আশা ভঙ্গ করেন না।

তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিরন্তর যত্নবান্ রহিয়াছি ; আমারে কদাচ ঐরূপ জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জ্জুন রক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যে স্থানে বিশ্বস্রষ্টা জনার্দ্দন বিরাজমান আছেন এবং অর্জ্জুন সেনাপতি হইয়াছেন, সে স্থলে ভগবান্ শূলপাণি ব্যতিরেকে আর কাহার বল ফলোপধায়ক হইতে পারে? আজি আমি সত্যই কহিতেছি, পাণ্ডবদিগের মধ্যে বীর প্রবর এক মহারথকে নিপাতিত এবং দেবগণেরও দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব ; কখনই ইহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে কোন উপায় দ্বারা অর্জ্জুনকে ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে অপনীত কর। যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই ; সে নানা স্থান হইতে সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছে।

আচার্য্য দ্রোণ এইরূপ আদেশ করিলে সংশপ্তকগণ পুনরায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণ দিকে আহ্বান করিতে লাগিল। সুতরাং সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাদৃশ যুদ্ধ কখন কাহার শ্রবণ বা নয়নগোচর হয় নাই। এ দিকে আচার্য্য দ্রোণ চক্র ব্যূহ রচনা করিলেন। উহা তপনশীল মধ্যাহ্ন কালীন দিনকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই দুর্ভেদ্য চক্র ব্যূহ

বারংবার ভেদ করিলেন। পরে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন ও সহস্র সহস্র বীর নিপাতন পূর্ব্বক ছয় বীরের সহিত সমরে ব্যাপৃত ও দুঃশাসনপুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পাণ্ডবগণ শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। অনন্তর অবহার করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জ্জুনের আত্মজ অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্যু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-লোলুপ বীরেরা বালকের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্ম কর্ত্তারা সেই ক্ষত্র ধর্ম্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার পক্ষ বীরেরা নিতান্ত সুখী, নির্ভীকের ন্যায় বিচরণশীল, বালক অভিমন্যুরে কি প্রকারে বিনাশ করিল? আর অভিমন্যু রথ সৈন্য সংহার করিবার বাসনায় যেরূপ রণস্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমারে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কুমার অভিমন্যু সৈন্য সংহারার্থ যেরূপে রণ স্থলে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন, জয়লাভাভিলাষী দুর্নিবার বীর সমুদায় যে রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিলেন এবং তৃণ গুল্ম ও পাদপ সমাচ্ছন্ন অরণ্যমধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত বনবাসীদিগের ন্যায় আপনার পক্ষ বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ ! পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ যুদ্ধে সাতিশয় ভীমকর্ম্মা ও দেবগণেরও দুরধিগম্য এবং তাঁহারা যে একান্ত শ্রমশীল, তাহাও তাঁহাদিগের কর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সত্ত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশ ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সতত সত্যধর্ম্ম নিরত ও দান্ত। তিনি ব্রাহ্মণ পূজা প্রভৃতি গুণ সমূহে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বর্গ-ভোগ করিতেছেন। যুগান্ত কালীন অন্তক, জামদগ্ন্য ও রথস্থ ভীমসেন এই তিন জন সমকক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুনের উপমা পৃথিবীতে নাই। গুরুভক্তি, মন্ত্র রক্ষণ, নিপুণতা, বিনয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনুকৃতি ও শূরতা এই ছয় গুণ নকুলে নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সহদেব শ্রুত, গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য, সত্ত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনীতনয় দ্বয়ের সদৃশ। কৃষ্ণে ও পঞ্চপাণ্ডবে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সকল গুণ এক মাত্র অভিমন্যুতে লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য, কৃষ্ণের চরিত্র, ভীমসেনের কার্য্য, অর্জ্জুনের রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্র জ্ঞান এবং সহদেব ও নকুলের বিনয়ের উপমা নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! নিতান্ত দুর্জ্জয় অভিমন্যু কি রূপে রণস্থলে বিনষ্ট হইল, আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি দুঃসহ শোক সম্বরণ করিয়া সুস্থির হউন ; আমি আপনার বন্ধু বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া

তন্মধ্যে দেবরাজ তুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন; উহার দ্বার দেশে সূর্য্যসঙ্কাশ রাজকুমারগণ সন্নিবেশিত হই- লেন। তৎকালে সমুদয় রাজতনয় একত্র হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই রক্ত পতাকা পরিশোভিত, হেমহার বিভূ- ষিত, চন্দন ও অগুরু চর্চ্চিত, রক্ত বিভূষণ সম্পান্ন, সূক্ষ্ম রক্তা- ম্বরধারী, মাল্যদাম মণ্ডিত, সুবর্ণ খচিত ধ্বজ দণ্ডে শোভিত ও কৃত প্রতিজ্ঞ। সেই দশ সহস্র রাজপুত্র একত্র সমবেত হইয়া সমরাভিলাষে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর সমদুঃখ-সুখ, সমসাহস ও হিতানুষ্ঠান নিরত হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে অগ্রসর করত পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেতছত্রে ও চামরে উদয়মান দিবাকরের ন্যায়, পুরন্দর সদৃশ শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যো- ধন মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রোণাধিকৃত সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিন্ধু- রাজ জয়দ্রথ সৈন্য মধ্যে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ভাবে অবস্থান করিলেন। অমর সদৃশ আপনার ত্রিংশৎ তনয় অশ্বত্থামারে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিন্ধুরাজের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্যূতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা সিন্ধুরাজের পার্শ্বে শোভমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষ বীরগণ মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া তুমুল লোম হর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে নরনাথ! অনন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী,

উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিশুপাল নন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ ও যুধামন্যু, মহাবীর্য্য কৈকেয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় এবং অন্যান্য যুদ্ধদুর্ম্মদ সানুচর বীরবর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সন্নিহিত বীরগণকে শর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। যেমন প্রবল জলপ্রবাহ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, যেমন সাগর সকল বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডবপক্ষ বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ফলত পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত দ্রোণচাপ বিনিঃসৃত শর নিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেন। আমরা তখন দ্রোণের অদ্ভুত ভুজবল অবলোকন করিতে লাগিলাম। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে দ্রোণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার নিবারণোপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্রোণকে নিবারণ করা অন্যের অসাধ্য বিবেচনা করত অর্জ্জুন ও বাসুদেব সম অমিততেজা অভিমন্যুর উপর দুর্ব্বহ ভার সমর্পণ করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমরা কি রূপে চক্রব্যূহ ভেদ করিব, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না; এক্ষণে অর্জ্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি এইরূপ অনুষ্ঠান কর। তুমি, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন তোমরা চারি জনই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে পিতৃগণ,

মাতুলগণ, সৈন্যগণ তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি ইহাঁদিগকে বর প্রদান কর। তুমি অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হও ; নতুবা ধনঞ্জয় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবে।

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য ! আমি পিতৃগণের জয়লাভার্থী হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর সৈন্য সাগরে অবগাহন করিব। আপনি আমারে দ্রোণ সৈন্য বিনাশে আদেশ করিলেন ; কিন্তু আমি কোন বিপদাবহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহ করি না। রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস ! তুমি সৈন্য ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশ দ্বার প্রস্তুত কর ; তুমি তথায় গমন করিলে আমরা তোমার অনুগমন করিব। তুমি যুদ্ধে অর্জ্জুনতুল্য, তোমারে সমরে প্রেরণ করিয়া আমরা চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করত তোমারই অনুগমন করিব। ভীম কহিলেন, বৎস ! তুমি এক বার যে ব্যূহ ভেদ করিবে, আমরা তথায় সমুপস্থিত হইয়া বারংবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদিগকে বিনষ্ট করিব।

অভিমন্যু কহিলেন, আর্য্য ! যেমন পতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমি নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিব। আজি আমি মাতৃ পিতৃ কুলের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব ; মাতুল ও পিতার প্রিয় কার্য্য অবশ্যই সংসাধন করিব। এক্ষণে সমস্ত প্রাণী এক মাত্র শিশুর হস্তে শত্রু সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিবেন। যদি কেহ আজি আমার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত ও

অর্জ্জুনের ঔরসে সঞ্জাত নই। যদি আমি এক মাত্র রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় মণ্ডলকে অষ্টধা খণ্ড খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনারে অর্জ্জুনের আত্মজ বলিয়া স্বীকার করিব না।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস! তুমি আজি সাধ্য, রুদ্র ও দেবকল্প, মহাবল পরাক্রান্ত, বসু, হুতাশন ও আদিত্য সম বিক্রমশালী, মহাবীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত নিতান্ত দুরধিগম্য দ্রোণ সৈন্য বিনাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছ; অতএব তোমার বল বর্দ্ধিত হউক। মহাবীর অভিমন্যু রাজা যুধিষ্ঠিরের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালন কর।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! অভিমন্যু চালাও চালাও বলিয়া সারথিরে বারংবার আদেশ করিলে সারথি সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিল, হে আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা আপনার উপযুক্ত কি না, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। দ্রোণাচার্য্য কার্য্যকুশল ও দিব্যাস্ত্রে সুনিপুণ; আপনি নিরন্তর সুখ সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তখন অভিমন্যু হাস্য করিয়া কহিলেন, হে সারথি! ক্ষত্রিয়গণ ও দ্রোণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ পরিবৃত, ঐরাবত সমারূঢ়, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিব; আজি ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার কিছু মাত্র বিস্ময় নাই। এই সমস্ত শত্রু সৈন্য আমার

যোড়শ ভাগের উপযুক্ত হইতেছে না ; অধিক কি, বিশ্ব বিজয়ী মাতুল ও পিতার সহিত সমর করিতেও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয় না। অভিমন্যু এই রূপে সারথির বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, সূত ! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে গমন কর।

অনন্তর সারথি অতিশয় অসন্তুষ্ট মনে ত্রিবর্ষবয়স্ক স্নুবর্ণ মণ্ডিত অশ্বগণকে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে চালন করিল। মহাবেগ পরাক্রমশালী অশ্ব সকল সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইল। কৌরবগণ অভিমন্যুরে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করত গমন করিতে লাগিলেন ; এ দিকে পাণ্ডবেরাও অভিমন্যুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন সিংহশাবক হস্তিযূথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্ণিকার লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ডশালী, স্নুবর্ণ বর্ম্ম সমলঙ্কৃত অভিমন্যু যুদ্ধার্থী হইয়া নির্ভীকের ন্যায় দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৌরবগণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া অভিমন্যুরে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন ভাগী-রথীর আবর্ত্ত সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল তুমুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরস্পর প্রহরণশীল বীরগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষে ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি সকল মহাবল পরাক্রান্ত অভি-মন্যুরে শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট ও বীর বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। বীরগণ নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি, সিংহনাদ, বাহ্বাস্ফোটন, গভীর গর্জ্জন, হুঙ্কার,

থাক থাক শব্দ, ঘোরতর হলাহল রব, গমন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর, আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি, এই রূপ কোলাহল, করি বৃংহিত, ভূষণ শিঞ্জিত, হাস্য ও অশ্বের খুরধ্বনি দ্বারা ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদিগকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ম্মভেদী শর নিকরে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা বিবিধ লক্ষণ লাঞ্ছিত শর জালে বিনষ্ট হইয়া শলভের হুতাশন প্রবেশের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন রণস্থল তাহাদিগের অবয়বে কুশ সংস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অভিমন্যু গোধাচর্ম্ম বিনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, শর, শরাসন, অসি, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, অভীষু, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, কচগ্রহ, মুদ্গর, ক্ষেপণীয়, পাশ, উপল, কেয়ূর ও অঙ্গদে সুশোভিত মনোহর গন্ধানুলিপ্ত সহস্র সহস্র করযুগল ছেদন করিলেন। বিহগরাজছিন্ন, পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় শোণিতলিপ্ত কর নিকরে সমর ভূমি সুশোভিত হইতে লাগিল। যে সকল মস্তক মনোহর নাসা, আনন ও কেশ কলাপে সুশোভিত, সুচারু কুণ্ডল, মাল্য, মুকুট, উষ্ণীষ, মণি ও রত্নে বিরাজিত, বিনাল নলিনের ন্যায় আকার ও চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ব্রণ শূন্য; যাহা রোষ বশত ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া রহিয়াছে; যাহা হইতে রুধির ধারা বিনিঃসৃত হইতেছে; জীবন কালে যাহা হিতকর ও প্রীতিকর বাক্য কহিত, অভিমন্যু অরাতিগণের

সেই সুগন্ধময় মস্তক সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধর্ব্ব নগরাকার যে সকল রথ ঈসামুখ, বিচিত্রবেণু ও দণ্ডে যথাবিধি সুসজ্জিত ছিল, অভিমন্যুর শর নিকরে তাহার রথী সকল বিনষ্ট, জঙ্ঘা, অঙ্ঘ্রি, নাসা, দশন, চক্র, উপস্কর ও উপস্থ সকল ছেদিত, উপকরণ সকল ভগ্ন, আস্তরণ সকল নিক্ষিপ্ত, পরিশেষে রথ সকলও খণ্ড খণ্ড হইল। অনন্তর তিনি পতাকা, অঙ্কুশ ও ধ্বজ সম্পন্ন, তূণ বর্ম্মধারী শত্রুপক্ষ গজারোহী, গজ ও পাদ রক্ষকদিগকে গ্রীবা বন্ধন রজ্জু, কম্বল, ঘণ্টা, শুণ্ড, দশনাগ্রভাগের সহিত নিশিত শর নিকরে ছেদন করিলেন। বনায়ুজ কাম্বোজ, বাহ্লিক ও পার্ব্বতীয়, স্থির পুচ্ছ, স্থির কর্ণ, স্থির নেত্র, বেগশালী যে সকল অশ্ব শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসযোধী সুশিক্ষিত যোদ্ধাগণে সমারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মুকুট ও চামর বিনষ্ট, জিহ্বা ও নয়ন ছিন্ন, অন্ত্র ও যকৃৎ নিষ্কাশিত, আরোহিগণ নিহত এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম নিকর্ত্তিত হইল। তাহারা মল, মূত্র ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত ও গত জীবন হইয়া ক্রব্যাদগণের প্রমোদ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। যেমন ভগবান্ শূলপাণি ঘোরতর অসুর বল সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর সদৃশ অচিন্ত্যপ্রভাব একাকী অভিমন্যু ঈদৃশ অতি দুষ্কর কার্য্য সমাধান করিয়া অঙ্গত্রয় সম্পন্ন আপনার সৈন্য সমুদায় বিমর্দ্দিত ও পদাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কার্ত্তিকেয় যেমন আসুরী সেনা নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ একমাত্র অভিমন্যু কৌরব সৈন্যগণকে নিহত করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার পক্ষ বীরগণ ও আপ-

নার পুত্রগণ দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; নয়ন যুগল নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; কলেবর কণ্টকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা শত্রু পরাজয়ে একান্ত উৎসাহশূন্য ও পলায়নে সমুৎসুক হইয়া জীবিতাভিলাষে গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান, নিহত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও সম্বন্ধীদিগকে পরিত্যাগ এবং করী ও তুরগে আরোহণ করিয়া সত্বরে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন অভিমন্যুর শরে স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান দেখিয়া যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে দুর্য্যোধনের অনুসরণ কর; অভিমন্যু আমাদিগের সমক্ষে বীরগণকে বিনাশ করিতেছে; এক্ষণে তোমরা ভয় পবিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হও এবং কৌরবগণকে পরিত্রাণ কর। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সমরবিজয়ী সুহৃদ্গণ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভীত মনে দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন। পরে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, ভূরি, ভূরিশ্রবা, শল ও পৌরব বৃষসেন অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে নিবারিত ও বিমোহিত করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিলেন। অভিমন্যু আস্য দেশ হইতে আচ্ছিন্ন গ্রাসের ন্যায় এই ব্যাপার সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; সুতরাং

শর জালে অশ্ব, সারথী ও মহারথদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ আমিষলোলুপ সিংহ সদৃশ অভিমন্যুর সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া রথ সমূহে তাঁহারে বেষ্টন পূর্ব্বক বিবিধ লাঞ্ছন লাঞ্ছিত শর জাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে অন্তরীক্ষেই সেই সমস্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। তখন এই ব্যাপার নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ রোষ পরবশ হইয়া সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুরে বিনাশ করিবার মানসে আশীবিষ সদৃশ শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন। অভিমন্যু একাকী বেলার ন্যায় বিক্ষোভিত সমুদ্র সদৃশ সেই বল সমুদায় ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত উভয় পক্ষের কেহই রণস্থল হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তখন দুঃসহ নয়, দুশাসন দ্বাদশ, কৃপাচার্য্য তিন, দ্রোণ সপ্ত দশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ ছয়, শকুনি দুই ও রাজা দুর্য্যোধন তিন শরে অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিলে মহাপ্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ অভিমন্যুরে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভ্যাসকৃত বল প্রদর্শন পূর্ব্বক বিনতানন্দন গরুড় ও অনিল তুল্য বেগশালী, সারথির আদেশানুবর্ত্তী অশ্ব দ্বারা ত্বরমান অশ্মকেশ্বরকে নিবারণ

করিলেন। শ্রীমান অশ্মকেশ্বর অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া থাক থাক বলিয়া দশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিলে মহাবীর অভিমন্যু সহাস্যমুখে দশ শরে তাহার সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, বাহু যুগল, ধনু ও মস্তক পৃথিবীতে নিপাতিত করিলেন। তখন অশ্মকেশ্বরের সৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ শকুনি, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদি, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুর্য্যোধন ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু শরনিকরে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি বর্ম্ম ও কায়ভেদী এক শর সন্ধান করিলেন। সেই শর কর্ণের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বল্মীক মধ্যে পন্নগ প্রবেশের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সেই নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূকম্প কালীন অচলের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অভিমন্যু একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য নিশিত শরত্রয়ে দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদিকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহার প্রতি পঞ্চবিংশতি নারাচ, অশ্বত্থামা বিংশতি শর ও কৃতবর্ম্মা সাত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যগণ শরাচিতকলেবর, নিতান্ত ক্রুদ্ধ, অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুপাশহস্ত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিল। মহাবীর অভিমন্যু সন্নিহিত শল্যকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক আক্রোশ করিতে লাগিলেন। শল্য মর্ম্মভেদী শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে নিমগ্ন ও

বিমোহিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ শল্যকে শরবিদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া সিংহপীড়িত মৃগের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং অবনিতল গত ভূত সমুদায় সামরিক যশে অভিমন্যুরে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি হুত হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এই রূপে মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিমর্দ্দন করিতেছে দেখিয়া আমাদের কোন্ কোন্ বীর তাহারে নিবারণ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনকুমার যেরূপে দ্রোণ সংরক্ষিত রথ সৈন্য ভেদ করিবার মানসে সমর ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন্। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠকে অভিমন্যুর শরে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে বাণ নিক্ষেপ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লঘুহস্ত মহাবীর অর্জ্জুনতনয় নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া এক কালে তাঁহার মস্তক, হস্ত, পাদ, চারি অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, ত্রিবেণু, তল্প, চক্র, যুগ, ঈষা, তূণীর, অনুকর্ষ, পতাকা ও অন্যান্য রথোপকরণ এবং দুই জন চক্রগোপ্তা ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই তাঁহারে নয়ন-গোচর করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর শল্যানুজ এইরূপে অর্জ্জুনতনয়ের শরে নিহত হইয়া প্রবল বায়ুবেগ সংরুগ্ন মহা শৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তত্রস্থ সমস্ত লোক অর্জ্জুনতনয়ের সেই অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উচ্চস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শল্যের অনুজ নিহত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্যগণ অর্জ্জুনতনকে স্ব স্ব কুল, অধিবাস ও নাম শ্রবণ করাইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। উহারা কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা পাদচারে গমন পূর্ব্বক ঘোরতর বাণ শব্দ, রথনেমি নিস্বন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, জ্যা নিস্বন, তল ধ্বনি ও গর্জ্জন করত অদ্য জীবিতাবস্থায় আমাদের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না বলিয়া অভিমন্যুরে তর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্যু তাহাদের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন ও তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহারে অগ্রে প্রহার করিল, তাহাকে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বিচিত্র অস্ত্র লাঘব প্রদর্শন করিবার মানসে মৃদুতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র সমুদায় অবিকল তাঁহাদের উভয়ের ন্যায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমরকালে তাঁহার বাণ সন্ধান ও বাণ নিক্ষেপের কিছু মাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না। ঐ মহাবীরের চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত চাপমণ্ডল শরৎকালীন সুদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল। উহাঁর জ্যা নির্ঘোষ ও তলশব্দ বর্ষাকালীন পয়োধর বিনির্ম্মুক্ত অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইল। হ্রীমান্, অমর্ষী, মানকৃৎ, প্রিয়দর্শন অভিমন্যু বীরগণের মান রক্ষার্থ বাণ ও অস্ত্র দ্বারা মৃদুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর

যেমন ভগবান্ ভাস্কর বর্ষাকাল অতীত হইলে প্রখর হইয়া উঠেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনতনয় প্রথমে মৃদু হইয়া ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণতা অবলম্বন পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, রুক্মপুঙ্খ, বিচিত্র শর নিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সহস্র সহস্র ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, অর্দ্ধচন্দ্র সন্নিভ নারাচ, ভল্ল ও অঞ্জলিক দ্বারা দ্রোণের সমক্ষে রথসৈন্যকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের ভীষণ শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমরে বিমুখ হইতে লাগিলেন।

ঊন চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছে শুনিয়া আমার হৃদয় লজ্জা ও সন্তোষে যুগপৎ আক্রান্ত হইতেছে। এক্ষণে অসুরগণের সহিত কার্ত্তিকেয়ের সংগ্রামের ন্যায় কৌরবগণের সহিত অভিমন্যুর সংগ্রাম সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অভিমন্যু একাকী যে বহুসংখ্য বীরগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রথারূঢ় মহাবীর অভিমন্যু উৎসাহ সহকারে সমরোৎসাহী অরাতিনিপাতন কৌরব পক্ষ রথিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমরাঙ্গনে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করত দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজ, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, সোমদত্তি, শকুনি, অন্যান্য বহু সংখ্যক নৃপতি ও নৃপতি তনয় এবং সৈন্যগণকে সত্বরে শরবিদ্ধ করিতে আরম্ভ

করিলেন। ঐ সময় তাঁহার লঘুচারিত্ব প্রযুক্ত তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্যগণ অমিততেজা অভিমন্যুর এইরূপ অসামান্য সমরদক্ষতা সন্দর্শন করিয়া একান্ত বিত্রাসিত ও প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

তখন প্রতাপশালী মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর অসাধারণ পরাক্রম সন্দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল লোচন হইয়া দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘটিত করিয়াই যেন কৃপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভদ্র! ঐ দেখ, মহাবীর সুভদ্রাতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও অন্যান্য বান্ধব সম্বন্ধী এবং মধ্যস্থগণকে সন্তোষিত করত পাণ্ডবগণের অগ্রে গমন করিতেছে। আমার মতে, উহার সমান সমরবিশারদ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সমুদায় কৌরবসৈন্য সংহার করিতে পারে কিন্তু কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে না, বলিতে পারি না।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণ, বাহ্লিক, দুঃশাসন, শল্য ও অন্যান্য ভূপতিগণকে কহিতে লাগিলেন; হে ভূপগণ! দেখ, সমুদায় ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণ মোহ বশত অর্জ্জুনতনয়কে নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি যে, আচার্য্য বধোদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিলে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, উহাঁর নিকট যমেরও নিস্তার নাই কিন্তু অর্জ্জুন উহাঁর শিষ্য; শিষ্য, পুত্র ও তাহাদের ধার্ম্মিক অপত্য, নিতান্ত স্নেহের ভাজন হয় বলিয়াই আচার্য্য অভিমন্যুরে রক্ষা করিতেছেন। অর্জ্জুননন্দন দ্রোণ

কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই আপনারে বীর্য্যবান্ বোধ করিতেছে; অতএব সেই পৌরুষাভিমানী মূঢ়কে শীঘ্র সংহার কর।

বীরগণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধচিত্তে অভিমন্যুরে নিধন করিবার বাসনায় সত্বরে দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দুঃশাসন দর্প সহকারে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, তদ্রূপ আজি আমি সমুদায় পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষে অভিমন্যুরে সংহার করিব। তখন মহাভিমানী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আমার হস্তে অভিমন্যুর নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিলে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে; পরে পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রগণও কৃষ্ণার্জ্জুনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে জড়ের ন্যায় অসমর্থ হইয়া এক দিনে কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইবে; সন্দেহ নাই। হে কুরুরাজ! এইরূপে এক অভিমন্যু নিহত হইলে তোমার সমুদায় শত্রু নিহত হইবে; অতএব আমার মঙ্গল চিন্তা কর; আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই বলিয়া উচ্চস্বরে ধ্বনি করত ক্রোধভরে অভিমন্যুর অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যুও তাঁহার উপর শর নিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে সেই রথশিক্ষা বিশারদ বীর দ্বয় রথ দ্বারা সব্য ও দক্ষিণে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে

তুমুল পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ক্রকচ, মহানক, ঝর্ঝর ও ভেরী ধ্বনি এবং সাগর নিনাদ সদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শরবিক্ষতগাত্র মহাবীর অভিমন্যু গর্ব্বিত বচনে স্বীয় অমিত্র মহাবীর দুঃশাসনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৃথাক্রোধপরায়ণ, অধর্ম্মনিরত, বীরাভিমানী পুরুষ! অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে সংগ্রামে তোমারে নয়নগোচর করিতেছি; তুমি যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভা মধ্যে কটূক্তি দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কোপিত করিয়াছিলে এবং কপট দ্যূত আশ্রয় পূর্ব্বক বলমদে মত্ত হইয়া মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলিয়াছিলে, আজি তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। অরে দুর্ম্মতি! আজি অবিলম্বেই পরবিত্তাপহরণ, ক্রোধ, অশান্তি, লোভ, অজ্ঞানতা, দ্রোহ, অত্যাহিত এবং আমার গুরুগণের রাজ্য হরণ প্রভৃতি অধর্ম্মের ফল লাভ করিবে। আমি সমরে সৈন্যগণ সমক্ষে শরনিকর দ্বারা অতি সত্বরে তোমারে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধপরায়ণ দ্রুপদাত্মজা ও অমর্ষ পরবশ মহাবীর বৃকোদরের নিকট আনৃণ্য লাভ করিব। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর; তবে আমার নিকট কখনই তোমার জীবন রক্ষা হইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় এইরূপে তর্জ্জন করিয়া দুঃশাসনের বিনাশের নিমিত্ত কাল, অগ্নি ও অনিলের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত সায়ক দুঃশাসনের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় পুঙ্খের সহিত ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর অর্জ্জুনতনয়

শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় দুঃশাসনকে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু দুঃশাসন অভিমন্যুর শরে গাঢ়বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে শয়ান ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সারথি তাঁহারে অচেতন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে সংগ্রাম স্থল হইতে অপসৃত করিলে সমুদায় পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ এবং বিরাট দুঃশাসনকে দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষ সৈন্যগণ সমর পরিতুষ্ট হইয়া নানাবিধ বাদ্যবাদন করত বিস্মিত চিত্তে প্রধান শত্রু দুঃশাসনের পরাজয়কারী মহাবীর অভিমন্যুর বিক্রম দেখিতে লাগিল। ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি লক্ষিত ধ্বজ বিভূষিত স্যন্দনে সমারূঢ় মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণ, মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কৈকয়, ধৃষ্টকেতু এবং মৎস্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার মানসে সত্বরে ধাবমান হইলেন। তখন সমরে অপরাঙ্মুখ জয়াভিলাষী উভয়পক্ষ বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই রূপে অতি ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হইলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ! ঐ দেখ, আদিত্য তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর দুঃশাসন সমরে শত্রু সৈন্যগণকে নিধন করিয়া পরিশেষে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণ মহাবল সিংহের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনতনয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমর ক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রের পরম হিতকারী

মহাবীর কর্ণ ক্রোধান্বিত চিত্তে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমুদায় দ্বারা অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুচরগণের উপর তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণসমীপ গমনাভিলাষী মহামতি অর্জ্জুনতনয় সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষ রথিশ্রেষ্ঠ দিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সেই মহাবীর পুরঙ্গব-পৌত্রকে দ্রোণসমীপগমনে বিরত করিতে পারিলেন না। তখন সমুদায় ধনুর্দ্ধর অপেক্ষা অভিমানী জয়াভিলাষী পরশুরামের শিষ্য মহাবীর কর্ণ শত শত উত্তম অস্ত্রে অভিমন্যুরে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত অমর সদৃশ অর্জ্জুনতনয় তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি শিলাশিত আনত পর্ব্ব বহুসংখ্য ভল্ল দ্বারা শূরগণের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন এবং শরাসন বিনির্মুক্ত আশীবিষ সন্নিভ শর নিকরে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে ছেদন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুর উপর সন্নত পর্ব্ব পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেই সকল শর সহ্য করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা তাঁহারে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় কার্ম্মুক সমুদ্যত করিয়া সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ কর্ণের সেই রূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার, বাদিত্র বাদন ও অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! কর্ণের ভ্রাতা বারংবার গর্জ্জন ও শরাসনজ্যা বিকর্ষণ করত সত্বরে অভিমন্যু ও কর্ণের রথের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে ও তাঁহার সারথিরে ছত্র, ধ্বজ ও অশ্বের সহিত বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় অমানুষ কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কর্ণের ভ্রাতার শরে পীড়িত হইলেন দেখিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মহাবীর অভিমন্যু দর্পসহকারে এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ভ্রাতার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ অভিমন্যুশর নিহত ভ্রাতারে বায়ু-বেগে পর্ব্বত হইতে নিপতিত কর্ণিকারের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণকে সমরবিমুখ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত শর নিকরনিক্ষেপ করত অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সেই বিবিধ চতুরঙ্গ কৌরব সৈন্যগণকে ক্রোধ ভরে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ অভিমন্যুর শর নিকরে সমাহত ও ব্যথিত হইয়া মহাবেগে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন; সৈন্যগণ তদ্দর্শনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বারিধারা ও শলভনিকর সদৃশ মহাবীর অভিমন্যুর শর সমূহে গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কৌরব পক্ষ সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল। কেবল মহাবীর সিন্ধুরাজ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় শঙ্খ বাদন পূর্ব্বক কৌরবসৈন্য মধ্যে নিপতিত হইয়া কক্ষদহন দহনের ন্যায় বাণানলে শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিয়া ভূতল কবন্ধময় করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ অভিমন্যুর শরে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবন রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া স্বপক্ষগণকেই সংহার করিতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয় বিক্ষিপ্ত বিষম বিপাঠ সকল রথ, নাগ ও অশ্ব সমুদায় নিধন করিয়া ধরাতলে পতিত হইল। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্রাণ, গদা ও অঙ্গদ সমবেত, হেমাভরণ-ভূষিত সহস্র সহস্র ছিন্ন বাহু এবং অসংখ্য সায়ক, শরাসন, খড়্গ, নরকলেবর ও মাল্য কুণ্ডল সনাথ নরমস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি দিব্য ভূষণ ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, চক্র, যুগ, শক্তি, চাপ, অসি, ধ্বজ, চর্ম্ম ও শর সমুদায় এবং অসংখ্য মৃত ক্ষত্রিয়, মৃত গজ ও মৃত তুরঙ্গ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল ক্ষণকাল মধ্যে অগম্য ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। বধ্যমান রাজপুত্র সকল পরস্পর ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভয়াবহ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অসংখ্য শত্রু সৈন্য এবং রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায় সংহার করত কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের কক্ষ দহনের ন্যায় অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৈন্য গমন সম্ভূত প্রভূত পার্থিব ধূলি সমুত্থিত হওয়াতে আমরা তৎকালে সেই অসংখ্য গজ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক মহাবীর

অভিমন্যুরে নয়নগোচর করিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মহাবীর অর্জ্জুনতনয় মধ্যাহ্ন কালীন ভাস্করের ন্যায় অরাতিগণকে তাপিত করত সৈন্য মধ্যে দৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বি চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পরম সুখোচিত, বাহুবল-দর্পিত সমর কুশল বালক অর্জ্জুনতনয় ত্রিহায়ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিবার বাসনায় সমর সাগরে অবগাহন করিলে পাণ্ডব সৈন্যগণের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাবীর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন নকুল, সহদেব, মৎস্য দেশীয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কৈকয় ও ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি অভিমন্যুর আত্মীয়গণ তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুসরণ ক্রমে সমরে ধাবমান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষ বীরগণকে সমরে ধাবমান অবলোকন করিয়া রণে পরাঙ্মুখ হইল। তখন আপ-নার জামাতা উগ্রধন্বা মহাতেজস্বী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার মানসে দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ পূর্ব্বক পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে নিবারণ করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমর স্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবাহু জয়দ্রথ একাকী পুত্ররক্ষাভিলাষী, অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিয়া সমরে অতিভার বহন করিয়াছেন; আমি জয়দ্রথের বল বীর্য্য অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি; তুমি সবিস্তরে তাঁহার সমর বৃত্তান্ত বর্ণন

কর। মহাবীর সিন্ধুরাজ এমন কি দান, হোম, যজ্ঞ বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, একাকী রোষপরবশ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যৎকালে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাঁহারে পরাজয় করেন; মহাবীর জয়দ্রথ সেই অভিমানে নিতান্ত দুঃখিতমনে প্রিয় ভোগ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত এবং ক্ষুৎ, পিপাসা ও আতপ ক্লেশ সহ্য করিয়া নি ান্ত কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত কলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান এবং বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক বর লাভার্থ দেবাধিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ ভূতনাথ জয়দ্রথের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহারে স্বপ্নাবস্থায় কহিতে লাগিলেন, হে জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সিন্ধুরাজ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবদেব! আমি যেন আপনার বর প্রভাবে একাকী রথারূঢ় হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পাণ্ডবকে নিবারিত করিতে পারি। প্রমথনাথ কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! আমি বর প্রদান করিতেছি, তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত আর চারি জন পাণ্ডবকে নিবারণ করিতে পারিবে। জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া জাগরিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সিন্ধুরাজ মহাদেবের সেই বর প্রভাবে ও দিব্যাস্ত্র বলে একাকী পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারিত করিলেন। তাঁহার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে শত্রু পক্ষ

ক্ষত্রিয়গণ ভীত এবং কৌরব সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইলেন। কৌরব পক্ষ বীরগণ জয়দ্রথের উপর সমরের সমুদায় ভার সমর্পিত দেখিয়া সাহস পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনি আমারে সিন্ধুরাজের পরাক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব তিনি যেরূপে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি গন্ধর্ব্ব নগর সদৃশ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, বায়ু বেগগামী সারথির বশম্বদ প্রকাণ্ড সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সমুদায়ে যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রথের উপরিভাগে রজতময় বরাহ কেতু সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ শ্বেত ছত্র, পতাকা ও ব্যজনাদি রাজচিহ্ন দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ তারাপতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার লৌহময় বরূথ মুক্তা, হীরা, মণি ও স্বর্ণে বিভূষিত হইয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সঙ্কুল আকাশ মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর জয়দ্রথ মহাচাপ বিস্ফারণ পূর্ব্বক অসংখ্য শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া অভিমন্যুবিদারিত ব্যূহ পূরিত করিলেন এবং সাত্যকিরে তিন, ভীমকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে ষষ্টি, বিরাটকে দশ, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীরে দশ, যুধিষ্ঠিরকে সপ্ততি, কৈকয়গণকে পঞ্চবিংশতি ও দ্রৌপদী তনয়গণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শর নিকরে তাড়িত করিতে লাগিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান

হইতে লাগিল। প্রতাপশালী মহাবীর ধর্ম্মনন্দন হাসিতে হাসিতে নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক জয়দ্রথের শরাসন ছেদন করিলে সমর বিশারদ সিন্ধুরাজ নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দশ ও অন্যান্য বীরগণকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর জয়দ্রথের সমর লাঘব অবগত হইয়া সত্বরে তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধনু, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধু পতি অবিলম্বে অন্য শরাসনে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভীমের কেতু, ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন করিলে মহাবাহু বৃকোদর সেই হতাশ্ব রথ হইতে সত্বরে অবতরণ পূর্ব্বক, সিংহ যেমন পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করে তদ্রূপ সাত্যকির রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষ সৈন্যগণ জয়দ্রথের সেই কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া উচ্চ স্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মহাবীর সিন্ধুরাজ একাকী ক্রোধপরবশ পাণ্ডব সমুদায়কে অস্ত্র প্রভাবে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর অভিমন্যু যোদ্ধাদিগের সহিত কৌরবপক্ষ অসংখ্য হস্তী সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মহাবীর সিন্ধুরাজ স্বীয় প্রভাবে সেই পথ নিরোধ করিলেন। মৎস্য, পাঞ্চাল, কৈকয় ও পাণ্ডবগণ বহু যত্ন সহকারে জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে বিপক্ষ পক্ষ যে যে বীর দ্রোণের সৈন্যগণকে ভেদ করিতে

চেষ্টা করিল, মহাবাহু জয়দ্রথ বর প্রভাবে তৎসমুদায়কেই নিবারণ করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! জয়লাভার্থী পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কর্ত্তৃক এইরূপে নিরুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজস্বী অভিমন্যু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া মকর বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে কৌরব পক্ষ বীরগণ প্রাধান্য ক্রমে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের দারুণ সংমর্দ্দ হইতে লাগিল। কুরুবীরগণ নিরবচ্ছিন্ন শর নিকর বর্ষণ করিয়া রথ সমূহ দ্বারা অভিমন্যুরে রুদ্ধ করিলে অভিমন্যু বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। বায়ুবেগগামী অশ্বগণ সহসা বৃষসেনকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে অভিমন্যুর সারথিও রথ লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। মহারথগণ হৃষ্ট চিত্তে সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর বসাতীয় রোষাবিষ্ট সিংহ সদৃশ অভিমন্যুরে শর নিকরে শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক নিকটে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি শরে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং কহিলেন, হে বীর! আমি জীবিত থাকিতে কদাচ তুমি জীবিতাবস্থায় আমার হস্তগ্রহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু শরসমূহে সেই লৌহময় বর্ম্মধারী বসাতীয়ের

হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। বসাতীয়কে গতাসু দেখিয়া নানা প্রকার কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত কৌরব পক্ষ ক্ষত্রিয়গণ অভিমন্যুরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। এই যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের শর, শরাসন, শরীর ও মাল্যদাম মণ্ডিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ছেদন করিলেন। খড়্গ, অঙ্গুলিত্রাণ, পট্টিশ ও পরশু সম্পন্ন, সুবর্ণাভরণ ভূষিত, ছিন্ন, হস্ত সকল ইতস্তত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মাল্যদাম, আভরণ, বস্ত্র, ধ্বজদণ্ড, বর্ম্ম, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, অধিষ্ঠান, ঈষাদণ্ড, বিমথিত অক্ষ, ভগ্ন চক্র, ভগ্ন যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, অশ্ব, সারথি, ভগ্ন রথ ও হস্তী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। রণস্থল মহাবল পরাক্রান্ত নানা জনপদের অধীশ্বর জয়াভিলাষী নিহত ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ও অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যখন অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার রূপ আর কাহারও নয়নগোচর হইল না; কেবল কাঞ্চন বর্ম্ম, আভরণ, কার্ম্মুক ও শরনিকর নেত্রগোচর হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অভিমন্যু যখন দিবাকরের ন্যায় সমর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক শরজালে যোদ্ধাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না।

পঞ্চ চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! যেমন প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে কৃতান্ত

সমস্ত ভূতের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সুররাজ-সমবিক্রম অভিমন্যু বীরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য সকল আলোড়িত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। পরে যেমন সমুদ্ধত শার্দ্দূল মৃগকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তিনি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যশ্রবারে গ্রহণ করিলেন; অনন্তর তাঁহারে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিই সর্ব্বাগ্রে, আমিই সর্ব্বাগ্রে এই বলিয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অভিমন্যু বিনাশের অভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন সাগর মধ্যে তিমি ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু ধাবমান ক্ষত্রিয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নদী সকল সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ সমরে অপরাঙ্মুখ অভিমন্যুর সন্নিহিত সৈন্যগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। তখন কৌরব সেনা মহাগ্রাহ গৃহীতের ন্যায়, বায়ুবেগ ক্ষুভিত ঘূর্ণায়মান সাগরস্থিত নৌকার ন্যায় নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নির্ভীক মদ্রেশ্বরতনয় রুক্মরথ, সন্ত্রস্ত সৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যু কি করিবে? আমি উহারে জীবন্ত গ্রহণ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি এই বলিয়া সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তিন বাণে তাঁহার বক্ষ স্থল, তিন বাণে দক্ষিণ বাহু ও তিন বাণে বাম বাহু বিদ্ধ

করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরাসন, বাহু যুগল এবং সুন্দর নয়ন ও সুন্দর ভ্রূ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ শল্যতনয় রুক্মরথের প্রিয় বয়স্য সুবর্ণ খচিত ধ্বজশালী রাজকুমারগণ তাঁহারে বিনষ্ট দেখিয়া তাল প্রমাণ কার্ম্মুক আকর্ষণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুরে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। শিক্ষাবল সম্পন্ন তরুণবয়স্ক একান্ত অমর্ষণ স্বভাব বীরগণ শর নিকরে অভিমন্যুরে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিমন্যু শমনসদনে গমন করিয়াছেন বোধ করিলেন। রাজকুমারগণ নানা লক্ষণ লাঞ্ছিত স্থবর্ণপুঙ্খ শরজালে নিমেষ মধ্যে অভিমন্যুরে দৃষ্টিপথের অতীত করিলেন। আমরা রথ, ধ্বজদণ্ড, তাঁহার সারথিরে ও তাঁহারে শলভ সমাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন অভিমন্যু তোদনদণ্ড পীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মায়া জাল বিস্তার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্ব হইতে ঐ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র বিপক্ষেরা বিমোহিত হইল। অভিমন্যু ক্ষিপ্র হস্তে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলাত চক্রের ন্যায় কখন এক কখন শত কখন বা সহস্র প্রকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি রথ চালন ও অস্ত্রমায়া দ্বারা মহীপালগণকে বিমোহিত করিয়া তাঁহাদের কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করিলেন। জীবগণের জীবন নিশিত শর নিকরে নির্গত হইয়া পর লোকে গমন করিল এবং দেহ

পৃথিবীতে নিপতিত রহিল। অনন্তর অভিমন্যু নিশিত ভল্লে কতকগুলি রাজপুত্রের কার্ম্মুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, অঙ্গদ সমলঙ্কৃত বাহু ও মস্তক সকল ছেদন করিলেন। যেমন পঞ্চ বর্ষীয়, ফল সম্পন্ন, আম্র কানন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ এক শত রাজপুত্র অভিমন্যু শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ আশীবিষ সঙ্কাশ, সুখোচিত, রাজকুমারগণকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল এবং তাঁহারে রথী, কুঞ্জর, অশ্ব ও পদাতি সকল বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। উভয়ের অসম্পূর্ণ সংগ্রাম ক্ষণকালের নিমিত্ত তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন।

ষট্ চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি অনেক ব্যক্তির সহিত একের তুমুল সংগ্রাম ও জয়লাভ কীর্ত্তন করিতেছ। এক্ষণে তাহার বিক্রম বিশ্বাসের অযোগ্য ও নিতান্ত অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতেছে; কিন্তু যাঁহাদিগের ধর্ম্মই আশ্রয়, তাঁহাদের এইরূপ বিক্রম অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে এক শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে আমার পক্ষ বীরগণ অভিমন্যুর সহিত কি রূপ আচরণ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন,-মহারাজ! আপনার পক্ষ বীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়ন যুগল চঞ্চল, গাত্র কণ্টকিত ও অনবরত

স্বেদ জল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা বিজয় লাভে নিতান্ত উৎসাহশূন্য হইয়া পলায়নে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বদিগকে ত্বরান্বিত করত গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও সৌবল তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিমুখ প্রায় করিলে সুখভোগ প্রবৃদ্ধ, বালকতা ও দর্প বশত নির্ভয়, মহাতেজা লক্ষ্মণ একাকী অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পুত্রবৎসল রাজা দুর্য্যোধন লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণ দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যেমন বারিধর পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা অভিমন্যুর উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অভিমন্যু সমীরণের অম্বুদ মন্থনের ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মত্ত মাতঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিমন্যু পিতৃ সমীপবর্ত্তী, উদ্যতকার্ম্মুক, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কুবেরপুত্র সদৃশ, প্রিয়দর্শন মহাবীর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মণ নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর বক্ষস্থল ও বাহু দ্বয়ে প্রহার করিলে অভিমন্যু দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! তোমারে পরলোক গমন করিতে হইবে; এই সময় সুন্দর রূপে ইহ লোক সন্দর্শন কর; আমি তোমার বান্ধবগণ সমক্ষেই তোমারে

যমালয়ে প্রেরণ করির। এই বলিয়া তিনি নির্ম্মোক মুক্ত উরগ সদৃশ এক ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের নাসাবংশ সুশোভিত, ভ্রূযুগলোপেত, কেশ কলাপ ও কুণ্ডল সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিল।

সকলে লক্ষ্মণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; রাজা দুর্য্যোধন উচ্চস্বরে ক্ষত্রিয়গণকে কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা অভিমন্যুরে সংহার কর। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় জন রথী অভিমন্যুরে বেষ্টন করিলেন। অভিমন্যু নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাঙ্মুখ করিয়া মহাবেগে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইলেন। কলিঙ্গ ও নিষাদগণ এবং মহাবল পরাক্রান্ত ক্রাথপুত্র গজ সৈন্য দ্বারা তাঁহার পথ রোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অভিমন্যু দুর্দ্ধর্ষ করিবল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল যেন, সমীরণ নভোমণ্ডলে জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। পরে ক্রাথপুত্র শর নিকরে অভিমন্যুরে নিবারণ করিলে দ্রোণ প্রভৃতি রথী সকল পুনরায় আগমন করিয়া দিব্যাস্ত্র জাল বিস্তার পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। অভিমন্যু শরজালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে কুল, শীল, শ্রুত, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবল সম্পন্ন ক্রাথপুত্রকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বীরগণ সমরে পরাঙ্মুখ প্রায় হইলেন।

সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! কুলানুরূপ কার্য্যকারী ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট তরুণ অপলায়ী অভিমন্যু ত্রিহায়ণ, বলবান্ কুলীন অশ্বগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যেন নভোমণ্ডলে সন্তরণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ কোন্ বীর তাহারে নিবারণ করিয়াছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার পক্ষ ক্ষিতিপালগণকে নিশিত শরনিকরে পরাঙ্মুখ করিলে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয় রথী অভিমন্যুরে বেষ্টন করিলেন। সৈন্যগণ জয়দ্রথের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অন্যান্য বীরগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু সেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বীরগণকে শরনিকরে স্তম্ভিত করিয়া পঞ্চাশৎ শরে দ্রোণকে, বিংশতি শরে বৃহদ্বলকে, অশীতি শরে কৃতবর্ম্মারে, ষষ্টি শরে কৃপকে এবং আকর্ণাকৃষ্ট রুক্ম পুঙ্খ মহাবেগগামী দশ শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর বিপক্ষগণ মধ্যে পীত নিশিত কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন; পরে কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণি সারথি দ্বয় ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দশ শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং আপনার পুত্র ও বীরগণের সমক্ষে কৌরবকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বৃন্দারক নামে মহাবীরকে বধ করিলেন। অভিমন্যু নির্ভীকের ন্যায় প্রধান প্রধান্ কৌরব বীরকে নিপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া অশ্বত্থামা

পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে তিনিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অবিলম্বে শাণিত শরনিকরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ ষষ্টি শরে মৈনাক পর্ব্বতোপম অভিমন্যুরে বিদ্ধ করিয়াও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সুবর্ণপুঙ্খ দ্বিসপ্ততি শরে তাঁহারে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিলেন। পুত্রবৎসল দ্রোণাচার্য্য এক শত শর, পিতৃ রক্ষার্থী অশ্বত্থামা ষষ্টিশর, কর্ণ দ্বাবিংশতি ভল্ল, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ ভল্ল, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ভল্ল এবং শারদ্বত দশ ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দশ দশ শরে প্রহার করিলেন। কোশলরাজ কর্ণি অস্ত্রে তাঁহার হৃদয় দেশে আঘাত করিলে অভিমন্যু তাঁহার ধ্বজ, কার্ম্মুক, সারথি ও অশ্বগণকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিবার অভিলাষ করিলেন। অভিমন্যু শর দ্বারা কোশলাধিপতি বৃহদ্বলের হৃদয় বিদ্ধ করিবা মাত্র তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন অশুভ বাক্য প্রয়োক্তা খড়্গ কার্ম্মুকধারী দশ সহস্র ভূপাল রণে ভগ্ন হইতে লাগিলেন। মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলকে নিহত ও শর নিকরে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্ট চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কর্ণের কর্ণ দেশে সুশাণিত কর্ণিক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার গাত্রে পঞ্চাশত শর নিক্ষেপ করিলেন মহাবাহু কর্ণ অভিমন্যুর শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা-

নন্দন কর্ণের শরে বিদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর বিষম শরনিকরে কর্ণের ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহারও অপূর্ব্ব শোভা হইল। ঐ দুই মহাবীরই পরস্পরের শরে বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু কর্ণের ছয় জন মহাবল পরাক্রান্ত সচিবের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করিলেন এবং অন্যান্য মহারথগণকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ছয় বাণে মাগধের পুত্রকে সংহার করিয়া যুবা অশ্বকেতুরে অশ্বগণ ও সারথির সহিত শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জরকেতু মার্ত্তিকাবতিক ভোজকে সংহার করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু দুঃশাসনতনয় চারি বাণে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসনতনয়ের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া রোষাক্ত নয়নে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দুঃশাসনতনয়! তোমার পিতা নিতান্ত কাপুরুষ; তিনি সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। তুমি এই যুদ্ধে আমার হস্তে কদাপি পরিত্রাণ পাইবে না।

মহাবীর অর্জ্জুনতনয় দুঃশাসন পুত্রকে এই কথা বলিয়া

তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মকার পরিমার্জ্জিত নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহাবাহু অশ্বত্থামা সত্বরে তিন তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যু নিক্ষিপ্ত নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অশ্বত্থামারে প্রহার না করিয়া শল্যের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ সত্বরে অভিমন্যুর বক্ষস্থলে গৃধ্রপক্ষযুক্ত নয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। উহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সমর বিশারদ অর্জ্জুননন্দন সত্বরে শল্যের শরাসন ছেদন এবং উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে সংহার করিয়া তাঁহারে ছয় অয়োময় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রথে আরূঢ় হইলেন। সমর নিপুণ অর্জ্জুনতনয় শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাস এই পাঁচ বীরকে সংহার করিয়া শকুনিরে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুবলনন্দন অভিমন্যুরে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে সকলে একত্র হইয়াই অর্জ্জুনতনয়কে সংহার করা কর্ত্তব্য; নচেৎ অভিমন্যু এক এক করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতির সহিত উহার বধোপায় চিন্তা কর। তখন মহাপ্রতাপশালী কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবিলম্বে অভিমন্যুর বধোপায় বলুন; নচেৎ অর্জ্জুনতনয় আমাদের সকলকেই সংহার করিবে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সমুদায় কৌরব পক্ষ বীরগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কি এপর্য্যন্ত অর্জ্জুনতনয়ের অণুমাত্র অবকাশ দেখিয়াছ? অর্জ্জুনতনয়ের লঘুচারিত্ব অবলোকন

কর ; অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু চারি দিক্ ভ্রমণ করিতেছে, তথাপি উহার কিছুমাত্র অবকাশ লক্ষিত হইতেছে না। ঐ মহাবীর এত শীঘ্র শর সন্ধান ও পরিত্যাগ করিতেছে যে, রথোপরি কেবল উহার চাপ মণ্ডল লক্ষিত হইতেছে। অরাতি নিপাতন মহাবীর সুভদ্রাতনয় শরজালে আমারে একান্ত ব্যথিত ও মোহিত করিয়াও সন্তুষ্ট করিতেছে। কৌরব পক্ষ মহারথগণ ক্রোধ পরবশ হইয়াও উহার যে অণুমাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহাতে আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ক্ষিপ্রহস্তে শর দ্বারা দশ দিক্ সমাবৃত করাতে গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন হইতে উহার কিছু মাত্র বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে না।

তখন মহাবাহু কর্ণ অর্জ্জুনতনয়ের শরে আহত হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বীরগণের সমর পরিত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া আমি অভিমন্যুর শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও এ স্থানে অবস্থান করিতেছি। ঐ মহাতেজা অর্জ্জুনকুমারের পাবক সদৃশ পরম দারুণ শরনিকরে আমার হৃদয় বিদলিত হইতেছে।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে রাধেয়! মহাবীর অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। আমি উহার পিতারে কবচ ধারণে সুশিক্ষিত করিয়াছি; ঐ বীরও তাহার নিকট তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতিশয় যত্ন সহকারে সুতীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া উহার ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও উভয় পার্ষ্ণি সারথিরে অনায়াসে ছেদন করা যাইতে পারে; অতএব

যদি সমর্থ হও, তবে উহার শরাসন প্রভৃতি ছেদন করিয়া উহারে সমরবিমুখ কর; পশ্চাৎ সংগ্রাম করিও। যত ক্ষণ উহার করে শরাসন থাকিবে, তত ক্ষণ উহারে পরাজয় করা সমুদায় দেব ও অসুরগণেরও সাধ্য নহে। অতএব যদি উহারে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে উহারে বিরথ ও শরাসন শূন্য কর।

মহাবীর কর্ণ দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বরে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ভোজ তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও কৃপ তাঁহার পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়কে সংহার করিলেন। অন্যান্য বীরগণ তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই করুণ রস শূন্য ছয় মহারথ সত্বরে এক কালে একাকী বালক অভিমন্যুরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ছিন্নশরাসন রথবিহীন অর্জ্জুনতনয় স্বীয় বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করত খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক আকাশ মার্গে সমুত্থিত হইয়া মহাবেগে কৌশিকাদি গতি দ্বারা গরুড়ের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রন্ধ্র দর্শন তৎপর মহাধনুর্দ্ধরগণ এই অভিমন্যু অসিহস্তে আমার উপর নিপতিত হইবে মনে করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তাঁহারে বাণ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; অরাতি নিপাতন মহাবীর দ্রোণ সত্বরে তাঁহার খড়্গের মণিময় মুষ্টিদেশে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিলেন এবং কর্ণ শাণিত শরনিকরে তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিলেন। এইরূপে অসি, চর্ম্ম ও বাণ সমুদায় ছিন্ন হইলে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে

দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররেণু সমুজ্জ্বল-কলেবর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বাসুদেবের অনুকরণ করত সাতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিলেন। তৎকালে অমিততেজা, সিংহনাদকারী, বীরগণ মধ্যস্থিত মহাবীর অভিমন্যুর দেহ হইতে শোণিত বিনির্গত হইয়া বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি দ্বারা ললাট ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা হইল।

ঊন পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! সুভদ্রানন্দকর মহাবীর অভিমন্যু চক্র ধারণ করিয়া সমরে দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তাঁহার কেশকলাপ বায়ুবেগে উদ্ধূত হইতে লাগিল এবং আয়ুধপ্রধান চক্র উদ্যত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; তখন তিনি দুঃসমীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। ভূপতিগণ তাঁহার সেই অলৌকিক রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলে মহাবাহু দ্রোণনন্দন প্রজ্বলিত অশনির ন্যায় সেই অভিমন্যুর গদা অবলোকন করিয়া রথোপস্থ হইতে তিন লম্ফে পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় গদা দ্বারা তাঁহার অশ্ব সমুদায় এবং পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়কে সংহার করিয়া বীরগণের শর নিকরে বিদ্ধগাত্র হইয়া শল্লকীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিলেন। পরে সুবলনন্দন কালিকেয়কে নিহত করিয়া তাঁহার অনুচর সপ্তসপ্ততি গান্ধারকে নিহত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী এবং কৈকয়-

দিগের সাত রথী ও দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট করিয়া গদা দ্বারা দুঃশাসনতনয়ের রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর দুঃশাসনতনয় ক্রোধভরে ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্ব কালে মহাদেব ও অন্ধক যেমন পরস্পরের উপর গদাঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অভিমন্যু ও দুঃশাসনতনয় পরস্পরকে সংহার করিবার বাসনায় পরস্পরের প্রতি গদাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় গদাযুদ্ধ করত পরস্পর গদাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া নিপতিত ইন্দ্রধ্বজ দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর দুঃশাসনতনয় সত্বরে অগ্রে সমুত্থিত হইয়া উত্তিষ্ঠমান মহাবাহু অর্জ্জুনতনয়ের মস্তকে গদাঘাত করিলেন। অরাতিকুলনিপাতন মহাবীর অভিমন্যু দুঃশাসননন্দনের দারুণ গদাঘাত ও সমর পরিভ্রমে মোহিত এবং অচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুনতনয় একাকী অরাতি পক্ষ সমুদায় সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে বহুসংখ্য শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পদ্মবনপ্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বনগজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন আপনার পক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ সমরাঙ্গনে নিপতিত মহাবীর অর্জ্জুনতনয়কে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং দাবদহনানন্তর নিদাঘ কালীন প্রশান্ত পাবকের ন্যায়, অস্তগত আদিত্যের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায়, তরুশৃঙ্গ মর্দ্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায়,

পূর্ণচন্দ্রনিভানন, কাকপক্ষাবৃতনেত্র সেই অভিমন্যুরে ভূতলে পতিত দেখিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এ দিকে পাণ্ডব পক্ষ বীরগণের নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় গগনচর ভূতগণ অভিমন্যুরে আকাশচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল যে, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ ছয় জন মহারথ এই বালককে সংহার করিয়াছেন, ইহা আমাদের মতে নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত এবং রুধির সংপ্লুত রুক্মপুঙ্খ শরনিকর, বীরগণের কুণ্ডল শোভিত মস্তক, বিচিত্র উষ্ণীষ, পতাকা, চামর, চিত্র কম্বল, উত্তম আয়ুধ, রথ, অশ্ব ও গজগণের অলঙ্কার, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ নিশিত খড়্গ, শরাসন, ছিন্ন শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্যান্য আয়ুধ সমুদায় ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে ভূমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনতনয়ের শরে ভূতলে নিপতিত শোণিতদিগ্ধাঙ্গ আরোহী সমবেত নির্জীব ও শ্বাসাবশিষ্ট অশ্ব সমুদায়ে রণস্থল বন্ধুর হইয়া উঠিল। মহামাত্র, অঙ্কুশ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও কেতু সমবেত শরনিহত পর্ব্বতাকার গজ সকল, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধা সমবেত প্রক্ষুভিত হ্রদ সদৃশ রথ সমুদায় এবং বিবিধায়ুধধারী পদাতি সমুদায়ে রণস্থল ভীরুজনভয়াবহ ঘোররূপ ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবীর অর্জ্জুনতনয়

সমরভূতলে নিপতিত হইলে কৌরব পক্ষ বীরগণের আনন্দ ও পাণ্ডব পক্ষদিগের বিষাদের পরিসীমা রহিল না। পাণ্ডব সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনতনয়ের নিধন নিবন্ধন বীরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ! সমর বিশারদ মহাবাহু অভিমন্যু সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া শত্রু হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে; তোমরা স্থির হও; ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; আমরা অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাজয় করিব। কৃষ্ণার্জ্জুনসমপ্রভাব মহাবীর অর্জ্জুনতনয় সমরে আশীবিষ সদৃশ রাজপুত্রগণ, দশ সহস্র সৈন্য, মহারথ কৌশল্য বৃহদ্বল এবং অসংখ্য রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও নরগণকে সংহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় নাই। ঐ মহাবীর অগ্রে ঐ সমুদায় শত্রু পক্ষদিগকে নিধন করিয়া পশ্চাৎ শত্রু হস্তে সমরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ইন্দ্র ভবনে বা অন্য কোন পুণ্য নির্জ্জিত পবিত্র সনাতন স্থানে গমন করিয়াছে। সেই পুণ্যাত্মার নিমিত্ত শোক করা কদাপি বিধেয় নয়। মহাতেজা মহারাজ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সেই সমুদায় দুঃখিত সৈন্যগণের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে রাজন্! আমরা এই রূপে শত্রু পক্ষ বীরশ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়া তাঁহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে সায়ং কালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ভগবান্ মরীচিমালী রক্তোৎপল তুল্য কলেবর ধারণ পূর্ব্বক

অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দিবস ও রজনীর সন্ধি সমুপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে অশিব শিবানিনাদ হইতে লাগিল। ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর উৎকৃষ্ট অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভা হরণ পূর্ব্বক আকাশ ও ভূমণ্ডল যেন একাকার করিয়াই স্বীয় প্রিয় কলেবর পাবক-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় আমরা ও আমাদের বিপক্ষগণ, আমরা উভয় পক্ষই সমর ব্যায়ামে বিমোহিতপ্রায় হইয়া সংগ্রামস্থল অবলোকন করত মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, রণভূমি বজ্রাহত অভ্রংলিহাগ্র অচল শৃঙ্গ সদৃশ, পতাকা অঙ্কুশ বর্ম্ম ও সাদি সমবেত নিপতিত মাতঙ্গ নিকরে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং রথী, যন্ত্রী, বিভূষণ, অশ্ব, সারথি, পতাকা ও কেতু বিহীন চূর্ণিত প্রকাণ্ড রথ সমূহে শোভা পাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, শত্রুগণ শর নিকরে সেই সকল রথের প্রাণ নাশ করিয়াছে। বীরগণের শর নিকরে সাদি সমভিব্যাহারে নিহত, মহার্হ ভূষণ বিভূষিত, বিবিধ রথাশ্ব সমুদায় বিস্ফারিতলোচন, বিনির্গতান্ত্র ও বহিষ্কৃত জিহ্বাদর্শন হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকাতে রণভূমি ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে। মহামূল্য চর্ম্ম, আভরণ, বসন, অস্ত্র ও শস্ত্রে বিভূষিত, মহার্ঘ শয়নোচিত মহাবীরগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরবর্গের সহিত অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। বিকটাকার শৃগাল, কুক্কুর, কাক, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষি, রাক্ষস ও পিশাচগণ হৃষ্টচিত্তে রণনিহত প্রাণিগণের চর্ম্মভেদ করিয়া রুধির, বসা, মজ্জা ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। রাক্ষসগণ শব সমুদায় আকর্ষণ কয়িয়া হাস্য করিতেছে।

হে মহারাজ! সমর ক্ষেত্রে বীরগণ কর্ত্তৃক দুস্তর বৈতরণীর ন্যায় অতি ভীষণ শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। রথ সকল উহার উড়ুপ স্বরূপ, হস্তিগণ পর্ব্বত স্বরূপ, মনুষ্যগণের মস্তক সমুদায় উৎপল স্বরূপ, মাংস কর্দ্দম স্বরূপ ও নানা বিধ অস্ত্র শস্ত্র মালা স্বরূপ শোভা পাইল। উহাতে অসংখ্য প্রাণিগণের শরীর ভাসিতে লাগিল। বিকট দর্শন ভয়াবহ পিশাচ, শৃগাল, কুক্কুর ও পিশিতাশন পক্ষিগণ পরমানন্দে ঐ নদীতে পান ভোজন করত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ সায়ংকালে বিধ্বস্তভূষণ শক্রসদৃশ রণনিহত মহাবীর অভিমন্যুরে হব্য বিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া যমরাজ্য বর্দ্ধন, নৃত্য পরায়ণ কবন্ধকুল সঙ্কুল, ভীম দর্শন সমর ভূমি ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে রথযূথপতি মহাবীর অভিমন্যু সমরে নিপতিত হইলে পাণ্ডব পক্ষ বীর সমুদায় রথ, কবচ ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে অভিমন্যুরে চিন্তা করত যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ ধর্ম্ম নন্দন ভ্রাতৃপুত্র নিধনে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হায়! মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রিয়চিকীর্ষায় ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিংহ যেমন গোগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যাহার প্রভাবে মহাধনুর্দ্ধর, সমর দুর্মদ, অস্ত্র শস্ত্র বিশারদ, বিপক্ষ পক্ষ বীরগণ রণে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে,

যে মহাবীর আমাদের প্রধান শত্রু দুঃশাসনকে সংগ্রামে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিসংজ্ঞ ও বিমুখ করিয়াছে এবং অনায়াসে দ্রোণসৈন্যরূপ মহাসাগর পার হইয়াছে, সেই সমর বিশারদ অভিমন্যু দুঃশাসনতনয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া শমন সদনে গমন করিল! আজি আমি কি রূপে পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় ও পুত্রের অদর্শনে একান্ত কাতরা সুভদ্রারে অবলোকন করিব! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এ স্থানে আগমন করিয়া আমারে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব! আমিই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় লাভ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার মানসে এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি! লুব্ধ ব্যক্তি কদাপি দোষ জানিতে পারে না; লোভ মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। আমি রাজ্যলোলুপ হইয়া এই মহৎ অনিষ্টপাত অবলোকন করিতে সমর্থ হই নাই। যে সুকুমার কুমারকে ভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ প্রদান করা উচিত, আমরা তাহার উপরেই সংগ্রামের প্রধান ভার সমর্পণ করিয়াছিলাম। সৎ স্বভাব সম্পন্ন অশ্ব যেমন বিষম সঙ্কটে পতিত হইলে তাহার মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ সমরানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুর এই বিষম সঙ্কটে কি রূপে মঙ্গল হইবে?

যাহা হউক, অদ্য আমরা ক্রোধপ্রদীপ্ত অর্জ্জুনের দীন নয়নানলে দগ্ধ হইয়া অভিমন্যুর সহিত ভূতলে শয়ন করিব। যে অর্জ্জুন নিতান্ত অলুব্ধ, মতিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাশালী, রূপবান্, মানপ্রদ, সত্যপরায়ণ, ধীরপ্রকৃতি ও মহাবল পরাক্রান্ত; পণ্ডিতগণ যাঁহার উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করেন; যে মহাবীর হিরণ্যপুরবাসী, ইন্দ্রশত্রু নিবাতকবচ ও

কালকেয়গণকে নিহত করিয়াছেন ; যিনি চক্ষুর নিমেষমাত্রে পুলোমনন্দনগণকে সগণে নিধন করিয়াছেন এবং যিনি শরণাগত শত্রুগণকেও অভয় প্রদান করেন, আজি আমরা সেই অর্জ্জুনের পুত্রকে নিদারুণ কৌরব সৈন্যের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না ! মহাবীর ধনঞ্জয় পুত্রবধে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই কৌরবগণকে সংহার করিবেন এবং ক্ষুদ্রসহায় ক্ষুদ্রাশয় স্বপক্ষ ক্ষয়কারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনও আত্মীয়গণের নিধন দর্শনে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এই অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন অর্জ্জুনতনয়কে সংগ্রামস্থলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া আজি আমাদের জয় লাভ, রাজ্য লাভ বা সুরলোক প্রাপ্তি কিছুই প্রীতিজনক বলিয়া বোধ হইতেছে না।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হে নরনাথ ! অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিলপমান ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভ্রাতৃপুত্র বধ জনিত শোকাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ! স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন বালক অভিমন্যু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল ; ইত্যবসরে বহুসংখ্য অধার্ম্মিক মহারথ তাহারে বেষ্টন করিয়া বিনাশ করিয়াছে। আমি অভিমন্যুকে কহিয়াছিলাম, তুমি আমাদিগের সমর প্রবেশের দ্বার প্রস্তুত কর ! অভিমন্যু আমার বাক্যে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম ; কিন্তু জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল। যুদ্ধজীবী পুরুষেরা তুল্য ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে ; কিন্তু বিপক্ষেরা যে

রূপ যুদ্ধ করিয়াছে, উহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে ; তাহার সন্দেহ নাই। আমি তন্নিমিত্ত সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকবাষ্পে নিতান্ত সমাকুল হইতেছি ; এই বিষয় বারংবার চিন্তা করিয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ভগবান্ ব্যাস শোকবেগসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ! তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে কদাচ বিমোহিত হন না। অভিমন্যু বালকের অসদৃশ কার্য্যানুষ্ঠান ও বহুসংখ্য শত্রু হনন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকেও হরণ করিয়া থাকে ; মৃত্যুকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাত্মন্! এই সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়া ধরাতলে সৈন্য মধ্যে নিপতিত রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী এবং কেহ কেহ বায়ুবেগ তুল্য বলবান্। ইহাঁরা পরস্পর সংগ্রাম করিয়াই নিহত হইয়াছেন। সংগ্রাম স্থলে ইহাঁদিগকে সংহার করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই। পরস্পরকে পরাজয় করিবার বাসনাই ইহাঁদের হৃদয়ে সতত জাগরূক ছিল। এক্ষণে ইহাঁরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভীমবিক্রম ভূপতিগণ নিহত হওয়াতে অদ্য মৃত্যু এই শব্দের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইহাঁরা এক্ষণে নিশ্চেষ্ট নিরভিমান ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়াছেন। হে মহর্ষে! এই নিহত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া আমার এই সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে যে, মৃত্যু কে, কোথা হইতে

উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিমিত্তই বা প্রজাগণকে সংহার করে? আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

অনন্তর ভগবান্ ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে মহর্ষি নারদ এ বিষয়ে রাজা অকম্পনের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন; আমি জানি রাজা অকম্পনও নিতান্ত দুর্বিষহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব আমি মৃত্যুর উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিলে আপনি স্নেহ বন্ধন জনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। হে বৎস! এই পুরাবৃত্ত বেদাধ্যয়নের ন্যায় ফলপ্রদ, পবিত্র, অরি বিনাশক, মঙ্গলেরও মঙ্গল, ধন্য, আয়ুষ্কর, শোক নাশক ও পুষ্টিবর্দ্ধন; আপনি ইহা শ্রবণ করুন। আয়ুষ্মান্ পুত্র, রাজ্য ও সম্পদ্ লাভার্থী দ্বিজগণ এই উপাখ্যান প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে শ্রবণ করিবেন।

পূর্ব্ব কালে সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রণস্থলে শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইলেন এবং নারায়ণ তুল্য বলবান, শ্রীমান, শিক্ষিতাস্ত্র, মেধাবী, দেবরাজ সদৃশ হরি নামে তাঁহার এক পুত্রও রণস্থলে শত্রুগণে পরিবৃত হইয়া হস্তী ও বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ এবং অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিয়া সৈন্য মধ্যে নিহত হইলেন। রাজা অকম্পন পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে দিবা রাত্রি শোকে একান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ

হইলেন না। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্র বিনাশ জনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা অকম্পন দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক শত্রুগণের জয়লাভ ও আপনার পুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শত্রুগণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে এই মৃত্যু কে এবং ইহার বল, বীর্য্য ও পৌরুষই বা কি রূপ? আমি ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। বরদ নারদ তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোক বিনাশন এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি এই বিস্তীর্ণ উপাখ্যান যে রূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি প্রথমে প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; অনন্তর এই বিশ্ব বিনষ্ট হইতেছে না দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহার রোষপ্রভাবে আকাশ হইতে এক অগ্নি সমুত্থিত হইল। উহা সংসারস্থ দেশ সমস্ত ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এই রূপে ক্রোধভরে সকলকে বিত্রাসিত করত ভগবান্ ব্রহ্মা জ্বালা সমাকুল চরাচর সমস্ত জগৎ ও নভোমণ্ডল ভস্মসাৎ করিলেন; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনষ্ট হইল।

অনন্তর জটাজূট মণ্ডিত ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকের হিত কামনায় সমাগত ভূতপতিরে দেখিয়া তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত

হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে বল, তোমার কি রূপ মনোরথ সফল করিতে হইবে; আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিব।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন, হে প্রভু! প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিরাছ। এক্ষণে সেই সকল প্রজা তোমার রোষানলে দগ্ধ হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র! সৃষ্টি সংহার বিষয়ে আমার অভিলাষ ছিলনা; কিন্তু পৃথিবীর হিত কামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। এই দেবী বসুন্ধরা দুর্ভর ভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূত সংহারার্থ আমারে অনুরোধ করেন; কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলাম না; এই নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল।

রুদ্র কহিলেন, হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হও, বিশ্ব সংহারের নিমিত্ত সমুৎপন্ন ক্রোধ পরিত্যাগ কর; স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল বিনাশ করিও না। তোমার প্রসাদে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ জগৎ বিদ্যমান থাকুক। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, উহা নদী, প্রস্তর, বৃক্ষ, পল্বল, তৃণ ও উলপ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ভস্মসাৎ করিতেছে। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া যাহাতে ক্রোধের উপশম হয়,

ইহাই আমার অভিলষণীয় বর। হে দেব! সৃষ্ট পদার্থ সকল বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি তেজ সংহার কর; উহা তোমাতেই বিলীন হউক; হিতাভিলাষ পরতন্ত্র হইয়া প্রজাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সমস্ত প্রাণী যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, উৎপন্ন প্রজা সকল যেন নির্মূল না হয়। তুমি আমারে লোক মধ্যে অধিদেব পদে নিযুক্ত করিয়াছ। হে ত্রিলোকীনাথ! এই চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিও না; তুমি প্রসাদোন্মুখ হইয়াছ বলিয়া তোমারে এইরূপ কহিতেছি।

অনন্তর লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় অন্তরাত্মাতে স্বীয় তেজ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির উপসংহার করিয়া সৃষ্টি হেতু প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও মোক্ষ হেতু নিবৃত্তি ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধ জনিত হুতাশন সংহার করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ রক্তজিহ্ব, রক্তাস্য ও রক্তলোচন, বিমল কুণ্ডলালঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত এক নারী প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ নারী নির্গত হইবা মাত্র ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাহারে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান করত কহিলেন, তুমি আমার সংহার বুদ্ধি প্রভাবে ক্রোধ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার নিয়োগ বশত কি জড় কি পণ্ডিত এই পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজাগণকে সংহার কর; তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। কমললোচনা মৃত্যু ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত মধুর স্বরে রোদন করিতে

লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা লোকের হিত সাধনার্থ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিপুটে তাঁহার নেত্রজল গ্রহণ করিয়া ঐ নারীরে নানা প্রকারে অনুনয় করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃত্যু দুঃখ অপনীত করিয়া সন্নমিত লতার ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কেন এই পাপীয়সীরে সৃষ্টি করিলেন। এক্ষণে আমি এই অহিত ক্রুর কর্ম্ম নিতান্ত অধর্ম্ম মূলক জানিয়াও কি রূপে ইহার অনুষ্ঠান করিব। আমি অধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিশয় ভীত হইতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি যাহাদের একান্ত প্রিয়তর পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, পিতা ও ভর্ত্তাদিগকে বিনাশ করিব, তাহারা অবশ্যই আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; এই-নিমিত্ত আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। আমি প্রিয়বিয়োগে দীনভাবে রোরুদ্যমান প্রজাগণের অনর্গল নিপতিত নেত্রজল হইতে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি; আপনি প্রসন্ন হউন। আমি কদাচ যমালয়ে গমন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ সফল করুন। ধেনুকা-শ্রমে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারে তদ্বিষয়ে আদেশ করুন; আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি। আমি কদাচ বিলপমান প্রাণিগণের প্রিয়তম প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। হে পিতামহ! আপনি আমারে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু ! তুমি প্রজা সংহারার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ ; অতএব আমার নিয়োগানুসারে কোন বিচার না করিয়া লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। লোকক্ষয় অবশ্যই হইবে ; ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর ; এই বিষয়ে কেহই তোমারে নিন্দা করিবে না।

মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ব্রহ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। লোকের হিত সাধনোদ্দেশে লোক বিনাশে কোন মতেই তাঁহার অভি-লাষ হইল না। পিতামহ ব্রহ্মা তৎকালে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং অবিলম্বেই হাস্য মুখে লোক রক্ষার্থে প্রসন্ন হইলেন। এই রূপে সর্ব্বলোক পিতামহ কমলযোনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় লোক অপমৃত্যুগ্রস্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই কন্যা প্রজা সংহার বিষয়ে অঙ্গীকার না করিয়া ব্রহ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন এবং অবিলম্বে ধেনুকা-শ্রমে উপস্থিত হইয়া অতি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগি-লেন। তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়সেব্য প্রিয়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ এক বিংশতি পদ্ম বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে পুনরায় এক বিংশতি পদ্ম বৎসর একপদে অবস্থান করিলেন। অনন্তর অযুত পদ্ম বৎসর মৃগগণের সহিত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় সুশীতল নির্ম্মল জল সম্পন্ন পবিত্র নন্দা তীর্থে গমন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র বৎসর সলিলে কালাতিপাত

করিলেন। এই রূপে নন্দাতীর্থে বিগতপাপ হইয়া প্রথমত অতি পবিত্র কৌশিকী তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় বায়ু ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পুনরায় নিয়মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে পঞ্চগঙ্গ ও বেতস তীর্থে তপোবিশেষ দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করিলেন। অনন্তর গঙ্গা ও প্রধান মহামেরু তীর্থে গমন পূর্ব্বক প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে হিমালয়ের শিখরদেশে গমনপূর্ব্বক অঙ্গুলির উপর নির্ভর কবিয়া নিখর্ব্ব বৎসর অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্থে অভিলষিত নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহ পরিশুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি অনন্যমনে একমাত্র ব্রহ্মারে প্রতি নিয়ত ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলেন।

তখন অব্যয় ভূতভাবন্ ভগবান ব্রহ্মা শান্ত ও প্রীত মনে তাঁহারে কহিলেন, হে মৃত্যু! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছ? তখন মৃত্যু পুনরায় ব্রহ্মারে কহিলেন। হে ভগবন্! প্রজারা সুস্থ হইয়া কালযাপন করিতেছে; তাহারা বাক্যেও অন্যের অপকার করে না; আমি তাহাদিগকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারিব না। এক্ষণে আপনার নিকট এই বরই প্রার্থনা করি। আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব আপনি আমারে অভয় প্রদান করুন। আমি একান্ত কাতর ও নিরপরাধি; প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশ্রয় হউন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ

পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, হে কন্যে ! এই সমস্ত প্রজা সংহার করিলে তোমার কিছু মাত্র অধর্ম্ম হইবে না, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নয়। অতএব তুমি অশঙ্কিত চিত্তে চতুর্ব্বিধ প্রজা সংহার কর; তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে। লোকপাল যম, ব্যাধি সকল ও দেবগণ তোমার সহায় হইবেন এবং আমিও তোমার সহায়তা সম্পাদন করিব। আর তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত ও রজোগুণ রহিত হইয়া যে রূপে খ্যাতি লাভে সমর্থ হইবে, পুনরায় এমন একটি বরও তোমারে প্রদান করিব।

অনন্তর মৃত্যু প্রণত হইয়া ব্রহ্মারে প্রসন্ন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি আমা ব্যতিরেকে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, তবে অগত্যা আপনার এই আজ্ঞা আমারে শিরোধার্য্য করিতে হইল; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা এই সকল পরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণিগণের দেহ ভেদ করিবে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু ! তুমি যাহা কহিলে তাহাই হইবে, এক্ষণে তুমি লোক বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধর্ম্ম হইবে না এবং আমিও তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিব না। আমার করতলে তোমার যে সমুদায় অশ্রু বিন্দু নিপতিত রহিয়াছে, উহা প্রাণিগণের আত্ম সম্ভূত ব্যাধি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণ সংহার করিবে; তাহা হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। তুমি এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধীশ্বর, ধর্ম্ম পরায়ণ ও ধর্ম্মের কারণ; এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশে

প্রবৃত্ত হও। তুমি কাম ও রোষ বিসর্জ্জন করিয়া জীবগণের জীবন সংহার কর; তাহা হইলে তোমার অক্ষয় ধর্ম্মলাভ হইবে। অধর্ম্ম দুরাচারদিগকে নির্মূল করিবে; তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া আপনারে পবিত্র কর; তুমি অসাধু জীবগণকে পাপে নিমগ্ন করিবে।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই কন্যা আপনার, মৃত্যু, এই নাম হইল দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও অভিশাপ ভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অসংসক্ত রূপে অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া থাকেন। প্রাণিদিগেরই মৃত্যু হয়; রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, তদ্দারা তাহারা সাতিশয় নিপীড়িত হয়। অতএব আপনি জীবনান্তে জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকেগমন ও স্বস্ব কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, এইরূপ দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পর লোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। ভীমরূপ, ভীমনাদ, সর্ব্বগামী, উগ্র, অনন্ততেজা প্রাণ বায়ু কেবল দেহই ভেদ করিয়া থাকে; উহার যাতায়াত নাই। সকল দেবতারাও মর্ত্যসংজ্ঞাধারী; হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না। তিনি স্বর্গে সুরম্য বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ ও সাধুসমাগম লাভ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত আনন্দিত হইতেছেন। প্রজাদিগের মৃত্যু দেবনির্দ্দিষ্ট; মৃত্যু, কাল উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। প্রাণিগণ স্বয়ংই বিনষ্ট

হয় ; মৃত্যু দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে হিংসা করেন না ; এই ব্রহ্মসৃষ্ট সত্যটী পণ্ডিতেরা সম্যক অবগত হইয়া মৃতব্যক্তি দিগের নিমিত্ত কদাচ শোক করেন না। হে মহারাজ ! আপনি দৈববিহিত এইরূপ সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন।

মহারাজ অকম্পন প্রিয় সখা নারদের নিকট এইরূপ অর্থ বহুল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বিগত শোক, প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে আপনারে অভিবাদন করি। এইরূপে ভূপতি অকম্পন বিগত শোক হইলে দেবর্ষি নারদ অবিলম্বে নন্দন কাননে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ ! এই ইতিহাস শ্রবণ ও অন্যের নিকট কীর্ত্তন করা উভয়ই ধন্য, পুণ্যজনক, যশস্কর, আয়ুস্কর স্বর্গ লাভের হেতুভূত ; হে ধর্ম্মরাজ ! তুমি এই অর্থ ভূয়িষ্ঠ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্ম ও বীরগণের উৎকৃষ্ট গতি অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চন্দ্রাংশ সম্ভূত মহারথ অভিমন্যু অসংখ্য ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রাম করত অসি, গদা, শক্তি ও কার্ম্মুক দ্বারা বিনষ্ট ও রজোগুণ বিরহিত হইয়া পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাসকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, ভগবন্ ! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ ইন্দ্র তুল্য

পরাক্রমশালী, পুণ্যকর্ম্মা, সত্যবাদী ও পাপশূন্য ছিলেন; আপনি তাঁহাদের কার্য্য ও শোকাপনোদন বাক্যে আমারে আশ্বাসিত করুন এবং কোন্ রাজর্ষি কি পরিমাণে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন।

ব্যাস কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহারাজ শ্বিত্যের সৃঞ্জয় নামে এক আত্মজ ছিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদের সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। একদা তাঁহারা সৃঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাত করিবার নিমিত্ত তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিলেন। সৃঞ্জয় তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া পরম সুখে তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদিগের সহিত সুখ সচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার একটি অবিবাহিতা দুহিতা তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। সৃঞ্জয় পার্শ্বস্থ কন্যারে অভিলাষানুরূপ আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। মহর্ষি পর্ব্বত ঐ কন্যারে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না কন্যা কাহার? ইনি সূর্য্যের প্রভা বা অনলের শিখা; অথবা শশধরের কান্তি কিম্বা শ্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি ও সিদ্ধির অন্যতম হইবেন। নৃপতি সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, সখে! এইটি আমার কন্যা, এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছে। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি যদি মঙ্গল লাভের অভিলাষী হও তাহা হইলে এই কন্যাটি ভার্য্যার্থ আমারে প্রদান কর। রাজা সৃঞ্জয়

পরম প্রীতি সহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইহাঁরে মনে মনে বরণ করিয়াছি, পশ্চাৎ তুমি ইহাঁরে বরণ করিলে; অতএব তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গ গমনে সমর্থ হইবে না। নারদ কহিলেন, ইনি আমারই ভার্য্যা এইরূপ জ্ঞান, এইরূপ বাক্য ও এইরূপ অধ্যবসায় এবং উদক প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দান আর পাণিগ্রহণ মন্ত্র এই কএকটি পরিণয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রখ্যাত আছে। এই সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইলেই যে ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হয়, এমত নহে; সপ্তপদীগমনই ভার্য্যাত্ব সম্পাদক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; এই কন্যা তোমার ভার্য্যা না হইতেই তুমি যখন আমারে অভিশম্পাত করিলে তখন তুমিও আমা ব্যতিরেকে স্বর্গগমনে সমর্থ হইবে না। এইরূপে সেই দেবর্ষি দ্বয় পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় পুত্র প্রার্থনায় বিশুদ্ধ মনে পরম যত্ন সহকারে অন্ন পান ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা বেদ বেদাঙ্গ পারগ স্বাধ্যায় নিরত ব্রাহ্মণগণ সৃঞ্জয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে পুত্র প্রদান করিবার অভিলাষে মহর্ষি নারদের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহারাজকে একটি অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন। নারদ ব্রাহ্মণগণের বাক্যে স্বীকার করিয়া সৃঞ্জয়কে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমার

একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ পুত্র লাভের ইচ্ছা থাকে, প্রার্থনা কর ; তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাজা সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাত্মন! আপনার বর প্রভাবে আমার যেন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কীর্ত্তিমান, যশস্বী ও অসাধারণ তেজঃ সম্পন্ন এক পুত্র জন্মে এবং তাহার মূত্র, পুরীষ, ক্লেদ ও স্বেদ যেন কাঞ্চনময় হয়। নারদ সৃঞ্জয়ের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলে অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র ক্ষিতিতলে সুবর্ণষ্ঠীবী নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র মহর্ষির বর প্রভাবে ক্রমে অপরিমিত ধন পরিবর্দ্ধিত করিলে রাজা সৃঞ্জয় সমস্ত অভীষ্ট বস্তু সুবর্ণময় করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার গৃহ, প্রাকার, দুর্গম, ব্রাহ্মণালয়, শয্যা, আসন, স্থান ও স্থালী সমস্ত কাঞ্চনময় হইয়া কাল সহকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ভূপতির অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিল আমরা স্বয়ং গিয়া রাজার পুত্রকে গ্রহণ করিব। ঐ পুত্রই সুবর্ণের আকর ; অতএব উহারে হস্তগত করিতে যত্ন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর লুব্ধ স্বভাব দস্যুগণ ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া নৃপসদনে প্রবেশ পুরঃসর বল পূর্ব্বক রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীকে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। তথায় কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া তাঁহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল কিন্তু কিছুই অর্থলাভ করিতে সমর্থ হইল না। রাজকুমারের প্রাণ নাশ

হইলে সেই বরসঞ্জাত ধন বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন মূর্খ দস্যুগণ জ্ঞান শূন্য হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা সেই অভূতপূর্ব্ব রাজকুমারকে সংহার পূর্ব্বক পরস্পর বিনষ্ট হইয়া ঘোর নরকে গমন করিল।

এ দিকে রাজা সৃঞ্জয় সেই বর প্রদত্ত পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আমরা সততই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমারেও বিষয় বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অবিক্ষিতের পুত্র মরুতও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া সম্বর্ত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান্ শূল-পাণী উহাঁরে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হিমাচলের সুবর্ণময় এক প্রত্যন্ত পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যজ্ঞান্তে উহাঁর নিকট উপনীত হই-তেন। উহাঁর যজ্ঞ ভূমির পরিচ্ছদ সকল সুবর্ণময় ছিল। অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় উহাঁর যজ্ঞকালে অভিলাষানুরূপ পবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং বেদপারগ প্রহৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত অভিলাষানুরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন। দেবগণ রাজা মরুত্তের গৃহে দ্রব্য

সামগ্রী পরিবেশন করিতেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। অমরগণ হবি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ পূর্ব্বক সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজার শস্য সকল পরিবর্দ্ধিত করিতেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা নিরন্তর ঋষি, দেবতা ও পিতৃ লোকের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শয়ন, আসন, যান ও দুস্ত্যজ সুবর্ণ রাশি অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিরন্তর তাঁহার শুভ চিন্তা করিতেন। তিনি প্রজাগণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে জিত অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যৌবনাবস্থায় পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, অমাত্য ও প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা তপ, সত্য, দয়া ও দান সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই মরুত্ত রাজাও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অনধ্যায়ী পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! অদ্বিতীয় বীর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ রাজা সুহোত্রও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অমরগণ তাঁহার সাক্ষাতকার লাভার্থী হইয়া প্রতিনিয়ত উপস্থিত হইতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য অধিকার করিয়া ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে আপনার হিতজনক বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করত তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রজা পালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ ও শত্রু জয় ইহা সবিশেষ অবগত

হইয়া ধৰ্ম্মানুসারে ধনাগমের ইচ্ছা করিতেন। তিনি দেব-গণকে ধৰ্ম্মানুসারে আরাধনা ও ভুজবলে শত্রু জয় করিয়া ম্লেচ্ছ ও তস্কর শূন্য অবনী উপভোগ করত নিজ গুণে প্রজা-রঞ্জণ করিয়াছিলেন। পৰ্জ্জন্য তাঁহার নিমিত্ত সম্বৎসর হিরণ্য বর্ষণ করিতেন। তন্নিবন্ধন পূর্ব্বকালে তাঁহার রাজ্যে হিরণ্ময়ী স্রোতস্বতী সকল সৰ্ব্বত্র প্রবাহিত হইত। ঐ সমুদায় নদীতে রাজ্যস্থ সমুদায় প্রজারই অধিকার ছিল। কুব্জ ও বামনগণ ঐ সমুদায় নদী হইতে অনায়াসে প্রতিপালিত হইত। পর্জ্জন্য সুবর্ণময় গ্রাহ, কর্ক ট, বহুবিধ মৎস্য ও অন্যান্য অসংখ্য জল-জন্তু বর্ষণ করিতেন। ঐ রাজ্যে সুবর্ণময়ী বাপী সকল ক্রোশ পরিমিত ছিল। রাজা সুহোত্র সুবর্ণময় সহস্র সহস্র নক্র, মকর ও কচ্ছপ সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হই-লেন। তিনি কুরুজাঙ্গলে বিস্তীর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ-গণকে অপরিমিত সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন এবং পরি-শেষে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে শত সহস্র অশ্বমেধ, রাজসূয়, পবিত্র ক্ষত্রিয় যজ্ঞ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই সুহোত্র ভূপতিও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সপ্ত পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহাবীর রাজা পৌরবও কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি দশলক্ষ শ্বেত বর্ণ অশ্ব

দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে নানা দেশ সমাগত, অধ্যয়ন রীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠান কুশল অসংখ্য পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। ঐ সকল বেদস্নাত, বিদ্যাস্নাত ও ব্রতস্নাত, বদান্য, প্রিয় দর্শন পণ্ডিতগণ পৌরবের নিকট উৎকৃষ্ট ভিক্ষা, আচ্ছাদন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। নিয়ত উদ্যোগ বিশিষ্ট, ক্রীড়া নিয়ত, নট, নৰ্ত্তক ও গন্ধৰ্ব্ব এবং স্থবর্ণচূড় পক্ষী ও বৰ্দ্ধমানক গৃহ সতত তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিত। মহারাজ পৌরব প্রতি যজ্ঞে মদশ্রাবী স্থবর্ণবর্ণ দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজ পতাকা পরিশোভিত রথ, সহস্র সহস্র স্থবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, রথ যুক্ত স্থপ্রসিদ্ধ অশ্ব ও গজ এবং গৃহ, গোশত, কাঞ্চনমালালঙ্কৃত দেহ সহস্র ধেনু ও ভৃত্য সকল দান করিতেন। পুরাণবেত্তা মহাত্মারা এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, রাজা পৌরব সেই স্থবিস্তীর্ণ যজ্ঞে হেমশৃঙ্গ। রৌপ্য খুর, কাংস্য দোহন পাত্র সমবেত সবৎস ধেনু, দাস, দাসী, খর, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, বিবিধ রত্ন ও অন্ন পৰ্ব্বত সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়া ছিলেন। সেই যাজ্ঞিক অঙ্গরাজ পৌরব ক্রমে স্বধৰ্ম্মানুগত সৰ্ব্বকামপ্রদ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমাপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ দান ও দয়াসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান সেই পৌরব রাজও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছিলেন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

অষ্ট পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! উশীনরতনয় শিবি রাজাও

কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। তিনি প্রতি নিয়ত প্রধান প্রধান শত্রু সকল বিনাশ করিয়া অদ্রি, দ্বীপ, অর্ণব ও অরণ্য সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবী রথ ঘর্ঘর শব্দে নিনাদিত ও আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থ অধিকার করিয়া ভূরি দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদায় ভূপালগণই তাঁহারে সংগ্রামের উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাত্মা শিবি রাজা বাহু বলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া হস্তী, অশ্ব, পশু, ধান্য, মৃগ, গো, ছাগ ও মেষ প্রদান পূর্ব্বক বহু ফলশালী অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন পূর্ব্বক সহস্র কোটি নিষ্ক ও বহু সংখ্য ভূমি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং সাগরে যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু আছে, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ততগুলি গো দান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবি রাজার কার্য্যভার বহন করে এমন নৃপতি কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান কোন কালেই লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শিবি রাজা সর্ব্বকার্য্য সমন্বিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ সমস্ত যজ্ঞে অসংখ্য সুবর্ণময় যূপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ নির্ম্মিত এবং পবিত্র সুস্বাদু অন্নপান প্রস্তুত হইত। প্রিয়বাদী অযুত প্রযুত ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করিতেন। তাঁহার যজ্ঞস্থানে দধি দুগ্ধের হ্রদ ও নদী এবং ধবল অন্ন পর্ব্বত প্রস্তুত হইত। তৎকালে কেবল, স্নান কর এবং স্বেচ্ছানুসারে পান ও ভক্ষণ কর এইরূপ শব্দ সর্ব্বদা সমুত্থিত হইত। রুদ্রদেব এই দানশীল রাজার পবিত্র কার্য্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া

তোমার ধন, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, ভূতগণের প্রিয়তা ও স্বর্গ অক্ষয় হউক, এই বলিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি এই সমস্ত অভিলষিত বর লাভ করিয়া যথাকালে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান সেই শিবি রাজাকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দশরথাত্মজ মহারাজ রামকেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। প্রজাগণ ঐ মহাত্মারে স্ব স্ব ঔরস পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিত। ঐ অসংখ্য গুণ সম্পন্ন, অমিত তেজা মহানুভব রাম পিতার নিদেশানুসারে বনিতা সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ মহাবীর জনস্থানে অবস্থান করত তত্রত্য তপস্বি-গণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থানে তাঁহারে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর রাম রাবণের এই অপরাধে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরাতিগণের অনির্জ্জিত, সুরাসুরের অবধ্য, দেব ব্রাহ্মণ কণ্টক পাপাত্মারে সগণে বিনাশ করিয়াছিলেন।

প্রজানুগ্রহকারী, দেবগণাভিপূজিত সুরর্ষিগণ সেবিত মহাত্মা দাশরথির কীর্ত্তি অদ্যাপি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ সর্ব্বভূতানুকম্পী মহাত্মা বিবিধ রাজ্যলাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে

প্রজা পালন করত মহা যজ্ঞ ও ত্রিগুণ দক্ষিণ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবি দ্বারা পুরন্দরের প্রীতি সাধন এবং অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুৎ পিপাসা পরাজয় পূর্ব্বক দেহিগণের সমুদায় রোগ নিবারণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ গুণ সম্পন্ন সতত স্বতেজে দেদীপ্যমান দশরথতনয় রাম তৎ-কালে সমুদায় জীবগণকে অতিক্রমণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাত্মার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণের একত্র সহবাস হইয়াছিল; প্রাণিগণের বল এবং প্রাণ, অপান, উদান ও সমান বায়ুর হ্রাস হয় নাই; তেজ পদার্থ সকল দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কোন অনর্থ ঘটনা হইত না; সমুদায় প্রজা দীর্ঘায়ু হইয়াছিল; কেহই যৌবনা-বস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয় নাই; দেবগণ প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে চতুর্বেদ বিধানানুসারে বিবিধ হব্য, কব্য নিষ্পূর্ত্ত ও হুত প্রাপ্ত হইতেন; দেশ মধ্যে দংশ, মশক ও হিংস্র সরী-সৃপ সমুদায়ের সম্পর্ক ছিল না; সলিল মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইত না; দহন অকালে দগ্ধ করিতেন না; কেহই অধর্ম্ম-পরায়ণ, লুব্ধ বা মূর্খ ছিল না এবং সর্ব্ব বর্ণের সমুদায় প্রজা সজ্জনোচিত ইষ্ট কার্য্যে তৎপর থাকিত।

ঐ সময় রাক্ষসগণ জনস্থানে স্বধা ও পূজা বিনষ্ট করিয়া-ছিল, মহাত্মা দশরথতনয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া পিতৃ লোক ও দেবগণকে স্বধা ও পূজা প্রদান করেন। ঐ মহাত্মার রাজ্য সময়ে পুরুষগণ সহস্র পুত্র সম্পন্ন হইত ও সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ঠগণ দ্বারা শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিত না। যুবা, শ্যাম, লোহিতাক্ষ, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম,

আজানুলম্বিত বাহু, সিংহস্কন্ধ, সর্ব্বজন প্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত দাশরথি একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে প্রজাগণের রাম, রাম ব্যতীত প্রায় অন্য কোন কথা ছিল না এবং জগৎ নিতান্ত অভিরাম হইয়াছিল। মহাত্মা রাম পরিশেষে আপনার দুই পুত্র ও ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা লইয়া স্বর্গে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা দাশরথিরেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ ভগীরথও করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা ভাগীরথী তীর কাঞ্চন যূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভব করিয়া হেমালঙ্কার ভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ সমুদায় কন্যা রথারূঢ়; রথ সমুদায় চারি চারি অশ্বে যুক্ত; প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালী শত মাতঙ্গ; প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ শত গো এবং গোগণের পশ্চাৎ অসংখ্য অজ ও ছাগ ছিল। মহারাজ ভগীরথের ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদান সময়ে গঙ্গা জনৌঘ আক্রমণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। জাহ্নবী সেই দিন হইতে

ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন এবং পুত্রের ন্যায় ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। ভগবতী ভাগীরথী যে স্থানে ভগীরথের ঊরুদেশে উপবেশন করেন, ঐ স্থান উর্ব্বশী তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয়! সূর্য্য সদৃশ তেজ সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ মধুরভাষী দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হে শ্বিত্যনন্দন! এইরূপে ভগবতী গঙ্গা ইক্ষ্বাকুবংশাবতংশ ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা ভগীরথকে পিতৃত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সুরগণ ভগীরথের যজ্ঞ অলঙ্কৃত করিয়া যজ্ঞাংশ গ্রহণ ও যজ্ঞ বিঘ্ন নিরাকরণ করিয়াছিলেন। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে থাকিয়া যে যে প্রিয় বস্তু প্রার্থনা করিতেন, মহাত্মা ভগীরথ সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই স্থানে সেই সেই অর্থ সমুদায় প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। পরিশেষে ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। মরীচিপায়ী মহর্ষিগণ মোক্ষ ও স্বর্গ লাভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্ম বিদ্যা ও কর্ম্ম বিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

এক ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলতনয় মহাত্মা দিলীপও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানার্থসম্পন্ন পুত্র পৌত্রশালী অযুত অযুত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শত শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ ভূপাল বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই বসুপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করেন। উহাঁর যজ্ঞে পথ সমুদায় সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে ক্রীড়া করতই যেন চষাল, প্রচষাল ও হিরণ্ময় যূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত মনুষ্যগণ অপরিমিত রাগখাণ্ডব ভোজনে মত্ত হইয়া পথি মধ্যে শয়ান থাকিত। মহাত্মা দিলীপ সলিলের উপর রথারোহণে সংগ্রাম করিতেন কিন্তু তাঁহার রথ চক্র দ্বয় কদাপি সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইত না। এই অদ্ভুত ক্ষমতা মহাত্মা দিলীপ ব্যতীত আর কাহারও ছিল না। যাঁহারা দৃঢ়ধর্ম্মা, সত্যবাদী, দাক্ষিণ্য-শালী মহারাজ দিলীপকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও স্বর্গলাভ হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের আলয়ে স্বাধ্যায়ঘোষ, জ্যানির্ঘোষ এবং পান কর, ভোজন কর ও আহার কর এই সকল শব্দ কখনই বিলুপ্ত হইত না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান, সেই মহাত্মা দিলীপকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

দ্বি ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র সুর, অসুর

ও মনুষ্যগণের বিজেতা মহারাজ মান্ধাতাকেও করাল কাল কবলে পতিত হইতে হইয়াছে। স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয় মান্ধাতারে তাঁহার পিতার গর্ব্ভ হইতে নিষ্কাশিত করেন। একদা মান্ধাতার পিতা মহারাজ যুবনাশ্ব মৃগয়ায় গমন করিয়া নিতান্ত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্ত বাহন হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যজ্ঞধূম লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ স্থলে গমন পূর্ব্বক পৃষদাজ্য ভক্ষণ করেন। ঐ পৃষদাজ্যের প্রভাবে মহারাজ যুবনাশ্বের গর্ব্ভ হইল। ভিষগাগ্রগণ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয় যুবনাশ্বকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গর্ব্ভ হইতে স্থকুমার নবকুমার নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। দেবগণ সেই দেব সদৃশ তেজসম্পন্ন বালককে পিতার অঙ্কে শয়ান দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে? তখন স্থররাজ পুরন্দর কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করুক। স্থররাজ এই কথা কহিবা মাত্র তাঁহার অঙ্গুলি সমুদায় হইতে অমৃতময় দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। স্থররাজ অনুগ্রহ করিয়া এই বালক মাংধাতা অর্থাৎ আমার অঙ্গুলি পান করুক, বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত স্থরগণ যুবনাশ্ব-তনয়ের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। তখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধের ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাশ্বতনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। মান্ধাতা এইরূপে স্থররাজের অঙ্গুলি পান করিয়া দিন দিন সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ হস্ত পরিমিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

হে সৃঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা, ধৃতিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়,

মহাবলশালী, যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা এক দিনে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করেন। মহারাজ জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, শূল, বৃহদ্রথ, অমিত ও নৃগ মান্ধাতার কার্ম্মুক বলে পরাজিত হন। সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তগমন স্থান পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় অদ্যাপি মান্ধাতার ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে। মহাত্মা মান্ধাতা শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পদ্মরাগ খনি সম্পন্ন সুবর্ণাকর যুক্ত দশযোজন দীর্ঘ, এক যোজন বিস্তৃত মৎস্য সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে দর্শনার্থী সমাগত জনগণ ব্রাহ্মণ ভোজনাবশিষ্ট বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অন্ন ভোজন করিয়া সমধিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। যজ্ঞস্থানে নানাবিধ ভক্ষ্য ও পান এবং অন্ন-পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সূপরূপ পঙ্ক, দধিরূপ ফেন ও গুড়-রূপ সলিলশালিনী মধুক্ষীরবাহিনী নদী সকল ঘৃত হ্রদে গমন করত অন্নপর্ব্বত সকল অবরোধ করিত। অসংখ্য বেদ, অসুর, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী এবং বহু সংখ্যক দেব বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ ঐ যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তিই মূর্খ ছিল না। মহাবীর মান্ধাতা অর্ণবমেখলা বসুপূর্ণা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বীয় যশ প্রভাবে দশ দিক্ আবরণ পূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করত পুণ্যার্জ্জিত লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ মহাত্মা মান্ধাতারেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি

অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না।

ত্রি ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নহুষ তনয় যযাতিরেও মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চতুর্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণ-দ্বেষী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সমুদায় বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা দেবাসুরের যুদ্ধ সময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া এই অবনী মণ্ডল চতুর্দ্ধা বিভাগ পূর্ব্বক চারি জন ঋত্বিক্‌কে প্রদান, নানাবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মানুসারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে অপ-ত্যোৎপাদন করেন। ঐ অমরোপম মহীপাল দ্বিতীয় দেব-রাজের ন্যায় আপনার ইচ্ছানুসারে সমুদায় দেবারণ্যে বিহার করিতেন।

পরিশেষে তিনি অশেষ ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও বিষয় বাসনার শান্তি হইল না দেখিয়া, স্বীয় পুত্র পুরুরে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বন গমন কালে এই কথা কহিয়াছিলেন যে, এই ভূম-ণ্ডল মধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদায়ই যদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার বিষয় বাসনা বিলুপ্ত হয় না; লোকে এই বিবেচনা করিয়া শান্তি-পথ অবলম্বন করিবে। মহারাজ যযাতি এই রূপে সমুদায়

বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যযাতিরেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নাভাগতনয় মহাত্মা অম্বরীষকেও শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা একাকী দশ লক্ষ ভূপতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। অস্ত্র যুদ্ধ বিশারদ, ঘোরদর্শন অরাতিগণ জিগীষা পরবশ হইয়া অশিব বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছিল; তিনি স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অনায়াসে তাহাদের ছত্র, ধ্বজ, অস্ত্র ও রথ ছেদন এবং অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। হতাবশিষ্ট শত্রুগণ জীবন রক্ষার্থ বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম এই বলিয়া অম্বরীষের শরণাগত হইল।

এইরূপে মহাবীর অম্বরীষ সেই সমুদায় ভূপতিগণকে বশীভূত ও সমুদায় বসুন্ধরা অধিকৃত করিয়া বিধানানুসারে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে সমাগত ব্যক্তিগণ অতি সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যথাবিধ পূজা গ্রহণানন্তর সুস্বাদু মোদক, পূরিক, পূপ, শষ্কুলী, করম্ভ, পৃথুমৃদ্বীক, সুপক্ক, সূপ, অন্ন, মৈরেয়ক, রাগখাণ্ডবপারক, বিবিধ সুরভি মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, তোয়, দধি,

এবং সুস্বাদু ফল মূল ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক লোক মদ্য পান পাপজনক জানিয়াও সুখ লাভ বাসনায় যথাকালে সুরা পান করিয়া গীত বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে মত্ত হইয়া অম্বরীষের স্তুতি সংযুক্ত গাথা গান করত নৃত্য করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ধরাতলে নিপতিত হইল।

ঐ সমুদায় যজ্ঞে মহারাজ অম্বরীষ দশ প্রযুত যাজককে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা স্বরূপ হিরণ্য কবচ যুক্ত, শ্বেত ছত্র পরিশোভিত, হিরণ্যস্যন্দন সমারূঢ় অনুযাত্র, পরিচ্ছদ সম্পন্ন কোষদণ্ড সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞ দর্শনে প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, মহাত্মা নাভাগনন্দন যেরূপ অমিতদক্ষিণ যজ্ঞ করিলেন, এমন যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহই করিতে পারে নাই, পরেও কেহ করিতে পারিবে না। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা অম্বরীষকেও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা শোক করিও না।

পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দুও কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন। ঐ সত্যপরাক্রম শ্রীমান্ মহাত্মা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ব্ভে ভূপতির এক এক সহস্র

তনয় উৎপন্ন হয়। রাজকুমারেরা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত, বেদপারগ, হিরণ্য কবচধারী ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বহুসংখ্য অশ্বমেধ ও নিযুত সংখ্যক অন্যান্য প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ শশবিন্দু স্বয়ং অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ সমুদায় তনয় ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ সকল প্রত্যেক রাজপুত্রের পশ্চাৎ অসংখ্য রথ, গজ ও সুবর্ণালঙ্কৃত রাজকন্যা গমন করিয়াছিল। প্রত্যেক কন্যার সহিত শত গজ, প্রত্যেক গজের সহিত শত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সহিত সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর সহিত পঞ্চাশৎ ছাগ গমন করে।

হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু এইরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্রাহ্মণগণকে অপর্য্যাপ্ত ধন সম্প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে অশ্বমেধে যতগুলি বৃক্ষের যূপ প্রস্তুত করিয়া থাকে, মহারাজ শশবিন্দুর যজ্ঞে ততগুলি বৃক্ষের যূপ এবং আর ততগুলি সুবর্ণময় যূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ অসংখ্য অন্নপর্ব্বত ও পানীয় হ্রদ প্রস্তুত হয়। অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে মহারাজ শশবিন্দুর ত্রয়োদশ রাজ্য অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাত্মা বহু দিন রাজ্য ভোগ ও প্রজা পালন করিয়া পরিশেষে অমর লোকে গমন করেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান মহাত্মা শশবিন্দুরেও কাল কবলে নিপতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরযার পুত্র গয়ও কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহীপাল শত বৎসর কেবল হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ হুতাশন গয়ের উৎকট নিয়ম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে আগমন করিলে তিনি কহিলেন, হে হুতভুক্! আমার অভিলাষ এই যে, আমি যেন তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুর প্রসাদ প্রভাবে বেদজ্ঞ হই; যেন স্বধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক অন্যের হিংসা না করিয়া অক্ষয় ধন লাভ ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন দান করিতে পারি; বিপ্রগণকে প্রত্যহ ধন প্রদান করিতে যেন আমার শ্রদ্ধা থাকে; কেবল সবর্ণা ভার্য্যার গর্ব্ভেই যেন আমার পুত্রোৎপত্তি হয়; আমার মন যেন ধর্ম্মে নিরত হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে যেন কোন বিঘ্ন না জন্মে। ভগবান্ অগ্নি গয়ের বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এই রূপে মহারাজ গয় অগ্নির বরে সমুদায় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক এক শত বৎসর কেবল দর্শপৌর্ণমাস, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরম শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ, ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিলেন এবং সমুদায় নক্ষত্রে নক্ষত্র দক্ষিণা প্রদান ও সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধের

অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মণিরূপ কর্কর সমবেত স্থবর্ণময়ী পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে নানারত্নবিভূষিত সর্ব্বভূতমনোহর বহুমূল্য স্থবর্ণ যূপ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় তৎসমুদায় প্রহৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলেন। সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, নগর, রাজ্য, স্বর্গ ও আকাশে যে যে প্রাণী বাস করে, তাহারা সকলেই গয়ের যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিয়াছিল যে মহারাজ গয় যেমন যজ্ঞ করিলেন, এরূপ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ঐ যজ্ঞে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, ষড়্বিংশ যোজন আয়ত, চতুর্ব্বিংশ যোজন উচ্চ এবং মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত স্থবর্ণময় বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণগণকে সেই বেদী, বিবিধ বসন, ভূষণ ও যথোচিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে পঞ্চবিংশতি অন্নপর্ব্বত, অসংখ্য রসনদী এবং রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল। মহারাজ গয়ের কীর্ত্তি স্বরূপ অক্ষয্যকরণ বট ও পবিত্র ব্রহ্মসর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ কীর্ত্তি দ্বয়ের প্রভাবেই মহাত্মা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও জ্ঞানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা গয়কেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক, অধ্যয়নাদি রহিত, স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিও না।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিতনয় মহাত্মা রন্তিদেবকেও

শমন সদনে গমন করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার ভবনে দুই লক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক্ক ও অপক্ক খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত। মহাত্মা রন্তিদেব ন্যায়োপার্জ্জিত অপর্য্যাপ্ত ধন ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে বশীভূত করেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞ সময়ে পশুগণ স্বর্গলাভেচ্ছায় স্বয়ং যজ্ঞস্থলে আগমন করিত। তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞে এত পশু বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের চর্ম্মরস মহানস হইতে বিনির্গত হইয়া এক মহানদী প্রস্তুত হইল। ঐ নদী চর্ম্মন্বতী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছে। মহাত্মা রন্তিদেব, তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি তোমায় নিষ্ক প্রদান করিতেছি বলিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে অনবরত নিষ্ক প্রদান করিতেন। তিনি এক দিনে এক কোটি নিষ্ক দান করিয়াও, অদ্য অতি অল্প দান করা হইল বলিয়া পুনরায় নিষ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন। ফলত তাঁহার ন্যায় দাতা আর কাহারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দন এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিতেন যে, যদি আমি ব্রাহ্মণের হস্তে ধন প্রদান না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে চিরস্থায়ী মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হইবে। তিনি শত বৎসর পঞ্চদশ দিন প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে গোশত সমবেত সুবর্ণ বৃষভ ও অষ্ট শত সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান করিতেন। ঐ মহাত্মা সমুদায় অগ্নিহোত্রোপকরণ, যজ্ঞোপকরণ, করক, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর, শয়ন, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, বিবিধ বৃক্ষ ও বিবিধ অন্ন ঋষিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রন্তিদেবের সমুদায় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল।

পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ রন্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধি সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই কথা কহিয়া গিয়াছেন যে, মহাত্মা রন্তিদেবের যে রূপ সম্পত্তি, এরূপ সম্পত্তি, অন্য কোন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কুবেরের ভবনেও দৃষ্ট হয় না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, রন্তিদেবের ভবন অমরাবতী। মহাত্মা সঙ্কতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে, মণিকুণ্ডলধারী সূদগণ এক বিংশতি সহস্র বলীবর্দ্দের মাংস পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অদ্য তোমরা অধিক পরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর, আজি অন্য দিনের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত মাংস নাই। পরিশেষে যে কিছু সুবর্ণ অবশিষ্ট ছিল, মহানুভব রন্তিদেব তৎসমুদায় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। ঐ মহাত্মার প্রত্যক্ষেই দেবগণ হব্য ও পিতৃগণ কব্য এবং ব্রাহ্মণগণ যথাকালে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য ভোগ করিতেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান সেই মহাত্মা রন্তিদেবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে; অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ততনয় ভরতকে কাল কবলে কবলিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা শৈশবাবস্থায় অরণ্যে অন্যের দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি হিম সবর্ণ, নখদংষ্ট্রায়ুধ মহাবল পরাক্রান্ত সিংহ সমুদায়কে স্বীয় বাহুবলে নির্বীর্য্য করিয়া আকর্ষণ ও বন্ধন করিতেন; ক্রূরস্বভাব উগ্রতর

ব্যাঘ্রগণকে দমন পূর্ব্বক বশীভূত করিতেন ; মনঃশিলা সংযুক্ত ধাতু রাশি বিলিপ্ত বিবিধ ব্যাল ও হস্তী সমুদায়ের দংষ্ট্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমুখ ও শুষ্কাস্য করিয়া বশীভূত করিতেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত মহিষগণকে আকর্ষণ, শত শত গর্ব্বিত সিংহগণকে বল পূর্ব্বক দমন ও সৃমর, গণ্ডার এবং অন্যান্য জন্তুদিগকে বন্ধন ও দমন পূর্ব্বক প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া বিমুক্ত করিতেন। তপোবনস্থ ব্রাহ্মণগণ দুষ্মন্ত-তনয়ের সেই ভয়ানক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারে সর্ব্বদমন বলিয়া আহ্বান করিতেন। ভরতের জননী শকুন্তলা তাঁহারে সতত পশুগণকে কষ্ট প্রদান করিতে দেখিয়া পশু হিংসা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

মহাত্মা ভরত যমুনাতীরে এক শত, সরস্বতীতীরে তিন শত ও গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় সুসম্পন্ন করিয়া ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এইরূপে শকুন্তলা-নন্দন ভরত নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনদানে পরিতৃপ্ত করিলেন। ঐ সময় তিনি মহর্ষি কণ্বকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ বিনির্ম্মিত সহস্র পদ্ম মুদ্রা প্রদান করেন। ভরতের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া শতব্যাম পরিমিত সুবর্ণময় যূপ সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। অদীনচিত্ত অরাতি নিপাতন, অপরাজিত, মহারাজ চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ভরত, মনোহর রত্ন সমুদায়ে বিভূষিত বহু সংখ্যক অশ্ব, হস্তী, রথ উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এবং অসংখ্য

দাস, দাসী, ধন, ধান্য সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও প্রচুর পরিমিত সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক তপ, সত্য, দয়া ও দানশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যবান সেই মহাত্মা ভরতকেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে, অতএব তুমি অযাজ্ঞিক অধ্যয়নাদি শূন্য স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বেণরাজতনয় পৃথুও কাল-গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহারে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভাবশালী বেণতনয় স্বীয় বাহু বল প্রভাবে পৃথিবীস্থ সমুদায় বীরগণকে পরাজয় করেন। তাঁহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রোথিত হইয়াছিল এই নিমিত্ত তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণিগণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক করিয়াছেন। প্রজা সকল পৃথুকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিল, আমরা সকলেই ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি; এই নিমিত্ত তিনি প্রজাগণের অনুরাগ ভাজন হইয়া রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে ভূমি সকল কৃষ্ট না হইয়াও অভীষ্ট ফল উৎপাদন করিত। ধেনু সকল কামদুঘা হইয়াছিল। কমল সকল মধু পরিপূর্ণ থাকিত। কুশা সমুদায় সুবর্ণময় ও সুখাবহ ছিল। প্রজাগণ সেই সমস্ত কুশের চীর পরিধান ও কুশাস্তরণে শয়ন করিত। তাহারা কেহই নিরা-হার থাকিত না; সকলেই অমৃত কল্প স্বাদু ও মৃদু ফল সকল

আহার করিত এবং সকলেই রোগ শূন্য, সফল কাম ও নির্ভয় চিত্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বৃক্ষ ও গিরিগুহায় বাস করিত। তৎকালে রাজ্য ও পুরের বিভাগ ছিল না। প্রজাগণ হৃষ্টমনে সুখ স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ কাল যাপন করিত। যখন পৃথুরাজা সমুদ্রে যাত্রা করিতেন, তৎকালে সলিল রাশি স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। পর্ব্বত সকল তাঁহার গমন কালে পথ প্রদান করিত। তোরণাদি দ্বারা তাঁহার রথধ্বজ ভগ্ন হইত না।

একদা সমুদায় শৈল, বনস্পতি, দেবতা, অসুর, নর, উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সপ্তর্ষি ও পিতৃগণ সুখাসীন পৃথু রাজার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমাদের সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, রাজা, রক্ষক, প্রভু ও পিতা; এক্ষণে আমরা যদ্দ্বারা নিরন্তর তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদিগকে এইরূপ অভিলষিত বর প্রদান কর।

তখন মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া আজগর শরাসন ও ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পৃথিবীকে কহিলেন, হে বসুন্ধরে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি ইহাঁদিগের নিমিত্ত অভিলষিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর, তাহা হইলে আমি ইহাঁদিগকে অভিলাষানুসারে অন্ন প্রদান করিব। পৃথিবী কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমারে দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পৃথুরাজ তথাস্তু বলিয়া দোহনের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। তখন ভূত সমুদায় তাঁহারে দোহন করিতে লাগিল।

বনস্পতিগণ দোহনের অভিলাষে সর্ব্বাগ্রে সমুত্থিত হইল। বৎসলা বসুন্ধরা বৎস, দোগ্ধা ও পাত্র লাভের অভিলাষে

উত্থিত হইলেন। তখন পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস, বট বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন অঙ্কুর দুগ্ধ ও উডুম্বর পবিত্র পাত্র হইল। পর্ব্বতগণের দোহন সময়ে উদয় পর্ব্বত বৎস, মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ ও পাত্র প্রস্তরময় হইয়াছিল। তৎপরে দেবগণ দোগ্ধা ও তেজস্কর প্রিয়বস্তু সকল দুগ্ধ হইল। তদনন্তর অসুরগণ আম পাত্রে মদ্য দোহন করিলেন ; ঐ সময় দ্বিমূর্দ্ধা দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ কৃষি ও শস্য দোহন করিলেন। ঐ সময়ে স্বায়ম্ভুব মুনি বৎস ও পৃথু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। নাগগণ অলাবু পাত্রে বিষ দোহন করিলেন ; তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা ও তক্ষক বৎস হইয়াছিলেন। সপ্তর্ষিগণ বেদ দোহন করিলেন। তৎকালে বৃহস্পতি দোগ্ধা, ছন্দ পাত্র ও সোমরাজ বৎস হইয়াছিলেন। যক্ষেরা আম পাত্রে অন্তর্ধান দোহন করিল ;তৎকালে কুবের দোগ্ধাও বৃষধ্বজ বৎস হইয়াছিলেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন ; তৎকালে চিত্ররথ বৎস ও বিশ্বরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পিতৃগণ রজত পাত্রে স্বধা দোহন করিলেন ; তৎকালে বৈবস্বত বৎস ও অন্তক দোগ্ধা হইয়াছিলেন। হে শ্বিত্যনন্দন ! বনস্পতি প্রভৃতি দোগ্ধারা যে সমস্ত পাত্র ও বৎস দ্বারা অভিলষিত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, ঐ সকল পাত্র ও বৎস অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ পৃথু বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় প্রাণিগণকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুর

স্বুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিপ্রসাৎ করেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত স্বুবর্ণময় হস্তী এবং মণিরত্নে সমলঙ্কৃত স্বুবর্ণময়. পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজাতিদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! রাজা পৃথু তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দানশীল, এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান; সেই পৃথু নৃপতিও কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন; অতএব তুমি সেই অযাজ্ঞিক ও অধ্যয়নাদি শূন্য পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করিও না।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! বীর বর্গ পরিপূজিত মহাবল পরাক্রান্ত, যশস্বী মহাতপা পরশুরামও অতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। তিনি এই পৃথিবীকে স্বুখময় ও উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র চিরকালই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার পিতাকে পরাভব ও বৎসহরণ করিলে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিতান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করেন। তিনি স্বীয় শরাসন প্রভাবে একাদিক্রমে চতুঃষষ্টি অযুত, কালগ্রস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া পুনরায় অন্য চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে আক্রমণ ও সংহার করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর মুষল দ্বারা সহস্র, অসি দ্বারা সহস্র ও উদ্বন্ধনে সহস্র হৈহয়কে সমরে বিনাশ করেন। ঐ সংগ্রামে পিতৃবধ জনিত ক্রোধে প্রদীপ্ত জামদগ্ন্য কর্ত্তৃক অসংখ্য রথ ভগ্ন এবং অশ্ব গজ ও বীরগণ বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। তৎকালে জামদগ্ন্য পরশু দ্বারা দশ

সহস্র বীরকে সমরে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবামাত্র তিনি একান্ত ক্রোধ সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশ-সম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার হস্তে শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হয়।

অনন্তর জামদগ্ন্য ইন্দ্রগোপ-সবর্ণ, বন্ধুজীব সন্নিভ রুধির প্রবাহে সরোবর সকল পরিপূর্ণ ও অষ্টাদশ দ্বীপ আপনার বশীভূত করিয়া প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি কশ্যপ জামদগ্ন্যের নিকট অষ্টনল পরিমাণে সমুন্নত, বিধানানুসারে সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ, পতাকা শত পরিশোভিত, সুবর্ণময় বেদী এবং গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুগণে পরিপূরিত এই অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবীর পরশুরাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই পৃথিবী দস্যুশূন্য ও শিষ্ট জন সঙ্কুল করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে প্রদান করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপকে সুবর্ণালঙ্কার বিভূষিত শত সহস্র মাতঙ্গও প্রদত্ত হইয়াছিল।

হে শ্বিত্যনন্দন! মহাবীর পরশুরাম এক বিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়া শত শত যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সমুদায় ভূমণ্ডল বিপ্রসাৎ করেন। মহাতপা কশ্যপ রামের নিকট এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে রাম! তুমি আমার আদেশানুসারে এই পৃথিবী

হইতে নির্গত হও। তখন মহাবীর রাম ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রত্নাকরকে উৎসারিত করত মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। হে সৃঞ্জয়! তোমা অপেক্ষা সমধিক সত্য, তপ, দয়া ও দান সম্পন্ন, তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ভৃগুকুল-কীর্ত্তি বর্দ্ধন মহা যশস্বী রামও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন; অতএব তুমি সেই অধ্যয়নাদিশূন্য অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। হে মহারাজ! এই সমস্ত অসংখ্য গুণসম্পন্ন ভূপালগণ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন এবং আরও কত শত রাজা কাল কবলে নিপতিত হইবেন।

এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! রাজা সৃঞ্জয় পুণ্য জনক আয়ুস্কর এই ষোড়শ রাজিক উপাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যে সমস্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তুমি ত তৎসমুদায় শ্রবণ ও তৎসমুদায়ের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছ? অথবা ঐ সকল উপাখ্যান শূদ্রাপতির শ্রাদ্ধের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন সৃঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে তপোধন! পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক রাজর্ষিগণের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্ময় বশত আমার সমুদায় শোক দিনকর করাপসারিত অন্ধকারের ন্যায় অপনীত হইয়াছে; আমি বিগতপাপ ও ব্যথাশূন্য হইয়াছি; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে হইবে। নারদ কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভাগ্য বলে বিগত-

শোক হইয়াছ; এক্ষণে স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর অবশ্যই তাহা প্রাপ্ত হইবে; আমরা মিথ্যাবাদী নহি। সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি কৃতার্থ ও পরমাহ্লাদিত হইয়াছি; আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কোন বিষয়ই অসুলভ হয় না। তখন নারদ কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ তোমার পুত্রকে বৃথা নিহত করিয়াছে; আমি তাহারে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তোমায় প্রদান করিতেছি।

অনন্তর প্রসন্ন চিত্ত দেবর্ষি নারদপ্রভাবে রাজা সৃঞ্জয়ের সেই কুবেরতনয় সদৃশ অদ্ভুত পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। সৃঞ্জয় পুত্র লাভে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সেই সুবর্ণষ্ঠীবী অকৃতকার্য্য নিতান্ত ভীত, অযাজ্ঞিক ও অপত্য বিহীন ছিলেন এবং যুদ্ধেও বিনষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই পুনরায় তিনি জীবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু সৈন্যগণের অভিমুখীন হইয়া সহস্র সহস্র শত্রুগণকে সন্তপ্ত করত কৃতার্থতা লাভ করিয়া রণে নিহত হইয়াছেন। লোকে ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র জ্ঞান ও প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকে, মহাবীর অভিমন্যুরও সেই সমুদায় লোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বিদ্বান্ লোকেরা পুণ্য কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বর্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বর্গবাসীরা কদাচ এই পৃথিবীতে অধিবাস করিবার প্রার্থনা করেন না অতএব সেই স্বর্গস্থ অর্জ্জুনাত্মজ

অভিমন্যুকেঁ অত্যল্প অপ্রাপ্য পার্থিব সুখ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে আনয়ন করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যোগীরা সমাধি বলে পবিত্র দর্শন হইয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও কঠোর তপস্বীদিগের যে গতি হইয়া থাকে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই অক্ষয় গতি লাভ করিয়াছেন। মহাবীর অভিমন্যু দেহান্তে দেহান্তর লাভ করিয়া অমৃতময় স্বীয় রশ্মি প্রভাবে বিরাজিত হইতেছেন। ঐ মহাবীর এক্ষণে স্বীয় চান্দ্রমসী তনু লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি এই সমস্ত অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হও। বরং জীবিত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করা আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বর্গ প্রাপ্ত মহাত্মাদের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি বিধেয় নহে। শোক করিলে তাহার পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঙ্গল লাভার্থ যত্নবান হইবে। হর্ষ, অভিমান ও সুখ প্রাপ্তির অভিলাস করা বিধেয়; বুধগণ এই রূপ অবধারণ করিয়া কদাচ শোকাকুল হন না। ফলত শোক শোকান্তরের উৎপাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত সম্যক্ অবগত হইয়া উত্থিত ও যত্নবান হও; আর বৃথা শোকাকুল হইও না। তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপ ও সর্ব্বভূত সমতা এবং সম্পত্তির অস্থৈর্য্য ও সৃঞ্জয়ের মৃত পুত্রের পুনরায় জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আর শোক করিও না; আমি চলিলাম, এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন।

নির্ম্মল নভোমণ্ডল সদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্ ব্যাস এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র প্রতিম তেজস্বী, ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত পূর্ব্বতন নৃপতিদিগের যজ্ঞ সম্পত্তির বিষয় শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে উহার সবিশেষ প্রশংসা করত শোক পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনকে কি বলিব এই মনে করিয়া পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অভিমন্যুবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রাণিগণের ক্ষয়কর সেই ভয়ানক দিবা অবসান হইলে দিনকর অস্ত গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল এবং সৈন্যগণ স্কন্ধাবারে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কপিকেতন ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্র জালে সংশপ্তকগণকে সংহার পূর্ব্বক সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে সাশ্রুকণ্ঠে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশব! কেন অদ্য আমার হৃদয় ভীত, বাক্য স্খলিত, অঙ্গ স্পন্দিত ও গাত্র অবসন্ন হইতেছে? ক্লেশ জনক অমঙ্গল চিন্তা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না, আমি চারি দিকে উৎপাত ও বহুবিধ অনিষ্টসূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিত্রাসিত হইয়াছি। হে মধুসূদন! এই সমুদায় অমঙ্গল সূচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কুশল বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে।

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! অমাত্য সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর; তোমাদের অতি অল্পমাত্র অনিষ্ট হইবে।

অনন্তর মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শিবির আনন্দ শূন্য, দীপ্তি শূন্য ও নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তখন অরাতি-নিপাতন ধনঞ্জয় আকুল হৃদয় হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আজি মঙ্গল তূর্য্য নিস্বন এবং দুন্দুভিনাদ সহকৃত শঙ্খ ও পটহের শব্দ হইতেছে না; করতালসমবেত বীণা-বাদন রহিত হইয়াছে এবং বন্দিগণ আমার নিকটে স্তুতি-যুক্ত, মনোহর, মঙ্গল গীত সকল গান ও পাঠ করিতেছে না। যোদ্ধাগণ আমারে দেখিয়াই অধোমুখে পলায়ন করিতেছে; উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে না। হে মাধব! আজি আমার ভ্রাতৃগণ কি কুশলে আছেন? আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে। হে মানদ! পাঞ্চালরাজ, বিরাট ও আমার যোদ্ধাগণ সকলে কি কুশলে আছে? আমি সংগ্রাম হইতে আগমন করিতেছি, কিন্তু অভিমন্যু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে কেন আমার প্রত্যুদ্গমন করিল না?

কৃষ্ণ ও বাসুদেব এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পাণ্ডবগণ নিতান্ত অসুস্থ ও বিচেতন-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। দুর্ম্মনায়মান ধনঞ্জয় শিবির মধ্যে সমুদায় ভ্রাতা ও পুত্রগণকে অবলোকন করিলেন কিন্তু অভিমন্যুরে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন; হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই

মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে; এবং তোমরা কেহই আমারে অভিনন্দন করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়? আমি শুনিয়াছি, দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়স্ক অভিমন্যু বিনা তোমাদের মধ্যে এমন আর কেহই নাই যে, তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমি তাহারে ব্যূহ হইতে বিনির্গম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা কি সেই বালককে ব্যূহে প্রবেশিত করিয়াছিলে? পরবীরহা, মহাধনুর্দ্ধর, সুভদ্রানন্দন কি শত্রুগণের বহুসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে? বল; লোহিতাক্ষ, মহাবাহু, পর্ব্বতজাত সিংহ সদৃশ, উপেন্দ্রোপম, মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল। কোন্ ব্যক্তি কালমোহিত হইয়া দ্রৌপদী, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতিভাজন, সুভদ্রার প্রিয় পুত্রকে বিনাশ করিল? বিক্রম, শ্রুতি ও মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিবীর মহাত্মা কেশবের সমকক্ষ মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে সংগ্রামে বিনষ্ট হইল? সুভদ্রার দয়াভাজন, আমার নিরন্তর লালিত শৌর্য্যশালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই যম লোক অবলোকন করিব। মৃদুকুঞ্চিত কেশান্ত, মৃগ শাবকাক্ষ, মত্তবারণবিক্রান্ত, শালপোত সদৃশ সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু সতত সস্মিত, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরু বাক্যের অনুগত, অমৎসর, মহোৎসাহ, ভক্তানুকম্পী, দান্ত, অনীচানুসারী, কৃতজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধাভিনন্দী, অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয় ও হিতাচরণে নিযুক্ত, পিতৃগণের জয়াভিলাষী, অভূতপূর্ব্ব যোদ্ধা ও সংগ্রামে নির্ভয় ছিল এবং বালক হইয়াও যুবজনের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যদি সেই প্রিয়

পুত্রের সন্দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার নিরন্তর প্রীতিভাজন, রথীগণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক তরুণ বয়স্ক, মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয় তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, সুন্দর চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ সমন্বিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, সেই তন্ত্রী শব্দের ন্যায়, পুংস্কোকিল রবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং সেই দেবগণ দুর্লভ, অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অভিবাদন দক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুরে না দেখিলে আমার হৃদয় কোন মতেই সুস্থির হইবে না।

সুকুমার, মহার্হ শয়নোচিত, মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য সহায় সম্পন্ন হইয়াও আজি অনাথের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছে, সন্দেহ নাই। যে বীর শয়ন করিয়া অমরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইত, আজি অশিব শিবাগণ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বাণবিদ্ধ কলেবর মহাবীরকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মধুরস্বরে স্তুতি পাঠ করিয়া যে মহাবীরকে প্রবোধিত করিত, আজি শ্বাপদগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছে। যে মুখচন্দ্র পূর্ব্বে ছত্রচ্ছায়ায় সমাবৃত থাকিত, আজি ধূলিপটল নিশ্চয়ই তাহা সমাচ্ছন্ন করিবে। হা পুত্র! আমি তোমায় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও অবিতৃপ্ত থাকিতাম; এক্ষণে কাল এই ভাগ্য হীনের নিকট হইতে তোমারে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিল। আজি

পুণ্যবান্‌গণের আশ্রয়, স্বীয় প্রভায় প্রদীপ্ত, মনোহর যমপুরী তোমা দ্বারা অধিকতর শোভমান হইতেছে এবং যম, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের তোমারে প্রিয় অতিথি লাভ করিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন বিলাপ করে, ধনঞ্জয় সেইরূপ বিলাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! অভিমন্যু কি শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক মহাবীরগণের সহিত সংগ্রাম করত স্বর্গের অভিমুখীন হইয়াছে? অসহায় অভিমন্যু যত্নাতিশয় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাহায্য লাভার্থী হইয়া আমারে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, আমার বালক পুত্র অভিমন্যু কর্ণ, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি নৃশংসগণ কর্ত্তৃক নানা চিহ্নে চিহ্নিত, সুধৌতাগ্র, তীক্ষ্ণ সায়কনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, হা তাত! এক্ষণে আমারে পরিত্রাণ কর, এই বলিয়া বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপাতিত হইয়াছে। অথবা মহাবীর অভিমন্যু আমার ঔরস, সুভদ্রার গর্ভ্ভ সম্ভূত ও বাসুদেবের ভাগিনেয়; সে এরূপ আর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নয়।

আমার হৃদয় বজ্রসারময় ও নিতান্ত কঠিন, সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই সেই দীর্ঘবাহু আরক্তলোচন পুত্রের অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। নৃশংসগণ মহা ধনুর্দ্ধর হইয়া কি প্রকারে বাসুদেবের ভাগিনেয়, আমার পুত্র সেই বালকের উপর মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিল! অদীনাত্মা অভিমন্যু প্রতিদিন প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক আমারে অভিনন্দন

করিত । আজি আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছি, কিন্তু সে কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না ? নিশ্চয়ই সে রুধিরাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গনে শয়ান হইয়া নিপতিত আদিত্যের ন্যায় স্বীয় দেহ প্রভায় ধরাতল শোভমান করিতেছে । সুভদ্রার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি সন্তাপ জন্মিতেছে ; সে সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ পূর্ব্বক শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে । হায় ! অদ্য সুভদ্রা ও দ্রৌপদী অভিমন্যুরে না দেখিয়া আমারে কি বলিবে এবং তাহারা দুঃখার্ত্ত হইলে আমিই বা কি বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিব । যদি বধূরে শোককর্ষিত চিত্তে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসারময় সন্দেহ নাই ।

আমি গর্ব্বিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়াছি । বাসুদেবও বৈশ্যানন্দন যুযুৎসুরে বীরগণের প্রতি এইরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছেন যে, হে অধার্ম্মিক মহারথগণ ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বৃথা আনন্দিত হইতেছ ! অচিরাৎ পাণ্ডবগণের বল দেখিতে পাইবে । তোমরা যখন সংগ্রামে কেশব ও অর্জ্জুনের বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছ, তখন তোমাদের শোক সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন বৃথা প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছ ? তোমরা অবিলম্বে এই পাপ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে । অধর্ম্মের ফল অতি সত্বরেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । মহামতি যুযুৎসু কোপাবিষ্ট ও দুঃখান্বিত হইয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে

অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন। হে কৃষ্ণ! তুমি যুযুৎসুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমারে কি নিমিত্ত জ্ঞাত কর নাই? আমি ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৃশংস মহারথগণের সকলকেই শরানলে দগ্ধ করিতাম।

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এরূপ হইও না; অপলায়ী শূরগণের, বিশেষত যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সকলেরই এই পথ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞেরা অপরাঙ্মুখ, যুদ্ধ্যমান শূরগণের এইরূপ গতিই বিধান করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমন্যু পুণ্য কর্ম্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সমুদায় বীরগণই সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, মহাবীর অভিমন্যু মহাবল পরাক্রান্ত রাজ পুত্রগণকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বীরজন-কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি শোক করিও না। পূর্ব্বতন ধর্ম্ম সংস্থাপকগণ যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। তুমি শোক সমাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়া তোমার এই ভ্রাতৃগণ, সুহৃৎগণ ও ভূপতিগণ সকলেই দীন-মনা হইয়াছেন, তুমি শান্ত বাক্যে ইহাঁদিগকে আশ্বাসিত কর। বেদিতব্য বিষয় তোমার বিদিত হইয়াছে, অতএব তোমার শোক করা নিতান্ত অনুচিত হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বা-সিত হইয়া শোককর্ষিত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ!

সেই দীর্ঘবাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল, শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে স্বীয় পুত্রের বৈরীগণকে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পরিবারগণের সহিত সংহার করিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শস্ত্রপাণি; তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও কি অভিমন্যুরে যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারে? হায়! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাহারে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অন্যায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল। কি আশ্চর্য্য! এখন জানিলাম, তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই, এই জন্য অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ; কেন না, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ম্ম, শস্ত্র ও আয়ুধ সকল কি ভূষণের নিমিত্ত এবং বাক্য কি সভা মধ্যে বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত?

পুত্রশোকসন্তপ্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে ধনু ও খড়্গ হস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ব্যতীত আর কোন সুহৃদই তাঁহার সহিত আলাপ বা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ দুই জন সকল অবস্থাতেই অর্জ্জুনের অনুকূল ছিলেন এবং অর্জ্জুন

তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করিতেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা তৎকালে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যুধিষ্ঠির, পুত্রশোকাধিকাতর রাজীবলোচন ক্রোধসন্তপ্তচিত্ত অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন।

ত্রি শপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহাবাহু! তুমি সংশপ্তক সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য সৈন্যগণকে সংব্যূহিত করিয়া আমারে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন আমরা রথ সৈন্য প্রতিব্যূহিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমুদ্যত হইলাম। বহু সংখ্যক বীরপুরুষ আমারে রক্ষা করত দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে নিশিত শরনিকরে নিতান্ত উৎপীড়ন করত আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দ্রোণ কর্ত্তৃক এরূপ নিপীড়িত হইলাম যে, তাঁহার সৈন্য ভেদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলাম না। তখন অপ্রতিমবীর্য্য-সম্পন্ন সুভদ্রাকুমারকে কহিলাম, বৎস! দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য ভেদ কর। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু আমাদের নিয়োগানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বের ন্যায় সেই অসহ্য ভার বহনের উপক্রম করিল। গরুড় যেমন সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই বালক দ্রোণসৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা তাঁহার অনুগমন করিলাম এবং সে যেরূপ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই রূপে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ক্ষুদ্র জয়দ্রথ রুদ্রের বরদান প্রভাবে আমাদিগের সকলকেই নিবারণ করিল। তখন মহাবীর

দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয় জন রথী সেই অসহায় বালককে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও তাঁহাদের শরে বিরথ হইল। তখন দুঃশাসনের পুত্র অবিলম্বে তাহার সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। পরম ধার্ম্মিক মহাবীর অভিমন্যু প্রথমত সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ, এবং তৎপরে পুনরায় আট সহস্র রথ, নয় শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র এবং অলক্ষিত বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! আমাদিগের এই শোক জনক ব্যাপার এইরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

তখন পুত্রবৎসল ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হা পুত্র! বলিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সকলে বিষণ্ণ বদন হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন পূর্ব্বক অনিমিষ নয়নে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ধনঞ্জয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; এবং জ্বরগ্রস্তের ন্যায় কম্পিত হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কালি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ না করে, যদি আমাদিগের পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বা আপনার শরণাপন্ন না হয়, নিশ্চয়ই

কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যুবধের হেতু হইয়াছে। অতএব কালি তাহারে সংহার করিব। দ্রোণই হউন, আর কৃপই হউন, যে কেহ তাহার রক্ষার্থে আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমার শরনিকরে আচ্ছাদিত হইতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ-গণ! আমি যাহা কহিলাম, যদি সংগ্রামে সেই প্রকার কার্য্য না করি, তাহা হইলে যেন আমার পুণ্যলব্ধ লোক সকল লাভ না হয়। যদি জয়দ্রথ বধ না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াপরবশ, তাঁহাদিগের পরিবাদদাতা, গচ্ছিত ধনের অপহারক, বিশ্বাস-ঘাতী, ভুক্ত পূর্ব্ব স্ত্রীর নিন্দক, অযশস্বী, ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, বৃথা-পায়স-ভোজী, বৃথা-যবান্ন-ভোজী, বৃথা-শাক-ভোজী, বৃথা-তিলান্ন-ভোজী, বৃথা-সংযাব-ভোজী, বৃথা-পিষ্টক-ভোজী, বৃথা-মাংস-ভোজী এবং বেদাধ্যায়ী, প্রশংসিত ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরুর অবমন্তা যে লোকে গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে এবং যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্ম, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহার নিকট অতিথি বিমুখ হয়, যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করে এবং যে নীচাশয় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী ও আশ্রিতগণকে প্রদান না করিয়া তাহাদের সমক্ষে স্বয়ং

মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে, আমি যেন তাহাদিগের ভয়ানক গতি প্রাপ্ত হই। যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে নৃশংসাত্মা আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তী ব্যক্তিরে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে পাপাত্মা উপকারকের নিন্দা করে, যে পূজনীয় প্রাতিবেশ্যকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান না করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিরে দান করে, যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, যে মর্য্যাদা ভেদ করে, যে বৃষলী গমন করে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং ভ্রাতৃ নিন্দক, আমি অবিলম্বে যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই। যদি কল্য জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে এ স্থলে যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং যে সকল অধার্ম্মিকের নাম কীর্ত্তিত হইল না আমি যেন তাহাদিগের গতি প্রাপ্ত হই।

আমি পুনরায় অন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ করুন। যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তগত হন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। অসুর, সুর, মনুষ্য, পক্ষী, সর্প, পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্যান্য প্রাণিগণ কেহই আমার শত্রুরে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অভিমন্যুর শত্রু যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈত্যপুর বা রসাতলে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি শর শত দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিব।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব শরাসন নিক্ষেপ করিলেন। শরাসনের শব্দ ধনঞ্জয়ের শব্দ অতিক্রম করিয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি করিতে

আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ কেশবের মুখ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলে তাহার ছিদ্র হইতে নির্ঘোষ নিঃসৃত হইয়া জগতীতল পাতাল আকাশ ও দিক্‌পালগণকে বিকম্পিত করিল। তখন পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

চরগণ জয়লোলুপ পাণ্ডবগণের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রদান করিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ উত্থান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত, বিমুগ্ধ চিত্ত ও শোকসাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া অনেক বিবেচনা করত ভূপালগণের সভায় গমন করিলেন এবং অর্জ্জু-নের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহি-লেন, হে ভূপালগণ! পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামপরবশ ইন্দ্রের ঔরসে সমুৎপন্ন দুর্ব্বুদ্ধি ধনঞ্জয় আমারে শমন ভবনে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিতেছে; অতএব আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করি, অথবা আপনারা সকল বীর অস্ত্রবলে আমারে রক্ষা করুন। পার্থ আমারে নিধন করিতে বাসনা করিয়াছে, আপনারা আমারে অভয় প্রদান করুন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক ও দুঃশা-সন প্রভৃতি বীরগণ যম নিপীড়িত ব্যক্তিরেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, অতএব অর্জ্জুন একাকী আমারে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে যথার্থ বটে; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনারা সমস্ত ভূপাল একত্র হইয়াও আমারে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি

শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছি ; মুমূর্ষুর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে। নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধন্বা আমারে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; সেই নিমিত্ত পাণ্ডবগণ শোক কালেও হৃষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে। ভূপালগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ভুজঙ্গ ও রাক্ষসগণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব হে ভূপতিগণ ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমি পলায়ন পূর্ব্বক লুক্কায়িত হইয়া থাকি ; তাহা হইলে পাণ্ডবগণ আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবে না।

জয়দ্রথ ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মকার্য্য-সাধন-তৎপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারে কহিলেন, সিন্ধুরাজ ! ভীত হইও না ; তুমি ক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিলে কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে ? আমি, কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, দুর্দ্ধর্ষ বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ, সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপাল, আমরা সকলে সসৈন্যে তোমার চতুর্দ্দিকে গমন করিব ; তুমি দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। তুমি স্বয়ংও রথীশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্য্যশালী ; তবে পাণ্ডবগণকে ভয় করিতেছ কেন ? আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে। অতএব তুমি ভীত হইও না ; তোমার ভয় দূরীভূত হউক।

হে রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! দূরস্থ লক্ষ্যে শর নিপাতন, লঘুত্ব ও দৃঢ়বেধনে অর্জ্জুনের সহিত আমার প্রভেদ কি বলুন। আমি আপনার নিকট অর্জ্জুন ও আমার যুদ্ধ বিদ্যার তারতম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের ও আমার যথার্থ বিদ্যা ব্যাখ্যা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! তোমার ও অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান; কিন্তু অর্জ্জুন যোগ ও দুঃখাবস্থান নিবন্ধন তোমা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমারে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমারে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। মদ্ভুজরক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অমরগণও প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন ব্যূহ ব্যূহিত করিব যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃ পৈতামহ পথে অনুগমন কর। তুমি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, হোম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, অতএব মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যদি তুমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহত হও, তাহা হইলে মূঢ় মনুষ্যগণের দুর্ল্লভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া স্বীয় ভুজবীর্য্যার্জ্জিত যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট দিব্য লোক সকল লাভ করিবে। কৌরব, পাণ্ডব ও বৃষ্ণি এবং আমি অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মনুষ্যগণ

সকলেই অচিরস্থায়ী । আমরা সকলেই বলবান্, কাল কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিহত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম লইয়া পরলোকে গমন করিব। হে সিন্ধুরাজ! তপস্বিগণ তপস্যা করিয়া যে সকল লোক প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রিয় বীরগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সেই সমস্ত লোক লাভ করেন।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া অর্জ্জুনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন সমুদায় কৌরবসৈন্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া ভ্রাতৃগণের সম্মতি ক্রমে জয়দ্রথকে বধ করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহা অত্যন্ত সাহসের কর্ম্ম হইয়াছে। এই যে বিষম ভার উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে কি প্রকারে আমরা সকল লোকের উপহাস হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি দুর্য্যোধনের শিবিরে চরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এই তাহারা ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই বার্ত্তা নিবেদন করিতেছে যে, তুমি জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে অস্মৎপক্ষীয় বাদিত্রনাদ সহকৃত সুমহান্ সিংহনাদ কৌরবগণের শ্রবণগোচর হইয়াছিল। সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সেই শব্দে নিতান্ত ভীত হইলেন এবং এই সিংহনাদ অকারণ নয়; মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বধ শ্রবণে কাতর হইয়া রোষবশত রাত্রিতেই যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইবেন সন্দেহ নাই।

এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৌরবগণের হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ সমূহের ভীষণধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। হে রাজীবলোচন! সত্যব্রত কৌরবগণ এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এমন সময় তোমার জয়দ্রথ বধের সত্যপ্রতিজ্ঞা তাহাদের শ্রবণ গোচর হইল। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ তোমার দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত ও দুর্ম্মনায়মান হইতে লাগিল।

তখন সিন্ধু সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণের সহিত আপনার শিবিরে আগমন পূর্ব্বক সমুদায় কল্যাণকর কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া রাজ সমাজে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ধনঞ্জয় আমারে তাহার পুত্র হন্তা বলিয়া কালি আক্রমণ করিবে, সে সেনাগণের মধ্যে আমার প্রাণ সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সর্প বা রাক্ষসগণ সব্যসাচীর সেই প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে সমর্থ নন। অতএব আপনারা সংগ্রামে আমারে রক্ষা করুন; ধনঞ্জয় যেন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করিয়া লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে। যদি আপনারা সংগ্রামে আমারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অনুজ্ঞা করুন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্য শ্রবণে তাহারে নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাক্‌শিরা ও বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা জয়দ্রথ দুর্য্যোধনকে কাতর দেখিয়া মৃদুস্বরে আপনার হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! মহাযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র সকল প্রতিহত

করিতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন ধনুর্দ্ধর বীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে গাণ্ডীব ধনু কম্পন করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দর হইলেও তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না, শুনিয়াছি, ধনঞ্জয় পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে পাদচারে মহাবীর প্রভু মহেশ্বরের সহিত সংগ্রাম এবং দেবরাজের নিদেশানুসারে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করিয়াছে। আমার বোধ হয়, ধনঞ্জয় ধীমান্ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলে অমরগণের সহিত ভুবনত্রয়কে বিনষ্ট করিতে পারে। এই জন্য আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, হয় আপনারা আমারে পলায়নে অনুজ্ঞা করুন, না হয়, বীর্য্যশালী মহাত্মা দ্রোণ পুত্রের সহিত আমারে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন।

হে অর্জ্জুন! রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথের বাক্যানুসারে তাহার রক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। সদুপায় সকল বিহিত এবং অশ্ব ও রথ সকল সজ্জিত হইয়াছে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ, শল্য, এই ছয় জন সমরে অগ্রসর হইবেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিবেন, উহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চার্দ্ধ পদ্মের ন্যায় হইবে। পদ্মের মধ্য স্থলে সূচী নামে গূঢ় ব্যূহ নির্ম্মিত হইবে এবং জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণে রক্ষিত হইয়া সেই সূচী ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। হে পার্থ! উল্লিখিত ছয় রথী ধনু, অস্ত্র, বল, বীর্য্য ও ঔরস প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়। এই ছয় জনকে পরাজয় না করিলে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। হে ধনঞ্জয়! ঐ ছয় জনের

প্রত্যেকের বীরত্বের বিষয় চিন্তা কর ; তাঁহারা মিলিত হইলে শীঘ্র তাঁহাদিগকে পরাজয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। অতএব আত্মহিত ও কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রণাভিজ্ঞ সচিব ও সুহৃদ্গণের সহিত পুনরায় নীতি মন্ত্রণা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি দুর্য্যোধনের যে ছয় জন রথীরে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয়, তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্দ্ধ ভাগেরও সমান নহে। তুমি দেখিবে আমি জয়দ্রথবধার্থে সংগ্রামে গমন করিয়া অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত বীরগণের অস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন ও সিন্ধুরাজের মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিব ; দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে স্বগণ সমভিব্যাহারে বিলাপ করিবেন। যদি সুররাজ ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, গরুড়, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং সমুদায় সাধ্য, রুদ্র, বসু, দেবতা, বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সাগর, পর্ব্বত, দিক্, দিক্পতি, গ্রাম্য ও আরণ্য, প্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমগণ সিন্ধুরাজের পরিত্রাতা হন, তথাপি কালি তুমি তাহারে আমার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিবে। আমি সত্য দ্বারা শপথ ও আয়ুধস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি জয়দ্রথের রক্ষক, অতএব অগ্রে তাঁহারেই আক্রমণ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের উপরেই এই সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে ; অতএব আমি দ্রোণেরই সেনাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট গমন করিব। কালি তুমি দেখিবে যে, মহাধনুর্দ্ধরগণ বজ্র বিদারিত পর্ব্বত শৃঙ্গ সমূহের ন্যায় আমার

সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিচয়ে বিদীর্য্যমান হইতেছে এবং মনুষ্য মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সমুদায় নিশিত শর সম্পাতে বিদীর্ণ কলেবর ও নিপতিত হইয়া শোণিত ধারা মোক্ষণ করিতেছে। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত মনোমারুতগামী শরনিকর সহস্র সহস্র নর, বারণ ও অশ্বের প্রাণ সংহার করিবে। আমি যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্র হইতে যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, নরপতিগণ এই যুদ্ধে তৎসমুদায় নয়নগোচর করিবেন। কালি তুমি দেখিবে যে, যাঁহারা সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র সমুদায় আমার ব্রাহ্ম অস্ত্রে বিনাশিত এবং শরবেগচ্ছেদিত নরপতিগণের মস্তক সমূহে ধরামণ্ডল আচ্ছাদিত হইতেছে। আমি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত, শত্রুগণকে দ্রাবিত, সুহৃদ্গণকে আনন্দিত ও সিন্ধুরাজকে নিহত করিব। অশেষাপরাধী অনাত্মীয়, পাপদেশ সমুৎপন্ন সিন্ধুরাজ আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া আত্মীয়গণকে শোকাকুল করিবে। কালি পাপাচার পরায়ণ জয়দ্রথকে সমুদায় রাজার সহিত শরনিকরে বিদীর্ণ দেখিতে পাইবে। কালি প্রভাতে আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই বলিয়া নিশ্চয় করিবে। গাণ্ডীব দিব্য ধনু, আমি যোদ্ধা ও তুমি সারথি; তবে আমার অজেয় আর কি আছে? হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত নাই; তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য জানিয়াও কেন আমারে তিরস্কার করিতেছ? চন্দ্রের শোভা ও সমুদ্রের জল যেমন স্থির, আমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ অচল জানিবে। হে মধুসূদন! আমার এবং আমার অস্ত্র, দৃঢ় ধনু ও বাহু বলের অবমাননা করিও না। আমি এরূপে

সংগ্রামে গমন করিব যে, আমার অবশ্যই জয় লাভ হইবে; আমি কখন পরাজিত হইব না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তুমি মনে স্থির কর যে, জয়দ্রথ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতি নিয়তই বিরাজমান থাকে।

ইন্দ্রনন্দন ধনঞ্জয় মহাত্মা হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আদেশ করিলেন যে, হে কেশব! যাহাতে রজনী প্রভাত হইবামাত্র আমার রথ সুসজ্জিত হয়, সাতিশয় উদ্যম সহকারে তাহার চেষ্টা কর।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শোকদুঃখাকুল বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না তাঁহারা কেবল ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নর ও নারায়ণকে জাতক্রোধ জানিয়া, না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিদারুণ, রুক্ষ, অমঙ্গল সূচক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দিবাকরে কবন্ধ ও অর্গল দৃষ্ট হইল; বিনা মেঘে বজ্রাঘাত নির্ঘাত ও বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল; পৃথিবী শৈল ও কাননের সহিত বিকম্পিত এবং সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল, নদী সকল প্রতিকূলস্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণের প্রমোদ ও যম রাজ্য সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত রথী, অশ্ব, মনুষ্য ও মাতঙ্গগণের ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল এবং বাহন সকল মলমূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার

সৈন্যগণ এই সমস্ত লোমহর্ষণ নিদারুণ উৎপাত দর্শন ও মহাবল সব্যসাচীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে কহিলেন, কেশব! তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রারে এবং আমার পুত্রবধূ ও তাঁহার বয়স্যাগণকে সান্ত্ববাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের শোকাপনোদন কর।

তখন নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান বাসুদেব অর্জ্জুনের গৃহে গমন পূর্ব্বক পুত্রশোকাকুলা ভগিনীরে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, সুভদ্রে! কুমারের নিমিত্ত স্নুষার সহিত আর শোক করিও না; কাল সকল প্রাণীরেই ধ্বংস করিয়া থাকে। সৎকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যে রূপে প্রাণ পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেই রূপেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; অতএব আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ ধীর, পিতৃ তুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্ব কাম প্রদ, অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিই লাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীর জননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীর বান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নহে; তোমার পুত্র পরম গতি লাভ করিয়াছে। হে বরারোহে! পাপাত্মা শিশুঘাতক সিন্ধুরাজও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত এই গর্ব্বের প্রতিফল

প্রাপ্ত হইবে। ঐ পাপকারী রজনী প্রভাত হইলে অমরাবতীতে প্রবেশ করিলেও ধনঞ্জয়ের নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। কালি অবশ্যই তোমার শ্রবণগোচর হইবে যে, সিন্ধুরাজের মস্তক স্যমন্ত পঞ্চকের বহিঃপ্রদেশে সমানীত হইয়াছে; অতএব শোক পরিত্যাগ কর, রোদন করিও না। শস্ত্রজীবিগণ যেরূপ গতি লাভ করিয়া থাকেন, শৌর্য্যশালী অভিমন্যু ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুসারে সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশালবক্ষা, মহাবাহু, সমরে অপরাঙ্মুখ, রথিগণের নিহন্তা, পিতা ও মাতৃ পক্ষের অনুগত, বীর্য্যবান্, শৌর্য্যশালী, মহারথ অভিমন্যু সহস্র সহস্র শত্রুরে সংহার করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। হে ভদ্রে! পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহা অবশ্যই সফল হইবে; কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমার স্বামীর চিকীর্ষিত বিষয় কখনই নিষ্ফল হয় নাই। যদি সমুদায় মনুষ্য, সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, পতঙ্গ, সুর ও অসুরগণ রণক্ষেত্রগত সিন্ধুরাজের সহিত মিলিত হন, তথাপি সিন্ধুরাজ তাঁহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকাধিকাতরা সুভদ্রা মহাত্মা কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা বৎস! হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃ তুল্য পরাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে কি প্রকারে নিধন প্রাপ্ত হইলে! আমি কি করিয়া তোমার ইন্দীবর শ্যাম, সুদর্শন, চারুলোচন মুখ মণ্ডল রণরেণু সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিব! হে সমরাপরাঙ্মুখ মহাবীর! আজি তুমি সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে মনুষ্যগণ তোমারে

ভূতলে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হায়! পূর্ব্বে যাহার শয্যা মনোহর আস্তরণে সমাচ্ছন্ন থাকিত, আজি সেই সুখলালিত অভিমন্যু বাণবিদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ভূমি-তলে শয়ান রহিয়াছে! যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণের সহবাসে কালযাপন করিত, আজি সে যুদ্ধে নিপতিত হইয়া কি প্রকারে শিবাগণের সহবাসী হইয়া আছে! সূত, মাগধ ও বন্দীগণ হৃষ্ট হইয়া যাহারে স্তব করিত, আজি রাক্ষসগণ তাহার নিকট ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছে! হা বৎস! পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাকিতে কে তোমারে অনাথের ন্যায় সংহার করিল! হে পুত্র! তোমারে দর্শন করিয়া এই মন্দ ভাগিনীর নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই; অতএব আজি আমি তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই শমন ভবনে গমন করিব। বিশাললোচনশালী মনোহর কেশকলাপ-সম্পন্ন চারু-বাক্যযুক্ত সুগন্ধ ও ব্রণশূন্য তোমার সেই মুখমণ্ডল আবার কবে আমার নয়নগোচর হইবে। ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের বলে ধিক্, বৃষ্ণিবীর-গণের বীরত্বে ধিক্, পাঞ্চালগণের সামর্থ্যে ধিক্ এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকেও ধিক্; তুমি সংগ্রামে গমন করিলে ইহাঁরা তোমারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। আমার শোকব্যাকুল লোচন অভিমন্যুর অদর্শনে সমুদায় পৃথিবী শূন্যের ন্যায় অবলোকন করিতেছে। হে বীর! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়; গাণ্ডীবধন্বার পুত্র ও স্বয়ং অতিরথ; তুমি আজি সমরে নিপতিত হইয়াছ, ইহা আমি কি প্রকারে অবলোকন করিব! হে বীর! তুমি স্বপ্নগত ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট

হইলে। হায়! এখন জানিলাম মনুষ্যগণের সমুদায় দ্রব্যই জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য। হা বৎস! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছে; আমি কি প্রকারে ইহারে সান্ত্বনা করিব। বৎস! আমি তোমার দর্শনে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু তুমি আমারে ফল কালে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে। যখন তুমি কেশবসনাথ হইয়াও সংগ্রামে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃতান্তের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই। হে বৎস! যাগশীল, দানশীল, ব্রাহ্মণ, কৃতাত্মা ব্রহ্মচারী, পুণ্য তীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য, গুরুশুশ্রূষানিরত ও সহস্র দক্ষিণাপ্রদ ব্যক্তির যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাতিগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাঁহারা সহস্র গোদান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণ-সম্পন্ন অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান এবং দণ্ডার্হকে দণ্ড প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে পবিত্র গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। শংসিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ এক মাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার, চারি বর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত ব্রতানুষ্ঠান ধর্ম্মানুশীলন ও গুরু শুশ্রূষায় নিরত থাকেন,

অতিথিগণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা মাতাপিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যে মনীষিগণ পরদার পরাঙ্মুখ হইয়া ঋতু কালে স্বীয় ভার্য্যা গমন করেন,যাঁহারা গত মৎসর হইয়া সর্ব্ব ভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, যাঁহারা অন্যের মর্ম্মপীড়া প্রদানে বিরত থাকেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল হন এবং যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য, দম্ভ, মিথ্যা ও পরপীড়ন পরিত্যাগ করেন, তুমি তাঁহাদিগের গতি লাভ কর। হ্রীমান, সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমারও সেই গতি হউক।

সুভদ্রা দীন ও শোকাকুল হইয়া এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্রুপদনন্দিনী উত্তরারে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে সাতিশয় রোদন ও বিলাপ করত উন্মত্তার ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। বাসুদেব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অচেতনপ্রায়, রোদনশীল, মর্ম্মবিদ্ধ, কম্পিত কলেবর ভগিনীর গাত্রে জলসেচন ও তাঁহারে সমুচিত হিতবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, সুভদ্রে! পুত্রের নিমিত্ত আর শোক করিও না; পাঞ্চালি! উত্তরারে আশ্বাস প্রদান কর; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ক্ষত্রিয়গণের উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছে। হে বরাননে! আমার এই মানস যে, যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগের কুল জাত পুরুষগণ সকলেই সেই গতি প্রাপ্ত হউন। তোমার মহারথ পুত্র একাকী যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমরা ও

আমাদের সুহৃদ্গণ সকলে একত্র হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি।

মহাবাহু বাসুদেব ভগিনী, দ্রৌপদী ও উত্তরারে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া পার্থের নিকট গমন পূর্ব্বক ভূপালগণ, বন্ধুগণ ও অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারাও স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

তখন বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অপ্রতিম ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া উদক স্পর্শ পূর্ব্বক সুলক্ষণ সম্পন্ন স্থণ্ডিলে বৈদূর্য্য সন্নিভ কুশ সমূহে প্রস্তুত মঙ্গল শয্যা বিস্তৃত করিয়া সমুচিত বিধান অনুসারে মঙ্গল মাল্য, লাজ ও গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তম উত্তম আয়ুধে পরিবৃত করিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ বিনীতভাবে রাত্রি কর্ত্তব্য ও ত্রৈয়ম্বক বলি সম্পাদন করিল। তখন ধনঞ্জয় উদকস্পর্শ করিয়া প্রীতি চিত্তে গন্ধ মাল্য দ্বারা বাসুদেবকে অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রির সমুচিত উপহার প্রদান করিলেন। বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি শয়ন কর; আমি চলিলাম।

অর্জ্জুনের প্রিয়ঙ্কর ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহারে এই কথা বলিয়া দ্বার দেশে গৃহীতাস্ত্র রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া দারুক সমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূরি ভূরি কর্ত্তব্য চিন্তা করত শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া পার্থের হিতের নিমিত্ত যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তেজোদ্যুতি বিবর্দ্ধন শোক দুঃখাপহ উপায় বিধান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই

নিদ্রিত হন নাই ; সকলেই জাগরিত থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা গাণ্ডীবধন্বা পুত্রশোকে সন্তাপিত হইয়া সহসা সিন্ধুরাজকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; তাহা কি প্রকারে সফল করিবেন। তিনি অতি দুষ্কর বিষয়ে অধ্যবসায় করিয়াছেন। রাজা জয়দ্রথ সামান্য বীর নন। বিশেষত দুর্য্যোধন তাঁহারে অসংখ্য সৈন্য ও মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুন পুত্রশোকাধিকাতর হইয়া যে দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ ও অন্যান্য অরাতিগণকে সংহার পূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন করুন। তিনি যদি কালি জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবেন ; কদাচ আপনার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে পারিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জয়ের নিমিত্ত অর্জ্জুনের উপর নির্ভর করিয়া আছেন ; যদি ধনঞ্জয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে। যদি আমরা কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকলের ফলে সব্যসাচী অরাতিগণকে পরাজয় করুন। পাণ্ডবপক্ষীয়-গণ এইরূপ জয় বিষয়ক কথোপকথনে অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব সেই রজনী মধ্যেই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দারুককে কহিলেন, দারুক ! অর্জ্জুন পুত্র বিয়োগে কাতর হইয়া, কালি জয়দ্রথকে সংহার করিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুর্য্যোধন পার্থের

প্রতিজ্ঞা শ্রবণে যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়িণী মন্ত্রণা করিবে। দুর্য্যোধনের সেই অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ও সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা সপুত্র দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত হইবেন। দ্রোণাচার্য্য যাহারে রক্ষা করেন, দৈত্য ও দানবগণের দর্পহারী অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্রও তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ নন; কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারেন, আমি অবশ্যই কালি তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধবগণ, অর্জ্জুন অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নয়। আমি মুহূর্ত্ত মাত্রও অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইব না। ফলত ধনঞ্জয় অবশ্যই কালি সংগ্রামে জয় লাভ করিবেন। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতার্থে অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজয় ও সংহার করিব। ত্রিলোকের লোক কালি মহাযুদ্ধে আমার বল বিক্রম নিরীক্ষণ করুক। কালি সহস্র সহস্র ভূপাল, শত শত রাজপুত্র এবং অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিবে। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত কৌরব সৈন্য চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। কালি দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ প্রভৃতি সকলেই অবগত হইবেন যে, আমি সব্যসাচীর কি রূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা এবং যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের বশীভূত হয়, সে আমারও বশীভূত। ফলত তুমি অর্জ্জুনকে আমার শরীরার্দ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

হে দারুক! এই রাত্রি প্রভাত হইলে তোমারে পূর্ব্বের ন্যায় আমার উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া আমার সমভি-ব্যাহারে লইয়া গমন করিতে হইবে। তুমি রথ মধ্যে ছত্র, দিব্য কৌমোদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনু, শর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উপকরণ সংস্থাপিত এবং রথোপস্থে রথশোভী, বীর্য্য শালী গরুড়ের ধ্বজস্থান পরিকল্পিত করিয়া সূর্য্যাগ্নি সদৃশ প্রভা সম্পন্ন বিশ্বকর্ম্ম বিরচিত দিব্য কাঞ্চন জালে বিভূষিত বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারি অশ্ব রথে সংযো-জন পূর্ব্বক স্বয়ং কবচধারী হইয়া অবস্থান করিও। ঋষভ রাগ পরিপূরিত পাঞ্চজন্য শংখের ভৈরব রব শ্রবণ মাত্র সত্বরে আমার নিকট আগমন করিবে। আমি এক দিনেই পৈতৃস্ব-সেয়ের ক্রোধ ও দুঃখ সমুদায় দূরীকৃত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, আমি সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব। হে সারথে! আমি কহিতেছি, ধনঞ্জয় যে যে ব্যক্তিরে সংহার করিতে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তিরেই মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতে হইবে।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি যাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব। আজি অর্জ্জুনের জয় লাভের নিমিত্তই বিভাবরী সুপ্রভাত হইল।

অশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অচিন্ত্যবিক্রম ধনঞ্জয়

আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের চিন্তা ও ব্যাস দত্ত মন্ত্র স্মরণ করত নিদ্রাগত হইলে মহাতেজা বাসুদেব স্বপ্নে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম বশত কোন কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহারে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিতে ক্ষান্ত হইতেন না; সুতরাং এক্ষণেও প্রত্যুত্থান করিয়া বাসুদেবকে আসন প্রদান করিলেন; কিন্তু স্বয়ং তৎকালে উপবেশনের অভিলাষ করিলেন না।

মহাতেজা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন; এক্ষণে উপবেশন করিয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, পার্থ! কাল অতি দুর্জয়; কাল সকল ভূতকেই অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। হে পুরুষোত্তম! তুমি কি নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ? হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা উচিত নয়; শোকে কার্য্য নাশ হয়, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টা হীন ব্যক্তির শত্রু। শোককারী ব্যক্তি শত্রুগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণকে ক্ষীণ করে এবং স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অপরাজিত অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কালি সংহার করিব; কিন্তু মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই সেই প্রতিজ্ঞা বিঘাতার্থ সিন্ধুরাজকে পৃষ্ঠভাগে সংস্থাপিত করিয়া রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ একাদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জয়

সৈন্য ও মহারথগণে পরিবৃত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার অতি দুঃসাধ্য হইবে। বিশেষত এক্ষণে দক্ষিণায়ন; দিবাকর অতি শীঘ্র অস্তে গমন করেন, অতএব বোধ হয়, আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারে ? এক্ষণে আমার দুঃখ প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

বাসুদেব ধনঞ্জয়ের শোক হেতু শ্রবণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও জয়দ্রথের বধ সাধনার্থ জলস্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবাদিদেব মহাদেব যাহা দ্বারা সমুদায় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, যদি সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্র তোমার স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, তাহা হইলে কালি নিশ্চয় তাহা দ্বারা জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে। আর যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে মনে মনে সাবধানে মহাদেবের স্মরণ ও ধ্যান কর। তুমি তাঁহার ভক্ত, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদে সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে।

মহাত্মা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর জলস্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভ লক্ষণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সন্নিহিত হইলে ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, আপনি কেশবের সহিত গগণ মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কেশব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলে তিনি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণ সেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে ও মণিমান্ পর্ব্বতে বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তর দিকে শ্বেত পর্ব্বত; কুবেরের বিহার প্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজ সম্পন্ন

সরোবর এবং পুষ্প ফল সঙ্কীর্ণ, দ্রুমরাজি বিরাজিত, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ, পবিত্র আশ্রম সম্পন্ন, মনোহর বিহগসমূহে উপশোভিত, স্ফাটিক সদৃশ অগাধ জল পরিপূর্ণ, নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত হেম রূপ্যময় শৃঙ্গে সুশোভিত কুসুমিত মন্দার বৃক্ষে সুবাসিত নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত মন্দর পর্ব্বতের প্রদেশ প্রভৃতি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ সকল অবলোকন করত সুচিক্কণ অঞ্জনরাশি সন্নিভ কাল পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্যাতিবন, পবিত্র অশ্বশির স্থান, আথর্ব্বগণের স্থান, বৃষদংশ পর্ব্বত, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং মনোহর প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগর সমূহে শোভিত, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভা সম্পন্ন পৃথিবী ও বহুরত্নের আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটন করত বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজ তথায় তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এরূপ তেজ যে, বোধ হয় সহস্র সূর্য্য একত্র দেদীপ্যমান হইতেছে। তাঁহার হস্তে শূল, মস্তকে জটা ; পরিধান বল্কল ও অজিন এবং শরীর শ্বেতবর্ণ ও সহস্র লোচনে সুশোভিত। তাঁহার সঙ্গে পার্ব্বতী ও ভাস্বর ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি

কখন গীত, কখন বাদ্য, কখন শব্দ, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্ত পদাদির আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র গন্ধে সুবাসিত হইয়াছে এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিরে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মস্তকাবনমন করিলেন। যে মহাত্মা সকল লোকের আদি, অজন্মা, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পরপ্রকৃতি, দেব দানব যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়, যোগের আধার, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আশ্রয়, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং ধীরত্ব ও প্রচণ্ডতার উদয় স্থান; সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম পদলাভার্থী জ্ঞানিগণ যাঁহারে প্রাপ্ত হন এবং সংহার কালে যাঁহার কোপের উদয় হয়; বাসুদেব বাক্য, মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারে বন্দনা করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহারে সকল ভূতের আদি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়োভূয় অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে সেই কারণ স্বরূপ, আত্ম স্বরূপ, মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমনে সহাস্য বদনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমরা গাত্রোত্থান কর; তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। তোমাদের মনের অভিলাষ শীঘ্র ব্যক্ত কর; যে কার্য্যের অনুরোধে আগমন করিয়াছ, আমি তাহা

সম্পাদন করিব। তোমরা আপনাদের কল্যাণ প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদান করিতেছি।

মহামতি বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহাত্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্থান ও অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক দিব্য বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন ঃ—হে দেব! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান ও মখঘ্ন; তুমি অন্ধকঘাতী, কার্ত্তিকেয়ের পিতা, নীলগ্রীব ও বেধা; তুমি পিণাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলোহিত, ধূম্র, ব্যাধ ও অপরাজিত; তুমি নিত্য নীল শিখণ্ড, শূলধারী, দিব্য চক্ষু, হর্ত্তা, পাতা, ত্রিনেত্র ও বসুরেতা; তুমি অচিন্ত্য, অম্বিকানাথ, সর্ব্ব দেবস্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিল ও ব্রহ্মচারী; তুমি সলিল মধ্যস্থ তপস্বী, ব্রহ্মণ্য, অজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী, তুমি ভূতগণের সেবনীয়, প্রভু, ও বেদমুখ, তুমি সর্ব্ব, শঙ্কর ও শিব, তুমি বাক্যের পতি, প্রজাপতি, বিশ্বপতি ও মহতের পতি; তুমি সহস্রশিরা, সহস্রভুজ, সহস্রনেত্র, সহস্রপাদ ও অসংখ্যেয় কর্ম্মা, তুমি সংহর্ত্তা হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্য কবচ, ও ভক্তানুকম্পী; তোমারে নমস্কার; হে প্রভো! আমাদিগের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

হে মহারাজ! বাসুদেব ও অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত এইরূপ স্তব করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসন্ন মনে উৎফুল্ল নয়নে সমস্ত তেজোনিধান বৃষধ্বজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বাসুদেব

নিবেদিত স্বকৃত নিশার্হ নিত্য উপহার অবলোকন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেব ও বাসুদেবকে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন, হে দেব! আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে অভিলাষ করি।

মহাদেব ধনঞ্জয়ের অভিলাষ অবগত হইয়া সস্মিতবদনে তাঁহারে ও বাসুদেবকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে পুরুষোত্তম দ্বয়! আমি তোমাদিগের মনের অভিলাষ অবগত হইয়াছি; তোমরা যে কামনায় আগমন করিয়াছ, আমি অবিলম্বে তাহা প্রদান করিতেছি। এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে, সেই সরসীতে দিব্য ধনু ও শর নিহিত রহিয়াছে, ঐ শর ও শরাসন দ্বারা আমি সংগ্রামে সুরারিগণকে সংহার করিয়াছিলাম। তোমরা সেই ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর।

তখন নর ও নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া মহাদেবের পারিষদগণ সমভিব্যাহারে শত শত বিস্ময়কর দিব্য পদার্থ সমাকুল, পরম পবিত্র, সর্ব্বার্থ সাধক, সূর্য্যমণ্ডল সন্নিভ সেই বৃষভধ্বজ নির্দ্দিষ্ট সরোবরে গমন করিলেন। তথায় সলিলের অভ্যন্তরে দুইটি ভুজঙ্গ তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; একটি নিতান্ত ভীষণ এবং দ্বিতীয়টি সহস্রশীর্ষ ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, উহার সহস্র মুখ হইতে বিপুল অনল শিখা বিনির্গত হইতেছে। তখন বেদজ্ঞ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জল স্পর্শ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পরম যত্ন সহকারে মহাদেবকে স্মরণ ও অসংখ্য প্রণাম এবং শত রুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিয়া সেই নাগ দ্বয়কে নমস্কার করত আরাধনা করিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাভুজগ-দ্বয় ভগবান্ রুদ্রের মাহাত্ম্যে নাগ-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রু নাশন শর ও শরাসনের রূপ ধারণ করিল। মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই প্রভা সম্পন্ন ধনু ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন ও মহা-দেবকে প্রদান করিলেন। তখন পিঙ্গলাক্ষ ধূমলবর্ণ, তপস্যার আধার এক মহাবল পরাক্রান্ত ব্রহ্মচারী মহাদেবের পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া সেই ধনু গ্রহণ করিলেন এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রসার ও বাম পদ সংকোচ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শর সমেত সেই শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্য-বিক্রম ধনঞ্জয় তাঁহার মৌর্ব্বী আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ ও পাদ সংস্থান অবলোকন এবং ভবমুখ নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করি-লেন। তখন বলবান্ প্রভাবশালী ব্রহ্মচারী সেই সরোবরেই সেই শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। স্মৃতিমান অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি পূর্ব্বে অরণ্যানী মধ্যে মহেশ্বরের নিকট যে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম সেই বর এবং উহাঁর সন্দর্শন সফল হউক। মহাদেব অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীত মনে তাঁহারে ভীষণ পাশুপত অস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার হও বলিয়া বর প্রদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় পুনরায় ঈশ্বর হইতে দিব্য পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া আপ-নারে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়ে হৃষ্ট চিত্তে মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জম্ভাসুরবধার্থী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহাসুর নিপাতী মহেশ্বরের অনুমতি অনুসারে প্রীত

হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই রূপ তাঁহার অনুমতি লইয়া পরমানন্দে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কৃষ্ণ ও দারুকের পরস্পর কথোপকথনে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। পাণিস্বনিক, মাগধ, মাধুপর্কিক, বৈতালিক ও সূতগণ স্তব পাঠ, নর্ত্তকগণ নৃত্য, সুস্বর গায়কগণ কুরুবংশের স্তুতি যুক্ত মধুর সংগীত এবং সুনিপুণ সুশিক্ষিত হৃষ্ট স্বভাব বাদ্যকরগণ মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, শংখ ও দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। মহামূল্য শয্যায় শয়ান মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গগনস্পর্শী মহাশব্দে প্রতিবোধিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত স্নানগৃহে গমন করিলেন। তখন স্নাত শ্বেতাম্বরধারী তরুণ বয়স্ক অষ্টাধিক শত স্নাপক পরিপূর্ণ কাঞ্চন কুম্ভ সমুদায় লইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির লঘুবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নৃপাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রপূত চন্দন জলে স্নান করিলেন। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যগণ কষায় দ্রব্যে তাঁহার গাত্র মার্জ্জিত ও পরিশেষে অধিবাসিত সুগন্ধি জলে ধৌত করিয়া দিল। তিনি জলশোষণের নিমিত্ত মস্তকে রাজহংসসন্নিভ শুভ্র উষ্ণীষ বেষ্টন করিলেন। তৎপরে অঙ্গে মনোহর চন্দন লেপন, মাল্য ধারণ ও বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত সাধুগণের পদ্ধতি অনুসারে জপ সমাপন করিয়া বিনীতভাবে

প্রদীপ্ত অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পবিত্র সমেত সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতি দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিলেন। তথায় বেদজ্ঞ, বেদব্রত, স্নাত, দীক্ষান্ত স্নাত, অনুচর সহস্র সমবেত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও আট সহস্র গৌরী গর্ব্ভজাত তনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া মধু, ঘৃত, ফল, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক এক এক ব্রাহ্মণকে এক এক কাঞ্চন নিষ্ক, অলঙ্কৃত এক শত অশ্ব, বস্ত্র, অভিলষিত দক্ষিণা ও দোহনশীল সবৎস হেমশৃঙ্গ রৌপ্যখুর কপিলা ধেনু প্রদান এবং প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বস্তিক, বর্দ্ধমান ও কাঞ্চনময় নন্দ্যাবর্ত্ত গৃহ, মাল্য, জলকুম্ভ, প্রজ্বলিত হুতাশন, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, মাঙ্গল্য দ্রব্য, রোচনা, অলঙ্কৃত সুলক্ষণ কামিনীগণ, দধি, ঘৃত, মধু, জল ও মাঙ্গল্য পক্ষী প্রভৃতি পূজিত দ্রব্য সকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বাহ্য কক্ষায় আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার পরিচারকগণ সুবর্ণময়, মুক্তা ও বৈদূর্য্য মণি মণ্ডিত, মনোহর আস্তরণে আস্তীর্ণ, উত্তরচ্ছদ সমেত, বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত, সর্ব্বতোভদ্র আসন আনয়ন করিল। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই আসনে উপবেশন করিলে তাঁহার শুভ্রবর্ণ মহামূল্য ভূষণ সমুদায় সমানীত হইল। তিনি মুক্তাভরণে সুসজ্জিত হইলে তাঁহার রূপ শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল। ভৃত্যগণ শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর সুবর্ণ দণ্ডমণ্ডিত চামর গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বীজন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি চপলাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে স্তাবকগণ স্তব, বন্দিগণ বন্দনা ও

গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে আরম্ভ করিল। ঐসময় বন্দিগণের ঘোরতর শব্দ, রথসমূহের নেমি শব্দ ও অশ্বগণের খুর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং গজঘণ্টা নিনাদ, শঙ্খ নিস্বন ও মানবগণের পদ শব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল।

ক্ষণকালের মধ্যে সমুদায় শব্দ তিরোহিত হইলে কুণ্ডলধারী বদ্ধখড়্গ সন্নদ্ধকবচ তরুণবয়স্ক দ্বারবান্ অভ্যন্তরে আগমন পূর্ব্বক জানু দ্বারা ভূতলে অবস্থান ও মস্তক দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া হৃষীকেশের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম পূজিত মাধবের নিমিত্ত আসন ও অর্ঘ আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারে প্রবেশিত ও বরাসনে উপবেশিত করিয়া স্বাগত প্রশ্ন ও বিধিবৎ পূজা করিতে লাগিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনকে প্রত্যভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান সকলও প্রসন্ন হইয়াছে? মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহারে সেইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর দৌবারিক যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক করপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! বীরগণ সমুপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়গণ কুরুকুলসম্ভূত যুযুৎসু, পাঞ্চালনন্দন উত্তমৌজা, সুবাহু, যুধামন্যু,

দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নির্ম্মল আসনে উপবেশন করিলেন। মহাত্মা মহাদ্যুতি মহাবল বীর্য্যশালী কৃষ্ণ ও সাত্যকি একাসনে সমাসীন হইলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে কমললোচন কৃষ্ণকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ একমাত্র তোমারে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে জয় ও সনাতন সুখ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগের রাজ্য নাশ, শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ও নানাবিধ ক্লেশ, সকলই অবগত আছ। হে সর্ব্বেশ! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও যুদ্ধে গমন তোমাতেই নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমার মন যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকে এবং তোমার প্রসাদে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়। হে বার্ষ্ণেয়! আজি তুমি তরণীস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখ ও ক্রোধরূপ মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর। সারথি যত্ন করিলে যুদ্ধে যেরূপ কার্য্য করিতে পারে, রিপুবধোদ্যত রথী কদাচ সেরূপ করিতে পারেন না। অতএব হে শঙ্খচক্র গদাধর! এই অতলস্পর্শ কুরুসাগরে নিমগ্ন তরণীহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি আপদ্‌কালে বৃষ্ণিগণকে যেরূপ পরিত্রাণ করিয়া থাক, সেইরূপ আমাদিগকেও এক্ষণে পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! হে সনাতন! হে ক্ষেমঙ্কর! হে বিষ্ণু! হে জিষ্ণু! হে হরি! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমারে নমস্কার। নারদ তোমারে পুরাতন

ঋষি, বরদ, শার্ঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বাক্য সার্থক কর।

ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে এই কথা কহিলে বাগ্মী বাসুদেব মেঘ গম্ভীর শব্দে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় যে প্রকার ধনুর্দ্ধর, বীর্য্যবান্, অস্ত্র সম্পন্ন, রণবিখ্যাত, অমর্ষী ও তেজস্বী, অমর লোকেও কেহ সেরূপ নাই। সেই তরুণবয়স্ক বৃষস্কন্ধ দীর্ঘবাহু সিংহগতি মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন। আমিও অর্জ্জুনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজি মহাবল অর্জ্জুন সেই পাপকর্ম্মা ক্ষুদ্রস্বভাব সৌভদ্রঘাতী জয়দ্রথকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ধরাতল হইতে অপসারিত করিবেন। গৃধ্র, শ্যেন ও প্রচণ্ড গোমায়ু প্রভৃতি নরমাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। অধিক কি বলিব, যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন, তথাপি আজি সঙ্কুল যুদ্ধে তাহারে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমরাজের রাজধানী গমন করিতে হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! আজি ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন, আপনি বিশোক, বিজ্বর ও ঐশ্বর্য্যশালী হউন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহাদের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে আসন

হইতে সমুত্থিত হইয়া বাহু দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সস্মিত বদনে কহিলেন, অর্জ্জুন ! তোমার যেরূপ কান্তি এবং জনার্দ্দন আমাদের প্রতি যেরূপ প্রসন্ন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধে তোমারই জয় লাভ হইবে। তখন ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার কল্যাণ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে অতি আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সুহৃদ্গণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে শিব সমাগমের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মস্তক দ্বারা ধরাতল স্পর্শ পূর্ব্বক দেবাদিদেব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমুদয় সুহৃদ্গণকে সংগ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে ত্বরমান, সুসংরব্ধ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি বাসুদেব ও ধনঞ্জয় রাজারে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুরাধর্ষ সাত্যকি ও বাসুদেব এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন নিবেশনে উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেব সারথির ন্যায় ধনঞ্জয়ের বানরধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চন প্রভা সম্পন্ন সেই উৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত হইয়া তরুণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের আহ্নিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ধনঞ্জয় ! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কিরীট, হেমবর্ম্ম, শরাসন ও শর ধারণ পূর্ব্বক রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তপঃপরায়ণ, বিদ্যাসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ, ক্রিয়াশালী জিতেন্দ্রিয়গণ জয়বাদ পূর্ব্বক তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুমেরু শৃঙ্গে দিবাকরের যেরূপ শোভা হয়, কাঞ্চনমণ্ডিত রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সেই জৈত্রে ও সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যেমন অশ্বিনীকুমার যুগল স্বর্যাতির যজ্ঞে আগমন কালে ইন্দ্রের সহিত রথারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। বৃত্রাসুর বধার্থ গমন কালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সারথিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ধনঞ্জয়ের অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। শশধর যেমন তিমির নাশের নিমিত্ত বুধ ও শুক্রের সহিত গমন করেন, ইন্দ্র যেমন তারা নিমিত্তক যুদ্ধে বরুণ ও সূর্য্যের সহিত গমন করিয়াছিলেন; সেইরূপ ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বাদকগণ বাদিত্র শব্দ এবং সূত ও মাগধগণ মাঙ্গল্য স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। জয়াশীর্ব্বাদ, পুণ্যাহ ধ্বনি এবং সূত ও মাগধগণের স্তুতি নিনাদ বাদ্য ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল, ঐ সময় পুণ্যগন্ধবাহী শুভ সমীরণ পাণ্ডবগণকে হর্ষিত ও তাঁহাদের অরাতিগণকে শোষিত করিয়া অর্জ্জুনের অনুকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং জয় সূচক বিবিধ শুভ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল।

ধনঞ্জয় জয় লাভের লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিরে কহিলেন, হে যুযুধান! আজি যেরূপ নিমিত্ত সকল অবলোকন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার জয় লাভ হইবে। অতএব জয়দ্রথ আমার বীর্য্য প্রভাবে যমলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যেস্থানে অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু জয়দ্রথকে বধ করা যেমন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম-রাজকে রক্ষা করাও সেইরূপ নিতান্ত আবশ্যক, অতএব আজি রাজার রক্ষার্থে তোমায় নিযুক্ত করিলাম। আমি তাঁহারে যে প্রকার রক্ষা করিয়া থাকি, তুমিও সেই প্রকার রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে, এমন লোক নয়নগোচর হয় না। তুমি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান; ইন্দ্রও তোমারে জয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি বা মহারথ প্রদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। যেস্থানে আমি বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সেখানে কখনই বিপদ্ হয় না। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া সাধ্যানুসারে রাজারে রক্ষা করিও, অরাতি নিপাতন সাত্যকি অর্জ্জুনের বাক্যে স্বীকার করিয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব সমাপ্ত।

জয়দ্রথবধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ অভিমন্যুশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পর দিন কি করিলেন? আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? কৌরবগণ অরাতি নিপাতন সব্যসাচীর অসাধারণ কার্য্য সকল অবগত থাকিয়াও কি রূপে তাদৃশ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন? পুত্রশোকসন্তপ্ত কালান্তক যমোপম কপিধ্বজ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন বিধূনন করত সংগ্রাম স্থলে আগমন করিলে অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ কি প্রকার তাঁহারে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই বা কি করিলেন? আর সংগ্রাম স্থলে দুর্য্যোধনেরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে? হে সঞ্জয়! এই সমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

আজি আর আনন্দ ধ্বনি আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত ও মাগধগণের স্তুতিপাঠ এবং নর্ত্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরব গণের যে বীরনাদে আমার কর্ণকুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত,

আজি তাহারা দীনভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্ব্বে সত্যধৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম; কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঞ্জয়! এই সমুদায়ই আমার পরিদেবনের কারণ, হায়! আমি কি পুণ্য হীন! আজি পুত্রগণের নিবেশন নিরুৎসাহ ও আর্ত্তস্বরে নাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। বিবিংশতি, দুর্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ মনোহর গীত বাদ্য দ্বারা দিবারাত্র কালযাপন করিতেন এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সতত যাঁহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামারে নিরন্তর উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ং সময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকয়গণের শিবিরে আনন্দিত স্বভাব সৈন্যগণ নৃত্য কালে যে মহান্ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাজক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতেন, আজি তাঁহাদিগের শব্দ শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের গৃহে অবিরত মৌর্ব্বীধ্বনি, বেদ ধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথ ধ্বনি হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা দেশীয় গীত ও বাদিত্র ধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! মহাত্মা জনার্দ্দন যে সময়ে সকল লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ সন্ধি স্থাপনের অভিলাষে বিরাট নগর হইতে আগমন করিলেন। আমি তখন মূর্খ দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলাম যে, দুর্য্যোধন! এই সময় কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। আমার মতে সন্ধি সংস্থাপন সময়োচিতই হইতেছে; অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না। মহাত্মা বাসুদেব তোমার হিতার্থেই সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন; যদি তুমি তাঁহারে প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে সংগ্রামে কদাচ তোমার জয়লাভ হইবে না। হে সঞ্জয়! আমি এইরূপে বারংবার দুর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু ঐ কুলাঙ্গার কালপরিপাক বশত আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ণ ও দুঃশাসনের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কেশবকে প্রত্যাখ্যান করিল। আর দেখ দ্যূত ক্রীড়ায় আমার বা মহাত্মা বিদুর, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পূরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ ও দ্রোণের আমাদের কাহারও সম্মতি ছিল না। আমার পুত্র যদি তৎকালে আমাদের মতের অনুবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে চিরজীবী হইয়া জ্ঞাতি ও মিত্রের সহিত নিরাপদে পরম সুখে কালযাপন করিত।

আমি তাহারে আরও কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ স্নিগ্ধ স্বভাব, মধুরভাষী, প্রিয়ংবদ, কুলীন, মান্য ও প্রাজ্ঞ, তাহারা অবশ্যই সুখ লাভ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি ইহ লোকে সকল সময়ে সর্ব্বত্র সুখ সম্ভোগ এবং পরকালে কল্যাণ ও প্রসন্নতা লাভ করেন। সামর্থ্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণ পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ ভোগ করিবার উপযুক্ত। এই কুরুকুলো-

পভুক্ত সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলে তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। আর তাহারা রাজ্য লাভানন্তর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ তোমাদিগকে অভিভব করিবে না; ধর্ম্মের অনুগত হইয়াই অবস্থান করিবে। আমার জ্ঞাতিগণ, শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য মহাত্মা ভরতবংশীয়গণ তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে যে সকল হিতকর কথা কহিবেন, তাহারা অবশ্যই তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে আচরণ করিবে। কেহই পাণ্ডবগণকে তোমার বিপক্ষতাচরণে অনুরোধ করিবে না। যদিও করে তাহাও কোন কার্য্যকারক হইবে না; কারণ কৃষ্ণ কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। পাণ্ডবগণ তাঁহার অনুগত, আর আমি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মানুগত বাক্য কহিলে তাহারা তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।

হে সঞ্জয়! আমি বিলাপ সহকারে অনেকবার দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ় কাল প্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না! অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমাদের আর নিস্তার নাই। দেখ, যে সংগ্রামে মহাবীর বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু, দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, সোমকতনয় ক্ষত্রধর্ম্মা, কেকয় দেশীয় ভূপতিগণ, চৈদ্য, চেকিতান, কাশ্যের পুত্র বিভু, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ এবং পুরুষ প্রধান নকুল ও সহদেব যোদ্ধা এবং মহামতি মধুসূদন মন্ত্রী, কোন্ জীবিতার্থী ব্যক্তি সে সময়ে সম্মুখীন হইতে সাহস করিতে পারে? ফলত দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন আমাদের পক্ষীয়

আর কোন বীরই সংগ্রামে অরাতিগণ নিক্ষিপ্ত নিশিত শর নিকর সহ্য করিতে সমর্থ নহে। হে সঞ্জয়! ভগবান মধুসূদন যাহাদের অশ্বরশ্মি ধারণ করেন, বর্ম্মধারী অর্জ্জুন যাহাদের যোদ্ধা, কখনই তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মুখে ভীষ্মের ও দ্রোণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বোধ করিতেছি যে, এক্ষণে আমার পুত্রগণ দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সফল হইতেছে দেখিয়া এবং নির্ব্বোধ দুর্য্যোধন আমার সেই বিলাপ স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতেছে। শৈলের ও অর্জ্জুনের শরে সৈন্যগণকে অভিভূত ও রথ সকল বীরশূন্য সন্দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রেরা বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। হিমাত্যয়ে সমীরণ সহায় হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ সকল দগ্ধ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে।

হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু রণে নিহত হইলে তোমাদিগের অন্তঃকরণ কি রূপ হইয়াছিল? মহাবীর গাণ্ডীব-ধন্বার অপকার করিয়া তাহার ক্রোধবেগ সহ্য করে আমাদের পক্ষে এমন কেহই নাই। হায়! লোভপরতন্ত্র, দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রোধ-বিকৃতাত্মা, রাজ্যলোলুপ দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধনই আমার সমুদায় পুত্রেরা এই বিপদে নিপতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে অভিমন্যু বধানন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, সৌবল ও কর্ণ ইহারা এই বিষম বিপত্তি সময়ে কি রূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে সুনীতি বা দুর্নীতির অনুবর্ত্তী হইল; তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিল, মহারাজ! যুদ্ধ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আমি তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! বিগত সলিল প্রদেশে সেতু বন্ধন যেমন কোন ফলোপধায়ক হয় না, আপনকার অনুতাপও এক্ষণে সেইরূপ নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। কৃতান্তের অদ্ভুত নিয়ম অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পূর্ব্বে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্যূত হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ কুরু পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেন, যদি পূর্ব্বে কৌরবগণকে অবাধ্য দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সংহারে আদেশ করিতেন, অথবা যদি ঐ দুরাত্মারে সৎপথে সংস্থাপন পূর্ব্বক পিতার উচিত কার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে কখনই আপনারে এই দারুণ ব্যসনে নিমগ্ন হইতে হইত না; এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য ভূপালগণও আপনার বুদ্ধি ব্যভিচার জানিতে পারিতেন না। হে রাজন্! আপনি ইহ লোকে বিজ্ঞতম বলিয়া প্রথিত আছেন, তবে কি নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতাবলম্বী হইলেন? অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি নিতান্ত বিষয়াসক্ত, এক্ষণে আপনার এই বিলাপ বাক্য বিষমিশ্রিত মধু বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন পূর্ব্বে আপনারে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও সমধিক

সম্মান করিতেন কিন্তু যে অবধি আপনারে অধার্ম্মিক বলিয়া জানিয়াছেন, সেই অবধি আর তাদৃশ সম্মান করেন না। হে মহারাজ! আপনার কুসন্তানগণ পাণ্ডবগণের প্রতি যার পর নাই কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও আপনি তৎকালে পুত্রগণের রাজ্য কামনায় সে সমুদায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনারে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা করিয়া পিতৃপৈতামহোপভুক্ত রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত সমুদায় ভূমণ্ডল উপভোগ করুন। পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু কৌরবগণের বিপক্ষাপহৃত রাজ্য ও যশ প্রত্যুদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহা অপেক্ষা সমধিক যশোলাভ করিয়া রাজ্য করেন; কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ্যলোভ বশত তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্য চ্যুত করিয়া তাঁহাদের যশ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধকালে পুত্রদিগকে তিরস্কার ও তাহাদের দোষ কীর্ত্তন করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ জীবন নিরপেক্ষ হইয়া অগাধ পাণ্ডব সৈন্য সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও বৃকোদর যে সকল সৈন্যের রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কৌরবগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে সাহসী হইতে পারে? অর্জ্জুন যাহাদিগের যোদ্ধা, জনার্দ্দন যাহাদিগের মন্ত্রী এবং সাত্যকি ও বৃকোদর যাহাদিগের রক্ষিতা; কৌরবগণ বা তাঁহাদের বশবর্ত্তী বীরগণ ব্যতীত আর কোন্ ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি সেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হয়?

ফলত ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা করিতে পারে, কৌরব পক্ষীয় বীরগণ প্রাণপণে তাহাই করিতেছে, কোন অংশে ত্রুটি করিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত কুরুদিগের যে রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় লইয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপূর্ণ সৈন্যগণের নানা প্রকার কোলাহল শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে অনেকে শরাসন বিস্ফারণ এবং কেহ কেহ জ্যা পরিমার্জ্জন ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধনঞ্জয় কোথায় বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ কোষ নিষ্কাশিত সুনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট মুষ্টি সম্পন্ন আকাশ সন্নিভ নিশিত অসি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র বীর সংগ্রাম করিবার মানসে অসিমার্গে ও শরাসনমার্গে বিচরণ পূর্ব্বক শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ চন্দন দিগ্ধ স্বর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ঘণ্টা সংযুক্ত গদা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলমদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্র ধ্বজ সদৃশ পরিঘ দ্বারা আকাশমার্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং অনেকে সংগ্রাম মানসে বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত হইয়া নানা প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন কোথায়, মানী ভীমসেন কোথায়, কৃষ্ণ কোথায়, এবং তাহাদের সুহৃদ্বর্গ ই বা কোথায় বলিয়া মহা আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করত ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরোৎসাহী দ্রোণ, সৈন্যগণ যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলে জয়দ্রথকে কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ ! তুমি সৌমদত্তি, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ষড়যুত রথ, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তি ও একবিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না অতএব তুমি আশ্বাসিত হও। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রোণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধার দেশীয় মহারথ ও বর্ম্মধারি পাশপাণি অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত স্বর্ণ বিভূষিত ত্রিসহস্র সিন্ধুদেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্য বিধ অশ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ ! তখন আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সুনিপুণ আরোহি সমারূঢ় বর্ম্মধারী ভীষণাকার সার্দ্ধসহস্র মত্তমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদায় সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যে রহিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য ভূপতি এবং বহুসংখ্য রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকটাকার ও পশ্চার্দ্ধ চক্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য চতুর্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চার্দ্ধের বিস্তৃতি

দশ ক্রোশ। মহাবীর দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চার্দ্ধস্থিত পদ্মাকৃতি ব্যূহমধ্যে সূচী নামে দুর্ভেদ্য গূঢ় এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে সমবস্থিত হইলেন, কৃতবর্ম্মার পশ্চাৎ কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তৎপশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শতসহস্র যুদ্ধ বিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাৎ সেই সূচীনামক গূঢ় ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য শ্বেতবর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় শকটের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজ ভূপতি দ্রোণের পশ্চাৎ সমবস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বয়ং তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের রক্তাশ্বযুক্ত রথ এবং বেদী ও কৃষ্ণাজিন সম্পন্ন ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই দ্রোণ নির্ম্মিত ক্ষুব্ধার্ণবসদৃশ অদ্ভুত ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সমুদায় প্রাণিগণের বোধ হইল যে, এই ব্যূহ, শৈল সাগর ও অরণ্য সমাকুল বিবিধ জনপদ পূর্ণ এই পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য রথী, পদাতি, অশ্ব ও নাগে সমাকীর্ণ, ভয়ঙ্কর, অরাতিগণের হৃদয়ভেদকারী অদ্ভুত শকট ব্যূহ অবলোকন করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্য সমুদায় যথা স্থানে সংস্থাপিত

হইলে সংগ্রাম স্থলে ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সেনাগণের গভীর গর্জ্জন বাদিত্রের নিস্বন ও শঙ্খের ভীষণ শব্দে সমরক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল এবং ভরতবংশীয় বীরগণ ক্রমে ক্রমে সমরস্থল আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহা-রাজ! সেই ভীষণ সময়ে সব্যসাচী অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে লক্ষিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ বায়স ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমাদের সেনাগণের দক্ষিণপার্শ্বে অশিব দর্শন শিবা ও ঘোর দর্শন অন্যান্য পশুগণ ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়াবহ সময়ে সহস্র সহস্র নির্ঘাত ধ্বনিও উত্থিত হইতে লাগিল। সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইল, সনির্ঘাত রুক্ষ বায়ু মহাবেগে কর্কর সমুদায় সঞ্চালন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন নকুল পুত্র সুবিজ্ঞ শতানীক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব সৈন্যের ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ সহস্র রথ, শত হস্তী, ত্রিসহস্র অশ্ব ও দশসহস্র পদাতি দ্বারা সার্দ্ধ সহস্র ধনু পরিমিত ভূমি সমা-চ্ছন্ন করিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, হে বীরগণ! বেলা যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, সেইরূপ অদ্য আমি গাণ্ডীবধারী যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রতাপশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব। আজি তোমরা সংগ্রামে অমর্ষশীল ধনঞ্জয়কে প্রস্তরে সংলগ্ন পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় অবলোকন করিবে। হে যুদ্ধাভিলাষী রথিগণ! তোমা-দের কাহারও যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি একাকী পাণ্ডব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বীয়

যশ ও মান বর্দ্ধন করিব। ধনুর্দ্ধারী মহামতি দুর্ম্মর্ষণ এই বলিয়া ধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র কবচ সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্র মাল্য, শুভ্র বসন, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তম রথারূঢ় নারায়ণ সহায় নিবাত কবচ নিহন্তা মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্ম্মর্ষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া গাণ্ডীব বিধূনন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারে অমর্ষণ অন্তকের ন্যায়, বজ্রধারী বাসবের ন্যায়, কালপ্রেরিত দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, অক্ষোভ্য শূলপাণির ন্যায়, পাশধারী বরুণের ন্যায়, প্রজা সংজিহিষু যুগান্ত কালীন হুতাশনের ন্যায় ও সমুদিত দিনকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৌরব সৈন্যের সম্মুখে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন মহাত্মা মধুসূদনও অশঙ্কিত চিত্তে শঙ্খপ্রধান পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদে সেনাগণ রোমাঞ্চিতগাত্র, কম্পিত কলেবর ও বিচেতন প্রায় হইল। যেমন অশনি নিস্বনে সমুদায় প্রাণী শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সমস্ত সৈন্য ভীত হইয়া উঠিল। বাহন সকল মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই দারুণ শঙ্খনাদে সমুদায় বাহন ও সৈন্যগণ উদ্বিগ্ন হইল। কেহ কেহ ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইল এবং অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! তখন অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত কপি তত্রত্য অন্যান্য জন্তুগণের সহিত মুখব্যাদান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে পুনরায় শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক

প্রভৃতি নানা প্রকার হর্ষজনক বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। বাদিত্র নিস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোট ও মহারথগণের চীৎকারে সংগ্রাম স্থল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজন! ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন তুমুল শব্দ শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যে স্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থলে শীঘ্র রথ লইয়া গমন কর। আমি এই গজ সৈন্য ভেদ করিয়া অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিব। তখন মহাবাহু কেশব অর্জ্জুনের আদেশানুসারে দুর্ম্মর্ষণের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য রথী, নর ও মাতঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে সেই রূপ মহাবীর পার্থ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় রথিগণও সত্বরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া শর দ্বারা রথিগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। দংশিতাধর উদ্ভ্রান্ত-নয়ন কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণিষ সুশোভিত নরমস্তকে ধরাতল সমাকীর্ণ হইয়া গেল, সমন্তাৎ বিনিকীর্ণ যোধগণের মস্তক সমুদায় পুণ্ডরীক বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। স্বর্ণ নির্ম্মিত বর্ম্ম সকল রুধিরাক্ত হইয়া সৌদামিনী মণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিপক্ক তাল ফল সকল ধরাতলে নিপতিত হইলে যে রূপ শব্দ হয়, সৈন্যগণের মস্তক সমুদায়

রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে সেই রূপ শব্দ সমুত্থিত হইল। কবন্ধগণ কেহ কেহ শরাসন অবলম্বন ও কেহ কেহ খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রহারোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; বীর পুরুষেরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্ব স্ব শিরঃপতন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন না। তুরঙ্গমগণের মস্তক, গজযূথের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক সমুদায় রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার সৈন্যগণ সমুদায় জগৎ অর্জ্জুনময় অবলোকন করত কেহ কেহ এই পার্থ কেহ কেহ পার্থ কোথায় গমন করিতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এই রূপে সেই যোধগণ কাল প্রভাবে সকলকেই অর্জ্জুন জ্ঞান করিয়া আপনারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্বয়ং স্বশরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। রক্তাক্ত কলেবর, সংজ্ঞাহীন বীরগণ রণশয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম কীর্ত্তন করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভিন্দিপাল, প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্ব্যূহ, খড়্গ, শরাসন, তোমর, বাণ, বর্ম্ম, আভরণ, গদা ও অঙ্গদ যুক্ত ভীষণ ভুজগাকার অর্গল প্রতিম বাহু সকল বাণনিকৃত্ত হইয়া কখন সমুত্থিত কখন বা মহাবেগে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে যে যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পার্থের শরনিকর তাহাদের সকলের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কখন যে, রথোপরি নৃত্য করিতেছেন, আর কখনই বা শরাসন

গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হইল না। তিনি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি সত্বরে শরবিক্ষেপ করিয়া রণভূমিস্থ সমুদায় বীরগণকেই বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। অসংখ্য হস্তী, গজনিয়ন্তা, অশ্ব, অশ্বারোহী, রথী ও সারথি অর্জ্জুনের নিশিত শরে বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডুতনয় সেই রণস্থলে কি ভ্রমণকারী, কি যুধ্যমান, কি সম্মুখে সমুপস্থিত সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মরীচিমালী গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া যেমন গাঢ়ান্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন কঙ্কপত্র বিভূষিত শরনিকর দ্বারা সমস্ত গজসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পার্থশরনির্ভিন্ন করি সমুদায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, পৃথিবী প্রলয়কালে ভূধরে সমাকীর্ণ হইয়াছে।

হে মহারাজ! ঐ সময় রোষাবিষ্ট মহাবীর ধনঞ্জয় মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শঙ্কিত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বেগবান্ বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্য বিমর্দ্দিত করিলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ অর্জ্জুন শরে নিপীড়িত হইয়া প্রতোদ, চাপ কোটি, হুঙ্কার, কশাঘাত, পার্ষ্ণিঘাত ও উগ্র বাক্য দ্বারা অশ্বসঞ্চালন করত সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল; গজারোহিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ প্রহার দ্বারা মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করত দ্রুতবেগে ধাবমান হইল এবং অনেকে অর্জ্জুনের শরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ

করিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ হতোৎসাহ ও বিমনায়মান হইতে লাগিল।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবীর কিরীটী অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর সেই সময়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল? তৎকালে কোন মহাবীর কি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অথবা সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও হতাশ্বাস হইয়া অকুতোভয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্র তনয় ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর দ্বারা সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলে অস্মৎপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত এবং সকলেই হতোৎসাহ ও পলায়ন পরায়ণ হইল; কেহই অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না। তখন আপনার পুত্র মহাবীর দুঃশাসন সৈন্যগণের তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থে অর্জ্জুনাভিগমন করিলেন। ঐ সুবর্ণ কবচ সমাবৃত, সুবর্ণশিরস্ত্রাণধারী, অমিত পরাক্রম মহাবীর অসংখ্য নাগ সৈন্য দ্বারা সব্যসাচীকে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। গজঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের ধ্বনি, জ্যাস্ফালন নিনাদ ও করি বৃংহিত দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। হে মহারাজ! ঐ মুহূর্ত্ত অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। দুঃশাসনের করি সৈন্য যেন পৃথিবী মণ্ডল গ্রাস করিতে লাগিল।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় অঙ্কুশচালিত লম্বিত শুণ্ড গজগণকে

পক্ষ বিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের উপর শর-নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মকর যেমন উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল, বাতাহত মহাসাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই করি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সমরাঙ্গণস্থ সকলেই তাঁহারে প্রলয় কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ, রথ সমুদায়ের চক্রনির্ঘোষ, জনসমূহের চীৎকার, কার্ম্মুকের জ্যানির্ঘোষ, নানাবিধ বাদিত্রের শব্দ, গাণ্ডীব নিনাদ এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বনে নর ও নাগগণ মন্দবেগ ও অচেতন হইয়া পড়িল। মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য সায়ক দ্বারা তাহাদের কলেরব ভেদ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত ছিন্নপক্ষ অদ্রির ন্যায় অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক হস্তী দন্ত ও শুণ্ডের সন্ধি, কুম্ভ, এবং গণ্ড-দেশে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসের ন্যায় বারংবার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর কিরীটী সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজারোহিগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সকল ধরাতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বোধ হইল যেন মহাত্মা পার্থ পদ্ম নিচয় দ্বারা দেবার্চ্চনা করিতেছেন। মাতঙ্গগণ রণস্থলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মনুষ্যগণ যন্ত্রবদ্ধ, ব্রণার্ত্ত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া করিগণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে অনেক

বার অর্জ্জুনের এক সুশাণিত শরে দুই তিন জন মনুষ্য বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হস্তিগণ নারাচ দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রুধির বমন করত আরোহীর সহিত দ্রুমবান পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথিগণের মৌর্ব্বী, ধ্বজ, ধনু, যুগ ও ঈষা ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে কখন শর গ্রহণ কখন শর সন্ধান, কখন শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। কেবল এই মাত্র বোধ হইতে লাগিল যে, যেন মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতেছেন। ঐ সময় অনেক মাতঙ্গ অর্জ্জুনের নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তোদগার করত ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই রণস্থলে চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। কার্ম্মুক, অঙ্গুলিত্র, খড়্গ, কেয়ূর ও কনকালঙ্কার ভূষিত ছিন্ন বাহু সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। দিব্য ভূষণ ভূষিত আসন, ঈষাদণ্ড, চক্রবিমথিত অক্ষ, ভগ্ন যুগ, নিপতিত মহাধ্বজ, রাশি রাশি মালা, আভরণ ও বস্ত্র এবং রণনিহত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও চর্ম্মচাপধারী ক্ষত্রিয়গণ ইতস্তত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় রণভূমি অতি ঘোর দর্শন হইয়া উঠিল। হে রাজন্! এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্যগণ অর্জ্জুনশরে নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুঃশাসনও পার্থশরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া শঙ্কিত চিত্তে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের আশ্রয় গ্রহণার্থে শকট ব্যূহে প্রবেশ করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

সব্যসাচী মহারথ অর্জ্জুন এইরূপে দুঃশাসনের সৈন্য বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ব্যূহ সম্মুখে দ্রোণাচার্য্যকে অবস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও কল্যাণ করুন। আমি আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ্য চমূ মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সত্য বলিতেছি, আমি আপনারে পিতার সমান, কৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজের সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। হে তাত! আপনি অশ্বত্থামারে যে রূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমারেও সর্ব্বদা সেইরূপে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুগ্রহে রণস্থলে নরোত্তম সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে হাস্য করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে আমারে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শরজাল দ্বারা অর্জ্জুন ও তাহার রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে স্বীয় সায়ক দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক ভীষণাকার বাণ সকল নিক্ষেপ করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদন পূর্ব্বক বিষাগ্নি সদৃশ শর দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে

লাগিলেন। ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয়, কি রূপে আচার্য্যের শরাসন ছেদন করিবেন এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে বীর্য্যবান দ্রোণ সত্বরে তাঁহার চাপজ্যা ছেদন পূর্ব্বক শর দ্বারা রথধ্বজ, ঘোটক ও সারথিরে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে অর্জ্জুনকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ সত্বরে কার্ম্মুকে অপর জ্যা আরোপণ করিয়া আচার্য্যকে হস্তলাঘব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এক বারে ছয় শত শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে কখন সপ্তশত কখন সহস্র ও কখন অযুত সংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অসংখ্য মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। রথিগণ ধনঞ্জয়ের শর প্রভাবে অস্ত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব বিহীন এবং নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গ সকল বজ্রচূর্ণিত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায়, বাতাহত মেঘের ন্যায়, হুতাশন দগ্ধ গৃহের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব হিমালয় প্রস্থে বারি বেগাহত হংস কুলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। যুগান্ত কালীন সূর্য্য যেমন জাল দ্বারা অগাধ জল রাশি ক্ষয় করেন, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন।

তখন মেঘ যেমন রবিকিরণ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়ের শরজাল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে এক অরাতি ঘাতক নারাচ নিক্ষেপ

করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আচার্য্যের নারাচ প্রহারে ভূমিকম্প কালীন অচলের ন্যায় ব্যাকুলিত হইলেন এবং অবিলম্বে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ বাণে বাসুদেবকে ও ত্রিসপ্ততি বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন শর প্রহারে তাঁহার রথধ্বজ বিপাটিত করিলেন এবং হস্ত লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, দ্রোণাচার্য্যের সায়ক সকল অনবরত নিপতিত হইতেছে এবং তাহার ভীষণ শরাসন মণ্ডলাকারই রহিয়াছে। হে মহারাজ! দ্রোণ বিসৃষ্ট কঙ্কপত্র ভূষিত শর সকল কেবল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতিই ধাবমান হইল।

তখন মহামতি বাসুদেব দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই ভয়ানক যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া প্রকৃত কার্য্য সাধন চিন্তা করত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমাদের আর কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়। দ্রোণের সহিত অনেক ক্ষণ সংগ্রাম করা হইয়াছে; অতএব চল উহাঁরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করি। মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহারে তোমার যাহা অভিরুচি এই কথা বলিয়া দ্রোণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করত বিবৃত্তমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওনা? তখন অর্জ্জুন বলিলেন, হে আচার্য্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন।

আমি আপনার পুত্র সমান শিষ্য। বিশেষত আপনারে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে এমন কেহই নাই।

জয়দ্রথ বধোৎসুক মহাবাহু বিভৎসু দ্রোণকে এই কথা বলিয়া সত্বরে কৌরব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্র রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে পুত্রশোকে সন্তপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে কৌরব পক্ষীয় জয়, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, কাম্বোজ ও শ্রুতায়ু তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বীরগণের অনুগামী দশ সহস্র রথী এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবেল্লক, ললিত্থ, কৈকয়, মদ্রক, নারায়ণ, গোপাল ও পূর্ব্বে কর্ণকর্ত্তৃক পরাজিত কাম্বোজ দেশীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণ পণে বিচিত্র যোদ্ধা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাশীল যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ করত ঔষধাদি যেমন ব্যাধি নিবারণ করে, তদ্রূপ জয়দ্রথ বধোৎসুক ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বি নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে প্রতিরোধ ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে রথীশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্তপার্থ ব্যাধিগণযেমন দেহ সন্তাপিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যরশ্মি সন্নিভ নিশিত

শর নিকর দ্বারা শত্রু সৈন্যগণকে নিতান্ত তাপিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী পাণ্ডু তনয়ের বিষম বিশিখ প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল গাঢ়বিদ্ধ, রথ সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন, আরোহি সমবেত কুঞ্জরগণ ধরাতলে নিপতিত, ছত্র সকল নিকৃত্ত ও রথ সকল চক্র বিহীন হইল। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাঁহার শরজাল প্রভাবে সংগ্রাম স্থলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন তিনি আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে অজিহ্মগামী বাণ দ্বারা সেই কৌরব বাহিনী কম্পিত করিয়া মহারথ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ স্বশিষ্য অর্জ্জুনের উপর মর্ম্মভেদী অজিহ্মগামী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য ধনঞ্জয় শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রোণের শরবেগ নিবারণ করত ধাবমান হইলেন এবং সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা আচার্য্যের ভল্লাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থলে দ্রোণাচার্য্যের এই এক আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যুদ্ধে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়াও কোন ক্রমে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না। মহামেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি অনবরত বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ পার্থের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের সায়ক সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের বক্ষস্থলে ও ভুজদ্বয়ে সপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মতিমান ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া শাণিত সায়কবর্ষী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন কল্পান্ত কালীন অগ্নি সদৃশ দ্রোণের শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোজরাজের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে দ্রোণের শরনিকর হইতে মুক্ত হইয়া ভোজসৈন্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করত কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা অনাকুলিত চিত্তে কঙ্কপত্র ভূষিত দশ শর দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও শর পীড়িত হইয়া প্রথমে শত ও তৎপরে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রত্যেকের উপর পঞ্চবিংশতি শর প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ অগ্নি শিখাকার এক বিংশতি শর দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষস্থল ভেদ ও পুনরায় তাঁহার উপর শাণিত পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থলে নয়বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

মহামতি কেশব অর্জ্জুনকে কৃতবর্ম্মার সহিত বহুক্ষণ সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। তখন

তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই, সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে উহারে সংহার কর। মহাবীর অর্জ্জুন কেশব বাক্যে অবিলম্বে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে মূর্চ্ছিত করিয়া মহাবেগে কাম্বোজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সশর শরাসন কম্পিত করত তাঁহার চক্র রক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনি যুধামন্যুর উপর তিন ও উত্তমৌজার উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতবর্ম্মারে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বীর দ্বয়ের ধনু ছেদন করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারাও অন্য কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক তাহারে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবর্ম্মার শরে নিবারিত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অরিনিসূদন ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও বিনাশ করিলেন না। মহাবীর রাজা শ্রুতায়ুধ পার্থকে কৌরব সৈন্য মধ্যে গমন করিতে

দেখিয়া ক্রোধভরে শরাসন কম্পিত করত সত্বরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর তিন ও জনার্দ্দনের উপর সপ্ততি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অর্জ্জুনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন মহা হস্তীর উপর অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ শ্রুতায়ুধের উপর নতপর্ব্ব নবতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্রুতায়ুধের ধনু ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সাত বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতায়ুধ পাণ্ডবের পরাক্রম দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নয় বাণে অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ ধনঞ্জয় শ্রুতায়ুধের উপর সপ্ততি নারাচ ও সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্য সম্পন্ন মহারাজ শ্রুতায়ুধ এই রূপে পার্থের শরে অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া ক্রোধভরে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ শ্রুতায়ুধ মহীপতি বরুণের পুত্র। শীততোয়া মহানদী পর্ণাশা উহাঁর জননী। মহানদী পর্ণাশা এই পুত্র অরাতিগণের অবধ্য হউক বলিয়া বরুণের নিকট বর

প্রার্থনা করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিলেন, সরিদ্বরে! আমি এই দিব্যাস্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহার প্রভাবেই তোমার পুত্র অবধ্যতা লাভ করিবে। হে ভদ্রে! মনুষ্য কদাচ অমর হইতে পারে না। এই ভূমণ্ডলে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারে অবশ্যই কালকবলে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতেছি, তোমার এই পুত্র এই অস্ত্রের প্রভাবে রণস্থলে শত্রুদিগের অজেয় হইবে; তুমি মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর! বরুণ দেব এই বলিয়া শ্রুতায়ুধকে মন্ত্রের সহিত গদা প্রদান করিলেন। শ্রুতায়ুধ গদা গ্রহণ করিলে ভগবান্ জলাধিপতি কহিলেন, বৎস শ্রুতায়ুধ! যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবে তাহার উপর এই গদা কদাচ প্রয়োগ করিও না; যদি কর তাহা হইলে ইহা প্রতীপগামিনী হইয়া তোমারেই বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সেই বরুণদত্ত গদাপ্রভাবেই ত্রিলোক মধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠেন। তিনি সেই গদা সমুদ্যত করিয়া অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশত জলাধিপতির বাক্য রক্ষা না করিয়া তদ্দ্বারা জনার্দ্দনকে প্রহার করিলেন। মহাবীর বাসুদেব অনায়াসে স্বীয় পীন স্কন্ধদেশে সেই গদাঘাত সহ্য করিলেন। প্রবল বায়ু যেমন বিন্ধ্য গিরিকে কম্পিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সেই গদা মধুসূদনকে কম্পিত করিতে পারিল না; প্রত্যুত বরুণের বাক্যানুসারে উহা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অমর্ষণ মহাবীর শ্রুতায়ুধকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতিনিপাতন

শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর শ্রুতায়ুধ সমর-পরাঙ্মুখ কেশবকে গদা প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়াই জলাধি-রাজের বাক্যানুসারে স্বীয় গদাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে বায়ুবেগ ভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণ শত্রুতাপন শ্রুতায়ুধকে নিহত দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন কাম্বোজ রাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগ-শালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলে শর সকল বর্ম্মভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদ-ক্ষিণ গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে প্রথমত অর্জ্জুনকে দশ ও বাসুদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া তৎপরে পুনরায় অর্জ্জুনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনু ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদ-ক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া কলেবর বিদারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাতেজা অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত প্রায়

হইলেন এবং ক্ষণ কাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃক্বণী লেহন করত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিষম শর প্রভাবে কাম্বোজরাজ তনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল এবং মুকুট ও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায়ধ রাশয্যা গ্রহণ করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বত শিখরজাত শাখাবৃত কর্ণিকার যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কাম্বোজরাজ তনয় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলেন। সেই মহার্হাভরণ ভূষিত তপ্তকাঞ্চন মালালঙ্কৃত প্রিয় দর্শন, তাম্রলোচন মহাবীর, অর্জ্জুনের শরে প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে বোধ হইতে লাগিল, সানুমান পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ, ও কাম্বোজ রাজ তনয় সুদক্ষিণ নিহত হইলে দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্যগণ মহাবেগে ধাবমান হইল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! মহাবীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধের নিধন দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা ক্রোধভরে মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি দেশীয় বীরগণ সকলেই ধনঞ্জয়ের উপর সত্বরে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে তাহাদিগের ষষ্টিশত সেনাকে শর নিপীড়িত করিলেন।

যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ব্যাঘ্রভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সত্বরে পুনরায় প্রতি নিবৃত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমর বিজয়ী শত্রুনাশক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শর-নিকর দ্বারা অরাতি সৈন্যগণের বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নরমস্তক ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে রণ ভূমি মধ্যে মস্তক শূন্য স্থান নয়নগোচর হইল না। সহস্র সহস্র কাক ও গৃধ্র উড্‌ডীয়মান হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের শরে সমুদায় কৌরব সৈন্য উৎসন্ন হইতে আরম্ভ হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে দুই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিপুল পরাক্রম স্পর্দ্ধাশালী সৎকুলোদ্ভব বীর দ্বয় আপনার পুত্রের হিতসাধন ও স্বীয় মহীয়সী কীর্ত্তি লাভের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে অতি সত্বরে উভয় পার্শ্ব হইতে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মেঘ যেমন বারি-বর্ষণ দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে তদ্রূপ নতপর্ব্ব সহস্র বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহারথ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে ধনঞ্জয়ের উপর নিশিত তোমরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শত্রুকর্ষণ অর্জ্জুন দারুণ অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিত প্রায় করত স্বয়ং মোহ প্রাপ্ত হই-লেন। ইত্যবসরে মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্ষতে ক্ষার প্রদান

করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মহাবীর অর্জ্জুন অচ্যুতায়ুর শূল প্রহারে সেইরূপ কষ্ট অনুভব করত ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহারে নিহত বোধ করিয়া উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থকে বিচেতন দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহারে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য হইয়া মহারথ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু বাণ বৃষ্টি দ্বারা ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথ, চক্র, যুগন্ধর, অশ্ব, ধ্বজ, ও পতাকার সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় পুনর্জীবিতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার রথ ও কেশবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন এবং শত্রু দ্বয়কে অচলের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ সমুৎপন্ন হইয়া শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। এইরূপে ঐ বীর দ্বয় অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বায়ুবেগভগ্ন পাদপ দ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের শর সকলও পার্থবাণে বিদারিত হইয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন ঐ বীর দ্বয়কে ও তাঁহাদের শর সকল সংহার করিয়া মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন সমুদ্র শোষণের ন্যায় একান্ত বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন মহাত্মা পার্থ ঐ বীর দ্বয়ের পাদানুগ পঞ্চাশত

রথ নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত কৌরব সেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর পুত্র নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ু স্ব স্ব পিতার নিধন দর্শনে শোকে নিতান্ত কর্ষিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে বিবিধ শর নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই সন্নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গ যেমন পদ্মসমবেত সরোবর আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন অঙ্গদেশীয় সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ক্রোধন স্বভাব গজারোহীরা এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে সমুৎপন্ন ভূপালগণ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে পর্ব্বত প্রমাণ কুঞ্জর সমুদায় দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। গাণ্ডীবধন্বা তদ্দর্শনে ক্রোধভরে সত্বরে তাহাদের মস্তক ও ভূষণালঙ্কৃত বাহু সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমর ভূমি সেই সমুদায় মস্তক ও বাহু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া ভুজগবেষ্টিত কনক শিলার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সায়কোন্মথিত মস্তক ও বাহু সকল বীরগণের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতনোন্মুখ পক্ষি সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শর বিদ্ধ শোণিতস্রাবী কুঞ্জর সকল বর্ষাকালীন গৈরিক ধাতুযুক্ত জলস্রাবী পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় দৃষ্ট হইল। গজপৃষ্ঠ গত বিকৃত দর্শন বিবিধ বেশধারী ম্লেচ্ছগণ বিচিত্র নিশিত

শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। আরোহী ও পাদ রক্ষক সমবেত নারাচ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র সম্পন্ন, তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কতকগুলি শোণিত বমন, কতকগুলি উৎক্রোশ, কতকগুলি শয়ন ও কতকগুলি ভ্রমণ এবং অধিকাংশ অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনাদিগকেই মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন বিকট বেশ, বিকট চক্ষু, আসুরিক মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লিক ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ সম্ভূত নানা যুদ্ধ বিশারদ কালান্তক যম সদৃশ ম্লেচ্ছগণ এবং দার্ব্বাতিসার দরদ ও পুণ্ড প্রভৃতি দেশে সঞ্জাত অসংখ্য সৈন্যগণ মহাবীর অর্জ্জুনের উপর শর বৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়া বিস্তার করিয়া সুশাণিত অস্ত্র দ্বারা মুণ্ডিত, অর্দ্ধ মুণ্ডিত, অপবিত্র, জটিলবক্ত্র, একত্র সমবেত সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকে সংহার করিলেন। গিরি গহ্বর নিবাসী গিরিচারিগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কাক, কঙ্ক, বৃক প্রভৃতি শোণিত-লোলুপ প্রাণিগণ আনন্দ সহকারে অর্জ্জুনের শাণিত শরে নিপাতিত গজ ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ শর প্রভাবে হস্তী

অশ্ব ও রথ সমারূঢ় অসংখ্য রাজপুত্রগণের দেহ হইতে অনবরত শোণিত ধারা বিনির্গত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে রক্ততরঙ্গ সম্পন্ন নিহত করিকুল সমাকীর্ণ সাক্ষাৎ যুগান্ত কালীন কাল সদৃশ মহানদী প্রবাহিত হইল। নিহত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণ উহার সংক্রম স্বরূপ, শরনিকর প্লব স্বরূপ, কেশকলাপ শৈবল ও শাদ্বল স্বরূপ এবং ছিন্ন অঙ্গুলি সমুদায় ক্ষুদ্র মৎস্য স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে যেরূপ কি উন্নত কি অবনত সমুদায় প্রদেশই একাকার হইয়া যায়, সেই রূপ কৌরব সৈন্যগণের গাত্র নিঃসৃত শোণিত প্রবাহে রণস্থল একাকার হইল। হে রাজন্! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে ষট্ সহস্র অশ্ব ও দশ শত ক্ষত্রিয় বীরগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। শর বিক্ষতাঙ্গ সুসজ্জিত হস্তি সমুদায় বজ্রতাড়িত শৈলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গ নলবন মর্দ্দন করত ভ্রমণ করে, সেই রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য গজ, বাজী ও রথ বিনাশ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনল যেমন সমীরণ সাহায্যে ভূরি ভূরি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণসমাকীর্ণ মহারণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের সাহায্যে নিশিত শর দ্বারা অসংখ্য কৌরব সৈন্য সংহার পূর্ব্বক রথ সমুদায় শূন্য ও নরদেহে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চাপ হস্তে রণস্থলে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহারথ ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য শর প্রভাবে রণস্থল শোণিতময় করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠাধিপতি শ্রুতায়ু তাঁহারে সৈন্য মধ্যে

প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন অবিলম্বে কঙ্কপত্র ভূষিত তীক্ষ্ণ শর সমুদায় দ্বারা অম্বষ্ঠরাজের অশ্ব সমুদায় সংহার ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠরাজ অর্জ্জুনের কার্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গদা হস্তে মহারথ কেশব ও পার্থের নিকটে গমন পূর্ব্বক গদা দ্বারা রথের গতি নিবারণ ও কেশবকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। অরাতিনাশন অর্জ্জুন কেশবকে গদা তাড়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মেঘ যেমন উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা গদাপাণি মহারথ অম্বষ্ঠকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অপর শরনিকরে তাঁহার গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর অম্বষ্ঠ সেই গদা ছিন্ন দেখিয়া অবিলম্বে অন্য মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সমরবিশারদ অর্জ্জুন দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদাযুক্ত ইন্দ্রধ্বজাকার ভুজ দ্বয় ছেদন পূর্ব্বক অন্য এক বাণে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া বসুন্ধরা অনুনাদিত করত যন্ত্রমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন অসংখ্য রথ, গজ ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘনঘটাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথবধার্থ দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য ও ভোজ সৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে

প্রবিষ্ট, কাম্বোজ রাজতনয় সুদক্ষিণ ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ুধ বিনষ্ট এবং সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অর্জ্জুন এই সমস্ত সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিয়াছে। এক্ষণে ভয়ঙ্কর লোক ক্ষয়কর কালে অর্জ্জুন বিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যাবধারণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনিই আমাদিগের প্রধান আশ্রয়; অতএব অর্জ্জুন যাহাতে জয়দ্রথকে সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। হুতাশন যেমন সমীরণের সাহায্যে শুষ্ক তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ক্রোধভরে আমার সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে জয়দ্রথের রক্ষক ভূপালগণের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ধনঞ্জয় প্রাণসত্ত্বে কদাচ দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিবে না; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা তাহারে সৈন্য ভেদ পূর্ব্বক আপনাকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া সাতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। হে মহাত্মন্! আমি পার্থকে আপনার সমক্ষে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অস্মৎপক্ষীয় বীরগণকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আপনারে সৈন্য শূন্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি আপনারে পাণ্ডবগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত জানিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইতেছি। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আপনারে প্রীত করি, কিন্তু তৎ সমুদায় আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত; তথাচ আপনি আমাদিগের হিতাভিলাষ করেন না; প্রত্যুত

আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবদিগকে নিরন্তর প্রীতি করিয়া থাকেন। আপনি আমাদিগের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধু-লিপ্ত ক্ষুর সদৃশ, তাহা আমি এতকাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি পূর্ব্বে অর্জ্জুন নিগ্রহে স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমি গৃহগমনোন্মুখ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কদাচ নিবা-রণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বুদ্ধি প্রভাবে আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহবশত সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বরং মনুষ্য কৃতান্তের করাল দংষ্ট্রান্তরে নিপতিত হইয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বশবর্ত্তী হইলে কদাচ পরিত্রাণ পাই-বেন না। অতএব হে মহাত্মন্! সিন্ধুরাজ যাহাতে অর্জ্জুন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, এ রূপ উপায় করুন। আমার এই আর্ত্তপ্রলাপে রোষ পরবশ হইবেন না।

দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার তুল্য; আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। এক্ষণে আমি যাহা নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। কৃষ্ণ সারথি শ্রেষ্ঠ; তাঁহার অশ্ব সকল অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্প মাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হন। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জ্জু-নের গমন কালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরনিকর তাঁহার রথের এক ক্রোশ পশ্চাৎ নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং শীঘ্র গমনে সমর্থ নহি।

বিশেষত পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনা মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে। আরও আমি সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমি এ সময় ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। তুমি এই জগতের পতি, মহাবল পরাক্রান্ত ও জয়লাভে সুনিপুণ ; অতএব যে স্থানে পার্থ অবস্থান করিতেছে, তুমি স্বয়ং সহায় সম্পন্ন হইয়া নির্ভয়ে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই তুল্যাভিজন তুল্যকর্ম্মা একমাত্র পাণ্ডুতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবত্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য ! আপনি সমুদায় শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য ; ধনঞ্জয় আপনারেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব আমি কি রূপে তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আমি কুলিশধারী পুরন্দরকেও সমরে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে কোন মতেই সমর্থ হইব না। যে মহাবীর অস্ত্রবলে ভোজরাজ, হার্দ্দিক্য ও আপনারে পরাজয় এবং সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, অচ্যুতায়ু, অম্বষ্ঠপতি ও অসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়াছে, আমি কি রূপে সেই দহনোন্মুখ হুতাশন সদৃশ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র বিশারদ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আজি আপনিই বা কি রূপে অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিলেন। হে আচার্য্য ! আমি ভৃত্যের ন্যায় আপনার অধীন, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার যশোরক্ষা করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে মহারাজ ! ধনঞ্জয় যথার্থই

দুর্দ্ধর্ষ কিন্তু তুমি যে রূপে তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে তাহার উপায় বিধান করিতেছি। আজি ধনুর্দ্ধরগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করুন, যে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইতেছে। হে মহারাজ! আমি তোমার শরীরে এই কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি, ইহার প্রভাবে মানুষাস্ত্র তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবে না। যদি সমুদায় সুর, অসুর, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্যগণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই। কি কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন কি অন্য কোন শস্ত্রধারী বীর কেহই তোমার এই কবচে শরক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সত্বরে অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হও; সে কদাচ তোমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যাবলে সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলস্থিত বীরগণের বিস্ময়োৎপাদন ও দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত সত্বরে উদকস্পর্শ করিয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ করত দুর্য্যোধনের গাত্রে এক তেজ প্রজ্বলিত অদ্ভুত কবচ আসঞ্জিত করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে রাজন! যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর সরীসৃপ এবং এক চরণ, বহু চরণ ও চরণ হীন প্রাণিগণের নিকট তুমি নিরন্তর মঙ্গল লাভ কর। ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী, অরুন্ধতী, অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, লোকপাল, ধাতা, বিধাতা, দিক্ সকল, দিক্পালগণ, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, ভগবান্

ভাস্কর, দিগ্‌গজ চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগন, গ্রহগণ এবং যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার ও ভগীরথ প্রভৃতি সমস্ত রাজর্ষিরা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। যিনি রসাতলে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর ধরা ধারণ করিতেছেন, সেই পন্নগ শ্রেষ্ঠ অনন্ত তোমার মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

হে গান্ধারীতনয়! পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃত্রাসুরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও বল বীর্য্য বিহীন হইয়া ভয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে কমলযোনিরে কহিলেন, হে দেবসত্তম! আপনি বৃত্র মর্দ্দিত সুরগণের এক মাত্র গতি হইয়া ইহাঁদিগকে এই মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করুন। তখন ভগবান্ পদ্মযোনি স্বীয় পার্শ্বস্থিত বিষ্ণু ও শক্রাদি সুরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু এক্ষণে আমি বৃত্রাসুরকে সংহার করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বকর্ম্মার অতি দুঃসহ তেজ প্রভাবে বৃত্রাসুরের জন্ম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্মা দশলক্ষ বৎসর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহেশ্বর নিকটে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সেই অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাত্মা বৃত্রাসুর দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে তোমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হে দেবগণ! মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলে তপশ্চরণ নিদান, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, সর্ব্বভূতপতি, ভগনেত্র নিপাতন, ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অতএব তোমরা অবিলম্বে তথায় গমন কর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে। তখন

সুরগণ ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে তাঁহার সহিত মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোরাশি ভগবান্ পিনাকপাণি বিরাজিত হইতেছেন। তিনি দেবগণকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমারে তোমাদিগের কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আমার দর্শন অমোঘ। অতএব অবশ্যই তোমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুরগণ মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! দুরাত্মা বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজ ক্ষয় করিয়াছে। এই দেখুন, আমাদিগের কলেবর তাহার প্রহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। তখন মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! মহাবল পরাক্রান্ত প্রাকৃত জনের দুর্নিবার্য্য বৃত্রাসুর যে বিশ্বকর্ম্মার তেজ প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তোমাদের অবিদিত নাই; যাহা হউক, দেবগণের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমার গাত্রস্থিত এই ভাস্বর কবচ গ্রহণ করিয়া মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করত ধারণ কর।

বরদাতা মহাদেব এই বলিয়া ইন্দ্রকে বর্ম্ম ও বর্ম্মধারণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ সেই বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বৃত্র সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন। বৃত্রাসুর তাঁহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার সন্ধিস্থল ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবরাজ অবসর পাইয়া সেই সংগ্রামে বৃত্রকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। হে দুর্য্যোধন! সুররাজ পুরন্দর বৃত্রাসুর

নিধনানন্তর সেই হরদত্ত বর্ম্ম ও মন্ত্র অঙ্গিরারে প্রদান করেন। তৎপরে অঙ্গিরা স্বীয় মন্ত্রবেত্তা পুত্র বৃহস্পতিরে ও বৃহস্পতি ধীমান অগ্নিবেশ্যকে ঐ মন্ত্র সমবেত বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন ; মহাত্মা অগ্নিবেশ্য উহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। হে নৃপসত্তম ! অদ্য তোমার দেহ রক্ষার্থ সেই বর্ম্ম মন্ত্রপূত করিয়া তোমার গাত্রে বন্ধন করিতেছি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! আচার্য্য পুঙ্গব দ্রোণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিলেন, হে পার্থিব! পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা সংগ্রাম সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময় যুদ্ধে ইন্দ্রের শরীরে যেমন দিব্য কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই রূপ আজি আমি তোমার গাত্রে ব্রহ্ম সূত্র দ্বারা কবচ বন্ধন করিয়া দিতেছি। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এই বলিয়া যথাবিধ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া তাঁহারে সেই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন ! মহাবাহু দুর্য্যোধন এইরূপে আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ হইয়া ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সহস্র রথ, বিপুল বলশালী সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব ও অন্যান্য মহারথগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বিরোচন তনয় বলির ন্যায় মহাড়ম্বরে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপ দুর্য্যোধন অগাধ সমুদ্রের ন্যায় ধাবমান হইলে কৌরব সৈন্য মধ্যে মহা শব্দ সমুত্থিত হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন সমর প্রবিষ্ট কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে পাণ্ডবেরা সোমকগণ

সমভিব্যাহারে ঘোরতর গভীর নিনাদ করিয়া প্রবল বেগে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে রাজন্! তৎকালে ভগবান্ মরীচিমালী গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ব্যূহের অগ্রভাগে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপ লোমহর্ষণ অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল, তদ্রূপ সমর পূর্ব্বে আর কখন আমরা দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। অসংখ্য সৈন্য সমবেত পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণ সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৌরবগণও দ্রোণাচার্য্যকে পুরস্কৃত করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ গ্রীষ্মকালীন বায়ুতাড়িত উদ্ধত মহামেঘ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন সলিল পরিপূর্ণ জাহ্নবী ও যমুনার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইল। বায়ুবেগ সঞ্চালিত মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ সেই সংগ্রামে অসংখ্য অশ্ব, হস্তী ও রথে পরিবৃত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শরবর্ষণ দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে প্রবল সমীরণ সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন জলরাশি ক্ষুব্ধ করে, তদ্রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ যেমন সলিলরাশি প্রবল বেগে মহাসেতু ভেদ করিতে ধাবমান হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যকে ভেদ করিবার নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও

ধৃষ্টদ্যুম্নও কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ এইরূপে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সায়কে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কেহই প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! আপনার তিন পুত্র মহারথ বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ কুন্তী-পুত্র ভীমসেনকে অবরোধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বীর্য্যবান ক্ষেমধূর্ত্তি এই তিন জন আপনার তিন পুত্রের অনুগমন করিলেন। সৎকুল সম্ভূত মহাতেজস্বী মহারথ বাহ্লীক নৃপতি অমাত্য ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে দ্রৌপদী তনয়দিগের অবরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শৈল্য সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কাশিরাজের মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। মদ্র দেশাধিপতি শল্য জ্বলন্ত পাবক সদৃশ অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিতে লাগিলেন। অমর্ষ পরায়ণ কবচাবৃত মহাবীর দুঃশাসন স্বসৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মহারথ সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং চারিশত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য লইয়া চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি চাপ, শক্তি ও খড়্গ-ধারী সপ্তশত গান্ধার দেশীয় সৈন্য লইয়া মাদ্রী পুত্র নকুলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বান্ধবের বিজয় বাসনায় ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া প্রাণ-পণে বিরাট রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহ্লীক নৃপতি সমরে অপরাজিত মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদ-তনয় শিখণ্ডীরে পরাভূত করিতে সমুদ্যত হইলেন। অবন্তি

নগরাধিপতি সৌবীর সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্রোধ পরিপূর্ণ প্রভদ্রকগণ সমবেত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলায়ুধ, ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে সংগ্রাম ক্ষেত্রে ধাবমান হইলেন। মহারথ কুন্তিভোজ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীষণ প্রকৃতি রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কৃপ প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে ও সূত পুত্র কর্ণ বাম ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। যুদ্ধ বিশারদ, নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর কৃপ, বৃষসেন, শল ও শল্য প্রভৃতি বীরগণ এই রূপে সিন্ধু রাজের রক্ষার উপায় বিধান করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবাহু পাণ্ডবগণ ব্যূহ মুখে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যও যশোলাভের আশয়ে আপনার ব্যূহ রক্ষা করত স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার

পুত্রগণের হিতৈষী অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ক্রোধান্বিতচিত্তে দশ বাণে বিরাটরাজকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বিরাটরাজও সেই অনুচর বেষ্টিত মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের বাণে আহত হইয়া তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরণ্য মধ্যে মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের সহিত কেশরীর যেরূপ যুদ্ধ হয়, উক্ত বীরদ্বয়ের সহিত বিরাটরাজের সেইরূপ অতি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত শিখণ্ডী, মর্ম্মাস্থিভেদী তীক্ষ্ণবাণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্লীক ভূপতিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাহ্লীকও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর হেমপুঙ্খ শিলানিশিত নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের সংগ্রাম ভীরুগণের ত্রাসজনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন হইল। তাঁহাদিগের শরজালে এককালে সমুদায় দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যেমন মাতঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ শিবিরাজ গোবাসন মহারথ কাশিরাজের পুত্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন জীবের মন পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হয়, সেইরূপ বাহ্লীকরাজ কোপান্বিত হইয়া মহারথ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ সকল শরীরের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ শরবর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্লীক রাজের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুঃশাসন নতপর্ব্ব নয় তীক্ষ্ণ বাণে বৃষ্ণিবংশাবতংস সত্যবিক্রম সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে

তিনি ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঙ্কপত্র যুক্ত দশ বাণে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ঐ বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রাম স্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবীর অলম্বুষ মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিভোজের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে তাঁহারে বিবিধ বাণে বিদ্ধ করত কৌরব বাহিনী মুখে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ পূর্ব্বকালীন জম্ভাসুর ও ইন্দ্রের সমরের ন্যায় মহাবীর কুন্তিভোজ ও অলম্বুষের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব কোপান্বিত হইয়া কৃতবৈর বলবান শকুনির উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহীপাল! এইরূপে সমর ক্ষেত্রে তুমুল জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নি আপনার দুর্নীতি প্রভাবে সমুৎপন্ন, কর্ণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ও আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া এক্ষণে এই সসাগরা ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর শকুনি পাণ্ডুপুত্র নকুল ও সহদেবের শর প্রহারে রণবিমুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহারথ মাদ্রীতনয় দ্বয় শকুনিরে সমর বিমুখ দেখিয়া পুনরায় তাঁহার উপর বারিধারার ন্যায় অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুবলনন্দন সেই মহাবীর দ্বয়ের সন্নতপর্ব্ব বিবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ মহাবেগে অলায়ুধ রাক্ষসের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বকালে রাম ও রাবণের যেরূপ বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল, ঐ মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদ্বয়ের সেই-রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমত পঞ্চশত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মদ্ররাজের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই রূপ অদ্ভুত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ ইহাঁরা অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

মহারাজ! এই রূপে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা সেই ত্রিধাভূত কৌরব সৈন্য-গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধরে ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত রাজা যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মারে এবং সূর্য্য সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর বর্ষণ করত দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। তখন যুদ্ধ তৎপর ধনুর্দ্ধারী ক্রোধপরায়ণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই অসংখ্য জন-সংক্ষয় সময়ে সেনাগণ নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে বলবীর্য্য সম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রান্ত পাঞ্চাল পুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর দ্রোণ ও মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্যগণের মস্তক

ছেদন পূর্ব্বক ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে, সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে পুণ্ডরীক বন সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময় সংগ্রাম স্থলে চতুর্দ্দিকে বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সকল বিকীর্ণ হইল। শূরগণের শোণিতাক্ত স্বর্ণ নির্ম্মিত তনুত্রাণ সকল সৌদামিনী সম্বলিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন অন্যান্য মহারথগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য বীরগণের মস্তক অসি, চর্ম্ম, চাপ ও কবচ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। মাংস লোলুপ গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, বায়স ও শৃগাল সমুদায় হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের মাংস ভোজন, শোণিত পান, কেশ ছেদন, মজ্জা ভক্ষণ এবং শরীর ও মস্তক সমুদায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সংগ্রাম নিপুণ, কৃতাস্ত্র, রণদীক্ষিত যোধগণ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা নির্ভয়ে অসিমার্গে বিচরণ এবং ক্রোধভরে ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ এবং ভুজ দ্বারা পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। রথিগণ রথিদিগের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত ও পদাতিগণ পদাতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য মত্ত মাতঙ্গ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করত পরস্পরের প্রতি আঘাত ও পরস্পরকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের অশ্বগণের সহিত আপনার অশ্ব সমুদায় মিলিত করিলেন। বায়ুবেগশালী পারাবত সবর্ণ ও রক্তবর্ণ অশ্বগণ একত্র মিলিত হইয়া বিদ্যুৎ সম্বলিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অরাতি নিপাতন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণাচার্য্যকে সমীপস্থ দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার মানসে কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং রথ দণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রোণের রথে গমন করিয়া কখন অশ্বগণের উপরে, কখন অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগে ও কখন যুগ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গহস্তে দ্রোণের রক্ত বর্ণ অশ্বগণের উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আচার্য্য তাঁহার কিছুমাত্র রন্ধ্র অবলোকনে সমর্থ হইলেন না। শ্যেনপক্ষী আমিষ গ্রহণার্থ অরণ্যে যেরূপ ভ্রমণ করে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে সেইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য শত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের চর্ম্ম, দশ শরে অসি, চতুঃষষ্টি শরে অশ্ব সমুদায় এবং দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর অশনি সদৃশ জীবিতান্তক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সাত্যকি তদ্দর্শনে অবিলম্বে চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দ্রোণ বিমুক্ত শর ছেদন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সিংহ মুখে নিপতিত মৃগের ন্যায় দ্রোণ হইতে রক্ষা করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই মহারণে সাত্যকিরে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক অবলোকন করিয়া

সত্বরে তাঁহার উপর ষড়্‌বিংশতি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃঞ্জয়-গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রোণের বক্ষস্থলে ষড়্‌বিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণ সাত্যকিরে দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখীন দেখিয়া সত্বরে ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে সমর হইতে অপসারিত করিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষ্ণিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর ছেদন পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিলে শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কি রূপে সংগ্রাম করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর দ্রোণা-চার্য্য ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শর ও নারাচ সমুদায় নিক্ষেপ করত ব্যাদিতাস্য বিকটিতদশন, তাম্রাক্ষ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার লোহিতবর্ণ অশ্বগণ এরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল যে, দর্শন মাত্র বোধ হয় উহারা আকাশ-মার্গে গমন বা পর্ব্বতোপরি সমুত্থান করিতেছে। তখন শত্রু-জেতা মহাশূর সাত্যকি শক্তি খড়্গধারী অমর্ষ পরায়ণ দ্রোণা-চার্য্যকে বেগশালী রথে আরোহণ পূর্ব্বক কার্ম্মুক আকর্ষণ এবং অসংখ্য শর ও নারাচ নিক্ষেপ করত অশনিনির্ঘোষশালী বারিধারাবর্ষী বায়ুবেগচালিত বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মহামেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি অবিলম্বে এই স্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত

দুর্য্যোধনের আশ্রিত রাজপুত্ত্রদিগের আচার্য্য শূরাভিমানী ব্রাহ্মণের অভিমুখে অশ্ব পরিচালন কর। সারথি সাত্যকির বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ রজতসঙ্কাশ বায়ুবেগসম অশ্বগণকে দ্রোণাচার্য্যের সমীপে সমানীত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য ও শিনিবংশাবতংস সাত্যকি উভয়ে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি বারিধারার ন্যায় বহু সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শরজালে আকাশমার্গ ও দশদিক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রভাকরের প্রভাবিনাশ ও সমীরণের গতি রোধ হইল। এইরূপে উভয়ের বাণ বর্ষণে রণস্থল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে অন্যান্য বীরগণ উহা নিতান্ত অনিবার্য্য বোধ করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও সাত্যকি অবিশেষে পরস্পরের উপর শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধারাভিঘাতজ তাঁহাদের শর সন্নিপাতের গভীর শব্দ দেবরাজ প্রেরিত অশনি নিস্বনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নারাচ বিদ্ধ বীরগণের কলেবর আশীবিষ বিদষ্ট সর্পের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। যুদ্ধোন্মত্ত মহাবীর দ্রোণ ও সাত্যকির নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ বজ্রাহত শৈল শৃঙ্গের শব্দের ন্যায় শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। উভয়ের রথ, সারথি ও অশ্ব সমুদায় স্বর্ণপুংখ শরে বিদ্ধ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। অকুটিল নির্ম্মল নারাচ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক মদস্রাবী বারণ দ্বয়ের

ন্যায় শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বিজয় বাসনায় পরস্পরের প্রতি জীবিতান্তকর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেনাগণের গর্জ্জন ও উৎক্রোশ এবং শঙ্খদুন্দুভির নিস্বন এককালে তিরোহিত হইল। সৈন্য সকল তুষ্ণীম্ভূত ও যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে দ্রোণ ও সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। যাবতীয় রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ তাঁহাদের উভয়ের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মুক্তাবিদ্রুম শোভিত মণিকাঞ্চন বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, পতাকা, চিত্রকম্বল, নির্ম্মল শাণিত শস্ত্র, বাজিগণের চামর এবং গজ সমুদায়ের স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত কুম্ভমালা ও দন্তবেষ্টনের প্রভা প্রভাবে সেনানিচয় বক পংক্তি বিরাজিত খদ্যোত সমুদ্যোতিত সৌদামিনী সম্বলিত বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ মহাত্মা সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য্যের সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সমুদায় সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ বিমানাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক সেই বীর দ্বয়ের বিচিত্র গমন প্রত্যাগমন ও আক্ষেপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় স্ব স্ব লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি সুদৃঢ় সায়ক নিকরে দ্রোণাচার্য্যের শর সমুদায় ও শরাসন ছেদন করিয়া

ফেলিলেন। অরাতি নিপাতন দ্রোণ অবিলম্বে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাহাও তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শিনিবংশাবতংস সাত্যকি ষোড়শবার দ্রোণাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিলে আচার্য্য তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রের ন্যায় হস্তলাঘব দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহাবীর পরশুরাম, কার্ত্ত-বীর্য্য ও পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভীষ্মের যেরূপ অস্ত্রবল মহাত্মা সাত্য-কিরও সেই রূপ অস্ত্রবল দৃষ্ট হইতেছে। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে মনে মনে সাত্যকির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ দ্রোণাচার্য্যের হস্তলাঘব অবগত ছিলেন কিন্তু সাত্য-কির লঘুহস্ততা অবগত ছিলেন না এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অস্ত্র বিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্র সন্ধান করিলেন। সাত্যকিও অবিলম্বে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। সমরকৌশলাভিজ্ঞ কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির সংগ্রাম কৌশল ও অসাধারণ অতিমানুষ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকিও সেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ধনু-র্ব্বেদপারদর্শী শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং পরিশেষে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া

সাত্যকির বিনাশ বাসনায় দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণকে রিপুঘ্ন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহ-নাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎ-কালে খেচর প্রাণিগণও আকাশ বিচরণ পরিত্যাগ করিল। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শরাসন সমাহিত দিব্যাস্ত্র দ্বয় পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর ব্যর্থ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্ত গমনোন্মুখ হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ ও কেকয় নরপতি এবং মৎস্য ও শাল্য দেশীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সহস্র সহস্র রাজপুত্রগণ দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অরাতি পরিবারিত দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করি-লেন। উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পার্থিব রেণু ও বীরগণের শরজালে সমরস্থল পরিব্যাপ্ত হইলে সকলেই ভয় বিহ্বল হইল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সংগ্রাম কার্য্য অতি অনিয়মে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

একোন শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দিনমণি অস্তাচল শিখরাভিমুখী হইলে দিবস ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল এবং দিনকরের প্রচণ্ড কিরণ মন্দীভূত হইল, তখন যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, কেহ কেহ যুদ্ধে বিরত, কেহ কেহ পুনর্ব্বার

সমাগত হইল এবং কেহ কেহ রণ স্থলেই অবস্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই দিনাবসান সময়ে জয়াভিলাষী সেনাগণ পরস্পর সংগ্রামে সংশক্ত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা জনার্দ্দন যে যে স্থলে রথ চালন করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকরে সৈন্যগণকে অপসারিত করত সেই সেই স্থানে রথ গমনের পথ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনের রথ যে যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে কৌরব সৈন্যগণ তাঁহার শাণিত শরে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বলবীর্য্য সম্পন্ন বাসুদেব উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় রথ শিক্ষা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালাগ্নি তুল্য, স্নায়ুনদ্ধ, নামাঙ্কিত, বায়ুবেগ-গামী বৈণব ও আয়স শর সমুদায় পক্ষিগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন এরূপ বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, রথারূঢ় অর্জ্জুনের ক্রোশগামী শরনিকর অরাতিগণের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি এক ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইলেন। বাসুদেব সঞ্চালিত অশ্বগণকে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে দেখিয়া সমুদায় লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। মহাবীর অর্জ্জুনের মনোমারুতগামী রথ সংগ্রামস্থলে যেরূপ বেগে গমন করিতে লাগিল; সূর্য্য, ইন্দ্র রুদ্র ও কুবেরের রথও সেরূপ বেগে গমন করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে শত্রু-নিপাতন কেশব সমরাঙ্গনে রথ সমানীত করিয়া সেনা মধ্যে অশ্বগণকে পরিচালিত করিলেন। অশ্বগণ সমরবিশারদ

বীরগণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং রণভূমিস্থ রথ সমুদায়ের মধ্যস্থলে সমুপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে স্যন্দন আকর্ষণ করত বিচিত্র মণ্ডলে বিচরণ এবং নিহত মনুষ্য, নাগ অশ্ব ও রথ সমূহের উপরিভাগ দিয়া ক্রমে ক্রমে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর অর্জ্জুনকে ক্লান্তবাহন দেখিয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে চতুঃষষ্টি, বাসুদেবকে সপ্ততি এবং তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কোপান্বিত হইয়া তাহাদের উপর মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে ও কেশবকে শরবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীব অর্জ্জুন দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের বিচিত্র শরাসন দ্বয় ও কনকোজ্জ্বল ধ্বজ যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন তদ্দর্শনে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া পুনরায় দুই শরে তাঁহাদের দুই জনের শরাসন ছেদন করিলেন এবং সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিশিখ জালে তাঁহাদিগের সারথি, পদাতি, পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্ব সকল সংহার করত ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা বিন্দের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বিন্দ অর্জ্জুনের শরে গতাসু হইয়া বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রথিপ্রধান মহাবল

পরাক্রান্ত অনুবিন্দ জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিন্দের নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা হস্তে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিয়া মধুসূদনের ললাটে গদাঘাত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব অনুবিন্দের গদাঘাতে অণুমাত্রও কম্পিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সব্যসাচী ধনঞ্জয় ক্রোধভরে ছয় বাণে অনুবিন্দের ভুজদ্বয়, পাদদ্বয়, মস্তক ও গ্রীবা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ নিহত হইলে তাঁহাদের অনুগামিগণ ক্রোধভরে শর বর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া নিদাঘকালীন অরণ্যদহন হুতাশনের ন্যায়, মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া প্রথমত নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারে শ্রান্ত ও জয়দ্রথকে দূরস্থ অবধারিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে পার্থকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুরুষর্ষভ অর্জ্জুন তাহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে মৃদুবচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাধব! আমাদিগের অশ্ব সকল শরার্দ্দিত ও ক্লান্ত হইয়াছে; জয়দ্রথও অতি দূরে অবস্থান করিতেছে। অতএব এক্ষণে তোমার মতে কি করা কর্ত্তব্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞতম ও পাণ্ডবগণের নেত্রস্বরূপ; পাণ্ডবেরা তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মতে অশ্বগণকে বন্ধন

মুক্ত করিয়া বিশল্য করা কর্ত্তব্য । জনার্দ্দন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাত ! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে । তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে ! তুমি এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর ; আমি সমুদায় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতেছি।

মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবশরাসন ধারণ করিয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন বিজয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণ ধনঞ্জয়কে ধরণীতলস্থ দেখিয়া এই আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়, এই রূপ বিবেচনা করত অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে শরাসন আকর্ষণ ও বিচিত্র অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গগণ যেমন সিংহের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন ও তাঁহারে অবরোধ করিলেন । মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়গণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছাদিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ঐ সময় রণস্থলে অরাতি নিপাতন পার্থের অদ্ভুত ভুজবল লক্ষিত হইল । তিনি স্বীয় অস্ত্র প্রভাবে বিপক্ষাস্ত্র নিরাকৃত ও সমুদায় যোধগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । বাণের প্রগাঢ় সঙ্ঘর্ষণে আকাশ মার্গে প্রজ্বলিত পাবকের আবির্ভাব হইল । অসংখ্য বীরগণ জয়াভিলাষী হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বহু সংখ্য শোণিতোক্ষিত মদস্রাবী মাতঙ্গ ও অশ্বগণ সমভিব্যাহারে এক মাত্র অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের রথ সমুদায় সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইল । শরনিকর উহার তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ কমঠ

এবং ছত্র ও পতাকা সমুদায় ফেণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বেলা স্বরূপ হইয়া সেই অক্ষোভ্য রথ সাগর নিবারণ করিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব অশঙ্কিত চিত্তে পুরুষ প্রধান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! অশ্বগণ জলপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদিগের জলপান করা নিতান্ত আবশ্যক, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সমর ক্ষেত্রে একটিও কূপ দেখিতে পাই না, ইহারা কোথায় জলপান করিবে? মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে এই জলাশয় রহিয়াছে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগণের জলপান নিমিত্ত অস্ত্র দ্বারা অবনি বিদারণ পূর্ব্বক হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক সুশোভিত মৎস্য কূর্ম্ম সমাকীর্ণ ঋষিগণ সেবিত নির্ম্মল সলিল সম্পন্ন বিকশিত কমল দলোপশোভিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই তৎক্ষণ বিনির্ম্মিত সরোবর সন্দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্ম সদৃশ অদ্ভুত কর্ম্মা অর্জ্জুন তথায় শরবংশ, শরস্তম্ভ ও শরাচ্ছাদন সম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া হাস্য করত তাঁহারে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রভাবে সমরস্থলে সলিল সমুৎপন্ন, শরগৃহ নির্ম্মিত ও শত্রু সৈন্যগণ নিরাকৃত হইলে মহাদ্যুতি বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কপত্র যুক্ত বাণে নির্ভিন্ন তুরঙ্গমগণকে মুক্ত করিলেন।

যাবতীয় সিদ্ধ ও চারণগণ এবং সমুদায় সৈনিক পুরুষ মহাবীর অর্জ্জুনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহারথগণ কোন ক্রমেই অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় প্রভূত গজ বাজি ও অসংখ্য রথের আক্রমণেও অশঙ্কিত হইয়া সমুদায় পুরুষকে অতিক্রম পূর্ব্বক আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহীপালগণ অর্জ্জুনের উপর অসংখ্য শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাত্মা বাসবনন্দন তাহাতে কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না। সাগর যেমন নদীগণকে অনায়াসে ধারণ করে, সেইরূপ বীর্য্যবান পার্থ বীরগণ নির্ম্মুক্ত শত শত শর, গদা ও প্রাস সমুদায় অব্যগ্রচিত্তে ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রবেগ ও নিজ বাহুবলে নরেন্দ্রগণের উত্তম উত্তম বাণ সকল বিফল হইয়া গেল। এক লোভ যেমন সমুদায় সদ্গুণ নিবারণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন একাকী ভূমিস্থ হইয়াও রথারূঢ় অসংখ্য ভূপতিগণকে নিবারণ করিলেন। তখন কৌরবেরাও পার্থ ও বাসুদেবের অদ্ভুত পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভাব অর্জ্জুন ও বাসুদেব রণক্ষেত্রে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। ঐ বীর দ্বয় সমরস্থলে অসাধারণ তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভয় বিহ্বল করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় অশ্ববিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যগণ সমক্ষে সেই অর্জ্জুন নির্ম্মিত শরগৃহে অশ্বগণকে

সমানীত করিয়া তাহাদের শ্রম, গ্লানি ও বেপথু নিবারণ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বগণের উদক পান, স্নান, ভক্ষণ ও ক্লম বিনোদন সমাধান হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে পুনরায় উত্তম রথে সংযোজন করিলেন এবং অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা মহাবীর অর্জ্জুনের রথে বিগত তৃষ্ণ অশ্বগণ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া পুনর্ব্বার বিমনায়মান হইলেন। তাঁহারা ভগ্ন দশন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গমন করিয়াছে; আমাদিগকে ধিক্। ঐ সময় এক রথারূঢ়, বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ, অরাতি ঘাতন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ক্রীড়া করতই যেন কৌরব সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক যত্নবান ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করত গমন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য সেনাগণ তাঁহাদিগকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া উচ্চস্বরে কহিল, হে কৌরবগণ! ঐ দেখ কেশব ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে রথযোজন করিয়া আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করত জয়দ্রথের অভিমুখে অশ্ব চালন করিতেছেন। অতএব তোমরা অবিলম্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে যত্নবান হও।

হে মহারাজ! সেই সময় কোন কোন ভূপতি সমরক্ষেত্রে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অপরাধেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সমস্ত সৈন্য, ক্ষত্রিয়গণ ও সমুদায় পৃথিবী এককালে উৎসন্ন হইল।

উপায়ানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ কহিলেন, সিন্ধুরাজের আর নিস্তার নাই; তিনি অবশ্যই শমন সদনে গমন করিবেন; এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কুরুরাজ তাহার অনুষ্ঠান করুন। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন অক্লান্ত তুরঙ্গম যুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কালান্তক যমোপম মহাবাহু অর্জ্জুনকে কোন ক্রমে নিবারণ করিতে পারিলেন না। শক্রতাপন পাণ্ডব জয়দ্রথের অভিমুখে গমনার্থে মৃগকুল নিহন্তা মৃগরাজের ন্যায় কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সৈন্য সাগর মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বচালন ও পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের অশ্বগণ এরূপ প্রবলবেগে গমন করিল যে, তদ্বিসৃষ্ট শরনিকর তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথ বধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পুনরায় চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সৈন্য সকল অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের পবনোদ্ধূত ও পতাকান্ত, জলদ গম্ভীর নিস্বন, কপিধ্বজ রথ দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইতে লাগিল। ঐ সময় পার্থিব রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া দিনকরকে সমাচ্ছন্ন করিলে বাণার্দ্দিত বীরগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইলেন।

একাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় ভূপতিগণ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া প্রথমত ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা সত্বসন্ধুক্ষিত হইয়া ক্রোধভরে স্থিরচিত্তে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ক্রোধোত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, তাঁহারা সাগরে পতিত তরঙ্গিনীর ন্যায় আর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে অনেক অসাধু ক্ষত্রিয় বেদ বিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরক গমনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন পুরুষ শ্রেষ্ঠ কেশব ও অর্জ্জুন দ্রোণের সেনা সমূহ বিদারণ ও রথিগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া রাহু বদন বিনিঃসৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় মহাজাল বিমুক্ত, মকরাস্য বিনির্গত মৎস্য দ্বয়ের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সমুদ্রে সংক্ষোভিত করে, সেইরূপ শস্ত্র দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! যখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে আপনার পুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধা সকল মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কদাপি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না; অতএব সিন্ধুরাজের আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জয়দ্রথের জীবিত রক্ষা বিষয়ে কৌরব পক্ষীয়গণের মনে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া

গমন করিলে তাঁহাদের সে আশা একেবারে উন্মূলিত হইল। তাঁহারা প্রজ্বলিত পাবক তুল্য প্রতাপশালী মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দ্রোণসৈন্য ও ভোজসৈন্য অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া এককালে জয়দ্রথের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন অরাতিকুল ভয়বর্দ্ধন, নির্ভীকচেতা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পরস্পর জয়দ্রথ বধ বিষয়িনী মন্ত্রণা করত কহিলেন, কৌরব পক্ষীয় ছয় জন মহারথী জয়দ্রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক উহারে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা একবার আমাদের নয়ন-গোচর হইলে কদাচ বিমুক্ত হইতে সমর্থ হইবে না। অধিক কি বলিব, যদি দেবগণের সহিত দেবরাজ স্বয়ং সমরে উহারে রক্ষা করেন, তথাপি আজি উহার নিস্তার নাই। হে মহা-রাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে অন্বেষণ করত পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সকল কথা আপনার পুত্রগণের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মরুভূমি অতিক্রমণানন্তর বারি পানে পরিতৃপ্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বণিকেরা ব্যাঘ্র, সিংহ ও গজ সমাকীর্ণ ভূধর অতিক্রম করিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হয়, জরা মৃত্যু বিহীন অরিনিসূদন মধুসূদন ও অর্জ্জুনকে সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহা-বীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রজ্বলিত জ্বলন তুল্য, আশীবিষ সদৃশ দ্রোণ, হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের শরজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায়, দ্যুতিমান ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। লোকে সমুদ্র হইতে

সমুত্তীর্ণ হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, উক্ত বীর দ্বয় অর্ণব সদৃশ দ্রোণ সৈন্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভারদ্বাজের শাণিত শর প্রহারে রুধিরাক্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পর্ব্বত দ্বয় মধ্যে কর্ণিকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই মহাবীর দ্বয় শক্তিরূপ আশীবিষ, নারাচ রূপ মকর ও ক্ষত্রিয় রূপ সলিলশালী দ্রোণরূপ হ্রদ এবং জ্যাঘোষ রূপ অশনি নিস্বন, গদা ও খড়্গ রূপ বিদ্যুৎ সম্বলিত, দ্রোণাস্ত্র রূপ মেঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্রজাল হইতে বিমুক্ত হইলে সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যেন, ঐ বীর দ্বয় বাহু দ্বারা বর্ষাকালীন সলিল পূর্ণ, গ্রাহগণ সমাকুল সমুদ্রগামী নদী সমুদায় হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! যেমন ব্যাঘ্র দ্বয় মৃগ জিঘাংসায় দণ্ডায়মান থাকে, সেই রূপ সেই বীর দ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথের বিনাশেচ্ছায় তাঁহারে অবলোকন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় সমুদায় যোধগণ জয়দ্রথকে বিনষ্ট বলিয়া অবধারিত করিলেন।

তখন লোহিত লোচন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অভীষু হস্ত শৌরী ও ধনুষ্মান্ ধনঞ্জয় সূর্য্য ও পাবকের সমান প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে অরাতিনিসূদন মধুসূদন ও ধনঞ্জয় দ্রোণ সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া জয়দ্রথকে সমীপে অবলোকন করত যার পর নাই

আহ্লাদিত হইলেন এবং আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষির ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রোধভরে সিন্ধুরাজের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ সন্নদ্ধ দুর্ভেদ্য কবচধারী অশ্ব সংস্কারবিৎ বিপুল পরাক্রম রাজা দুর্য্যোধন সেই বীর দ্বয়কে সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ এক রথে কৃষ্ণ ও পার্থকে অতিক্রম পূর্ব্বক কৃষ্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব সৈন্য মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত ও শঙ্খধ্বনির সহিত সিংহনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনল তুল্য তেজস্বী যে যে বীরগণ সিন্ধুরাজের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তখন মহাত্মা কেশব অনুচর পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধনকে অতিক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। দুর্য্যোধন অতি অদ্ভুত পরাক্রমশালী; আমার মতে ইহার তুল্য রথী আর কেহই নাই। ঐ মহাধনুর্দ্ধর অতিশয় অস্ত্র কুশল ও যুদ্ধ দুর্ম্মদ। উহার অস্ত্র সকল অত্যন্ত দৃঢ়। সকল মহারথেরাই উহার বহুমান করে। ঐ কৃতী রাজপুত্র চিরকাল সুখে লালিত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা নিরন্তর তোমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাকে। অতএব হে অনঘ! এক্ষণে উহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। এই সংগ্রামে জয় ও পরাজয় তোমারই আয়ত্ত। হে অর্জ্জুন! তুমি অবিলম্বে

দুর্য্যোধনের উপর সেই চিরসঞ্চিত ক্রোধবিষ নিক্ষেপ কর। যে দুরাত্মা পাণ্ডবদিগের অনর্থপাতের নিদান, সেই আজি তোমার সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইতে চেষ্টা কর। রাজা দুর্য্যোধন রাজ্যার্থী হইয়া কেন তোমার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হইল ? যাহা হউক, ঐ পাপাত্মা ভাগ্যক্রমেই এক্ষণে তোমার বাণগোচর হইয়াছে ; অতএব যাহাতে অচিরাৎ জীবন পরিত্যাগ করে, শীঘ্র তাহার উপায় কর। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুর্য্যোধন দুঃখের লেশ মাত্রও ভোগ করে নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার সাংগ্রামিক পরাক্রম কিছুমাত্র অবগত নহে। হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় সুর অসুর ও মানবগণ একত্র হইলেও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভাগ্যক্রমে আজি তোমার রথ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ তুমিও ইহারে বিনাশ কর। ঐ পাপাত্মা নিরন্তর তোমার অনিষ্ট চেষ্টা, শঠতা পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় ধৰ্ম্মরাজকে বঞ্চনা এবং সতত তোমাদিগের প্রতি ভূরি ভূরি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া ঐ পাপ পরায়ণ নৃশংসকে সংহার কর হে অর্জ্জুন! শঠতা সহকারে রাজ্যাপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ স্মরণ করিয়া সংগ্রামে পরাক্রম প্রকাশ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সৌভাগ্য ক্রমে তোমার কার্য্য ব্যাঘাত করিবার চেষ্টায় তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করত তোমার বাণপথের পথবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিতেছে। আজি

দৈবক্রমে তোমাদিগের মনোরথ সকল সফল হইল। অতএব হে পার্থ! পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি তুমি কুরুকুল কলঙ্ক ভূত ধৃতরাষ্ট্র তনয়কে নিপাত করিয়া দুরাত্মাদিগের মূল ছেদন ও শত্রুতার শেষ কর। ঐ দুরাত্মার নিধনে উহার সৈন্য সকল অনাথ হইলে তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করত কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেস্থানে দুর্য্যোধন অবস্থিতি করিতেছে, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। হে মাধব! যে দুরাত্মা এত দীর্ঘকাল অকণ্টকে আমাদিগের রাজ্য ভোগ করিয়াছে, আজি কি রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই দুঃখভোগে অযোগ্য দ্রৌপদীরে কেশাকর্ষণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব? হে মহারাজ! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার মানসে পরমানন্দে সংগ্রাম স্থলে শ্বেতাশ্ব সমুদায় সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দারুণ ভয়াবহ সময়ে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুন ও হৃষীকেশকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে সকল ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যে সিংহনাদ

সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কুন্তিনন্দন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহার উপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভীষণরূপধারী ভূপতিগণ চতুর্দ্দিক হইতে সেই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য করত যুদ্ধার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। কেশব ও ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের আহ্বানে একান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করত শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই বীর দ্বয়কে আহ্লাদিত দেখিয়া এককালে দুর্য্যোধনের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারে অগ্নিমুখে আহুত স্থির করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ ভয়ে কাতর হইয়া রাজা হত হইলেন, রাজা হত হইলেন, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি এখনই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। কুরুরাজ সৈনিক পুরুষদিগকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুরাজের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে দিব্য পার্থিব প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ তৎসমুদায় আমারে প্রদর্শন কর, কেশবের যতদূর ক্ষমতা আছে, উনি তাহা প্রকাশ করুন।

হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার পরোক্ষে যে যে কার্য্য করিয়াছ, আজি আমার প্রত্যক্ষে সেই সমুদায় প্রকাশ কর।

ত্রিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী তিন শরে তাঁহারে, চারিশরে তাঁহার চারি তুরঙ্গকে ও দশবাণে কেশবকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতোদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের উপর বিচিত্র পুঙ্খ শিলাশাণিত চতুর্দ্দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকর দুর্য্যোধনের বর্ম্মে লগ্ন হইবা মাত্র ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় চতুর্দ্দশ শরনিক্ষেপ করিলেন। তৎসমুদায়ও দুর্য্যোধনের বর্ম্ম সংস্পর্শে ব্যর্থ হইল। তখন শত্রুতাপন কৃষ্ণ পার্থ নিক্ষিপ্ত অষ্টাবিংশতি বাণ বিফল হইল দেখিয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আজি যে ভূধরের গতি সদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা অবলোকন করিতেছি। কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণ সকল ব্যর্থ হইল। আজি কি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার গাণ্ডীবের, মুষ্টির বা ভুজ দ্বয়ের বলহানি হইয়াছে। আজি কি তোমার সহিত দুর্য্যোধনের শেষ সন্দর্শন হইবে না? হে অর্জ্জুন! আজি আমি তোমার শরনিকর ব্যর্থ দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। তোমার অরাতিকলেবর দারক অশনি সদৃশ শর সকল কোন কার্য্যকারকই হইল না! এ কি বিড়ম্বনা।

অর্জ্জুন কহিলেন হে মাধব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন শরীরে আমার অস্ত্রের অভেদ্য দারুণ কবচ নিবেশিত করিয়াছেন।

কেবল মহাত্মা আচার্য্য ঐ কবচ অবগত আছেন এবং আমি তাঁহার নিকট উহা অবগত হইয়াছি; এতদ্ভিন্ন ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই এই কবচ বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহেন। হে গোবিন্দ! মনুষ্য নিক্ষিপ্ত বাণের কথা দূরে থাকুক; ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। হে কেশব! তুমি ত্রিলোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি এবিষয়টি যেরূপ অবগত আছ এমন আর কেহই নাই; তবে কি নিমিত্ত আমারে জিজ্ঞাসা করিয়া মুগ্ধ করিতেছ। হে কেশব! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আচার্য্য দত্ত কবচ ধারণ করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এই কবচ ধারণ করিয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই অবগত নহে; কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় গাত্রে ধারণ করিয়া আছে। অতএব তুমি আজি আমার ধনু ও বাহু দ্বয়ের পর্য্যবেক্ষণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কবচ রক্ষিত হইলেও আজি উহারে পরাজিত করিব। আমার গাত্রে যে কবচ রহিয়াছে, ইহা প্রথমত দেবাদিদেব মহাদেব অঙ্গিরারে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে অঙ্গিরা বৃহস্পতিরে ও বৃহস্পতি পুরন্দরকে সমর্পণ করেন। সুরপতি উপহারের সহিত ইহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক যদি দুর্য্যোধনের কবচ দেবসম্ভূত হয়, অথবা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তথাপি আজি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন উহা দ্বারা রক্ষিত হইতে পারিবে না।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া শর সমুদায় মন্ত্রপূত করত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা দূর হইতে সর্ব্বাস্ত্র নাশক অস্ত্র দ্বারা তৎ সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কেশবকে কহিলেন হে জনার্দ্দন! আমি পুনর্ব্বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি। এই অস্ত্র আমা কর্ত্তৃক দুই বার প্রযুক্ত হইলে ইহা আমারে বা আমার সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন আশী-বিষ সদৃশ নয় বাণে কৃষ্ণকে, নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরা তদ্দর্শনে যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ ও বাদিত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিপুল বীর্য্য-শালী মহাবীর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আপাদ মস্তক বর্ম্মরক্ষিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে অন্তক সদৃশ শরনিকরে দুর্য্যো-ধনের শরমুষ্টি, শরাসন, অশ্ব সমুদায় পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ বাণদ্বয়ে রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিলম্বে তাঁহার হস্ততল দ্বয় বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরেরা পার্থ শরপীড়িত দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহস্র সহস্র রথ, গজ, বাজী ও রোষাবিষ্ট পদাতি সমূহ সমভিব্যাহারে আগমন ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহা-বীর অর্জ্জুন ও গোবিন্দ সেই মহাবীরগণের অস্ত্রজালে ও জন সমূহে পরিবৃত হইলে কেহই আর তাঁহাদের রথ বা তাঁহা-দিগকে অবলোকনে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত অস্ত্র দ্বারা সেই সৈন্য সমুদায় আহত করিতে আরম্ভ

করিলেন। শত শত রথী ও মাতঙ্গ বিকলাঙ্গ হইয়া সমর ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট অর্জ্জুন শর তাড়িত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ করিয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করত তাঁহার রথের গতি রোধ করিল। তখন বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ধনুর্বিস্ফারণ কর, আমি শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করি। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া শরাঘাতে রিপুগণকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধূলিধূসরিত পক্ষ্মপটল কেশব ঘর্ম্মাক্ত বদনে পাঞ্চজন্য বাদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের শঙ্খনাদ ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নিস্বনে কৌরব পক্ষীয় কি বলবান কি দুর্ব্বল সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই সেনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া বায়ু প্রেরিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ঐ সময় সিন্ধুরাজের রক্ষক মহাধনুর্দ্ধর বীর পুরুষেরা সহসা পার্থকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বাণ শব্দ, শঙ্খনিস্বন ও ভীষণ সিংহনাদ করিয়া বসুন্ধরা কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় কৌরবগণের সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শঙ্খ শব্দে ভূধর, অর্ণব ও দ্বীপ সমবেত সমুদায় ভূতল পাতালতল এবং দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কুরুপাণ্ডব সৈন্যমধ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমত অতিশয় ভীত হইলেন কিন্তু

তৎপরেই ক্রোধে অধীর হইয়া সত্বরে তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

চতুঃশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ স্থবর্ণ চিত্রিত, শব্দায়মান, জ্বলন্ত অনল সদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ দ্বারা দশ দিক্ সন্দীপন এবং রুক্মপৃষ্ঠ দুর্নিরীক্ষ্য ক্রুদ্ধ ভুজগ সদৃশ শব্দায়মান কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। সন্নদ্ধ কবচ মহাবীর ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই আট জন মহারথ বায়ুবেগগামী অশ্ব সংযোজিত, ব্যাঘ্র চর্ম্মাচ্ছাদিত, ঘনঘটা গভীর নিস্বন, হেমবিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সৎকুলসম্ভূত দ্রুতগামী বিচিত্র অশ্বগণ সেই মহারথগণকে বহন করত দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া অসাধারণ শোভা ধারণ করিল। কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোধগণ পর্ব্বত, নদী ও অর্ণবসম্ভূত সদ্বংশজ, বেগগামী, অত্যুত্তম তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক হইতে সত্বরে ধনঞ্জয়ের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া শঙ্খনাদে সসাগরা ধরিত্রী ও স্বর্গ পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বদেব প্রবর মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শঙ্খ শব্দে সমুদায় শব্দ অন্তর্হিত এবং পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হে মহারাজ! সেই ভীরু জনের ত্রাসজনন ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, নিদারুণ শঙ্খ নিনাদ সময়ে ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর ও আনক প্রভৃতি বাদিত্র সকল বাদিত হইলে দুর্য্যোধন হিতৈষী, সসৈন্যে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত মহাধনুর্দ্ধর নানা দিদ্দেশীয় নরপতিরা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খ নিনাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে স্ব স্ব শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই নির্ঘাত শব্দ সদৃশ শঙ্খ নিস্বনে সমুদায় দিঙ্‌মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রথী, গজ সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও সেই আট জন মহারথ জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন এবং তাঁহার ধ্বজ ও অশ্ব সমুদায়ের উপর পাঁচ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবকে শরাহত দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে অশ্বত্থামারে ছয় শত, কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শল্য তৎক্ষণাৎ অপর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভূরিশ্রবা সুবর্ণ পুঙ্খ শিলাশিত তিন বাণে, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ বাণে, বৃষসেন সাত বাণে, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি বাণে, কৃপ দশ বাণে এবং মদ্ররাজ পুনরায় দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামা প্রথমত পার্থের উপর ষষ্টি সংখ্যক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহারে পাঁচ ও বাসুদেবকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ

করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করত স্বীয় হস্তলাঘবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সকল বীরগণকে শর-নিকরে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কর্ণকে দ্বাদশ, বৃষসেনকে তিন, সৌমদত্তিরে তিন, শল্যকে দশ, গোতমকে পঞ্চবিংশতি ও সৈন্ধবকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া সত্বরে শল্যের মুষ্টিস্থিত সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বত্থামারে প্রথমত অগ্নিশিখাকার আট বাণ প্রহার করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া হৃষীকেশের করস্থিত অশ্বরশ্মি ছেদন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর ত্রিসপ্ততি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! পাণ্ডবপক্ষীয় ও অস্মৎপক্ষীয় সেই বিবিধাকার অসামান্য শোভা সম্পন্ন ধ্বজ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথগণের রথস্থিত নানা-প্রকার ধ্বজ সমূহের নাম ও আকার ও বর্ণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। সংগ্রামস্থলে মহারথদিগের রথোপরি সুবর্ণাভরণ ভূষিত, সুবর্ণ মাল্যমণ্ডিত, সুবর্ণময় বিবিধ প্রকার ধ্বজ সমুদায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ও অভ্যুচ্চ সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চন শৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ঐ সমুদায় ধ্বজের

উপরিস্থিত নানারাগ রঞ্জিত, ইন্দ্রায়ুধ প্রতিম, বিচিত্র পতাকা সকল বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নর্ত্তকীরা রঙ্গমধ্যে নৃত্য করিতেছে।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত পতাকা সমলঙ্কৃত, সিংহ-লাঙ্গূলধারী, বিকটাস্য, ভীষণাকার কপিবর সংগ্রামস্থলে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামার শক্রধ্বজ সদৃশ, পবনকম্পিত, বাল সূর্য্য প্রতিম, অত্যুচ্ছ্রিত, কাঞ্চনময় ধ্বজাগ্রভাগ কৌরবগণের হর্ষ-বর্দ্ধন করিল। মহাবীর কর্ণের মাল্য ও পতাকা যুক্ত স্বর্ণময় হস্তিকক্ষাধ্বজ বায়ুবিকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহা আকাশমার্গ ভেদ করত নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডব-গণের আচার্য্য তপঃসম্পন্ন গোতমতনয়ের রথে বৃষধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। ত্রিপুরবিজয়ী দেবাদিদেব মহাদেব বৃষ দ্বারা যেরূপ শোভমান হন, গোতমপুত্র মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রথস্থ বৃষভধ্বজ দ্বারা তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। সেইরূপ মহাত্মা বৃষসেনের ধ্বজে মণিরত্নাদি মণ্ডিত ময়ূর সেনাগ্রভাগ শোভিত করত বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ ময়ূর হঠাৎ নেত্রপথে পতিত হইলে বোধ হয়, যেন উহা কিছু বলিতে বাসনা করিয়াছে। মহাত্মা বৃষসেন সেই ময়ূর দ্বারা সমরাঙ্গনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজাগ্রভাগে সর্ব্ববীজ প্রসবিনী শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় অগ্নিশিখাকার স্বর্ণময় লাঙ্গল শোভা পাইতে লাগিল। সিন্ধু-রাজ জয়দ্রথের ধ্বজোপরি বালার্ক সদৃশ হেমাভরণ ভূষিত বরাহ নয়নগোচর হইল। পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধ সময়ে

সূর্য্য যেমন শোভমান হইয়াছিলেন, মহাবীর জয়দ্রথ সেই বরাহ দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান সৌমদত্তির কনকময় যূপধ্বজ মখ শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় বিরাজমান হইতে লাগিল। ঐরাবত যেমন দেবরাজের সৈন্যগণকে শোভিত করে, তদ্রূপ মহাবীর শলরাজের ধ্বজস্থিত বিচিত্র স্থবর্ণময় ময়ূর সমুদায়ে পরিশোভিত মাতঙ্গধ্বজ আপনার সৈন্যগণের শোভা সম্পাদন করিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রথস্থ স্থবর্ণ মণ্ডিত শব্দায়মান কিঙ্কিণী শত সমাযুক্ত মণিময় নাগধ্বজ দ্বারা অতীব শোভমান হইলেন। হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় এই নয় মহাধ্বজ যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় আপনার বাহিনী মণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। তন্মধ্যে মহাবীর অর্জ্জুনের এক মাত্র বানরধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। হুতাশন দ্বারা হিমাচল যেরূপ দেদীপ্যমান হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় ধ্বজস্থিত কপি দ্বারা তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইলেন।

অনন্তর শত্রুতাপন মহারথগণ অর্জ্জুনকে পরাভব করিবার নিমিত্ত বিচিত্রাকার বৃহৎ শরাসন সমুদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুনও স্বীয় শত্রু বিনাশন গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শর প্রভাবে, আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা নিবন্ধন নানা দিগ্দেশ হইতে অভ্যাগত প্রভূত হস্ত্যশ্বরথ সম্পন্ন বহুতর নরপতিরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ ও মহাবীর অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি গর্জ্জন করত পরস্পরকে ভৎর্সন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! ঐ সময় কৃষ্ণসারথি মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সকল

মহারথিগণকে পরাজয় ও জয়দ্রথকে সংহার করিবার মানসে একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব বিধূনন ও শরজাল বিস্তার করত কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে অদৃশ্য করিলেন। তাঁহারাও চতুর্দ্দিক হইতে শরবর্ষণ করিয়া শত্রুতাপন অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অরাতি শরনিকরে অদৃশ্য হইলে সৈন্য মধ্যে কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

ষট্‌শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারীর অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে সমুপস্থিত হইলে দ্রোণ সমাক্রান্ত পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয়দিগের সহিত কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ণ কালীন লোমহর্ষণ সংগ্রাম সময়ে পাঞ্চালগণ দ্রোণকে সংহার ও কৌরবগণ তাঁহাকে তাহাদের হস্ত হইতে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্যের নিধন কামনায় গর্জ্জন করত তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে পাঞ্চাল ও কুরুবীরগণের সেইরূপ অদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথ সন্নিধানে আপনাদিগের রথ অবস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে ভেদ করিবার মানসে তাহাদের উপর অসংখ্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আচার্য্যের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে

লাগিলেন। কৈকয় দেশীয় মহারথ বৃহৎক্ষত্র অশনি সন্নিভ শাণিত শর পরিত্যাগ করত দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন কীর্ত্তিমান ক্ষেমধূর্ত্তি অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করত বৃহৎক্ষত্রের সম্মুখে গমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া শম্বরাসুরের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষেমধূর্ত্তির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বীরধন্বা তাঁহাকে ব্যাদিতাস্য কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন।

তখন মহা বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য জিগীষু মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র বলবান বিকর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধ নিপুণ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। শত্রুকর্ষণ দুর্ম্মুখ অসংখ্য বাণ বর্ষণ করিয়া সমাগত সহদেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত শাণিত তীক্ষ্ণ শরে নরব্যাঘ্র সাত্যকিরে মুহুর্ম্মুহু কম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবল সৌমদত্তি সায়কবর্ষী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদীতনয়দিগের নিবারণে যত্নবান হইলেন। মহারথ ঋষ্যশৃঙ্গতনয় অমর্ষপরায়ণ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব কালে রাম রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এই বীর দ্বয়ে তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইল।

তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি বাণে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের সমুদায় মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে তাঁহার দেহ, অশ্ব, ধ্বজ ও

স্যারথিরে লক্ষ্য করত বিংশতি বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা দ্রোণ নির্মুক্ত শর সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের ধনু ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য শরে তাঁহার সর্ব্ব শরীর আবৃত করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ দ্রোণের সায়কে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টি পথাতীত হইলে রণভূমিস্থ সকল লোকেই তাঁহারে নিহত বলিয়া স্থির করিল। কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির দ্রোণের শরাঘাতে সমর বিমুখ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন দ্রোণ শরে বিপন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণ প্রেরিত শর সমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহারাজ ধর্ম্মনন্দন দ্রোণের সমুদায় শর ছেদন করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে স্বর্ণদণ্ডালঙ্কৃত অষ্ট ঘণ্টা বিশিষ্ট গিরিবিদারণে সমর্থ ভীষণ শক্তি সমুৎক্ষেপণ করিয়া প্রফুল্ল মনে গভীর নিনাদ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ ও ভীষণ শক্তি সন্দর্শনে সকল প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ ভীষণ শক্তি যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল ও দিগ্বিদিক্ প্রজ্বলিত করত দ্রোণ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সহসা সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র যুধিষ্ঠির নির্ম্মুক্ত শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া তাঁহার স্যন্দনাভিমুখে

ধাবমান হইল। তখন বিজ্ঞতম যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া সহসা ধর্ম্মপুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই দ্রোণ নির্ম্মুক্ত গদা অবলোকন করিয়া তাহার নিবারণার্থ সত্বরে স্বীয় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই উভয় বীরনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদাদ্বয় পরস্পর সঙ্ঘর্ষিত হইয়া অগ্ন্যুৎপাদন পূর্ব্বক মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় এক ভল্লাস্ত্রে শরাসন ও এক বাণে ইন্দ্রধ্বজোপম কেতু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে রথহীন ও শস্ত্র বিহীন অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার সেনাগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ সিংহ যেমন মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণ কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইলে সমুদায় পাণ্ডব পক্ষীয়েরা রাজা দ্রোণ কর্ত্তৃক হৃত হইলেন বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন কুন্তিপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অশ্ব চালন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সমরক্ষেত্রে সমাগত কেকয়দেশীয় দৃঢ়বিক্রম বৃহৎক্ষত্রের বক্ষস্থলে অসংখ্য বাণ বিদ্ধ করিলেন। রাজা বৃহৎক্ষত্রও দ্রোণসৈন্য ভেদ করিবার নিমিত্ত সত্বরে তাঁহারে নতপর্ব্ব নবতি বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেমধূর্ত্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা বৃহৎক্ষত্রের শরাসন ছেদন করিয়া আনত পর্ব্ব শর-নিকরে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর বৃহৎ-ক্ষত্র সহাস্য মুখে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেম-ধূর্ত্তির অশ্ব, সারথি ও রথ ছেদন পূর্ব্বক শাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্চিত কেশবিরাজিত কিরীটমণ্ডিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া অম্বর চ্যুত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ সংহার করিয়া প্রসন্ন মনে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ সহসা কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর ধৃষ্টকেতু দ্রোণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাব-মান হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বীরধন্বা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বলবীর্য্য সম্পন্ন বীরদ্বয় বহু সহস্র শর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া নিবিড়ারণ্যচারী মদোন্মত্ত যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়েব ন্যায়, গিরিগহ্বরস্থ ক্রুদ্ধ শার্দ্দূল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর জিঘাংসায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বীরধন্বা ক্রুদ্ধ

হইয়া অম্লান মুখে ভল্লাস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া স্বুবর্ণ দণ্ড মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বীরধন্বার রথ লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। মহাবীর বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তির আঘাতে ভিন্ন হৃদয় হইয়া সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথ বীরধন্বার মৃত্যু হইলে পাণ্ডব পক্ষীয়গণ আপনার সৈন্য সংক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবীর দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি যষ্টি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারে তর্জ্জন করত বীরনাদ করিতে লাগিলেন। মাদ্রিনন্দন তাঁহার তর্জ্জনে কোপপূর্ণ হইয়া শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্ম্মুখকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং পরিশেষে নয় বাণে তাঁহারে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কেতু, চারি বাণে চারি অশ্ব, শাণিত ভল্লে সারথির মস্তক ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে পুনরায় পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ সেই অশ্ব বর্জ্জিত স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া নিরমিত্রের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন শত্রুহন্তা সহদেব নিরমিত্রের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহারে সংহার করিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজপুত্র নিরমিত্র সহদেবের শরাঘাতে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ধরাতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ!

দশরথাত্মজ রাম নিশাচর খরের প্রাণ সংহার করিয়া যেরূপ শোভমান হইয়াছিলেন, সহদেবও ত্রিগর্ত্তরাজ পুত্র নিরমিত্রের জীবন নাশ করিয়া তদ্রূপ শোভা ধারণ করিলেন। ত্রিগর্ত্তেরা রাজপুত্রের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত আর্ত্তনাদ ও হাহাকার করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল আপনার পুত্র পৃথুলোচন বিকর্ণকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজিত করিয়া সকল লোককে বিস্ময়াপন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ব্যাঘ্রদত্ত নতপর্ব্ব শর বর্ষণ করিয়া সেনা মধ্যগত সাত্যকিরে অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শর দ্বারা ব্যাঘ্রদত্তের শর সমুদায় নিবারণ এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে মগধরাজপুত্র বিনষ্ট হইলে মগধ দেশীয় বীরগণ ক্রোধভরে সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সহাস্য মুখে অনায়াসে সেই সকল বীরগণকে পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট মাগধগণ প্রাণভয়ে সংগ্রাম বিমুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আপনার সেনাগণও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মধুবংশাবতংস সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া ধনু বিধূনন পূর্ব্বক সংগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য

কোপাবিষ্ট হইয়া নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! যশস্বী সোমদত্তপুত্র ধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদেয়-দিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদেয়গণ সৌমদত্তির শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিচেতন প্রায় হইয়া সংগ্রামে ইতি-কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। অনন্তর নকুলপুত্র শতানীক নরর্ষভ সোমদত্ত পুত্রকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন শতানীকের অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় অকুটিল তিন তিন বাণে সৌমদত্তিরে আহত করিলেন। মহা-বীর সৌমদত্তিও তাঁহাদিগের পাঁচ জনের বক্ষস্থলে পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই পাঁচ ভ্রাতা সৌমদত্তির বাণে পীড়িত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক সায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপপূর্ণ অর্জ্জুন নন্দন চারিটি শাণিত শরে সোমদত্ত নন্দনের অশ্ব সমুদায় শমন সদনে প্রেরণ করি-লেন। ভীমসেনতনয় তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরে আহত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যুধি-ষ্ঠিরতনয় তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং নকুল-পুত্র তাঁহার সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন সহদেবনন্দন সৌমদত্তিরে স্বীয় ভ্রাতৃগণের শরে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া ক্ষুরপ্রান্তে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। বালসূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত সৌমদত্তির মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া রণস্থল আলোকময় করিল।

তখন আপনার সেনাগণ সোমদত্ত পুত্রের বিনাশ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত সেই রূপ ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ভীমসেনের সহিত রাক্ষসের ঘোর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন হাস্য করিয়া নয়টি নিশিত শরে রোষপরবশ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ বাণ বিদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদ করত ভীমসেনের ও তাঁহার অনুগামিগণের সম্মুখীন হইয়া প্রথমত তাঁহারে নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ ও তাঁহার ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিল। পরে পুনরায় তাঁহার চতুঃশত রথ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহারে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসের শর প্রহারে ব্যথিত হৃদয় হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে ঘোর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। নীল কজ্জল সদৃশ নিশাচর ভীমের বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে প্রফুল্ল কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় অলম্বুষের ভ্রাতৃবধ বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে সমুদিত হইল। তখন সে ঘোর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, রে মূঢ়! আজি সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ্! তুই পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা মহাবীর বক রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভাগ্য ক্রমে

পরিত্রাণ পাইয়াছিস্। আমি তথায় তৎকালে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। মহাবীর অলম্বুষ ভীমকে এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে আচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন নিশাচরকে অদৃশ্য জানিয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ভীমবাণে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণ পূর্ব্বক কখন ভূতলে ও কখন আকাশ মণ্ডলে গমন করিতে লাগিল এবং কখন সূক্ষ্ম, কখন বৃহৎ ও কখন স্থূল আকার ধারণ পূর্ব্বক অম্বুদের ন্যায় গর্জ্জন ও নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করত আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিবিধ শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস বিসৃষ্ট শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, গুড়, ঋষ্টি, বজ্র প্রভৃতি শস্ত্র সকল সংগ্রাম মধ্যে বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইয়া পাণ্ডুনন্দনের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া গেল। রথিগণ রথ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অলম্বুষ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ সমাকুল শোণিত নদী প্রবাহিত করিল। রথ সকল উহার আবর্ত্ত, হস্তি সকল গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহু সকল পন্নগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসিতে লাগিল। সেই ঘোররণে পাণ্ডবগণ রাক্ষসের নিঃশঙ্কচিত্তে পরিভ্রমণ ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া

অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কৌরব সেনাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা লোমহর্ষণ তুমুল বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিল। করতালি শব্দ ভুজঙ্গের যেমন অসহ্য হয়, কৌরবগণের বাদিত্র নিস্বন ভীমসেনের তদ্রূপ অসহ্য হইল। তখন তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষ-কষায়িত লোচনে তাষ্ট্র অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হওয়াতে অসংখ্য কৌরবসৈন্য সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই ভীমসেন প্রেরিত তাষ্ট্র অস্ত্র সমরে নিশাচরের মহামায়া বিনষ্ট করিয়া তাহারে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস শরার্দ্দিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ দ্রোণাচার্য্যের বাহিনীমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে নিশাচর ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ করিয়া দশ দিক্ পরিপূরিত করিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইলে দেবগণ ইন্দ্রকে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা ভীমসেনকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে অলম্বুষ ভীমের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সংগ্রাম স্থলে অশঙ্কিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বা নন্দন ঘটোৎকচ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাহারে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অলম্বুষও কোপাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই রাক্ষস দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া

বিবিধ মায়া ধারণ পূর্ব্বক সুরেন্দ্র ও শম্বরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব কালে রাম ও রাবণের যেরূপ ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভীষণ রাক্ষস দ্বয়ের তদ্রূপ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ বিংশতি নারাচাস্ত্রে অলম্বুষের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় মুহু-র্মুহু গভীর নিনাদ করিতে লাগিল। অলম্বুষও যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বা নন্দনকে পুনঃ পুনঃ বাণ বিদ্ধ করিয়া বীরনাদে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মায়া যুদ্ধবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত নিশাচর দ্বয় রোষিত হইয়া শত শত মায়া বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে মোহিত করিয়া মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করিল, অলম্বুষের মায়া প্রভাবে তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মায়া যুদ্ধ কুশল অলম্বুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং অসংখ্য রথ দ্বারা তাহারে অবরোধ করিয়া তাহার উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাচর বীরগণের শরাহত হইয়া উল্কাহত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অচিরাৎ অস্ত্র মায়া প্রভাবে বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া দগ্ধ বন হইতে নির্গত দন্তীর ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ রথ সমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত হইল এবং দেবরাজের অশনি সদৃশ শব্দায়মান ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ করত ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সাত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি, প্রত্যেক দ্রৌপদেয়কে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর গভীর সিংহনাদ করিতে

লাগিল। তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ, যুধিষ্ঠির শত, নকুল চতুঃষষ্টি ও দ্রৌপদেয়েরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন। বলবান ঘটোৎকচও ঐ সময় তাহারে প্রথমত পঞ্চাশত শরে আহত করিয়া পুনরায় সপ্ততি শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বা তনয়ের ভীষণ নাদে গিরি, কানন ও জলাশয়াদি সম্বলিত সমুদায় বসুন্ধরা এককালে কম্পিত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ রথিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া তাঁহাদের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অলম্বুষকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষও শরার্দ্দিত হইয়া হিড়িম্বা তনয়ের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যেমন রোষাবিষ্ট মহাবল পন্নগ সমূহ পর্ব্বত শৃঙ্গে প্রবেশ করে, সেইরূপ নতপর্ব্ব শর সমূহ ঘটোৎকচের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল। তখন ঘটোৎকচ সমবেত পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক হইতে অলম্বুষের উপর নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ জয়শীল পাণ্ডবগণের বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় হীনবীর্য্য ও কর্ত্তব্যাবধারণে অক্ষম হইল। সমর নিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচ অলম্বুষকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার বিনাশ বাসনায় স্বীয় রথ হইতে তাহার ভিন্নাঞ্জন রাশি সন্নিভ দগ্ধ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রথে গমন করিল এবং গরুড় যেমন সর্পকে উত্তোলন করে, তদ্রূপ অলম্বুষকে রথ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া প্রস্তর বিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুম্ভের

ন্যায় তাহারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেনাগণ তাহার এই অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। এইরূপে অতি ভীষণ রাক্ষস অলম্বুষ ঘটোৎকচের প্রহারে বিস্ফুটিতাঙ্গ ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন পাণ্ডবগণ সেই নিশাচরের বিনাশ দর্শনে পুলকিত হইয়া পতাকা বিধূনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কুরুপক্ষীয় সেনা ও বীরগণ ভীমরূপ মহাবল অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই সমরাঙ্গনে নিপতিত রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে পতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ঘটোৎকচ অমিত পরাক্রম অলম্বুষকে পক্ক অলম্বুষ ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বলনিপাতন বাসবের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতা ও পিতৃব্যেরা বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাহারে সেই দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে শঙ্খনাদ ও নানাবিধ বাণ নিস্বন আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি

দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে কি রূপে নিবারণ করিলেন, তুমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর ; উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের যে রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণ সত্যবিক্রম সাত্যকিরে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহারে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণও হেম-পুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে তাঁহারে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিলেন। সেই সমস্ত অরাতি বিনাশন শর সাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্মভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন সাত্যকি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনল সংকাশ পঞ্চাশত নারাচাস্ত্রে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত তাঁহারে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার উপর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় ও অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তখন আপনার আত্মজ ও সৈন্যগণ সাত্যকিরে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ ও সাত্যকিরে একান্ত নিপীড়িত

নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! যেরূপ রাহু সূর্য্যকে পীড়ন করে তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর সাত্যকিরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছেন; অতএব যে স্থানে তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তোমরা সত্বরে তথায় ধাবমান হও। ধর্ম্মনন্দন সৈন্যগণকে এই কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি কেন এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ, অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হও। দ্রোণাচার্য্য হইতে আমাদের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? যেমন বালক সূত্রসংযত পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বরে ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হও। আমি সৈন্যগণের সহিত তোমার অনুগমন করিব। হে পাঞ্চাল! আজি তুমি যম দংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিরে পরিত্রাণ কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সাত্যকিরে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এক মাত্র দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে সমরক্ষেত্রে মহান্ কোলাহল সমুপস্থিত হইল। বীরগণ একত্র সমবেত হইয়া দ্রোণের প্রতি কঙ্কপত্র ও ময়ূর পুচ্ছ সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লোকে অভ্যাগত অতিথিদিগকে সলিল ও আসন প্রদান পূর্ব্বক যেমন প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য

হাস্যমুখে সেই বীরগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তৎকালে সেই মধ্যাহ্নকালীন দিনকর সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে রূপ দিবাকর প্রখর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ ধনুর্দ্ধর প্রধান দ্রোণ শর নিকরে সেই বীরগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ পঙ্ক নিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারই আশ্রয় লাভে সমর্থ হইলেন না। সূর্য্যের করজাল সদৃশ দ্রোণাচার্য্যের শরজাল পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রিয় পাঞ্চাল দেশীয় সুবিখ্যাত পঞ্চবিংশতি মহারথ দ্রোণ শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ মধ্যে প্রধান প্রধান বীর বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তিনি এক শত কৈকেয়কে বিনষ্ট ও অন্যান্য সকলকে ইতস্তত বিদ্রাবিত করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কৈকয় দেশীয় অসংখ্য বীরগণ তাঁহার শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও পরাজিত হইয়া অরণ্য মধ্যে হুতাশন পরিবেষ্টিত বনবাসিগণের ন্যায় আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্য মণ্ডলী সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছেন। হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে বা তাঁহারে শর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। দ্রোণের

সহিত পাণ্ডবগণের এই রূপ বীরক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময় পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ সহসা যুধিষ্ঠিরের শ্রবণগোচর হইল। ঐ শঙ্খ বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ সময় জয়দ্রথ রক্ষক বীর সকল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অর্জ্জুনের রথাভিমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের শঙ্খনিস্বন ও কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণে বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যখন পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং কৌরবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মরাজ আকুলিত চিত্তে এই রূপ চিন্তা করত মুহুর্মুহু মোহে অভিভূত হইয়াও তৎকাল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত বাষ্পগদ্গদ বচনে সাত্যকিরে কহিলেন, হে শৈনেয়! পূর্ব্বে সাধু ব্যক্তিরা যুদ্ধ সময়ে সুহৃৎগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্য্য অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! আমি সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগের মধ্যে তোমার তুল্য প্রিয়সুহৃৎ আর কাহারেও দেখিতে পাই না। হে শিনিপুঙ্গব! যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রসন্ন চিত্ত ও অনুগত থাকে, আমার বিবেচনায় তাহারেই যুদ্ধে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন এবং তাঁহারই ন্যায় নিরন্তর আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার প্রতি যে

ভারার্পণ করিতেছি, তুমি তাহা বহন কর; আমার অভিলাষ নিষ্ফল করিও না। মহাবীর অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্য ও গুরু; অতএব তুমি বিপদ্‌কালে তাঁহার সাহায্য কর। তুমি সত্যব্রত, মহাবল পরাক্রান্ত ও মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং স্বীয় কার্য্য প্রভাবে লোক মধ্যে সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে শিনিবংশাবতংস! যে ব্যক্তি মিত্রার্থ যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, আর যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই সমান ফল লাভ হয়। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অনেকানেক মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে সুহৃদের সাহায্য করিয়া পৃথিবী দান তুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ কর। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। হে সাত্যকে! কেবল মহাবাহু বাসুদেব ও তুমি তোমরা দুই জনে মিত্রগণের অভয় প্রদ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া থাক। আর দেখ, বীরপুরুষই মহাবল পরাক্রান্ত সংগ্রামে যশোলাভার্থী বীরপুরুষের সহায় হইয়া থাকেন, প্রাকৃত ব্যক্তি কদাচ তদ্বিষয়ে সমর্থ হয় না। অতএব এই বিপদ সময়ে তোমা ভিন্ন অন্য কাহারেই অর্জ্জুনের রক্ষক দেখিতেছি না।

হে বীর! ধনঞ্জয় আমার হর্ষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বারংবার তোমার কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া থাকেন। একদা তিনি দ্বৈতবনে সজ্জন সমাজে তোমার পরোক্ষে তোমার প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করত আমারে কহিয়াছিলেন। মহারাজ! সাত্যকি লঘুহস্ত, অসাধারণ পরাক্রমশালী, চিত্রযোধী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ও

মহাবীর ; তিনি যুদ্ধে কদাচ বিমোহিত হন না। ঐ বিশালবক্ষা বৃষস্কন্ধ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ আমার শিষ্য ও সখা। আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং তিনিও আমার নিতান্ত প্রিয়তম। তিনি আমার সহায় হইয়া কৌরবগণকে প্রমথিতকরিবেন। যদি মহাবীর কৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ ও সাম্ব এবং সমুদায় বৃষ্ণি বংশীয়গণ রণস্থলে আমার সাহায্য করেন, তথাপি আমি নরশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকিরে সাহায্যার্থ নিয়োগ করিব। তাঁহার সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই। হে সাত্যকি! ধনঞ্জয় এইরূপ তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; অতএব তুমি সেই অর্জ্জুনের, ভীমের ও আমার এই মনোরথ নিষ্ফল করিও না। আমি তীর্থ পর্য্যটন প্রসঙ্গে দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। বিশেষত এক্ষণে আমাদের এই বিপদ্ কালে তুমি যেরূপ সখ্যভাব প্রদর্শন করিতেছ, আমি অন্য কাহাতেও সেরূপ অবলোকন করি না। তুমি সদ্বংশ সম্ভূত, একান্ত ভক্ত, সত্যবাদী ও মহাবল পরাক্রান্ত ; অতএব এক্ষণে স্বীয় সখা বিশেষত আচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দুর্য্যোধন দ্রোণ প্রদত্ত কবচ ধারণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছে এবং কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথ সকল পূর্ব্বেই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথাভিমুখে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে ; অতএব সত্বরে তথায় গমন করা তোমার কর্ত্তব্য। যদি মহাবীর দ্রোণ তোমারে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে

আমরা ভীমসেন ও সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাঁহারে নিবারণ করিব।

হে শৈনেয়! ঐ দেখ, কৌরবসৈন্যগণ সমর পরিহার পূর্ব্বক মহাকোলাহল করিয়া পলায়ন করিতেছে। উহারা পূর্ব্বকালীন বায়ুবেগ বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য মনুষ্য,অশ্ব ও রথ ধাবমান হওয়াতে ধূলি পটল উড্ডীন হইয়া চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতেছে। মহাবীর অর্জ্জুন তোমর ও প্রাসধারী মহাবল পরাক্রান্ত সিন্ধু সৌবীরবৃন্দে পরিবৃত হইয়াছেন। উহাদিগকে নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে পরাজয় করা অসাধ্য হইবে; উহারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিবে। ঐ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজ সম্পন্ন, অশ্ব নাগ সমাকুল নিতান্ত দুরভিগম্য কৌরবসৈন্য রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। দুন্দুভি নির্ঘোষ, গভীর শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, রথ চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, করিবৃংহিত ও শতসহস্র পদাতিগণের পদ শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, হস্তিপকেরা ধরাতল বিকম্পিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। ঐ অগ্রে সৈন্ধবসৈন্য, পশ্চাদ্ভাগে দ্রোণ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে অসমর্থ নহে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই অসীম সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণ বিয়োগের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে আমি কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতেও আমারে এই কষ্ট

সহ্য করিতে হইল। প্রিয় দর্শন অর্জ্জুন সূর্য্যোদয় কালে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ; এক্ষণে দিবাও প্রায় অতিবাহিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন এখন জীবিত আছেন কি না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৌরব বল সাগর তুল্য, উহা দেবগণেরও দুরধিগম্য। অর্জ্জুন একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণে এই যুদ্ধবিষয়ে কিছুতেই আমার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। ঐ দেখ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া তোমার সমক্ষে আমার সৈন্য পীড়ন করিতেছেন। হে শৈনেয় ! তুমি দুর্ব্বোধ কার্য্য সমুদায় অবধারণ করিতে বিলক্ষণ সমর্থ ; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু আমার সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অর্জ্জুনকে পরিত্রাণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি লোকপালক জগৎপতি বাসুদেবের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি তিনি এই দুর্ব্বল ধার্ত্তরাষ্ট্র বলের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ একত্র সমবেত হইলেও তাহা পরাজয় করিতে পারেন। মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পাছে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে একান্ত অভিভূত হইতেছি। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের অনুসরণ কর। তোমার সদৃশ মহাবীরগণেরই অর্জ্জুনের রক্ষার্থ গমন করা কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্ ! বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অস্ত্রবলে নারায়ণ তুল্য,

বাহুবলে বলদেব সদৃশ ও পরাক্রম প্রকাশে অর্জ্জুনের সমান। সাধুলোকেরা, সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ অপেক্ষাও প্রভাবসম্পন্ন ; এই বলিয়া তোমার প্রশংসা করেন অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। জনগণের অর্জ্জুনের ও আমার অভিলাষ নিষ্ফল করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে প্রিয়তর প্রাণ রক্ষণে নিরপেক্ষ হইয়া বীরের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ কর। হে শৈনেয়! যাদবগণ কদাচ সমরে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন না। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ও সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা যাদবগণের অভ্যস্ত নহে। ঐ সমুদায় ভীরু স্বভাব অসৎ লোকেরই কার্য্য। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং বাসুদেব তোমার ও অর্জ্জুনের গুরু ; আমি এই নিমিত্তই তোমারে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার গুরুর গুরু ; অতএব আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। হে শৈনেয়! আমি তোমারে যাহা কহিলাম, ইহা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অনুমোদিত ; অতএব এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় করিও না। এক্ষণে তুমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে মহারথগণের সহিত সমাগত হইয়া যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতিযুক্ত, তৎকালোচিত, ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া

কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মহাবীর অর্জ্জুনের নিমিত্ত যে সকল নীতিগর্ভ যশস্কর বাক্য বলিলেন, তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এইরূপ সময়ে পার্থের ন্যায় আমারে অনুরোধ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত আছি; বিশেষত আপনি যখন অনুরোধ করিতেছেন, তখন রণস্থলে যে কোন কার্য্য হউক না কেন, সকলই অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনুমতিক্রমে দেবতা, অসুর ও মনুষ্য পরিপূর্ণ এই ত্রিলোকের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি; অতএব আজি এই দুর্ব্বল দুর্য্যোধন বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; তাহার আর বিচিত্র কি? আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে ইহাদিগকে পরাজয় করিব। হে মহারাজ! আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিব এবং দুরাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইলে পুনরায় আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইব। কিন্তু হে মহারাজ! বাসুদেব ও ধীমান অর্জ্জুন যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপনারে জ্ঞাপিত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবীর ধনঞ্জয় সমুদায় সৈন্য ও বাসুদেব সমক্ষে বারংবার আমারে কহিয়াছেন, হে শৈনেয়! আমি যতক্ষণ জয়দ্রথকে বিনাশ না করিতেছি, তদবধি তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। আমি তোমার বা মহারথ প্রদ্যুম্নের হস্তে ধর্ম্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের প্রতি গমন করিতে পারি। তুমি কৌরব পক্ষের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে সম্যক্ বিদিত ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছেন

এবং তদ্বিষয় সম্পাদনেও অসমর্থ নহেন, অতএব এক্ষণে আমি নরোত্তম ধর্ম্মরাজকে তোমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথ বধার্থ প্রস্থান করিতেছি; তাঁহারে সংহার করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইব। দেখিও দ্রোণাচার্য্য যেন ধর্ম্ম-রাজকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হন। ধর্ম্মরাজ গৃহীত হইলে আমি সিন্ধুরাজ বধে অকৃতকার্য্য ও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সমরে গৃহীত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনরায় অরণ্যে প্রস্থান করিতে হইবে, সুতরাং আমাদিগের এই জয়লাভও কোন ফলোপধায়ক হইবে না। অতএব হে শৈনেয়! আজি তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান, জয়লাভ ও যশো-লাভার্থ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের আশঙ্কায় আপনারে আমার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহাবীর প্রদ্যুম্ন ব্যতিরেকে সেই দ্রোণাচার্য্যের প্রতিযোদ্ধা আর কাহারেও নিরীক্ষণ করি না। কেহ কেহ আমারেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিয়া থাকেন। অতএব আমি এই আত্মোৎকর্ষ ও আচার্য্য অর্জ্জুনের আদেশ বিফল করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতেছি না। আর আপনারেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করিব। দুর্ভেদ্য কবচধারী মহাবীর দ্রোণ ক্ষিপ্র-হস্ততা প্রযুক্ত রণস্থলে আপনারে প্রাপ্ত হইয়া শিশু যেমন পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার সহিত ক্রীড়া করি-বেন। যদি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এই স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আপনারে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতাম, তিনি মহা-বীর অর্জ্জুনের ন্যায় আপনারে রক্ষা করিতেন। আমি

অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে মহাবীর দ্রোণের অভিমুখীন হইতে পারে আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে ? অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ভার গ্রহণ করিয়া কদাচ অবসন্ন হন না ; অতএব আজি আপনি তাঁহার নিমিত্ত কোন শঙ্কা করিবেন না। সৌবীরক, সৈন্ধব, পৌরব, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধৃগণ এবং কর্ণ প্রমুখ মহারথগণ মহাবীর অর্জ্জুনের ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহেন। সুর, অসুর, মানব, রাক্ষস, কিন্নর ও মহোরগ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় রণস্থলে পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যথায় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তথায় কার্য্যের বিঘ্ন সম্ভাবনা কোথায়। আপনি আচার্য্য অর্জ্জুনের দৈববল, কৃতাস্ত্রতা, অভ্যাস, অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা ও দয়ার বিষয় চিন্তা করুন এবং আমি অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিলে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অস্ত্রবল প্রদর্শন করিবেন, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। মহাবীর দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত আপনারে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে সাতিশয় যত্ন করিতেছেন। অতএব আপনার আত্মরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি যাঁহারে বিশ্বাস করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে পারি, আপনার এমন রক্ষক আর কে আছে ? আমি সত্যই কহিতেছি, আপনারে কাহারও হস্তে সমর্পণ না করিয়া কদাচ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব না। অতএব ইহা বারংবার বিচার করিয়া

যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহা অবধারণ পূর্ব্বক আমারে আজ্ঞা করুন।

ধর্ম্মরাজ সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তুমি যাহা কহিলে তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কা সতত আমার মনে সমুদিত হইতেছে। অতএব আমি স্বয়ং আত্ম রক্ষায় যত্ন করিব। তুমি আমার আদেশানুসারে অর্জ্জুন সমীপে প্রস্থান কর। আমি আত্মরক্ষণ ও অর্জ্জুনের রক্ষার্থে তোমারে প্রেরণ এই দুইটি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তোমারে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম, দ্রুপদ, তাঁহার সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কেকয় দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য ভূপালগণ সাবধান হইয়া আমারে রক্ষা করিবেন; সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা আমারে আক্রমণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। বেলাভূমি যেরূপ মহাসাগরকে নিবারণ করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট দ্রোণকে নিবারণ করিবেন। যথায় তিনি অবস্থান করিবেন, তথায় দ্রোণাচার্য্য মহাবল বল সমুদায়কে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে শৈনেয়! এক্ষণে তুমি কবচ, শর,

শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে গমন কর। আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই রোষপরবশ দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ দুর্ম্মদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইব এবং লোকেও আমারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে দেখিয়া ভীত বলিয়া অপবাদ প্রদান করিবে। তিনি মনে মনে বারংবার এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! যদি আপনি আপনার রক্ষা বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে আপনার মঙ্গল হউক ; আমি আপনার আজ্ঞানুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ের অনুগমন করি। এই ত্রিলোক মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর আর কেহই নাই। অতএব আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আদেশক্রমে প্রিয়তম পার্থের নিকট গমন করিব। আপনার হিতসাধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অকর্ত্তব্য নাই। গুরুজনের বাক্য রক্ষার ন্যায় আপনার বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনার ভ্রাতা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে যেরূপ নিরত, আমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর। অতএব হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্জ্জুনের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ মৎস্য যেরূপ অগাধ জলধি জল ভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দুর্ভেদ্য দ্রোণসৈন্য ভেদ করিয়া যে স্থানে দুরাত্মা

জয়দ্রথ ধনঞ্জয় ভয়ে ভীত হইয়া অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ এবং অসংখ্য সৈন্যগণে সংরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিব। মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি এখান হইতে সে স্থান তিন যোজন অন্তর হইবে। কিন্তু আমি দৃঢ়ান্তঃকরণে বলিতেছি যে, ধনঞ্জয় যোজনত্রয় দূরবর্ত্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিন্ধুরাজ বধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হে মহারাজ! গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন্ বীরপুরুষ যুদ্ধে গমন করিয়া থাকেন? আর তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধ বিমুখ হয়?

হে রাজন্! যে স্থানে আমারে গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি। আজি আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চর্ম্ম, খড়্গ, ঋষ্টি, তোমর ও শর সমুদায়ে সংকীর্ণ এই অগাধ জলধি সদৃশ সেনা সমূহ বিক্ষোভিত করিব। এই যে, রণশৌণ্ড বহুতর ম্লেচ্ছাধিষ্ঠিত অঞ্জন কুল-সম্ভূত বারি বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র মাতঙ্গ সাদিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে, উহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না; উহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমরা জয়ী হইতে পারিব না। আর এই যে, সুবর্ণ মণ্ডিত রথারূঢ় মহারথ রাজপুত্রগণকে দেখিতেছেন, ইহাঁরা সকলেই ধনুর্ব্বেদ পারদর্শী এবং রথযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, নাগযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ও মুষ্টি যুদ্ধে বিশেষ নিপুণ। এই সকল কৃতবিদ্য বীর পুরুষেরা কর্ণ ও দুঃশাসনের নিতান্ত অনুগত। ইহাঁরা

প্রতিনিয়ত সমরস্থলে জয়লাভেচ্ছা করেন। মহাত্মা বাসুদেবও ইহাঁদিগকে মহারথ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ শ্রম ক্লম বিহীন বীরবরেরা সতত কর্ণের হিতাভিলাষ করেন এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে পার্থ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুদৃঢ় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে আমার নিবারণার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে কুরুকুলোদ্ভব! আমি আজি আপনার হিতসাধনার্থ এই বীরগণকে রণস্থলে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে পদ বিক্ষেপ করিব। এই যে, কিরাতাধিষ্ঠিত দিব্য ভূষণ ভূষিত, বর্ম্মসংচ্ছন্ন অন্য সপ্তশত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, পূর্ব্বে কিরাতরাজ স্বীয় জীবন রক্ষার্থ মহাবীর অর্জ্জুনকে ঐ সমুদায় প্রদান করেন। পূর্ব্বে ইহারা আপনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল ; কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি ! এক্ষণে ইহারা আপনার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের মহামাত্র ম্লেচ্ছ কিরাতগণ সকলেই গজযুদ্ধ বিশারদ ও সমর দুর্ম্মদ। উহারা পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকট পরাভূত হইয়াছিল কিন্তু আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিপক্ষে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতেছে। আজি আমি ঐ যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতগণকে শরনিকরে নিপাতিত করিয়া সিন্ধুরাজ বধার্থী ধনঞ্জয়ের অনুগমন করিব।

হে মহারাজ! এই যে, সুবর্ণময় বর্ম্মবিভূষিত অঞ্জন কুলোদ্ভব সুশিক্ষিত কর্কশগাত্র ঐরাবত সদৃশ মত্ত মাতঙ্গ সকল অবলোকন করিতেছেন, এই সকল গজে অতি কর্কশ স্বভাব লৌহ বর্ম্মধারী দস্যুগণ আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর পর্ব্বত

হইতে সমাগত হইয়াছে। ঐ দস্যুদলে গোযোনি, বানরযোনি, মানুষযোনি প্রভৃতি অনেক যোনি সম্ভূত লোক অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল হিমদুর্গ নিবাসী পাপকর্ম্মা ম্লেচ্ছদল সমবেত থাকাতে সমস্ত সৈন্য ধূম্রবর্ণ বোধ হইতেছে। হে মহারাজ! কালপ্রেরিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সকল রাজমণ্ডল এবং কৃপ, সৌমদত্তি, রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে সহায় করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ ও পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল বীর যদি মনের ন্যায় বেগগামী হয়, তথাপি আজি আমার নারাচ মুখে নিপতিত হইলে আর পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন না। পরবীর্য্যোপজীবী দুর্য্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু আজি তাঁহারা আমার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আর এই যে, সুবর্ণধ্বজ মহারথিগণকে অবলোকন করিতেছেন, উহাঁরা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ; উহাঁরা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদ পারগ; এক্ষণে উহাঁদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত সুকঠিন; আপনি উহাঁদের বল বিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। উহাঁরা পরস্পরের হিতার্থ সমবেত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাবীর এবং কৌরবগণ রক্ষিত দুর্য্যোধনের অনেক অক্ষৌহিণী সেনা ক্রুদ্ধ ও অপ্রমত্ত চিত্তে আমারে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব রথসজ্জাকারিগণ অবিলম্বে বাণপূর্ণ তূণীর ও অন্যান্য উপকরণ সকল আমার রথের যথাস্থানে সংস্থাপিত করুক। এই সংগ্রামে

বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণ করাই বিধেয় । আচার্য্য রথ সজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চগুণে রথ সুসজ্জিত করা আবশ্যক । কারণ অত্যুগ্র আশীবিষ সদৃশ কাম্বোজগণ, নানাস্ত্রধারী বিষকল্প কিরাতগণ, সতত দুর্য্যোধন প্রতিপালিত ও তাঁহার হিতৈষী । ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শকগণ এবং দীপ্ত পাবক সদৃশ, দুর্জ্জেয়, কালপ্রতিম, যুদ্ধদুর্ম্মদ অন্যান্য বহুবিধ যোধগণের সহিত আজি সমরস্থলে সম্মিলিত হইতে হইবে। এক্ষণে রথপরিচারকগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিখ্যাত অশ্বগণকে বারিপান ও ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় আমার রথে সংযোজিত করুক ।

হে মহারাজ ! মহাবীর সাত্যকি এই কথা বলিলে রাজা যুধিষ্ঠির তূণীর, নানাবিধ অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সকল তাঁহার রথের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন, পরিচারকগণ তাঁহার রথযোজিত সদশ্ব চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া মত্তকর মদ্যপান এবং স্নান ভক্ষণ ও ভ্রমণ করাইয়া তাহাদের শল্যোদ্ধার করিল । তখন সাত্যকির প্রিয়সখা সারথি দারুকানুজ সেই সংহৃষ্টমনা, স্বর্ণবর্ণাভ, হেমমাল্য বিভূষিত দ্রুতগামী তুরগগণকে মণি, মুক্তা, প্রবাল বিভূষিত, পাণ্ডুরবর্ণ পতাকায় সমলঙ্কৃত, উচ্ছ্রিত ছত্র দণ্ড সমযুক্ত, সিংহধ্বজ সম্পন্ন, হেমভূষণ ভূষিত রথে যোজিত করিয়া সাত্যকিরে নিবেদন করিল, মহাশয় ! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে । তখন শ্রীমান সাত্যকি স্নানানন্তর পবিত্র হইয়া সহস্র স্নাতককে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন । ব্রাহ্মণেরা তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন । পরে মহাবীর যুযুধান কিরাত দেশোদ্ভব

মদ্যপানে বিহ্বলিত ও লোহিত লোচন হইয়া দর্পণ স্পর্শ পূর্ব্বক সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রজ্বলিত পাবক তুল্য দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। লাজ, গন্ধ ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর সাত্যকি সন্নদ্ধ কবচ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দন পূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ বায়ুবেগগামী সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক সকল তাঁহারে বহন করিতে লাগিল ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! তখন দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয়েরা সেই শত্রুতাপন বীর দ্বয়কে সেনা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সকলেই অবহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি বর্ম্মধারী ভীমসেনকে আপনার অনুগমন করিতে দেখিয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার মতে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং কৌরবসৈন্য ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমার বল বিক্রমের বিষয় সবিশেষ অবগত আছ; তোমার বল বিক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই। অতএব যদি আমার হিত কামনা কর, তাহা হইলে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজার রক্ষায় নিযুক্ত হও, ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাই তোমার প্রধানতম কার্য্য। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে পুরুষোত্তম!

তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব। তুমি শীঘ্র গমন কর, তোমার কার্য্য সিদ্ধি হউক। তখন সাত্যকি পুনর্ব্বার বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ শীঘ্র গমন কর। আজি যখন তুমি আমার বশবর্ত্তী হইয়াছ এবং সুলক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে, তখন অবশ্যই আমার সমরে জয়লাভ হইবে। হে বৃকোদর! আজি দুরাত্মা সিন্ধুরাজ নিহত হইলেই মহাবীর পার্থের সহিত আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিব। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া ভীমসেনকে বিদায় করিয়া ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে অবলোকন করে, সেই রূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরায় হতজ্ঞান ও কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজের নিদেশানুবর্ত্তী সাত্যকি অর্জ্জুন দর্শন মানসে অবিলম্বে সেই সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সাত্যকি আপনার সৈন্যের প্রতি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেনাপরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সমরদুর্ম্মদ পাঞ্চাল রাজতনয় এবং রাজা বসুদান ইহাঁরা দুই জনে শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও; সমরদুর্ম্মদ সাত্যকি যেন অক্লেশে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, এই বলিয়া পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন মহারথগণ, আজি সমুদায় বীরেরা সাত্যকির জয়লাভ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, এই

বলিতে বলিতে মহাবেগে কৌরবসৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণও তদ্দর্শনে জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে সাত্যকির রথ সমীপে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে যুযুধানের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহারথ সাত্যকি সেই সৈন্যদিগকে শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অগ্নিসন্নিভ শর দ্বারা পুরোবর্ত্তী ধনুর্দ্ধারী সাত জন মহাবীর ও নানা জন পদস্থ অন্যান্য ভূপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি কখন এক বাণে শত ব্যক্তিরে, কখন বা এক শত বাণে এক ব্যক্তিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারুদ্র যেরূপ প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, সেই রূপ তিনি হস্তী ও হস্ত্যারোহী অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথীদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন সৈনিক পুরুষই সেই শরনিকর বর্ষী সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাঁহার প্রভাবে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ তন্ময় অবলোকন করত সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগ্ননীড় রথ, রথচক্র, ছত্র, ধ্বজ, অনুকর্ষ, পতাকা, কাঞ্চনময় শিরস্ত্রাণ, করিকর সদৃশ অঙ্গদ যুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, ভুজগাকার উরু ও শশধর সদৃশ কুণ্ডলালঙ্কৃত বদন মণ্ডল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। পর্ব্বতাকার গজ সমুদায় ভূতলশায়ী হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন, সমর ভূমি ভূধর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মুক্তাবলি বিভূষিত সুবর্ণযোক্ত্র ও বিচিত্রাকার বর্ম্ম বিভূষিত অশ্বগণ

মহাবাহু সাত্যকি শরে প্রমথিত ও ভূতলশায়ী হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবাহু সাত্যকি আপনার সৈন্যগণকে নিপাতিত ও বিদ্রাবিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণ দর্শনে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মর্ম্মভেদী শাণিত পাঁচ শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধানও কঙ্কপত্র ভূষিত শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সাত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য ছয় বাণ দ্বারা তাঁহারে ও তাঁহার সারথিরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথমত ক্রমে ক্রমে তাঁহারে দশ, ছয় ও আট বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুনরায় তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে অশ্ব, এক শরে ধ্বজ ও এক শরে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ একবারে পতঙ্গকুল সদৃশ শরজালে তাঁহারে এবং তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথিরে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকিও তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈনেয়! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন যেরূপ আজি কাপুরুষের মত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন

করিয়াছে, যদি তুমি সেই রূপ পলায়ন না কর, তাহা হইলে আজি তোমারে জীবিত থাকিতে হইবে না। সাত্যকি দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক; আমি আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না। আমারে ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে হইবে। শিষ্যেরা সর্ব্বদা আচার্য্যের পদবীতেই পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকে; অতএব আমি আপনারে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে আমার গুরু অবস্থান করিতেছেন, সত্বরে সেই স্থানে গমন করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর শৈনেয় এই বলিয়া সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! দ্রোণ আমার নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন; অতএব তুমি সাবধানে রণ-স্থলে গমন কর। এই যে, অবন্তিদেশীয় মহাপ্রভাবশালী সৈন্য অবলোকন করিতেছ, উহার পরেই সূতপুত্র প্রমুখ বহুতর দাক্ষিণাত্য সৈন্য, তাহার পরেই উদ্যতাস্ত্র বাহ্লিকদিগের মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য এবং উহার নিকটেই মহাবীর কর্ণের বল সমুদায় অবস্থান করিতেছে। উহারা পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু রণস্থলে পরস্পর পরস্পারের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে অনতি দ্রুতবেগে উহাদিগের মধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিতে বলিতে সহসা আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কর্ণের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধভরে তাঁহার উপর বহুতর বিশিখ প্রহার করত তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর যুযুধান শাণিত শরনিপাতে কর্ণের সেনাগণকে আহত করিয়া অসীম ভারত সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ করিবা মাত্র কৌরব পক্ষীয় সৈনিক পুরুষেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে রোষাকুলিত মনে সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে ছয় শরে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে নতপর্ব্ব ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ ভুজগ সন্নিভ বায়ুবেগগামী বৎসদন্ত বাণ শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলে উহা সাত্যকির বর্ম্ম ও দেহ ভেদ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর পরমাস্ত্রবিৎ কৃতবর্ম্মা স্বীয় শরনিকরে সাত্যকির সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষস্থলে সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ করে শক্তি প্রহার করিলেন এবং অবিলম্বে অন্য সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করত অসংখ্য শরে তাঁহারে রথের সহিত সমাচ্ছাদিত করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তখন ভোজরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন হস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভোজসৈন্যেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা

করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে শ্রমাপনোদন করিয়া স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক শত্রুগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম্বোজ সৈন্য সমীপে গমন করিলে কৃতবর্ম্মাও তৎক্ষণাৎ ভীমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর যুযুধান ভোজবল হইতে বিনির্গত হইয়া সত্বর কাম্বোজ রাজের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ তাঁহারে অবরোধ করিল। তখন তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির অনুসন্ধান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ সাত্যকির পশ্চাদ্গামী আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন পরিরক্ষিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ রথী শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিবারিত ও হতোৎসাহ হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা সেই সমরাভিলাষী বীরদিগকে শর নিকরে তাপিত ও তাঁহাদের বাহনগণকে নিতান্ত ক্লান্ত করিলেন; কিন্তু সেই মহাবীরগণ কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক এই রূপে দৃঢ় সমাহত হইয়াও যশোলাভাভিলাষে সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া ভোজ সৈন্যগণকে পরাজয় করিবার মানসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সৈন্যগণ মহাবল

পরাক্রান্ত, লঘু, বৃত্ত ও আয়ত কলেবর, ব্যাধিশূন্য, বর্ম্মসমাচ্ছন্ন, বহুশস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন, শস্ত্রগ্রহণে সুনিপুণ এবং ন্যায়ানুসারে ব্যূহিত। তাহারা অতিশয় বৃদ্ধ নয়, বালকও নয় এবং কৃশ নয় ও স্থূলও নয়। তাহারা আমাদিগের নিকট সংকৃত হইয়া আমাদেরই অভিলাষানুসারে সতত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা আরোহণ, অধিরোহণ, প্রসরণ, প্লুতগমন, সম্যক্ প্রহার, প্রবেশ ও নির্গম বিষয়ে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যায় পরীক্ষিত। তাহারা পরস্পর বিদ্যাশিক্ষাভিলাষ, সংকার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারা অনাহতও নহে। আমরা যথাবিধ পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সৈন্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাহারা কুলীন, তুষ্ট, পুষ্ট ও অনুদ্ধত এবং সকলেই যশস্বী ও মনস্বী। লোকপালসম পুণ্যকর্ম্মা অনেকানেক প্রধান প্রধান সচিবেরা নিরন্তর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য ভূপালগণ স্বেচ্ছানুসারে আমাদের নিতান্ত অনুগত হইয়া তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিতেছেন। আমার সৈন্যগণ, সমন্তাৎ সমাগত নদী সমূহে পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায়, পক্ষশূন্য পক্ষিসঙ্কাশ রথ, অশ্ব, মদস্রাবী মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমুদায় সৈন্য যখন বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যোদ্ধৃবর্গ ঐ সৈন্য সাগরের অক্ষয় সলিল; বাহন সকল তরঙ্গ; অসি ক্ষেপণী; গদা, শক্তি, শর ও প্রাস সমুদায় মৎস্য; ধ্বজ ও ভূষণ সকল

রত্ন ও উৎপল ; দ্রোণ উহার গভীর পাতাল কৃতবর্ম্মা মহাহ্রদ এবং জলসন্ধ মহাগ্রাহস্বরূপ। উহা কর্ণ রূপ চন্দ্রের উদয়ে উচ্ছলিত ও ধাবমান এবং বাহন রূপ বায়ুবেগে বিকম্পিত হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও যুযুধান আমার সেই সৈন্য সাগর ভেদ করিয়া যখন গমন করিয়াছে, তখন বোধ হইতেছে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যাহা হউক, কৌরবগণ ঐ দুই বীর পুরুষকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গাণ্ডীব মুক্ত বাণের সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সেই ভয়ানক বিপৎকালে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া অবধারিত করিয়াছি। তাঁহাদের বল, বিক্রম, আর পূর্ব্ববৎ অবলোকিত হইতেছে না। মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় অক্ষত কলেবরে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে এমন আর কেহই নাই। হে সঞ্জয়! আমি বহুসংখ্য যোদ্ধাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে বেতন প্রদান ও কতকগুলিকে কেবল প্রিয় বাক্য দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সৈন্য মধ্যে কেহই অসংকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ অন্ন ও বেতন প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধে অপটু, অল্প বেতনে নিযুক্ত অথবা অবৈতনিক নহে। আমি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে দান, মান ও আসন প্রদান দ্বারা যথাসাধ্য সৎকার করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা সাত্যকির বাহুবলে বিমর্দ্দিত ও মহাবীর অর্জ্জুনের দর্শন মাত্রেই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

৭ম পর্ব্ব। ৪৩শ সংখ্যা।

পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

দ্রোণ পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

'বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হয়।
এই পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদে-
বের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ
করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ
করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফল
লাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয় লাভ এবং
বৈশ্য ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত বিষয়
লাভ হয়, সন্দেহ নাই।'

মহাভারত।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমি সংগ্রামস্থলে রক্ষ্য ও রক্ষক এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখিতেছি।

হে সঞ্জয়! আমার মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান ও সাত্যকিরে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল এবং আমার পক্ষ বীরগণই বা কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমস্ত অস্ত্র জাল নিবারণ পূর্ব্বক সেনা মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিরূপ অবধারণ করিলেন? বোধ হয়, আমার পুত্রেরা কৃষ্ণ ও সাত্যকিরে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ উদ্যত দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুনকে সেনা সকল অতিক্রমণ ও কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহারা অস্মৎপক্ষীয় রথীদিগকে শত্রুজয়ে উৎসাহ শূন্য ও পলায়নে সমুদ্যত, সাত্যকি ও ধনঞ্জয়ের শরে রথোপস্থ সমুদায় সারথি শূন্য ও যোদ্ধাদিগকে নিহত এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও বীরগণকে ব্যগ্রমনে ধাবমান দেখিয়া যারপর নাই শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহারা কতকগুলি মাতঙ্গকে অর্জ্জুন শরে পলায়িত ও কতকগুলিকে ভূতলে নিপতিত এবং সাত্যকি ও পার্থের শরে অশ্ব সকলকে আরোহি শূন্য ও মনুষ্যগণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপ করিতেছে। পদাতিগণকে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান দেখিয়া বিজয়লাভ প্রত্যাশা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত এবং একান্ত দুর্জ্জয় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে ক্ষণমধ্যে দ্রোণ

সৈন্যগণকে অতিক্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের শোকসাগর উচ্ছ্বলিত হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সাত্যকি সমভিব্যাহারে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। যাহা হউক, মহাবীর শৈনেয় ভোজ-সৈন্য ভেদ করিয়া পৃতনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৌরবগণ কি রূপ কার্য্য করিলেন এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণশরে নিতান্ত নিগৃহীত হইলে কিরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল? এক্ষণে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য, কৃতাস্ত্র ও সমরবিশারদ, পাঞ্চালগণ কিরূপে তাঁহারে শর-নিকরে বিদ্ধ করিল? তাহারা অর্জ্জুনেরই জয়লাভার্থী, সুতরাং দ্রোণের সহিত তাহাদের শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মহারথ দ্রোণও তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! তুমি সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছ। এক্ষণে এই সমুদায় বৃত্তান্ত এবং মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধু-রাজ বধার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশতই এই দারুণ ব্যসন সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে প্রাজ্ঞতম বিদুর প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্‌গণ পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে আপনারে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ না করে

তাঁহারে অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিতে হয়। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক তত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নির্গুণত্ব, পুত্রগণের প্রতি পক্ষপাত, ধর্ম্মে দ্বৈধীভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি মৎসরতা ও কুটিল অভিপ্রায় এবং আর্ত্ত প্রলাপ এই সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে দোষী করা আপনার উচিত হইতেছে না। প্রথমে মধ্যে বা শেষে আপনার কোন সৎকার্য্যই নিরীক্ষিত হয় না। ফলত আপনিই এই পরাজয়ের মূল কারণ। অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের অনিত্যতা অবগত হইয়া এই দেবাসুরোপম ঘোরতর যুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। সত্যবিক্রম সাত্যকি সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা ক্রোধ পরবশ অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বেলাভূমি উচ্ছ্বলিত অর্ণবকে অবরোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর কৃতবর্ম্মা পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়াও হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। অনন্তর ভীমসেন তিন শরে কৃতবর্ম্মারে বিদ্ধ করিয়া

পাণ্ডবগণকে পুলকিত করত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সাত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মারে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। তৎপরে বিরাট ও দ্রুপদ তিন তিন শরে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিলে শিখণ্ডী তাঁহারে প্রথমে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্যমুখে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের উপর পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক ভীমের বক্ষস্থলে সপ্ততি নিশিত শর প্রহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হার্দ্দিক্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ভূমিকম্প কালীন অচলের ন্যায় একান্ত বিচলিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাবীর সকল ভীমকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতবর্ম্মারে রথ সমূহে অবরুদ্ধ করিয়া শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া হেমদণ্ড মণ্ডিত লৌহময়ী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নির্ম্মোক মুক্ত উরগ সদৃশ ভীমভুজ নির্ম্মুক্ত অতি ভীষণ শক্তি কৃতবর্ম্মার অভিমুখে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। মহাবীর হার্দ্দিক্য সেই যুগান্তানল সঙ্কাশ কনক ভূষণ শক্তি দুই শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি-

লেন। তখন সেই কৃতবর্ম্ম বিশিখ বিচ্ছিন্ন শক্তি নভোমণ্ডল পরিভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ভীম পরাক্রম ভীমসেন শক্তি নিষ্ফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে অন্য মহাস্বন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হার্দ্দিক্যকে নিবারণ করত পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ভীম শরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া বিকসিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্য মুখে ভীমকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত যত্নবান্ মহারথগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাত সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা রোষ পরবশ হইয়া হাস্য মুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা শিখণ্ডীর কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অসি ও সুবর্ণ সমলঙ্কৃত ভাস্বর চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করত কৃতবর্ম্মার রথাভিমুখে অসি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ অসি কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট জ্যোতির ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহারথগণ সায়ক দ্বারা কৃতবর্ম্মারে গাঢ়তর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা সেই বিশীর্ণ কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া তিন্ তিন শরে পাণ্ডবগণকে ও আট বাণে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার শরে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক কূর্ম্মনখ শর দ্বারা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হৃদিকাত্মজ

কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শার্দ্দূল যেমন কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর নিদান মহাবীর শিখণ্ডীর প্রতি বল প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন সেই দিগ্‌গজ সঙ্কাশ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কখন শরাসন আস্ফালন, কখন সায়ক সন্ধান এবং কখন বা সূর্য্যকিরণ সন্নিভ বহুসংখ্য শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই যুগান্তকাল প্রতিম বীর দ্বয় পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ শরে সন্তাপিত করিয়া ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা মহারথ শিখণ্ডীরে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী হার্দ্দিক্যের বাণে গাঢ়বিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মোহে অভিভূত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ শিখণ্ডীরে বিষণ্ণ দেখিয়া কৃতবর্ম্মারে যথোচিত সৎকার করত পতাকা সকল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডীর সারথি তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীরে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া অবিলম্বে রথ সমুদায় দ্বারা কৃতবর্ম্মারে অবরোধ করিলেন; কিন্তু মহারথ কৃতবর্ম্মা একাকী হইয়াও অদ্ভুত বল প্রকাশ পূর্ব্বক সানুচর পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া চেদী, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কৈকেয়দিগকে পরাজয় করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃতবর্ম্মার শরে

একান্ত তাড়িত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন; কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবেরা হার্দ্দিক্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা অনন্য মনে শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য কৃতবর্ম্মার শরপ্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরেরা অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্য সাগর মধ্যে আশ্রয় লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপস্বরূপ হইয়াছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শব্দ শ্রবণ করিয়া সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া চারি শরে কৃতবর্ম্মার চারি অশ্ব ও শাণিত ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক ও সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে রথ শূন্য করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার সেনাগণকে মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাগণ শৈনেয়ের শর-

নিকরে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সত্যবিক্রম সাত্যকিও সত্বরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ ! মহাবীর সাত্যকি তৎপরে যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি এইরূপে দ্রোণানীক অতিক্রম ও কৃতবর্ম্মারে পরাজয় করিয়া হৃষ্টমনে সারথিরে কহিলেন, হে সূত ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দবেগে রথ চালন কর। মহাবীর সাত্যকি সারথিরে প্রথমত এই কথা বলিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ সঙ্কুল কৌরব সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে সারথি ! ঐ যে দ্রোণসৈন্যের বামভাগে স্বুবর্ণধ্বজ পরিশোভিত, মহামেঘসন্নিভ মাতঙ্গারোহী বিপুল সৈন্য সমুদায় অবলোকন করিতেছ, উহাঁরা ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজপুত্র। উহাঁরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বিচিত্র যোদ্ধা ও মহারথ ; উহাঁদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য। ঐ রাজ পুত্রগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া রুক্মরথকে অগ্রবর্ত্তী করত আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁদের নিকট আমার অশ্ব চালন কর। আমি দ্রোণ সমক্ষে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর সারথি সাত্যকির আদেশানুসারে মন্দবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। কুন্দেন্দু-রজত-প্রভ বায়ুবেগগামী সারথির বশীভূত বল্গমান তুরঙ্গমগণ সাত্যকিরে বহন করিতে লাগিল। তখন বিপক্ষ পক্ষীয় লঘুবেধী মহাবীর সকল তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ বিবিধ সায়ক বর্ষণ

পূর্ব্বক করিসৈন্য দ্বারা তাঁহারে অবরোধ করিল। তখন মহাবীর সাত্যকি, যেমন গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ করিসৈন্যের প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শিনিবীর সমীরিত অশনি সমস্পর্শ শরনিকর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত, শীর্ণদন্ত, ভগ্নকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কাহার কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, কাহার মুখ ও শুণ্ড নিকৃত্ত, কাহার নিয়ন্তা নিহত, কাহার পতাকা নিপতিত, কাহার চর্ম্ম ছিন্ন ও ঘণ্টা চূর্ণ, কাহার ধ্বজ দণ্ড খণ্ড খণ্ড এবং কাহারও বা আরোহী বিনষ্ট ও কম্বল পরিভ্রষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে সেই সমস্ত জলদোপম নিস্বন মাতঙ্গগণ, সাত্যকির নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার, মল মূত্র পরিত্যাগ ও শোণিত ধারা বর্ষণ করত ইতস্তত ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কতকগুলি ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি স্খলিত, কতকগুলি নিপতিত ও কতকগুলি নিতান্ত ম্লান হইয়া গেল।

এইরূপে সেই করিসৈন্য নিহত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধ পরম যত্ন সহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন। ঐ সুবর্ণ বর্ম্মধারী কনকাঙ্গদ সুশোভিত, কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত, রক্তচন্দন চর্চ্চিত, মহাবীর, মস্তকে কাঞ্চনময়ী মালা এবং বক্ষস্থলে নিষ্ক ও কণ্ঠসূত্র ধারণ পূর্ব্বক মাতঙ্গের উপর উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণময় শরাসন বিধূনিত করত বিদ্যুদ্দাম সম্বলিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে

লাগিলেন। তখন সাত্যকি সেই জলসন্ধের মাতঙ্গকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া যেমন বেলা ভূমি মহাসাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ সেই করিবরকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। মহাবীর জলসন্ধ সাত্যকির শরনিকরে স্বীয় কুঞ্জরকে নিবারিত দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শর নিকরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ ও নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছিন্ন করিয়া হাস্য মুখে তাঁহারে নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি জলসন্ধের বহুসংখ্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎকালে কোন্ শর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ ও অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক জলসন্ধরে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং হাস্য মুখে তাঁহার বক্ষস্থলে ষষ্টি শর নিক্ষেপ ও সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর জলসন্ধ সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে সাত্যকির প্রতি এক তোমর প্রয়োগ করিলেন। জলসন্ধ নিক্ষিপ্ত তোমর সাত্যকির বাম ভুজ ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত ঘোর উরগের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি জলসন্ধের শরে নির্ভিন্ন বাহু হইয়াও তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শরেসমাহত করিলেন। তখন মহাবল জলসন্ধ খড়্গ ও শত চন্দ্রক সঙ্কুল আর্ষভ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক খড়্গ বিঘূর্ণিত করিয়া

সাত্যকির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ পরিত্যক্ত হইবা মাত্র সাত্যকির শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শালস্কন্ধ সঙ্কাশ, অশনি সমনিস্বন অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শর দ্বারা জলসন্ধকে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার বিচিত্র ভূষণ বিভূষিত বাহু দ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের অর্গল সদৃশ ভুজ যুগল ভূধর হইতে পরিভ্রষ্ট পঞ্চশীর্ষ উরগ দ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। তৎপরে মহাবীর সাত্যকি অন্য ক্ষুর দ্বারা জলসন্ধের মনোহর কুণ্ডল যুগল মণ্ডিত দশন রাজি বিরাজিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই জলসন্ধের ভীমদর্শন কবন্ধ রুধির ধারায় তাঁহার মাতঙ্গকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সত্বরে গজস্কন্ধ হইতে মহামাত্রকে নিপাতিত করিলেন। তখন সেই রুধির লিপ্তাঙ্গ মাতঙ্গ সাত্যকির শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃষ্ঠসংশ্লিষ্ট বিলম্বমান আসন বহন ও স্বীয় সৈন্যগণকে মর্দ্দন করত ধাবমান হইল। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। যোদ্ধা সকল মহাবীর জলসন্ধকে নিহত দেখিয়া জয় লাভে উৎসাহ শূন্য ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে মহাবীর দ্রোণ মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণও সাত্যকিরে নিতান্ত উদ্ধত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের সহিত ধাবমান হইলেন। তখন

মহাত্মা দ্রোণ ও কৌরবগণের সহিত সাত্যকির ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে যুদ্ধনিপুণ বীরগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ, বিকর্ণ ত্রিংশৎ দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন আট ও চিত্রসেন দুই বাণে তাঁহার বামপার্শ্ব ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ও অন্যান্য শূরগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়া তাঁহারে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই বীরগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দুঃসহকে নয়, বিকর্ণকে পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেনকে সাত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিরে আট, সত্যব্রতকে নয় ও বিজয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে কলিঙ্গাধিপতি রুক্মাঙ্গদকে কম্পিত করত অবিলম্বে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে অসংখ্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীর দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করিয়া পরস্পরকে অদৃশ্য করিলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে রুধিরাপ্লুত হইয়া রস স্রাবী রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্রও সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া সুবর্ণময় শিরোভূষণ ভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় শোভমান হইলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে

কুরুরাজের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বিপক্ষাস্ত্র নিপীড়িত ও তাঁহার বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অন্য হেম পৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত বাণে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর যুযুধান দুর্য্যোধনের শর প্রহারে ব্যথিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহারে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার অন্যান্য পুত্রগণ নৃপতিরে পীড়িত দেখিয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শরজালে সমাবৃত হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে প্রথমত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত সাত শরে আহত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সত্বরে আট বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে তাঁহার ভীষণ শরাসন ও মণিময় নাগধ্বজ ছেদন, চারি শরে চারি অশ্বের প্রাণসংহার ও ক্ষুরপ্রাস্ত্রে সারথিরে নিধন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদী শর দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে শৈনেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারী চিত্রসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন। দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় সাত্যকির শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া সকল লোকেই হাহাকার করিতে লাগিল।

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা ঐ রূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ কবিয়া ধনুঃ কম্পন ও অশ্বচালন পূর্ব্বক সারথিরে ভৎ'সনা করত কহিলেন, হে সূত! সত্বরে অগ্রসর হও। অনন্তর মহারথ সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে কহিলেন, সারথে! ঐ দেখ, কৃতবর্ম্মা রথারোহণ

পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে; তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে রথ চালন কর। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র সুসজ্জিত অশ্ব সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া কৃতবর্ম্মার সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ দুই মহাবীর বলবান্ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় একত্র মিলিত হইলেন। সুবর্ণধ্বজশালী মহাবীর কৃতবর্ম্মা সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক শৈনেয়কে ষড়্‌বিংশতি, তাঁহার সারথিরে পাঁচ এবং অশ্ব চতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর সুবর্ণ পুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন শিনি পৌত্র সাত্যকি ধনঞ্জয়ের দর্শন কামনায় ত্বরাযুক্ত হইয়া কৃতবর্ম্মার উপর শাণিত অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কৃত-বর্ম্মা বলবান্ অরাতির শরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভূমিকম্পকালীন ভূধরের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি ঐ অবসরে ত্রিষষ্টি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সাত শরে সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সংক্রুদ্ধ পন্নগ সদৃশ সুবর্ণ পুঙ্খ বিশিখ পরিত্যাগ করি-লেন। সেই কালদণ্ড সদৃশ শর কৃতবর্ম্মার জাম্বূনদময় বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন ও কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধিরাপ্লুত হইয়া ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হার্দ্দিক্যও সেই বিষম শরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সত্যবিক্রম সাত্যকি সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, অক্ষোভ্য সাগর তুল্য কৃতবর্ম্মারে নিবারণ করিয়া ইন্দ্র যেরূপ অসুর সেনা অতিক্রম করিয়াছিলেন,

তদ্রূপ সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে সেই খড়্গ শক্তি শরাসন বিকীর্ণ, গজাশ্ব রথ সঙ্কুল, রুধিরাভিষিক্ত কৌরবসৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বলবান্ হার্দ্দিক্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সেনাগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিরাজার সহিত বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকিরও সেই রূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দ্রোণ যুযুধানের ললাটে সর্পাকৃতি লৌহময় বিচিত্র বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শরত্রয় ললাট বিদ্ধ হওয়াতে সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভারদ্বাজ ঐ অবসরে তাঁহার উপর অশনিসম শব্দায়মান বাণ সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি তৎ প্রেরিত প্রত্যেক বাণের উপর দুই দুই শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমুদায় বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণ সাত্যকির এই রূপ হস্তলাঘব দর্শনে হাস্য করিয়া স্বীয় লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রথমত বিংশতি ও তৎপশ্চাৎ শাণিত পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। রোষিত সর্প সকল যেরূপ বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, সেই রূপ সেই নিশিত শর সমূহ আচার্য্যের রথ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। যুযুধান বিসৃষ্ট রুধিরপায়ী শরনিকরও দ্রোণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল।

এই রূপে তাঁহারা উভয়েই সমান যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হস্তলাঘব বিষয়ে কেহ কাহারে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নতপর্ব্ব নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজে অসংখ্য শর ও তাঁহার সারথির উপর শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুযুধানের হস্তলাঘব অবলোকন পূর্ব্বক সপ্ততি শরে তাঁহার সারথিরে ও তিন তিন শরে অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও হেমপুঙ্খ ভল্লাস্ত্র দ্বারা শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বিবিধ শরবৃষ্টি দ্বারা সহসা সমাগত পট্টবদ্ধ লৌহময় গদা নিবারণ করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শিলানিশিত অসংখ্য শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথাভিমুখে সুবর্ণ দণ্ডান্বিত লৌহ নির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালসন্নিভ শক্তি শৈনেয়ের শরীর স্পর্শ না করিয়া রথ ভেদ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর নিস্বন করত অবনিগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সাত্যকি তীক্ষ্ণ শরে দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ সমাহত করিলেন। মহাবীর দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ দ্বারা মাধবের শরাসন ছেদন ও রথশক্তি দ্বারা সারথিরে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। সারথি সেই ভীষণ রথশক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিল। সাত্যকি স্বয়ং রথরশ্মি ধারণ

করিয়া সারথ্য কার্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসন্ন মনে তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণও তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শর সকল সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। সাত্যকি দ্রোণের শরে নিপীড়িত হইয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার সারথিরে সংহার করত অন্য শর সমূহ দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এই রূপে অশ্বগণ বাণ পীড়িত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে দ্রোণাচার্য্যের সেই রজত নির্ম্মিত রথ রণক্ষেত্রে দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় সহস্র সহস্র মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ শীঘ্র গমন কর, দ্রোণের পলায়মান অশ্বগণকে ধারণ কর, বলিতে বলিতে সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণের অভি-মুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ মহারথগণকে সাত্যকির শরে সমাহত ও পলায়মান অব-লোকন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যও সেই সাত্যকি শরার্দ্দিত বায়ু সম বেগবান অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক ব্যূহদ্বারে উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই ব্যূহ ভগ্ন করিয়াছেন দেখিয়া আর সাত্যকির নিবারণে যত্ন না করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করত উদ্যত কালসূর্য্যের ন্যায়, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! শিনিবংশাবতংস পুরুষপ্রধান সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত করিয়া সহাস্য মুখে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পূর্ব্বেই আমাদের অরাতিগণকে সংহার করিয়াছেন; আমরা নিমিত্তমাত্র হইয়া এই অর্জ্জুন নিহত সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছি। অরাতিহন্তা সাত্যকি সারথিরে এই কথা বলিয়া বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক আমিষ লোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সেই সুরেন্দ্রসম প্রভাব, প্রভূত পরাক্রম, পুরুষ প্রবীর সাত্যকিরে শশিশঙ্খ সন্নিভ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। কেহই তাঁহারে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিচিত্র যুদ্ধ বিশারদ কাঞ্চন বর্ম্মধারী মহাবীর সুদর্শন ক্রোধপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীর দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পূর্ব্বকালে দেবগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ দর্শনে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধারা সাত্যকি ও সুদর্শনের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির উপর বারংবার সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি সেই সমুদায় বাণ অঙ্গস্পর্শ না করিতে করিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র তুল্য প্রভাবশালী সাত্যকিও সুদর্শনের প্রতি যে যে বাণ

নিক্ষেপ করিলেন, উত্তম রথারূঢ় সুদর্শন উত্তম শরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুদর্শন সাত্যকির বাণ বেগে স্বীয় শর সমুদায় নিরাকৃত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার উপর সুবর্ণময় বিচিত্র বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি অগ্নি সদৃশ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন নিক্ষিপ্ত সায়ক ত্রয় সাত্যকির দেহাবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজনন্দন সুদর্শন প্রজ্বলিত বাণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকির রজত সঙ্কাশ শ্বেতবর্ণ অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকি এইরূপে সুদর্শন শরে তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে শক্রাশনি সন্নিভ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক কালানল-সন্নিভ ক্ষুর দ্বারা সুদর্শনের কুণ্ডলমণ্ডিত পূর্ণশশি-সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে বজ্রধর ইন্দ্র যেরূপ অতিবল বলদানবের শিরশ্ছেদন করত শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, যদুকুলোদ্ভব মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই সদশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা কৌরব সেনাগণকে নিবারণ ও নিধন করত সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া অর্জ্জুন সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন যোধগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপুঙ্গব মহামতি সাত্যকি এইরূপে

সংগ্রামে সুদর্শনকে নিহত করিয়া পুনরায় সারথিরে কহিলেন, সারথে ! যখন শর শক্তিরূপ তরঙ্গ, খড়্গ রূপ মৎস্য ও গদা রূপ গ্রাহযুক্ত, অসংখ্য রথনাগাশ্ব সঙ্কীর্ণ, বিবিধ আয়ুধের নিস্বন ও বাদিত্রের নিনাদ সম্পন্ন, যোধগণের অসুখস্পর্শ, জিগীষুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, রাক্ষস সদৃশ জলসন্ধ সৈন্যে সমাবৃত দ্রোণানীক রূপ মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি, তখন এই অবশিষ্ট সেনা, অল্পসলিল সম্পন্ন ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র অশ্ব চালন কর। আমি অবিলম্বে উহা অতিক্রম করিব। যখন দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য ও হার্দ্দিক্যকে পরাজয় করিয়াছি, তখন অর্জ্জুনকে সম্মুখস্থিত বোধ হইতেছে। এই সমুদায় সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার কিছুমাত্র ত্রাস হইতেছে না। উহারা প্রদীপ্ত পাবক দগ্ধ শুষ্ক তৃণের ন্যায় আমার শরে দগ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুন যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তথায় অংসখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ নিপতিত রহিয়াছে। ঐ কৌরব সেনাগণ অর্জ্জুনের শরে নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। তুরঙ্গম মাতঙ্গ ও রথ সমুদায় মহাবেগে গমন করাতে কৌশেয়ারুণ রজোরাশি উদ্ধূত হইয়াছে এবং মহা-তেজ সম্পন্ন গাণ্ডীবের গভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ করি, মহাবীর ধনঞ্জয় অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। হে সারথে ! এক্ষণে যেরূপ নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয়, দিনমণি অস্তাচলগত না হইতে হইতেই অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিবেন। এক্ষণেযে স্থানে অরাতি সৈন্যগণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ,

যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূরকর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী যবনগণ এবং বিবিধাস্ত্রধারী শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই স্থানে অশ্ব চালন কর। তুমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখ যে, আমি ঐ সমুদায় বীরগণকে রথ, নাগ ও অশ্বের সহিত সংহার করিয়া এই বিষম শঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! যদ্যপি জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, মহারথী দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য বা মদ্রেশ্বর শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অভিমুখে আগমন করেন, তথাপি আপনার আশ্রয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কা হয় না। অদ্য আপনি সংগ্রামে যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রূর কর্ম্মা বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী প্রহার নিপুণ যবনগণ এবং নানাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে পরাভূত করিয়াছেন, সুতরাং আমার ভয় সঞ্চারের বিষয় কি? পূর্ব্বে আমি কোন সংগ্রামেই কখন ভীত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আজি এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার ভয়ের উদয় হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনারে কোন্ পথ দিয়া ধনঞ্জয়ের সমীপে সমানীত করিব। হে আয়ুষ্মন্! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহারা শমন ভবনে গমন করিতে বাসনা করিয়াছে! কাহারা আপনারে কালান্তক যমের ন্যায় অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবে? যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, তাহাদের অভিমুখে রথ চালন করি।

সাত্যকি কহিলেন, হে সূত! তুমি শীঘ্র রথ চালন কর। বাসব যেরূপে দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপ অদ্য আমি এই মুণ্ডিত মুণ্ড কাম্বোজগণকে বিনাশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া একান্ত প্রিয় অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্য দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ এই সমুদায় সৈন্যকে নিহত দেখিয়া সমরে আমার পরাক্রম অনুভব করিবেন। অদ্য শরবিক্ষত কৌরব সেনার করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে অবশ্যই অনুতাপিত হইতে হইবে। অদ্য আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতাশ্ব মহাত্মা অর্জ্জুনকে তদুপদিষ্ট পথ প্রদর্শন করিব। অদ্য রাজা দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র বীর পুরুষকে আমার বাণে বিগতাসু অবলোকন করিয়া অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। অদ্য কৌরবগণ আমার বাণবর্ষণে লঘুহস্ততা ও শরাসনের অলাত চক্র সদৃশ আকার দর্শন করিবেন। অদ্য দুর্য্যোধন আমার বাণবিদ্ধ রুধিরস্রাবী সৈনিক-গণের বিনাশ দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া সমরে আমার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন পূর্ব্বক অবশ্যই মনে করিবেন যে, দ্বিতীয় অর্জ্জুন অবনিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্য আমি কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপের প্রাণ সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে অনু-তাপিত এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন প্রদর্শিত করিব। অদ্য কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য ও কৃতজ্ঞতা সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন।

হে মহারাজ! সাত্যকির সারথি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ সাধুবাহী শিক্ষিত অশ্বগণকে চালন করিতে লাগিল। অশ্বগণ আকাশ পান করিবার

নিমিত্তই যেন, বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তখন যুযুধান অবিলম্বেই যবনগণ সমীপে উপনীত হইলেন। তাহারা অনেকে মিলিত হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেনাগ্রবর্ত্তী সাত্যকির উপর অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শৈনেয় নতপর্ব্ব বাণ দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শত্রুপক্ষীয় শরজাল ছেদন পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ নিশিত শরনিকরে যবনগণের ভুজ ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিলেন। সাত্যকির শরনিকর তাহাদের লৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম এবং দেহ ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে শত শত যবন সাত্যকির শরাঘাতে গতাসু হইয়া বসুধাতলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিয়া এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন যবনকে ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্ব্বর সাত্যকির শরে জীবন পরিত্যগ পূর্ব্বক ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে সমরস্থল তাহাদিগের মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া গেল। দস্যুগণের ছিন্নকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু সম্পন্ন, বিবর্হ বিহঙ্গম সদৃশ মস্তক সমুদায়ে রণস্থল পরিব্যাপ্ত হইল। রুধিরাভিষিক্ত সর্ব্বাঙ্গ অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র শোণমেঘ সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবীরগণ সাত্যকির অশনিসমস্পর্শ সুপর্ব্ব অজিহ্মগামী শরনিকরে নিহত ও নিপতিত হইয়া বসুন্ধরা সমাবৃত করিল। হতাবশিষ্ট বর্ম্মধারী যোধগণ সন্তপ্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পার্ষ্ণি ও কশাঘাত করত শঙ্কিত চিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহা-

রাজ! এই রূপে পুরুষব্যাঘ্র সত্যবিক্রম সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক ও যবনগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক বিজয় লাভ করিয়া সারথিরে রথ চালনের অনুমতি করিলেন। তখন সংগ্রাম দর্শনার্থী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ সেই অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ গমনোদ্যত যুযুধানের অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয়েরাও বারংবার তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ যুযুধান যুদ্ধে যবন ও কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া কৌরব সৈন্য অতিক্রম করত অর্জ্জুন নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ মৃগঘাতী শার্দ্দূল সদৃশ বিচিত্র কবচ ধ্বজ শোভিত নরশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবীরকে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সুবর্ণাঙ্গদ, সুবর্ণ শিরস্ত্রাণ ও সুবর্ণ ধ্বজে সুশোভিত মহাবীর সাত্যকি রথোপরি সুবর্ণ শরাসন সঞ্চালিত করত মেরুশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুর্ম্মণ্ডল শরৎকালীন উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বিরাজমান হইল। মত্ত দ্বিরদগামী বৃষভস্কন্ধ বৃষভাক্ষ নরর্ষভ সাত্যকি গোগণ মধ্যস্থ বৃষের ন্যায়, যূথমধ্যস্থ প্রভিন্ন মাতঙ্গের ন্যায় কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

এই রূপে মহাবীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য, ভোজ ভূপতি, জলসন্ধ ও কাম্বোজগণের দুস্তর সৈন্য এবং মহাবীর হার্দ্দিক্যকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুস্তর কৌরব সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ

হইলে দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ ও ক্রথ প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোষ কষায়িত লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ-ধাবমান হইলেন। অনন্তর পর্ব্বকালীন পবনোদ্ধূত অর্ণবের ন্যায় কৌরব সেনার ভীষণ শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। শিনি পুঙ্গব সাত্যকি সেই বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সারথিরে মন্দবেগে অশ্ব-চালনের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিলেন, হে সূত! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা রথঘোষে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত এবং সাগর সমবেত সমুদায় ভূমণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল কম্পিত করত আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বেলা যেমন পূর্ণিমাতেও সংক্ষুব্ধ সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, আমিও তদ্রূপ এই সৈন্য সাগর নিবারিত করিব। আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম অবলোকন কর; আমি এক্ষণে নিশিত শরনিকরে শত্রু সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তোমারে স্বীয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই এই চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে আমার হুতাশনকল্প শরজালে নিহত অবলোকন করিবে। মহাবীর সাত্যকি সার-থিরে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যুযুৎসু, সৈনিক পুরুষেরা ধাবিত হও, জয় লাভ কর, অবস্থান পূর্ব্বক অব-লোকন কর, ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দ করিতে করিতে তেজস্বী সাত্যকির সম্মুখে সমাগত হইল। তখন বৃষ্ণিবীর শাণিত শরজালে বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য বীরগণ, ত্রিশত অশ্ব ও চারিশত কুঞ্জরকে আহত করিলেন। এই রূপে

সাত্যকির সহিত কৌরবগণের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বোধ হইল যেন, দেবাসুর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর সাত্যকি সেই মেঘজাল সদৃশ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অনলস্পর্শ শরজালে অনেকের প্রাণ সংহার করিলেন। ঐ সময় সাত্যকির একটী বাণও ব্যর্থ হইল না; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এই রূপে মহাবীর সাত্যকি বেলাস্বরূপ হইয়া সেই অসংখ্য রথনাগাশ্ব সঙ্কুল, পদাতিরূপ তরঙ্গে সমাকীর্ণ কৌরব সৈন্যরূপ মহাসাগর নিবারণ করিলেন। সেই চতুরঙ্গিণী কৌরবসেনা সাত্যকির শরনিকরে ব্যথিত ও ভীত হইয়া শীতার্দ্দিত গোসমূহের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই এমন কোন পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব বা অশ্বারোহী নয়ন গোচর হইল না। নির্ভয়চিত্ত সাত্যকি হস্তলাঘব ও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যে রূপ সৈন্য সংহার করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয়ও সে রূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রথমত তিন ও তৎপরে আট বাণে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও চারি শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চ বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ ও দুঃসহ পঞ্চদশ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণি শার্দ্দূল সাত্যকি শরাহত হইয়া গর্ব্বিত চিত্তে তিন তিন সুতীক্ষ্ণ বাণে সমুদায় বিপক্ষকে দৃঢ়তর বিদ্ধ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শকুনির শরাসন

ও শরমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে তিন, চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ ও দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শকুনি অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক একবার আট ও পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারে আহত করিলে দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন ও দুর্ম্মুখ দ্বাদশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও ঐ সময় ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিরে ও নিশিত তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সেই সমুদায় বীরগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধন সারথির উপর ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সারথি অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া মহাবেগে সমরস্থল হইতে দুর্য্যোধনকে অপনীত করিল। তখন অন্যান্য বীরগণও তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া স্থবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত তীক্ষ্ণ শরনিকরে তাহাদিগকে বিদারণ করত অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ, তাঁহারে লঘুহস্তে শর গ্রহণ, সারথি সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা করিতে অবলোকন করিয়া ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সাত্যকি কৌরব সেনা বিদারণ করিয়া অর্জ্জুন সমীপে গমনে প্রবৃত্ত হইলে আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? সব্যসাচী সদৃশ যুযুধান সমরে উপনীত হইলে তাহারা মুমূর্ষু

হইয়া কি রূপে সেই দারুণ সমরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল ? সেই সমুদায় রণপরাজিত ক্ষত্রিয়গণই বা কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন ? আমার পুত্রেরা জীবিত থাকিতে সাত্যকি কি রূপে সমরে অগ্রসর হইল ; এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বৎস ! যুযুধান একাকী বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য মহারথের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, তোমার মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আমার পুত্রদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! আমার সৈন্যগণ সমুদায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, এক-মাত্র সাত্যকি অপেক্ষাও কি হীনবল হইল ? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সাত্যকি একাকীই যুদ্ধবিশারদ কৃতী দ্রোণা-চার্য্যকে পরাজিত করিয়া পশু নাশক সিংহের ন্যায় আমার পুত্রদিগকে সংহার করিবে। যখন কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ কোন ক্রমেই সাত্যকিরে বিনাশ করিতে পারেন নাই, তখন সে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, মহাবীর সাত্যকি যে রূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনও ঈদৃশ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হন নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! কেবল আপনার কুমন্ত্রণা ও দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধিই এই তুমুল জনক্ষয়ের কারণ। এক্ষণে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমুদায় কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সংশপ্তকগণ আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ় চিত্ত হইয়া পুনরায় সমাগত হইল। তিন সহস্র শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিঙ্গ, তুঙ্গণ, অম্বষ্ঠ, পিশাচ, বর্ব্বর

ও পাষাণহস্ত পার্ব্বতীয়গণ এবং পঞ্চশত মহাবীর দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাবক পতনোম্মুখ শলভের ন্যায় সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ সহস্র রথ, শত মহারথ, সহস্র হস্তী ও দ্বিসহস্র অশ্ব সমভিব্যাহারে বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন ঐ বীরগণকে সাত্যকিরে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহারে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিনিপ্রবীর মহাবীর সাত্যকি একাকী সেই বহু সংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য রথ, হস্তী হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও দস্যু-দিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকর বিমথিত চক্র, আয়ুধ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কুঞ্জর, ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ইতস্তত নিপতিত হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন গ্রহগণ সমাবৃত নভো-মণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত প্রভৃতি মহাগজের বংশে সম্ভূত পর্ব্বতা-কার কুঞ্জরগণ সমরে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি বাণ প্রয়োগানভিজ্ঞ অসংখ্য পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লিকগণ নানা দেশীয় নানা জাতীয় পদাতিগণ এবং প্রধান প্রধান অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন।

এই রূপে সেই সেনাগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তাহাদিগকে ভগ্ন দেখিয়া দস্যুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মা-নভিজ্ঞগণ! তোমরা পলায়ন করিতেছ কেন; নিবৃত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তাহারা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও

নিবৃত্ত হইল না। তখন তিনি পাষাণবর্ষী পার্ব্বতীয়গণকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করত কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা পাষাণ-যুদ্ধে সুনিপুণ, কিন্তু সাত্যকি ঐ যুদ্ধ কিছু মাত্র অবগত নহে; অতএব তোমরা অবিলম্বে উহারে পাষাণ দ্বারা নিহত কর। কৌরবগণ পাষাণযুদ্ধে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ঐ যুদ্ধে পার-দর্শী হইলে তোমাদের সাহায্য করিতেন। অতএব তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও। শৈলবাসিগণ দুঃশাসন কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সেই শৈনেয়ভীত সৈন্যগণকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইয়া মাতঙ্গ মস্তক সদৃশ উপলখণ্ড গ্রহণ ও উত্তোলন করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সৈন্যগণ দুঃশাসনের আদেশক্রমে সাত্যকির বিনাশ কামনায় ক্ষেপনীর দ্বারা দিক্ সকল আচ্ছাদন করিল। শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তাহাদিগকে শিলা বর্ষণ করত আগমন করিতে দেখিয়া নিশিত শর ও নাগ সদৃশ নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সমুদায় চূর্ণ করিতে লাগি-লেন। প্রস্তর চূর্ণ সকল খদ্যোত রাশির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া প্রভূত সেনার প্রাণ সংহার করিলে রণক্ষেত্রে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় প্রথমত পঞ্চশত শিলাবর্ষী বীরপুরুষ সাত্যকির শরে ছিন্নবাহু হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। তৎপরে একাধিক শত সহস্র বীর সাত্যকিরে আঘাত না করিয়াই তাঁহার শরে ছিন্নবাহু হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে বহু সহস্র পাষাণ যুদ্ধবিশারদ বীরের প্রাণ সংহার করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন।

তখন শূলধারী অসংখ্য দরদ, তুঙ্গণ, খশ, লম্পক ও পুলিন্দগণ মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর সাত্যকিও নারাচাস্ত্রে সেই প্রস্তর সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। নিশিত শর নির্ভিদ্যমান পাষাণের শব্দ নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সংগ্রামস্থ রথী, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সকলকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিল। মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমূহ শিলাচূর্ণে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমর দংশিতের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাবশিষ্ট রুধিরাপ্লুত, ভিন্নমস্তক কুঞ্জরগণ যুযুধানের রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর্ব্ব সময়ে সাগরের যে রূপ শব্দ হইয়া থাকে, সাত্যকি শরার্দ্দিত কৌরব সেনাগণের সেই রূপ মহা কোলাহল হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! সাত্বত বংশীয় মহারথ সাত্যকি কোপপূর্ণ হইয়া কৌরব সেনাগণকে বহুধা বিদারণ করত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। যে স্থানে ঐ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, বোধ হয়, যুযুধান সেই স্থানে পাষাণবর্ষী যোধগণের সহিত সমাগত হইয়াছে। অতএব অবিলম্বে তথায় রথ সঞ্চালন কর। ঐ দেখ, পলায়মান অশ্বগণ শস্ত্রহীন, বর্ম্মবিহীন, রথিগণকে সমরক্ষেত্র হইতে অপনীত করিতেছে; সারথিরা কোন ক্রমেই উহাদিগকে সংযমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। সারথি শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, আয়ুষ্মন্! ঐন, দেখুন কৌরব পক্ষীয় সেনা ও যোধগণ সমর

পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। এ দিকে বলবান্ পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিনাশ কামনায় আগমন করিতেছে সাত্যকিও অতি দূর দেশে গমন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে তাহার নিকটে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান এই উভয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা স্থির করুন। তাঁহাদের উভয়ের এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে মহাবীর সাত্যকি সেই রথিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। রথিগণ সমরে যুযুধানের শরে পীড়িত হইয়া তাঁহার রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণসৈন্য মধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুঃশাসন যে সকল রথী সমভিব্যাহারে সংগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শঙ্কিত চিত্তে দ্রোণাচার্য্যের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য দুঃশাসনের রথ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ও হে দুঃশাসন! রথী সকল কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছে? মহারাজের মঙ্গলত? সিন্ধুরাজ ত জীবিত আছেন? তুমি রাজপুত্র, রাজসহোদর ও এক জন মহারথ; তবে কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীরে বলিয়াছিলে যে, রে দাসি! আমরা তোরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা দুর্য্যোধনের বস্ত্র বহন কর, তোর পতিগণ ষণ্ড তিল সদৃশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; তাহারা আর

জীবিত নাই। হে যুবরাজ! পূর্ব্বে দ্রুপদতনয়ারে এই রূপ বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সমর পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? তুমিই পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর বৈর উপস্থিত করিবার মূলীভূত; কিন্তু এখন রণস্থলে এক মাত্র সাত্যকিরে অবলোকন করিয়া কি জন্য ভীত হইতেছ? পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভীষণ ভুজগাকার শরস্বরূপে পরিণত হইবে? তুমিই পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি অসংখ্য অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই দ্রুপদ-তনয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারথ! এখন তোমার সে মান কোথায়, সে দর্প কোথায় ও সেই বীর্য্যই বা কোথায়? তুমি সর্প সদৃশ পাণ্ডবগণকে রোষিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তুমি দুর্য্যোধনের সাহসী সহোদর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করাতে কুরু-রাজের এবং কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইল। হে বীর! আজি স্বীয় বাহুবলে এই ভয়ার্ত্ত কৌরব সৈন্যগণকে রক্ষা করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শত্রু-গণের হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছ। হে শত্রুনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভীত চিত্তে রণ পরিত্যাগ করিলে আর কে সমর ভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? হে কৌরব! তুমি আজি একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ; কিন্তু গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, মহাবীর বৃকো-দর এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত রণস্থলে

সাক্ষাৎ হইলে কি করিবে? সাত্যকির শরজাল, মহাবীর অর্জ্জুনের সূর্য্যাগ্নি সদৃশ শরনিকরের তুল্য নহে; তুমি সেই শরজালের আঘাতেই ভীত হইয়া পলায়ন করিলে? যদি পলায়নে নিতান্তই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক, তাহা হইলে মহাবীর অর্জ্জুনের নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজগাকার নারাচ তোমার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট না হইতে হইতে, মহাত্মা পাণ্ডবগণ তোমাদের শত ভ্রাতারে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ না করিতে করিতে, ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং সমর বিজয়ী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হইতে হইতে এবং মহাবাহু ভীমসেন এই মহতী চমূ মধ্যে অবগাহন করিয়া তোমার ভ্রাতৃগণকে শমন ভবনে প্রেরণ না করিতে করিতে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান কর। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, রণস্থলে পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। কিন্তু মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা করে নাই। অতএব তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যত্নশীল হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সাত্যকি যে স্থানে অবস্থান করিতেছে শীঘ্র তথায় গমন কর; নচেৎ সমুদায় সৈন্য পলায়ন করিবে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। দ্রোণের বচন সকল যেন তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তিনি এই রূপ ভান করিয়া অপ্রতিনিবৃত্ত ম্লেচ্ছগণে পরিবৃত হইয়া যে পথে সাত্যকি গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন

করিলেন। তথায় যুযুধানের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ দিকে মহারথ দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া বেগে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাদিগের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসংখ্য যোধগণকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বীয় নাম বিশ্রাবিত করত পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান পাঞ্চাল পুত্র বীরকেতু সৈন্যবিজয়ী দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান করত সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সাত বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যত্নবান হইয়াও বীরকেতুরে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। তখন ধর্ম্মরাজের জয়াভিলাষী পাঞ্চালেরা সমর ভূমিতে দ্রোণকে রুদ্ধ দেখিয়া সকলে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত তাঁহার উপর হুতাশন সদৃশ সুদৃঢ় শত শত তোমর ও বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শরজাল দ্রোণের শরনিকরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে পবন চালিত জলধরের ন্যায় শোভমান হইল। তখন শত্রুহন্তা দ্রোণ, সূর্য্য ও অনল সদৃশ অতি ভীষণ শর সন্ধান করত বীরকেতুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত শর বীরকেতুর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া প্রজ্বলিতের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। পাঞ্চালনন্দন বীরকেতুও বায়ুভগ্ন চম্পক তরু যেরূপ পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। এই রূপে ধনুর্দ্ধারী মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বীরকেতু নিহত হইলে পাঞ্চালগণ সত্বরে

চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, ঐ সময় মহাবীর সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ ভ্রাতৃব্যসনে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বর্ষাকালীন বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরবর্ষণ করত ধাবমান হইলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সেই মহারথ রাজপুত্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিধন বাসনায় কোপকম্পিত কলেবরে তাঁহাদিগের উপর শরজাল বিস্তার করিলেন। পাঞ্চাল রাজকুমারেরা দ্রোণের আকর্ণকৃষ্ট শরাসন বিমুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। মহাযশস্বী আচার্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাহাদের অশ্ব, রথ ও সারথিরে সংহার করিয়া ভল্ল ও নিশিত শরনিপাতে তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। কুমারগণ এই রূপে দ্রোণ শরে বিগতাসু হইয়া দেবাসুর সংগ্রামস্থ দানবগণের ন্যায় রথ হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া দুরাসদ হেম পৃষ্ঠ কার্ম্মুক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দেবকল্প মহারথ পাঞ্চালগণকে নিহত দেখিয়া অশ্রু মোচন করত ক্রোধভরে ভারদ্বাজের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে সমাচ্ছাদিত হইলে সংগ্রাম স্থলে সহসা হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। কিন্তু মহাবীর দ্রোণ সেই শরজালে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর

ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে নতপর্ব্ব নবতি বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাযশস্বী ভারদ্বাজ সেই শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাবল পরাক্রম মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধারুণ লোচনে শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন বাসনায় সত্বরে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ ঐ সময় সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক জিঘাংসু ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনু গ্রহণ করত আসন্ন যুদ্ধোপযোগী বিতস্তিপ্রমাণ শরদ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া সত্বরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ ও নিপুণ কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারদ্বাজও তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে ত্রৈলোক্যাভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই রণপণ্ডিত মহাবীর দ্বয় বিচিত্র মণ্ডল ও যমক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করত সায়ক নিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। পরে যোধগণকে মোহিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধর নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় শর সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক একেবারে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তত্রত্য সমুদায় ক্ষত্রিয় ও সৈনিক পুরুষেরা সেই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ, যখন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উনি অবশ্যই আজি আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন ; এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণ সত্বরে বৃক্ষের পরিপক্ক ফলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে অরাতি পাতন প্রবল প্রতাপ ভারদ্বাজ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।পাণ্ডবেরা কেহই তাঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! এদিকে দুঃশাসন বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় অসংখ্য শর বর্ষণ করত শৈনেয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে প্রথমত ষষ্টি ও তৎপরে ষোড়শ শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভরতশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন নানা দেশীয় মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করত মেঘ নিঃস্বন সদৃশ গভীর গর্জ্জনে দশ দিক্ প্রতি ধ্বনিত করিয়া সাত্যকিরে আক্রমণ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া শর সন্নিপাতে তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুঃশাসনের অগ্রসর অন্যান্য বীরগণ সাত্যকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীত চিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন

করিল। তৎকালে এক মাত্র দুঃশাসন নির্ভীক মনে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকিরে শর নিপীড়িত করত তাঁহার অশ্বগণের উপর চারি ও সারথির উপর তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অরাতি নিপাতন সাত্যকি ক্রোধজ্বলিত হইয়া শরসন্নিপাতে দুঃশাসনের রথ, সারথি ও ধ্বজ অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন এবং ঊর্ণনাভি যেমন সমাগত মশককে স্বীয় জালে জড়িত করে, তদ্রূপ তিনি দুঃশাসনকে শরজালে জড়িত করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বাণ সমাচ্ছন্ন দেখিয়া যুদ্ধ বিশারদ ত্রিসহস্র ক্রূর কর্ম্মা ত্রিগর্ত্তকে যুযুধানের সহিত যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে তথায় গমন পূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে অপরাঙ্মুখ হইয়া অসংখ্য শর দ্বারা যুযুধানকে অবরোধ করিতে লাগিল। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সেই শরবর্ষী ত্রিগর্ত্তগণের প্রধানতম পাঁচশত যোদ্ধারে নিহত করিলেন। তাহারা মারুতবেগ বিধ্বস্ত বিপুল বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। শৈনেয়ের শরে নিকৃত্ত, শোণিত লিপ্ত অসংখ্য হস্তী, ধ্বজ ও কনকাভরণ ভূষিত অশ্ব সকল নিপতিত হওয়াতে সমর ভূমি বিকসিত কিংশুক সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ সাত্যকির শরে বিদ্ধ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহারও সহায়তা লাভে সমর্থ হইল না। ভীষণ ভুজগগণ যে রূপ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ সকলেই ভীত

হইয়া দ্রোণের নিকট পলায়ন করিল। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি আশীবিষ সদৃশ তীক্ষ্ণ শরনিকরে পাঁচ শত যোদ্ধারে নিপাতিত করিয়া মন্দবেগে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর সত্বরে সন্নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহারে রুক্মপুঙ্খ নিশিত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সাত্যকিরে প্রথমত তিন ও তৎপরে পাঁচ শরে আঘাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর শৈনেয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর পাঁচ শর নিক্ষেপ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন তাঁহারে গমন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার নিধন বাসনায় লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলে বীরবর সাত্যকি তৎক্ষণাৎ কঙ্কপত্র ভূষিত নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের সেই শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শর দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার সিংহনাদ শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষস্থলে অগ্নিশিখাকার শর সমুদায় নিক্ষেপ করত পুনরায় তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন বিংশতি সায়কে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমাস্ত্রবিৎ মহারথ সাত্যকি দুঃশাসনের বক্ষস্থলে সন্নতপর্ব্ব তিন শর নিক্ষেপ করিয়া শাণিত শরসন্নিপাতে তাহার ঘোটক ও সারথিরে বিনষ্ট করিলেন এবং এক ভল্লে

তাঁহার ধনু, পাঁচ ভল্লে শরমুষ্টি, দুই ভল্লে ধ্বজ ও রথশক্তি ছেদন করিয়া অন্যান্য তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক দ্বয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ত্রিগর্ত্তসেনাধিপতি দুঃশাসনকে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি অবলোকন পূর্ব্বক সত্বরে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসন বিনাশার্থ কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুধাবন করিলেন, কিন্তু মহাবাহু ভীমসেন সভা মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আপনার পুত্ত্রগণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া আর তাঁহারে প্রহার করিলেন না। হে মহারাজ! এই রূপে সত্যপরাক্রম সাত্যকি দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া যে পথে মহাবীর অর্জ্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার সেনা মধ্যে কি এমন কোন মহারথ ছিল না যে, সেই অর্জ্জুন সমীপগামী কৌরব সৈন্য সংহর্ত্তা সাত্যকিরে প্রহার বা নিবারণ করে? ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সত্যবিক্রম সাত্যকি, দানব নিপাতন মহেন্দ্রের ন্যায় একাকী সমরস্থলে কি রূপে সেই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিল? অথবা সাত্যকি বহুল সেনা মর্দ্দন পূর্ব্বক পথ শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিল, তাহারে তথায় আক্রমণ করে এমন কেহই ছিল না। যাহা হউক, সাত্যকি একাকী কি রূপে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাত্মাগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার সৈন্য মধ্যে

অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব ও পদাতি বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের বিক্রম দর্শন ও কোলাহল শ্রবণে বোধ হইতে লাগিল যেন, যুগান্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন আপনার সৈন্য-গণের যে রূপ ব্যূহ হইত বোধ হয়, সে রূপ ব্যূহ জগতীতলে আর কোথাও হয় নাই। সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ ও চারণগণ সেই সমুদায় ব্যূহ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিয়াছেন যে, এতাদৃশ ব্যূহ আর কখনই হইবে না। বিশেষত জয়দ্রথ বধ সময়ে দ্রোণাচার্য্য যেরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ব্যূহ আর কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ ব্যূহ মধ্যে পর-স্পর ধাবমান সৈন্য সমুদায়ের প্রচণ্ড বাতাহত সমুদ্র নিস্বনের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। হে নরোত্তম! আপনার ও পাণ্ডবদিগের বল মধ্যে অসংখ্য ভূপালগণ সমবেত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা ক্রোধান্বিত চিত্তে মহানাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহাঁরা সকলেই সৈন্যগণকে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকি অরিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র অনায়াসে জয়দ্রথের রথের প্রতি গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর। আজি ধনঞ্জয় ও সাত্যকি নিধন প্রাপ্ত হইলে কৌরবেরা কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব তোমরা সত্বরে মিলিত হইয়া বেগবান্ পবন যে রূপ সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করে, সেই রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত কর। মহাতেজা সৈন্য সকল এই রূপ অভিহিত

হইয়া প্রাণপণে কৌরবগণকে আঘাত করিতে লাগিল। সুহৃদের হিত সাধনার্থ অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে তাহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধারাও যশো প্রার্থনা করত যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল।

হে মহারাজ! সেই ভয়াবহ তুমুল সংগ্রামে মহাবীর সাত্যকি সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচ সমুদায়ে দিবাকবকর প্রতিফলিত হওয়াতে সৈনিকগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন বহুযত্নশালী পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অসংখ্য সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইয়া ত রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই? একে অনেকের সহিত যুদ্ধ, তাহাতে আবার তিনি নরপতি, বিশেষত চিরকাল অতিশয় সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন; অতএব বোধ হয় তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র একাকী অনেকের সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। মত্ত মাতঙ্গ যে রূপ নলিনীকুলকে আলোড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ও পাঞ্চালগণ সেনাগণকে নিহত দেখিয়া সকলেই রণস্থলে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে

তিন তিন, ধর্ম্মরাজকে সাত, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি এবং দ্রুপদপুত্রদিগকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য হস্ত্যারোহী ও রথারোহী যোদ্ধারে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে প্রজান্তক অন্তকের ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন্ শর সন্ধান, আর কখনই বা শর মোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল এই মাত্র দৃষ্ট হইল যে, তিনি শিক্ষা ও অস্ত্রবলে রিপুগণকে বিনাশ ও মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুই ভল্লাস্ত্রে দুর্য্যোধনের সেই বৃহৎ কোদণ্ড ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শর সমুদায় দুর্য্যোধনের বর্ম্ম-স্পর্শমাত্র ভগ্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন পাণ্ডবগণ, দেবগণ বৃত্রবধ কালে ইন্দ্রকে যে রূপ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপ দুর্য্যোধন অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া পাণ্ডবরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাঞ্চা-লেরা দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। সেই সময়ে দ্রোণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ যে রূপ পর্ব্বত প্রচণ্ড বায়ুবেগে সঞ্চালিত মেঘাবলিরে নিবারণ করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবদিগের অতিভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মৃত দেহে সমরভূমি শ্মশান সদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিকে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে লোমহর্ষকর

মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবাহু অর্জ্জুন ও সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং ব্যূহদ্বারস্থিত দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ক্রোধনিবন্ধন ঘোরতর জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইল।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে পুনরায় সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আপনার প্রিয়চিকীর্ষু মহাধনুর্দ্ধর বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ শোণাশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অনতিবেগে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইয়া বিচিত্রপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করত স্বচ্ছন্দে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন কেকয় দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সমরদুর্ম্মদ মহারথ বৃহৎক্ষত্র মহামেঘ যেমন গন্ধমাদনে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ আচার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণ করত তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শরাঘাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর বৃহৎক্ষত্র সেই দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ সমুদায়ের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিজপুঙ্গব দ্রোণ তাঁহার হস্তলাঘব দর্শন করিয়া হাস্য করত পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব আট শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃহৎক্ষত্র দ্রোণ পরিত্যক্ত শর সমুদায় সমাগত দেখিয়া নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা বৃহৎক্ষত্রের সেই দুষ্কর কার্য্য অব-

লোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রকে প্রশংসা করত তাঁহার প্রতি অতি দুর্দ্ধর্ষ দিব্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর বৃহৎক্ষত্র স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক ষষ্টি সংখ্যক সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের উপর নিশিত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ বৃহৎক্ষত্রের দেহাবরণ ও গাত্র ভেদ করিয়া কৃষ্ণ সর্প যেরূপ বিল মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কৈকেয় দ্রোণ সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত সপ্ততি শরে আচার্য্যকে বিদ্ধ করত এক বাণে তাঁহার সারথিরে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ বৃহৎ-ক্ষত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বিশিখ প্রয়োগ করত তাঁহারে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরাঘাতে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে এক শরাঘাতে সারথিরে এবং দুই বাণে ছত্র ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক সুপ্রহিত নারাচ দ্বারা বৃহৎক্ষত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাঁহারে ধরাতলে পাতিত করিলেন।

এইরূপে কেকয় বংশোদ্ভব মহারথ বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্ধ হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! বর্ম্মধারী দ্রোণ সমস্ত কৈকেয়গণ ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিপাতিত করত যে স্থানে অবস্থান করিতে-ছেন, সেই স্থানে রথ সঞ্চালন কর। সারথি ধৃষ্টকেতুর বচন শ্রবণ করিয়া কাম্বোজ দেশীয় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন

পূর্ব্বক তাঁহারে দ্রোণ সমীপে সমানীত করিল। বলদর্পিত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাবক পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগের নিমিত্ত দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে এবং তাঁহার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপ্ত ব্যাঘ্র প্রতিবোধিত হইলে যে রূপ ক্রুদ্ধ হয়, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টকেতুর শরাঘাতে তদ্রূপ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শিশুপাল পুত্র সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্র ভূষিত সায়ক দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ চারি বাণে ধৃষ্টকেতুর চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া হাস্য মুখে সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টকেতু সত্বরে প্রস্তরদৃঢ় কনক বিভূষিত ভীষণ গদা গ্রহণ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্রোণের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায় সেই গদা সমাগত অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরসন্নিপাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গদা দ্রোণ শরে ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে ধরাতল প্রতিধ্বনিত হইল। তখন অমর্ষ পরায়ণ মহাবীর ধৃষ্টকেতু গদা নিহত হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর তোমর ও কনক ভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি ও তোমর তার্ক্ষ্য নিকৃত্ত ভুজঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় দ্রোণের পাঁচ পাঁচ বাণে ছিন্ন ও ধরাতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর প্রবল প্রতাপ মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টকেতু বিনাশ জন্য এক সুতীক্ষ্ণ বিশিখ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ অমিত পরাক্রম শিশুপাল পুত্রের বর্ম্মসংবৃত দেহ বিদীর্ণ করিয়া নলিনীবন গামী হংসের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল এই রূপে মহাবীর দ্রোণ ক্ষুধার্ত্ত চাতক যে রূপ পতঙ্গ বিনষ্ট করে, তদ্রূপ ধৃষ্টকেতুরে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নিহত হইলে তাঁহার পুত্র রোষপরবশ হইয়া তাঁহার ভার বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মৃগশাবকঘাতী বলবান ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহারেও হাসিতে হাসিতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে কুরুরাজ! এইরূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর জরাসন্ধ পুত্র স্বয়ং দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলদাবলি যেরূপ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে শর ধারায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন মহাবীর দ্রোণ রথস্থিত মহারথ জরাসন্ধ পুত্রের হস্তলাঘব দর্শন করিয়া অতি সত্বরে বাণবৃষ্টি করত তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে তৎকালে সমর ভূমিতে যে যে বীর সেই কালান্তক যমোপম দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমাগত হইলেন, মহাবীর দ্রোণ তাহাদের সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় নামোল্লেখ পূর্ব্বক অসংখ্য শরে পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই নামাঙ্কিত দ্রোণ নিক্ষিপ্ত

শাণিত শর সমুদায় অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণকে আহত করিল। আচার্য্য শর পীড়িত পাঞ্চালেরা ইন্দ্রনিপীড়িত অসুরগণের ন্যায়, শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

হে ভরতকুলতিলক! এইরূপে সৈন্য সকল দ্রোণ শরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময় পাঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথেরা আতপ-তাপে উত্তপ্ত ও ভারদ্বাজের শরজালে নিপীড়িত হইয়া একান্ত ভীত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেকে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন চেদি, সৃঞ্জয়, কাশি ও কোশল-দেশীয় বীরগণ শক্তি দ্বারা মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্যকে যমভবনে প্রেরণ করিবার বাসনায় সকলে হৃষ্ট চিত্তে আজি দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন, এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর আচার্য্য সেই যত্নশীল বীরগণকে বিশেষত চেদিশ্রেষ্ঠগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। এই রূপে চেদি দেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা ক্ষীণবল ও দ্রোণশরে নিপীড়িত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম ও অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ করত মহাবীর ভীম-সেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বান পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিল' এই ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য নিশ্চয়ই কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছি-লেন; তাহার প্রভাবেই সংগ্রামে ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণকে দগ্ধ করিতেছেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণের তপশ্চরণই প্রধান ধর্ম্ম। কৃতবিদ্য তপস্বী দর্শন মাত্রেই লোককে দগ্ধ করিতে পারেন। বহুসংখ্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা আচার্য্যের

ঘোরতর অস্ত্রানল প্রভাবে দগ্ধ হইতেছেন। মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বল ও উৎসাহের অনুরূপ কার্য্য করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে মুগ্ধ করত আমাদিগের বল ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ক্ষত্রধর্ম্মা তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধান্ধ দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ ও তাহাতে শত্রু নিপাতন ভাস্বর বেগবান্ বাণ সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রোণ নির্ম্মুক্ত বাণ ক্ষত্রধর্ম্মার হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র নিহত হইলে সমুদায় সৈন্য কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত চেকিতান দ্রোণকে আক্রমণ পূর্ব্বক দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও চারি বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ষোড়শ শরে চেকিতানের দক্ষিণ ভুজ বিদ্ধ করিয়া ষোড়শ শরে তাঁহার ধ্বজ ও সাত শরে সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে অশ্বগণ চেকিতানের রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ চেকিতানের রথ সারথি বিহীন অবলোকন করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ঐ সময়ে পঞ্চাশীতি বর্ষবয়স্ক আকর্ণ

পলিত বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দিকে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করত ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহারে বজ্রহস্ত বাসবের ন্যায় বোধ করিলেন। পরে মহাবাহু মতিমান দ্রুপদরাজ বলিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র যেরূপ লোভপরবশ হইয়া ক্ষুদ্র মৃগ সমুদায় বিনাশ করে, তদ্রূপ এই লুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছেন। পরকালে অবশ্যই উহাঁরে নরকগামী হইতে হইবে। ঐ দুরাত্মার লোভেই শত শত প্রধানতম ক্ষত্রিয়েরা সমর নিহত ও রুধিরলিপ্ত গাত্রে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুর কুলের ভক্ষ্য হইয়া রণ ভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন। হে মহারাজ! অক্ষৌহিণীপতি দ্রুপদরাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ষড়বিংশ ত্র্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবগণের ব্যূহ আলোড়িত হইলে তাঁহারা পাঞ্চাল ও সোমকদিগের সহিত অতিদূরে গমন করিলেন। সেই যুগান্তকাল তুল্য ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ বারংবার সিংহ-নাদ করিতে আরম্ভ করিলে এবং পাঞ্চালগণ হীনবীর্য্য ও পাণ্ডবেরা নিতান্ত নিপীড়িত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহারও আশ্রয় লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি কি রূপে সমস্ত রক্ষা হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বা

বাসুদেবকে কোন ক্রমেই দেখিতে পাইলেন না; কেবল অর্জ্জুনের বানর লাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্ণি প্রবর মহাবীর সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু তৎকালে নরোত্তম বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি লোক নিন্দাভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সাত্যকির রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাবীর সাত্যকিরে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে আমার মন কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, কিন্তু এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই উভয়ের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি সাত্যকিরে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়া এক্ষণে তাঁহার পদানুসরণে কাহারে প্রেরণ করিব। যদি আমি সাত্যকির অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন সহকারে ভ্রাতা অর্জ্জুনের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে আমারে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকিরে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এক্ষণে আমি এই লোকাপবাদ পরিহারের নিমিত্ত মহাবীর বৃকোদরকে সাত্যকির নিকট প্রেরণ করি। অরিনিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যে রূপ প্রীতি আছে, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকীর প্রতিও তদ্রূপ। আমি তাঁহারে অতি গুরুতর ভার বহনে নিয়োগ করিয়াছি। তিনিও মিত্রের উপরোধেই হউক, বা গৌরবলাভের অভিলাষেই হউক, সাগর মধ্যগামী মকরের ন্যায় কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত

অপরাঙ্মুখ বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব এক্ষণে অবসরোচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট ভীমসেনকে প্রেরণ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে ভীমের অসাধ্য কিছুই নাই। সে একাকী স্বীয় বাহুবলে পৃথিবীর সমুদায় বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। আমরা তাহার ভুজবীর্য্য প্রভাবে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত ও সমরে অপরাজিত হইয়াছি। অতএব ঐ মহাবীর, অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিকট গমন করিলে তাহারা অবশ্যই সহায় সম্পন্ন হইবে। সাত্যকি ও অর্জ্জুন সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ; বিশেষত বাসুদেব স্বয়ং তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করা একান্ত অনুচিত; কিন্তু আমার মন নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বীয় উৎকণ্ঠা দূর করাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি ভীমসেনকে সাত্যকির পদানুসরণে প্রেরণ করি। তাহা হইলে সাত্যকির প্রতিকার বিধান করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে এই রূপ অবধারণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথি! তুমি আমারে ভীমের রথাভিমুখে লইয়া চল। অশ্ববিদ্যা কোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমের সমীপে তাঁহার স্বুবর্ণ খচিত রথ সমানীত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া তাঁহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! যে বীর একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছিল, আমি তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছি

না। ধর্ম্মরাজ ভীমকে এই কথা বলিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। মহাবীর ভীম ধর্ম্মরাজকে একান্ত মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার এ রূপ মোহ আর কদাচ দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। পূর্ব্বে আমরা দুঃখে অতিশয় কাতর হইলে আপনিই আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হউন এবং আজ্ঞা করুন, আমি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। এই ভূমণ্ডলে আমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে ম্লান বদনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! যখন রোষাবিষ্ট বাসুদেবের মুখমারুতে পূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখন আজি নিশ্চয়ই তোমার অনুজ অর্জ্জুন নিহত হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়াছেন এবং বাসুদেব অর্জ্জুনকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে বৃকোদর! পাণ্ডবগণ যে মহাবীরের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, যে মহাবীর বিপদ কালে আমাদের প্রধান অবলম্বন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধার্থ অনেকক্ষণ কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হইতেছে না; এই আমার শোকের মূল কারণ। মহাবীর ধনঞ্জয় ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোক ঘৃত পরিবর্দ্ধিত হুতাশনের ন্যায় বারংবার উদ্দীপিত হইতেছে। আমি অর্জ্জুনের বানর লাঞ্ছিত ধ্বজ দর্শন করিতেছি না বলিয়া

মোহে অভিভূত হইতেছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সমর বিশারদ বাসুদেব অর্জ্জুনকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। মহারথ সাত্যকি তোমার অর্জ্জুনের অনুগমন করিয়াছেন; আমি তাঁহার অদর্শনেও বিমোহিত হইতেছি। হে কৌন্তেয়! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; যদি আমার বাক্য প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি রহিয়াছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর। তুমি সাত্যকিরে অর্জ্জুন অপেক্ষাও স্নেহাস্পদ বিবেচনা করিবে। সেই মহাবীর আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত নিতান্ত দুর্গম, সামান্য লোকের অগম্য, একান্ত ভয়ঙ্কর স্থানে সব্যসাচীর নিকট গমন করিয়াছে। হে বীর! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন কর; কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও সাত্যকিরে নিরাপদ দেখিলে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে সঙ্কেত করিও।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বর যে রথে আরোহণ করিতেন, মহাবীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের আর কিছুই ভয় নাই। যাহা হউক, আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিতেছি। আপনি আর শোক করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াই আপনারে সংবাদ প্রদান করিব।

হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীম এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের হস্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে

বারংবার সমর্পণ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! মহারথ দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে রূপ উপায় করিতেছেন, তাহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করা আমার যে রূপ আবশ্যক, অর্জ্জুন সমীপে গমন তদ্রূপ নহে; কিন্তু ধর্ম্মনন্দন যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ নহি। নিঃশঙ্ক মনে তাঁহার বাক্য রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য; এক্ষণে যে স্থানে মুমূর্ষু সৈন্ধব অবস্থান করিতেছে, আমি মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকির অনুসরণক্রমে তথায়ও প্রস্থান করিব। তুমি সাবধানে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর; তাঁহারে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎকার্য্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া প্রস্থান কর। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট না করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কুণ্ডল যুগলালঙ্কৃত, অঙ্গদ পরিশোভিত, তরবারিধারী মহাবীর ভীম এই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ ও ধর্ম্মরাজের পাদ বন্দন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন অর্চ্চিত সন্তুষ্ট চিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক কৈরাতক মদ্য পান করিলেন। তখন তাঁহার লোচন যুগল রক্তবর্ণ ও তেজোরাশি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনিল

অনুকূলগামী হইয়া তাঁহার বিজয়লাভ সূচিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি মনে মনে জয় লাভ জনিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণ খচিত মহামূল্য লৌহ নির্ম্মিত বর্ম্ম বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত জলদ পটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান এবং কণ্ঠত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ বিভূষিত অম্বুদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে পুনরায় পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত হইল। ধর্ম্ম-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সেই ত্রৈলোক্য ত্রাসন ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া পুনর্ব্বার ভীমকে কহিলেন, হে ভীম! ঐ দেখ, শঙ্খোত্তম পাঞ্চজন্য বৃষ্ণি প্রবীর কৃষ্ণের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুনাদিত করিতেছে। নিশ্চয়ই বোধ হয়, ধনঞ্জয় ঘোরতর বিপদে নিপতিত হওয়াতে চক্র গদাধর বাসুদেব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। আজি নিশ্চয়ই আর্য্যা কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে অশুভ নিমিত্ত সন্দর্শন করিতেছেন। অতএব হে ভীম! তুমি অবিলম্বে অর্জ্জুনের নিকট গমন কর। মহাবীর অর্জ্জুন ও সাত্যকিরে অবলোকন না করিয়া আমি দশ দিক্ শূন্যময় দেখিতেছি।

হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী ভ্রাতৃ-হিত নিরত মহাবীর ভীম এইরূপে বারংবার জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক অনু-জ্ঞাত হইয়া গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ দুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ ও সিংহনাদ করত শত্রু-গণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া শরাসন আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

ঐ শব্দে বীরগণের অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। বিশোক সারথি কর্ত্তৃক সংযোজিত মনোমারুতগামী অশ্ব সকল তাঁহারে বহন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর ধনুর্জ্জ্যা আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষীয় সেনা-দিগকে অনুকর্ষণ ও শস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাঞ্চালেরা সোমকদিগের সহিত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃশল, চিত্রসেন, কুন্ত-ভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, গল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা সুবর্ম্মা ও দুর্বিমোচন, আপনার এই সমুদায় পুত্রেরা অসংখ্য সৈন্য ও পদাতিগণ সমভিব্যাহারে পরম যত্ন সহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত বীরগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবমান সিংহের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইয়া সম্মুখীন করিসৈন্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করত অবিলম্বে মাতঙ্গগণকে শরজালে ক্ষত বিক্ষত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। মৃগকুল যেমন অরণ্য মধ্যে শরভ গর্জ্জনে একান্ত বিত্রাসিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিরদগণ

নিতান্ত ভীত হইয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইল। এইরূপে মহাবল ভীম সেই করিসৈন্য অতিক্রম করিয়া মহাবেগে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর আচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিয়া হাস্য মুখে তাঁহার ললাটদেশে নারাচ প্রহার করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের নারাচ বিদ্ধ ললাট হইয়া ঊর্দ্ধরশ্মি ভাস্করের ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের ন্যায় এই ভীমসেনও আমার সম্মান করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীম! আমি তোমার বিপক্ষ; আজি আমারে পরাজয় না করিয়া তুমি কোনক্রমেই শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদিও তোমার অনুজ অর্জ্জুন আমার আদেশানুসারে সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; তথাচ তুমি তদ্বিষয়ে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না। তখন নির্ভীক ভীমসেন গুরু দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধমনে আরক্ত লোচনে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, হে ব্রহ্মবন্ধো! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর অর্জ্জুন বলনিসূদন ইন্দ্রের বল মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন; তিনি যে, তোমার আদেশানুসারে সমর সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তোমারে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃপাপরবশ অর্জ্জুন নহি; আমি তোমার পরম শত্রু ভীমসেন। হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ

বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট প্রণত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকি ; কিন্তু আজি তুমি আমাদিগের প্রতি বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এক্ষণে যদি তুমি আপনারে আমাদিগের বিপক্ষ বোধ করিয়া থাক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বেই তোমার শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিব। মহাবীর ভীম এই বলিয়া অন্তক যেমন কালদণ্ড বিঘূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সমর বিশারদ দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন ভীম তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং সমীরণ যেমন প্রবল বেগে মহীরুহ সমুদায় বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ তাঁহার সৈন্যগণকে মন্থন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণ পুনরায় ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ ব্যূহ মুখে সমুপস্থিত রহিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখীন রথ সৈন্যকে লক্ষ্য করত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও জয়লাভাভিলাষে তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুঃশাসন রোষ পরবশ হইয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুঃশাসন প্রেরিত শক্তি সমাগত দেখিয়া দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর ভীমসেন কুম্ভভেদী,

সুষেণ ও দীর্ঘনেত্রকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবীর বৃন্দারককে শরবিদ্ধ করিয়া যুদ্ধে উদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্র অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্বিমোচন এই তিন জনকে তিন শরে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার অন্যান্য আত্মজগণ ভীম শরে প্রহৃত হইয়া তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং জলধর যেমন ধরণীধরের উপরিভাগে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভীমকর্ম্মা ভীমের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে প্রস্তর বর্ষণ করিলে যেমন পর্ব্বতের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না, তদ্রূপ সেই বীরগণের বাণ বর্ষণে ভীমের কিছুমাত্র ব্যথা জন্মিল না। তিনি আপনার আত্মজ বিন্দ, অনুবিন্দ ও সুবর্ম্মার প্রতি শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। আপনার পুত্র সুদর্শনও ঐ সময় ভীম শরে বিদ্ধ হইয়া অবিলম্বে ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাবীর ভীম ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত রথ সৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিলেন। আপনার পুত্রগণ ভীম ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথ নির্ঘোষ করত সহসা মৃগ যূথের ন্যায় চারি দিকে ধাবমান হইলেন। ভীম তাঁহাদের সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত কৌরবগণকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজগণ ভীম শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বগণকে সঞ্চালিত করত রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া বাহ্বাস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলশব্দ

করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে রথ সৈন্যগণকে ভীত ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিয়া রথিদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে রথ সৈন্য সমুত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহারে নিবারণ করিবার মানসে তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দ্রোণ সমীরিত সেই সমস্ত শর নিরাকরণ করিয়া মায়াবলে বল সমুদায়কে বিমোহিত করত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহীপালগণ আপনার আত্মজগণের আদেশানুসারে মহাবেগে গমন করিয়া ভীমকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহাদের উপর মহাবেগে দেবরাজ নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় এক শত্রু-পক্ষ বিনাশিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃ প্রজ্বলিত মহাগদা স্বীয় ভীষণ রবে ধরণী মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সৈন্যগণকে মথিত ও আপনার আত্মজদিগকে নিতান্ত ভীত করিতে লাগিল। আপনার পক্ষ বীরগণ সেই তেজঃপুঞ্জ বিরাজিত গদা মহাবেগে নিপতিত হইতে দেখিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইলেন। রথি সকল সেই গদার দুঃসহ শব্দ শ্রবণে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বীরগণ ভীমের গদাঘাতে আহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ব্যাঘ্র দর্শনে ভীত মৃগযূথের ন্যায় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহাবীর ভীম সেই দুর্জ্জয় শত্রুগণকে বিদ্রাবিত

করিয়া পতগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে সেই সেনা অতিক্রম পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ভীমসেনকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি গমন ও শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিয়া পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনের সহিত দ্রোণের দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সহস্র সহস্র বীরগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নয়ন যুগল নিমীলিত করত মহাবেগে পাদচারে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন এবং বৃষভ যেমন অবলীলাক্রমে বারি বর্ষণ সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে দ্রোণের শরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষামুখ গ্রহণ করিয়া রথের সহিত তাঁহারে অতিদূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য এই রূপে ভীমকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্যূহ দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভীমের সারথি মহাবেগে অশ্ব চালন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম মহাবেগে কৌরব সৈন্য অতিক্রম করিলেন এবং যেমন উদ্ধত বায়ু পাদপদল বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয়গণকে মর্দ্দন ও নদীবেগ যে রূপ বৃক্ষ সকল নিবারিত করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি হার্দ্দিক্য রক্ষিত ভোজসৈন্য প্রমথিত ও তলধ্বনি দ্বারা অন্যান্য সৈন্যগণকে

বিত্রাসিত করিয়া শার্দ্দূল যেমন বৃষদিগকে পরাভব করে, তদ্রূপ সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় ভোজসৈন্য, কাম্বোজসৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ বিশারদ বহুসংখ্য ম্লেচ্ছগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবীর সাত্যকিরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন দর্শনাভিলাষে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথ বধার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্র পথে নিপতিত হইলেন। বর্ষাকালে জলদ পটল যেমন অতিগভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব তেজস্বী ভীমের সেই ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে তাঁহারে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ করত গর্জ্জমান বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনের সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত প্রীত, প্রসন্ন ও শোকশূন্য হইয়া বারংবার অর্জ্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মদমত্ত ভীমকে সিংহনাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাস্য মুখে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! তুমি গুরু আজ্ঞা প্রতি-পালন ও অর্জ্জুনের কুশল সংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যাহাদের উপর বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাক, তাহাদিগের কদাচ জয়লাভ হয় না। এক্ষণে বুঝিলাম, মহাবীর অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন এবং সত্যবিক্রম সাত্যকিরও

মঙ্গল। আমি ভাগ্য ক্রমে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন এবং আমরা যাঁহার বাহুবল অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, সেই অরাতি বিজয়ী অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত আছেন। যিনি এক মাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ নিবাত কবচগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটনগরে গোগ্রহণার্থ সমাগত কৌরবগণকে পরাজয় করেন, সেই অর্জ্জুন ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। যিনি নিজ ভুজবলে চতুর্দ্দশ সহস্র কালকেয়-গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের হিত সাধনার্থ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে অস্ত্র বলে পরাজয় করিয়াছেন, সেই কিরীট সমলঙ্কৃত শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথিপ্রিয় ধনঞ্জয় ভাগ্যবলে এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন পুত্র শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জয়-দ্রথের বধ রূপ অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা কি সফল হইবে? আজি কি দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী না হইতে হইতে বাসুদেব সুরক্ষিত অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করিবেন। দুর্য্যোধন হিতানুষ্ঠান নিরত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কি অর্জ্জুন শরে নিপতিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে? মূঢ় রাজা দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজকে নিহত ও ভীমসেন শরে ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া কি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া কি অনুতপ্ত হইবেন? এক মাত্র ভীষ্মের

নিপাতে আমাদিগের কি বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে ? রাজা দুর্য্যোধন কি অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত সন্ধি করিবেন ? হে মহারাজ! এই রূপে কৃপাপরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে কুরু পাণ্ডবের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল।

একোনত্রিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহারে অবরোধ করিল ? ভীম পরাক্রম ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারে, ত্রিলোক মধ্যে এমন কাহারেও দৃষ্টি-গোচর হয় না। সে যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করে, তখন রণস্থলে অবস্থান করিতে কেহই সমর্থ হয় না। যে ভীম রথ দ্বারা রথ ও কুঞ্জর দ্বারা কুঞ্জর বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সম্মুখে কে অবস্থান করিবে; তাহার সম্মুখীন হইতে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সাহস হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কালান্তক যমোপম মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ চিত্তে তৃণ দহন প্রবৃত্ত দবদহনের ন্যায় আমার পুত্রগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন হিত নিরত কোন্ কোন্ বীরপুরুষ তাহার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ করিতে লাগিল। হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীমসেনের নিমিত্ত আমার যাদৃশ শঙ্কা হয়, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত তাদৃশ শঙ্কা হয় না। অতএব হে সঞ্জয়! কোন্ কোন্ ব্যক্তি

আমার পুত্র বিনাশে প্রবৃত্ত রোষ প্রদীপ্ত ভীমসেনের সন্নিহিত হইল, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া তুমুল কোলাহল করত তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বল প্রদর্শন করিবার বাসনায় মহীরুহ যেমন বায়ুর পথ রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার পথ রোধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহার উপর শিলানিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও শর প্রয়োগ করত তৎপ্রযুক্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি যে সকল যোধগণ ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিলেন, সেই বীর দ্বয়ের তলধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভূতল ও নভোমণ্ডল অবরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন পুনরায় অতিভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সিংহনাদ প্রভাবে সমুদায় যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে নিপতিত হইল। বাহন সকল সাতিশয় ভীত ও বিমনায়মান হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় বহুতর ভয়ঙ্কর অনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তরীক্ষ গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়সে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া সত্বরে পাঁচ শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন

তদ্দর্শনে সত্বরে কর্ণের প্রতি চতুঃষষ্টি সায়ক প্রয়োগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ভীমের প্রতি চারি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সায়ক নিকরে ঐ সমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণশরে বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ভীমকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আনতপর্ব্ব তিন শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ বক্ষস্থল বিদ্ধ শরত্রয় দ্বারা উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয় সম্পন্ন মহীধরের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে ধাতুধারাস্রাবী ভূধর হইতে যেমন গৈরিক ধাতু নির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার বক্ষস্থল হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীমের শর প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত ও ঈষৎ বিচলিত হইয়া শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের শরজালে সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার ধনুর্জ্জ্যা ছেদন ও সারথিরে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে সত্বরে অবতীর্ণ হইয়া বৃষসেনের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর ভীম কর্ণকে পরাজয় করিয়া মেঘ নির্ঘোষ সদৃশ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের সেই সিংহনাদ শ্রবণে কর্ণকে পরাজিত বোধ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ চারিদিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষ সৈন্যগণের সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান ও বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমের ভীষণ সিংহনাদ সেই সমস্ত শব্দ সমাচ্ছাদিত করিয়া সমুদায় সৈন্য-দিগের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ মৃদুভাবে ও ভীম দৃঢ়রূপে অজিহ্মগামী শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সেনা নিপাতিত এবং অর্জ্জুন সাত্যকি ও ভীমসেন সিন্ধুরাজের প্রতি ধাবমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্য বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণ নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগে দ্রোণ সমীপে উত্তীর্ণ হইল। তখন কুরুরাজ রোষে লোহিতলোচন হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, হে গুরো! মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক মহারথ সংগ্রামে অপরাজিত হইয়া জয়দ্রথের সমীপে গমন করিয়াছে এবং তথায় আমা-দিগের প্রভূত সেনা পরাভূত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। হে মহাত্মন্! আপনি কি রূপে সাত্যকি ও ভীমসেনের

নিকট পরাভূত হইলেন। ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্র শোষণের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। লোকে সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের হস্তে আপনার পরাজয় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আপনারে যথোচিত নিন্দা করিতেছে। ধনুর্ব্বেদ পরায়ণ দ্রোণাচার্য্য কি রূপে সমরে পরাজিত হইলেন বলিয়া আপনার উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি অতিশয় মন্দভাগ্য। যখন তিন জন মহারথ আপনারে অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়াছে তখন এই সমরে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করুন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে মহারাজ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি শ্রবণ করুন। পাণ্ডবপক্ষীয় তিন মহারথ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে যেরূপ ভয় হইবার সম্ভাবনা, এই অন্যান্য যোধগণের নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী প্রদেশেও তদ্রূপ ভয়ের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রহিয়াছেন, তথায় অধিক ভয়ের আশঙ্কা হইতেছে। যাহা হউক, অর্জ্জুনের হস্ত হইতে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করা আমার মতে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাত্যকি এবং বৃকোদর সিন্ধুরাজের প্রতি গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে শকুনির বুদ্ধি শুনিয়া যে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে সেই সভায় জয় অথবা পরাজয়

হয় নাই ; এক্ষণে আমরা এই যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার ত জয় অথবা পরাজয় লাভ হইবে ? শকুনি কুরু সভায় অসংখ্য কৌরবগণের সমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল, সেই সমস্ত অক্ষ এক্ষণে তোমাদিগের তনুচ্ছিদ দুরাসদ শররূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে সেনাগণকে দুরোদর শর সমুদায়কে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণ স্বরূপ জ্ঞান কর। অদ্য সিন্ধুরাজকে পণ রাখিয়া শত্রুগণের সহিত আমাদের দ্যূতক্রীড়া হইতেছে ; অতএব প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে যত্ন করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। সিন্ধুরাজের জীবন রক্ষা ও প্রাণ নাশ আমাদের জয় ও পরাজয়ের কারণ। অতএব যেখানে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ জয়দ্রথের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমন পূর্ব্বক সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। আমি এই স্থানে থাকিয়া অপরাপর সৈন্যগণকে প্রেরণ এবং পাণ্ডু সৃঞ্জয় সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।

অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের বাক্যানুসারে উগ্রকর্ম্ম সম্পাদনে সমুদ্যত হইয়া পদানুগ সমভিব্যাহারে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ঐ চক্ররক্ষক দ্বয় তাঁহার অনুগমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তৎকালে মহাবীর কৃতবর্ম্মা উঁহাদিগকে নিবারিত করেন। এক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ দুই জনকে

সেনাগণের পার্শ্ব দিয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমনোদ্যত অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষত্রিয় প্রধান প্রসিদ্ধ মহারথ সেই বীরদ্বয়ও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুধামন্যু কঙ্কপত্রালঙ্কৃত ত্রিংশৎ শরে দুর্য্যোধনকে, বিংশতি শরে তাঁহার সারথিরে ও চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন যুধামন্যুর শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও এক বাণে ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ভল্ল দ্বারা সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া নিশিত শর চতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু সরোষ-নয়নে দুর্য্যোধনের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া সত্বরে ত্রিংশৎ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তমৌজাও রোষিত হইয়া হেমবিভূষিত শরনিকরে কুরুরাজের সারথিরে বিদ্ধ করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন উত্তমৌজার পার্ষ্ণি, সারথি ও অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিলেন। মহাবীর উত্তমৌজা এই রূপে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া অবিলম্বে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরজালে দুর্য্যোধনের অশ্বগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ উত্তমৌজার শরে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় যুধামন্যু উৎকৃষ্ট শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুরাজের তূণীর ও শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সেই অশ্ব সারথি বিবর্জ্জিত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চাল দেশীয় বীর দ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা অরাতিজেতা

ক্রুদ্ধ কুরুরাজকে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দুর্য্যোধন গদা প্রহারে তাঁহাদিগের সেই হেমমণ্ডিত রথ অশ্ব ও সারথি ধ্বজের সহিত প্রোথিত করিয়া অবিলম্বে মদ্ররাজ-রথে আরোহণ করিলেন। পাঞ্চাল দেশীয় রাজপুত্র দ্বয়ও অন্য দুই রথে আরূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

এক ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামে সমুদায় বীরগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যাকুল হইলে অরণ্যে মত্তমাতঙ্গ যেমন মত্ত দ্বিপের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থী ভীমসেন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অর্জ্জুনরথের পার্শ্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও কর্ণের কি রূপ সংগ্রাম হইল। রাধানন্দন ভীমসেন কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াও কি কারণে পুনরায় তাহার নিকট যুদ্ধার্থ আগমন করিল? আর ভীমসেনই বা কি করিয়া সেই প্রসিদ্ধ মহারথ সূতপুত্রের প্রত্যুদগমনে প্রবৃত্ত হইল? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া অবধি ধনুর্দ্ধর কর্ণ ভিন্ন আর কাহারেও ভয় করে না। কর্ণের ভয়ে তাহার শয়ন পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৃকোদর কি রূপে সেই রথিশ্রেষ্ঠ সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিল? অর্জ্জুনের রথাভিমুখে কর্ণ ও ভীমের কি রূপ সংগ্রাম হইল? পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ কুন্তীর নিকট ভীমসেনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়াছে এবং অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন পাণ্ডবকে বিনষ্ট করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা

করিয়াছে। তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমের সহিত সংগ্রাম করিল। ভীমই বা কর্ণের পূর্ব্বকৃত বৈর স্মরণ করিয়া কি রূপে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল? হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন নিরন্তর আশা করিয়া থাকেন যে, কর্ণ সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজিত করিবে। ফলত দুর্য্যোধন কেবল কর্ণের উপর নির্ভর করিয়াই জয়াশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ কি রূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আমার পুত্রগণ যাহারে আশ্রয় করিয়া মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে; যে বীর এক রথে সসাগরা পৃথিবী পরাজয় করিয়াছে; যে ধনুর্দ্ধর সহজ কবচ ও কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; ভীমসেন সেই মহাবীর কর্ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত অসংখ্য অপকার স্মরণ করিয়াও কি রূপে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল? যাহা হউক, এক্ষণে বীর দ্বয়ের কি রূপ যুদ্ধ ও কাহারই বা জয় লাভ হইল, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নররাজ! ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক জলধর যেমন বৃষ্টি দ্বারা ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্র বিশিষ্ট শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে আবৃত করিয়া উচ্চস্বরে হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডুতনয়! তুমি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পার, ইহা আমি স্বপ্নেও অবগত নহি। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুন দর্শন মানসে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কি কুন্তীপুত্রের

উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছ ? পলায়ন করিও না ; এই স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার প্রতি শর বর্ষণ কর। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই প্রকার আহ্বান শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। বর্ম্মধারী কর্ণ সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ভীমসেনের সরল শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। বৃকোদর প্রথমত কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিয়া বিবাদ শেষ করিবার মানসে কর্ণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ স্বীয় অস্ত্রমায়া প্রভাবে মত্ত দ্বিরদগামী ভীমসেনের শর-বর্ষণ নিবারণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় পর্য্যটন পূর্ব্বক হাস্য করত ক্রোধপূর্ণ বৃকোদরকে অবমাননা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের হাস্য সহ্য করিতে না পারিয়া যুধ্যমান বীরগণের সমক্ষে মহামাতঙ্গের উপরে যেমন অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বক্ষস্থলে বৎসদন্ত সমুদায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুপুঙ্খ সুশাণিত একবিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের কনকজাল জড়িত পবন সদৃশ বেগবান্ অশ্বগণকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণজাল বর্ষণ পূর্ব্বক নিমেষার্দ্ধ মধ্যে বৃকোদরকে সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে চতুঃষষ্টি শরে ভীমের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী নারাচাস্ত্রে তাঁহারে আহত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর

সেই কর্ণ কার্ম্মুক নিঃসৃত শর সমুদায় লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহারে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কর্ণের আশীবিষোপম শরজালে বিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হন নাই। পরিশেষে তিনি নিশিত সুতীক্ষ্ণ দ্বাত্রিংশৎ ভল্লদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণও অবলীলাক্রমে শর বর্ষণ করিয়া জয়দ্রথ বধাভিলাষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণের সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ভীম প্রেরিত সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল শব্দায়মান বিহঙ্গ কুলের ন্যায় ধাবমান হইয়া কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। রথিপ্রধান রাধেয় এই রূপ শলভকুল সমাচ্ছন্নের ন্যায় ভীমসেনের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর বহুবিধ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সেই শরজাল অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ পুনরায় শর বর্ষণ দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করিলেন! ভীমসেন কর্ণের শরজালে সমাবৃত হইয়া শলভ সমাচ্ছন্ন শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবাকর যেমন আপনার রশ্মিজাল অনায়াসে ধারণ করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কর্ণ নিক্ষিপ্ত শরনিকর অক্লেশে ধারণ করিলেন। কর্ণচাপচ্যুত হেমপুঙ্খ শিলাধৌত শরজালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হওয়াতে তিনি বসন্তকালীন বহু কুসুম শোভিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমরবিচরণ সহ্য করিতে না

পারিয়া ক্রোধে নয়ন দ্বয় উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র ভীমের শরে বিদ্ধ হইয়া তীব্রবিষ আশীবিষ সমাবৃত শ্বেত ভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন চতুর্দ্দশ বাণে কর্ণের মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শর-নিকরে তাঁহার চাপচ্ছেদন, অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ ও সারথিরে সংহার করিয়া অর্করশ্মি সমপ্রভ নারাচ সমুদায়ে বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূর্য্যের কিরণ জাল যেমন জলধর পটল ভেদ করিয়া ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ ভীমনির্ম্মুক্ত নারাচ নিকর কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে পতিত হইল। হে মহারাজ! পুরুষাভিমানী কর্ণ এই রূপে ভীমসেনের শরাঘাতে ছিন্নচাপ ও বিকলাঙ্গ হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে কর্ণের উপর আমার পুত্ত্রগণের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন সেই কর্ণকে রণ-পরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া কি বলিল? মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিল এবং মহাবীর কর্ণই বা সমরা-ঙ্গনে ভীমসেনকে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবলোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ পুনরায় যথাবিধ সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক বাতোদ্ধূত মহার্ণবের ন্যায় ভীমসেন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্ত্রেরা কর্ণকে রোষপরবশ অবলোকন করিয়া

ভীমকে হুতাসন মুখে আহুত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রাধেয় অতি ভীষণ জ্যানিস্বন ও করতল শব্দ করত ভীমের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পুনরায় সূতপুত্রের সহিত ভীমের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরস্পর বধার্থী ঐ বীর দ্বয় ক্রোধারুণ লোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া কোপান্বিত ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায়, শীঘ্রগামী শ্যেন দ্বয়ের ন্যায় এবং সংক্রুদ্ধ শরভ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, বিরাট নগরে অবস্থান ও বহু রত্নপূর্ণ রাজ্য অপহরণ জন্য পাণ্ডবগণের যে দুঃখ হইয়াছিল, আপনি পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সপুত্রা তপস্বিনী কুন্তীরে যে দগ্ধ করিতে সংকল্প ও নিরন্তর পাণ্ডবগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার দুরাত্মা তনয়েরা সভা মধ্যে দ্রৌপদীরে যে ক্লেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দুঃশাসন দ্রুপদতনয়ার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ণ সভা মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কৌরবেরা, কৃষ্ণে! তোমার যণ্ডতিল সদৃশ স্বামীরা নিহত হইয়া নিরয়গামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহারে পতিত্বে বরণ কর বলিয়া যে আপনার সমক্ষেই দ্রৌপদীরে অপমান করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রেরা কৃষ্ণারে যে দাসী ভাবে উপভোগ করিতে বাসনা ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণাজিনধারী হইয়া যে বনে গমন করিতে আদেশ করিয়া-

ছিলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্রোধভরে শূন্য হৃদয় বিপন্ন পাণ্ডবগণকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, ঐ সময় সেই সমুদায় বৃত্তান্ত ভীমসেনের মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি বাল্যকাল অবধি যে যে দুঃখ পাইয়াছিলেন, তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ বৃহৎধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক প্রাণপণে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং রাধেয়ের রথাভিমুখে ভাস্বর শাণিত শরজাল বিস্তার করত দিবাকরের করজাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া অতিসত্বরে স্বীয় শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরজাল ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় রাধেয় শরে নিবারিত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণ সমর সমুৎসুক মত্তমাতঙ্গ বিক্রম পাণ্ডুনন্দনকে বেগে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং শতভেরী-সম-নিঃস্বন শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের সৈন্য সমুদায় বিক্ষোভিত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমবেত স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরনিকরে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় হংস সন্নিভ শ্বেতাশ্বগণের সহিত তাঁহার ঋক্ষসবর্ণ কৃষ্ণাশ্বগণকে সম্মিলিত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই বীর দ্বয়ের বায়ুবেগগামী কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ একত্রিত

হইয়া গগন মণ্ডলস্থ সিতাসিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে রাজন্! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথেরা কর্ণ ও বৃকোদরকে ক্রোধে অতিমাত্র আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন যমরাজের রাজধানীর ন্যায় অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। মহারথগণ সেই জনতা মধ্যে ঐ বীর দ্বয়ের কাহারও জয় পরাজয় স্থির করিতে পারিলেন না; কেবল ঐ বীর দ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র যুদ্ধ করিতেছেন, এই মাত্র অবলোকন করিলেন। তখন সেই অরাতি নিপাতন মহারথ দ্বয় পরস্পরে বধার্থী হইয়া পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করত আকাশ মণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঙ্কপত্র বিভূষিত সুবর্ণময় শরনিকর দ্বারা গগন মণ্ডল উল্কা বিভাসিতের ন্যায় ও শরৎকালীন সারস সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মহাবীর কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়, ভীমসেনকে কর্ণের সহিত সমরে সম্মিলিত দেখিয়া তাঁহারে অতিভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া দৃঢ়তর শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে অসংখ্য অশ্ব, নর ও হস্তী সমুদায় বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদিগের নিপতনে অসংখ্য কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী সকল নিহত হইলে তাহাদিগের মৃতদেহে ক্ষণকালের মধ্যে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম লঘুবিক্রম কর্ণের সহিত যখন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বল-বীর্য্য নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। যে কর্ণ সর্ব্ব শস্ত্রধারী সমরে উদ্যত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত অমরগণকে নিবারণ করিতে পারে, সে ভীমকে কেন পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না? যাহা হউক, ঐ বীর দ্বয়ের প্রাণ সংশয়কর যুদ্ধই কিরূপে হইল; তুমি তাহা কীর্ত্তন কর। আমার বোধ হয়, জয় বা পরাজয় উভয়েরই আয়ত্ত। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্য লাভ করিয়া সমরে সাত্যকি ও বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি কর্ণকে ভীমশরে বারংবার পরাজিত শ্রবণ করিয়া মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। এক্ষণে আমার পুত্রের দুর্নীতি প্রভাবেই কৌরবগণ কালকবলে নিপতিত হইতেছেন। কর্ণ পাণ্ডবগণকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যতবার যুদ্ধ করিয়াছেন, ততবারই পরাজিত হইয়াছেন। অমরগণ সমবেত সুররাজ ইন্দ্রও যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে না। মধুলাভার্থী যেমন বৃক্ষে আরোহণ কালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না; তদ্রূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্ম্মরাজের ধন হরণ করিয়া আত্ম বিনাশ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ কৈতবপরতন্ত্র দুরাত্মা শঠতা পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত

বোধ করত সতত তাহাদের অপমাননা করিয়া থাকে। আমিও পুত্রবাৎসল্যে একান্ত অভিভূত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছি। দূরদর্শী যুধিষ্ঠির অনেক বার সন্ধি স্থাপনের বাসনা করিয়াছিল; কিন্তু আমার আত্মজগণ তাহারে যুদ্ধে অশক্ত বোধ করিয়া তাহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি কহিলে মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বের সেই সমস্ত দুঃখ ও অপকার স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও ভীম পরস্পরের বধ সাধনে সমুদ্যত হইয়া যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অরণ্য মধ্যে কুঞ্জর যুগলের ন্যায় পরস্পর বধার্থী মহাবীর ভীম ও কর্ণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল; শ্রবণ করুন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রোষপরবশ ভীমসেনকে মহাবেগসম্পন্ন, প্রসন্ন মুখ, ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন নিশিত তিন শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রথ হইতে তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন কর্ণ তাঁহারে সংহার করিবার নিমিত্ত কনক বৈদূর্য্য সমলঙ্কৃত, দণ্ড সম্পন্ন, কাল শক্তির ন্যায় প্রাণান্তকর এক মহাশক্তি গ্রহণ, উৎক্ষেপণ ও সন্ধান পূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় ভীমের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার আত্মজগণ সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর ভীম অনল ও সূর্য্যপ্রভ নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজগ সদৃশ সেই কর্ণভুজ নির্ম্মুক্ত সুদারুণ

শক্তি সাত শরে নভোমণ্ডলেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণের জীবনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ক্রোধভরে তাঁহার উপর স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত যমদণ্ডোপম শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণও অন্য শরাসন গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন নত পর্ব্ব নয় বাণে সেই কর্ণবিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা কখন গাভীলাভার্থী মত্ত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় চীৎকার, কখন আমিষলোলুপ শার্দ্দূল যুগলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন, কখন পরস্পরের প্রতি প্রহারে উদ্যত, কখন পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ এবং কখন বা গোষ্ঠ-স্থিত মহাবৃষভ দ্বয়ের ন্যায় সক্রোধ নয়নে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গ দ্বয় যেমন সমাগত হইয়া পরস্পরের উপর দশন প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরের প্রতি শর বৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন হাস্য, কখন ভর্ৎসন ও কখন বা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীম কর্ণের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ধবল কায় অশ্ব সকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিরে রথোপস্থ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীম শরে হতাশ্ব, হত সারথি ও বিমোহিত প্রায় হইয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে একান্ত বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া কম্পিত কলেবরে ক্রোধভরে দুর্জ্জয়কে কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! ঐ দেখ, অগ্রে ভীম কর্ণকে শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে; অতএব তুমি কর্ণের সাহায্যার্থ অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক শ্মশ্রু শূন্য ভীমকে বিনাশ কর। তখন আপনার আত্মজ দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ভীমকে নয়, ভীমের অশ্বগণকে আট ও সারথিরে ছয় বাণে নিপীড়িত করত তিন শরে তাঁহার কেতু বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শরনিকর দ্বারা দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে অশ্বগণ ও সারথির সহিত যম সদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে সেই দিব্যাভরণ ভূষিত, ক্ষিতিতলে নিপতিত, ভুজঙ্গের ন্যায় বিলুণ্ঠমান দুর্জ্জয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সেই প্রবল বৈরী কর্ণকে রথ শূন্য করিয়া হাস্য মুখে শতঘ্নীতে যেমন শঙ্কু বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণের গাত্রে শরনিকর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে মহারথ কর্ণ ভীমের সায়ক সমূহে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়াও তৎকালে রোষ পরবশ বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিলেন না।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ ভীমসেনের ভীষণ শরপ্রভাবে পুনরায় রথ শূন্য ও পরাজিত হইয়া সত্বরে অন্য রথে

আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ দ্বয় যেমন মিলিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয় আকর্ণাকৃষ্ট শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহ-নাদ করিয়া পুনরায় শরনিকরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহারে প্রথমত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক শাণিত সায়কে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম যেমন অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীরে ও কষা দ্বারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ত্রিষষ্টি সায়কে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেন শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক ভীমের সংহারার্থ ইন্দ্র নির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সর্ব্ব দেহ বিদারণ-ক্ষম এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিচিত্রপুঙ্খ শিলীমুখ কর্ণের কার্ম্মুক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভীমের দেহ ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ব্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোমাবিষ্ট হইয়া অবিচারিতমনে এক চতুর্হস্ত পরিমিত, ষট্‌কোণ সম্পন্ন, সুবর্ণ মণ্ডিত, অশনি সদৃশ, গুরুতর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই গদাঘাতে কর্ণের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে শরনিকরে তাঁহার সারথিরে সংহার পূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত

বিমনায়মান হইয়া সেই অশ্বহীন, সারথি বিহীন, ধ্বজ শূন্য রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহারে রথ শূন্য হইয়াও শত্রু নিবারণে উদ্যত দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে রথ শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া দুর্ম্মুখকে কহিলেন, হে দুর্ম্মুখ! ভীমসেন কর্ণকে রথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁরে রথে আরোপিত কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে সত্বরে কর্ণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রজাল বিস্তার করত ভীমকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম দুর্ম্মুখকে কর্ণের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে সৃক্কণী লেহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শর প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণকে নিবারণ করিয়া অবিলম্বে দুর্ম্মুখের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব সুমুখ নয় বাণে তাঁহারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ বিনষ্ট হইলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং দুর্ম্মুখকে শোণিত লিপ্ত কলেবর, ভিন্ন মর্ম্ম ও ধরাসনে শয়ান অবলোকন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহারে প্রদক্ষিণ ও অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন কর্ণের প্রতি চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীম নিক্ষিপ্ত রুধিরপায়ী হেমচিত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার

কবচ ভেদ ও শোণিত পান পূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশ করত বিল মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত উরগ সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর কর্ণ অবিচারিত চিত্তে স্বর্ণ খচিত ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ ভীমের দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া পক্ষিগণ যেমন কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। দিনকর অস্ত গত হইলে তাঁহার ভাস্বর অংশুজাল যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত নারাচ নিকর ধরাতলে প্রবেশ করত সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ঐ সকল মর্ম্মভেদী নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া জলধারা-স্রাবী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পতগরাজ গরুড়ের তুল্য বেগশালী তিন শরে কর্ণকে এবং সাত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাযশা কর্ণ ভীমের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া সমর পরিহার পূর্ব্বক বেগগামী তুরঙ্গ সমুদায় সঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম স্বর্ণ খচিত শরাসন বিস্ফারিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অকিঞ্চিৎকর পুরুষকারে ধিক্; আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। মহাবীর কর্ণ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণকে রণস্থলে পরাজয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু সে ভীমের শরে নিপীড়িত হইয়া তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইল

না। কর্ণের সমান যোদ্ধা পৃথিবী মধ্যে আর কেহই নাই; আমি এই কথা দুর্য্যোধনের মুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। মন্দবুদ্ধি পরায়ণ দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিল, কর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লমশূন্য; তিনি আমার সহায় হইলে হতবীর্য্য বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরগণও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় পরাজিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি কহিতেছে? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা দুর্য্যোধন মোহাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে একান্ত অপটু একমাত্র দুর্ম্মুখকে হুতাশন মুখে পতঙ্গের ন্যায় সমরে প্রেরণ করিয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ ও কৃপ ইহাঁরা কর্ণের সহিত সমবেত হইয়া ভীমের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ইহাঁরা সেই কালান্তক যমসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের অযুত নাগতুল্য বল ও ক্রূর ব্যবসায় অবগত হইয়া কি নিমিত্ত তাহার রোষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন? কিন্তু একমাত্র কর্ণ স্বীয় বাহুবল, অবলম্বন পূর্ব্বক ভীমকে অনাদর করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুর বিজয়ী সুররাজের ন্যায় ভীমসেন তাঁহারে পরাজয় করিয়াছে। অতএব ভীমকে সমরে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ভীম ধনঞ্জয়কে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; বজ্র প্রহারে উদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখীন অসুরের ন্যায় কে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সমক্ষে গমন বা অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্য কৃতান্ত নিকেতনে

গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে ; কিন্তু ভীমের হস্তে নিপতিত হইলে কিছুতেই প্রতিগমন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা মোহাবিষ্ট হইয়া ক্রোধ পরায়ণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই সমস্ত অল্পতেজঃসম্পন্ন মনুষ্যেরা বহ্নি মধ্যে প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া কৌরবগণ সমক্ষে সভা মধ্যে আমার পুত্রগণকে বধ করিবার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত তাহা স্মরণ ও কর্ণকে পরাজিত নিরীক্ষণ করিয়া ভয় প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সভামধ্যে বারংবার কহিয়াছিল, আমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব ; কিন্তু সে এক্ষণে ভীমের বাহুবলে কর্ণকে পরাজিত ও রথশূন্য নিরীক্ষণ এবং কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান বিষয় স্মরণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। সে স্বদোষে ভ্রাতৃগণকে ভীমসেন শরে নিহত দেখিয়া অতিশয় আকুলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কোন্ জীবিত লাভার্থী ব্যক্তি সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ভীমায়ুধ ভীমের প্রতিকূলে গমন করিবে। বোধ হয়, মনুষ্য বাড়বানল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে ; কিন্তু ভীমের সম্মুখে গমন করিলে তাহার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও পাঞ্চালগণ রোষ পরবশ হইলে প্রাণরক্ষণেও নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনি এক্ষণে এই লোকক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া শোক করিতেছেন, কিন্তু আপনিই ইহার মূল কারণ সন্দেহ নাই। আপনি পুত্রগণের বাক্যে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য যেমন হিতকর ঔষধি পানে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তদ্রূপ আপনিও সুহৃদগণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন। হে নরোত্তম ! আপনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্জ্জয় কালকূট পান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হউন। যোধগণ সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছে, তথাপি আপনি তাহাদের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অনন্তর আপনার আত্মজ দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয় এই পাঁচ সহোদর কর্ণের পরাজয় দর্শনে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া শলভ শ্রেণীর ন্যায় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই সমস্ত দেবরূপী রাজকুমারগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্ম্মর্ষণ প্রভৃতি আপনার আত্মজগণকে ভীমের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত সুতীক্ষ্ণ বিশিখ বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত

ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই দুর্ম্মর্ষণ প্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতারে অশ্ব ও সারথির সহিত শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র কুসুম সুশোভিত পাদপদল যেমন সমীরণ প্রভাবে ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহারা সারথিদিগের সহিত গতাসু হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ভীম এই রূপে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার আত্মজগণকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র কর্ণ ভীমের নিশিত শরে নিবারিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভীমও রোষারুণ লোচনে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ আপনার আত্মজগণকে ভীম শরে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট ও আত্ম রক্ষায় হতাশ হইলেন এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষে আপনার পুত্রগণ নিহত হইতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে আপনারে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক রোষ পরবশ হইয়া সসম্ভ্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ প্রথমত তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাস্য মুখে স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন সেই কর্ণ নির্ম্মুক্ত শরনিকর লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহার উপর আনতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণে

তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শরজালে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধভরে কর্ণের সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য মুখে তাঁহার স্বর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ কর্ণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর ভীম সেই কর্ণ নির্ম্মুক্ত গদা আগমন করিতে দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে শরনিকরে নিবারণ পূর্ব্বক কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অজস্র সহস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ শরজাল দ্বারা ভীমের শর-নিকর নিরাশ করিয়া অসংখ্য সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কর্ণের প্রতি নতপর্ব্ব নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ শর কর্ণের কবচ ও দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিয়া পন্নগগণ যেরূপ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। এই-রূপে মহাবীর কর্ণ ভীম শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যত্নবান হইয়া সত্বরে কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হও। হে মহারাজ! তখন

আপনার আত্মজ চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ ও চিত্রবর্ম্মা ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শরনিকর বর্ষণ করত ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহারা উপস্থিত না হইতে হইতেই তাঁহাদিগকে এক এক শরে বিনাশ করিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ বাতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় সমর ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার মহারথ পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদুরের সেই সমস্ত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনরায় যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সত্বরে যুদ্ধার্থ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর দ্বয় স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরজালে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া দিনকর করজাল সম্বলিত জলধর যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রোষ পরবশ হইয়া প্রভা ভাস্বর নিশিত যট্‌ত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণের কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সূতপুত্র কর্ণও আনতপর্ব্ব পঞ্চাশত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রক্তচন্দনচর্চ্চিত বীর দ্বয় শরব্রণাঙ্কিত ও শোণিত সিক্ত কলেবর হইয়া উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন ও দেহ রুধিরোক্ষিত হওয়াতে তাঁহারা নির্ম্মোক মুক্ত উরগ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই বীর দ্বয় দশন প্রহারে সমুদ্যত ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শস্ত্র প্রহার ও জলধারাবর্ষী জলধর যুগলের ন্যায় পরস্পরের উপর অনবরত শরধারা বিসর্জ্জন করিতে

লাগিলেন এবং মাতঙ্গ দ্বয় যেমন বিশাল দশন দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কখন সিংহনাদ, কখন শরবর্ষণ, কখন ক্রীড়া, কখন রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরকে অবলোকন ও কখন বা রথ দ্বারা মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সিংহ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় গাভী লাভার্থ সমুৎসুক বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় গভীরনিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও বৈরোচনের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিদ্যুদ্দাম সম্বলিত অম্বুদের ন্যায় সমরাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বারিধারা সদৃশ সুপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা পর্ব্বত সদৃশ কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কার্ম্মুক নিস্বন অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ভীমের সেই অদ্ভুত বলবীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীম অর্জ্জুন, কেশব, সাত্যকি ও চক্র রক্ষক দ্বয়কে আনন্দিত করিয়া কর্ণের সহিত অতিভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভীমের অসাধারণ পরাক্রম, ভুজবীর্য্য ও ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ মহারাজ রাধেয় ভীমসেনের জ্যানিনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষণকাল

ভীমসেনের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া বৃকোদর শরে নিপাতিত আপনার পুত্রগণকে অবলোকন করত নিতান্ত বিমনায়মান ও দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় ভীমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ক্রোধে লোহিত নেত্র হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক শরবর্ষণ করত ক্ষিপ্তরশ্মি ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দিবাকরের করজালের ন্যায় কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ময়ূরপুচ্ছ বিভূষিত, রাধেয় বিসৃষ্ট শর সকল ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণচাপচ্যুত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হংস সমুদায়ের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, বাণ সকল চাপ, ধ্বজ, ছত্র, ঈষামুখ ও রথের অন্যান্য উপকরণ হইতে বহির্গত হইতেছে। এইরূপে মহাবীর রাধেয় বেগবান সুবর্ণময় শর সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন; কিন্তু মহাবল বৃকোদর তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া নয় বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অন্তক সদৃশ শরজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শাণিত বিংশতি শরে রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। প্রথমে কর্ণ শরজালে ভীমসেনকে যেরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভীমসেন তাঁহারে সেই রূপ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পক্ষীয় বীর সকল ও চারণগণ ভীমসেনের বিক্রম দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৌরব

পক্ষীয় ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ, জয়দ্রথ ও উত্তমৌজা এবং পাণ্ডবপক্ষ যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জ্জুন এই দশ জন মহারথ ভীমকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্নিবন্ধন সমরস্থলে অতি ভয়ঙ্কর লোম হর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে কুরুরাজ! তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন অতি সত্বরে মহাধনুর্দ্ধর সহোদরগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা শীঘ্র কর্ণের রক্ষণে যত্নবান্ হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে বৃকোদরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। নচেৎ ভীম নির্ম্মুক্ত শরনিকর রাধানন্দনকে সংহার করিবে। তখন আপনার সাত পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে ক্রোধভরে ভীমাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মান্তে জলধর যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে আবৃত করে; তদ্রূপ তাঁহারা বৃকোদরকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রলয়কালে সপ্তগ্রহ যেমন সুধাংশুরে পীড়িত করে, তদ্রূপ সেই সপ্ত মহারথ ভীমকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত দৃঢ়তর মুষ্টি সুশোভিত শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই বীরগণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের দেহ হইতে প্রাণ নিষ্কাষিত করতই যেন সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সাত শর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত কনক মণ্ডিত শাণিত শর সকল তাঁহাদিগের হৃদয় বিদারণ ও শোণিত পান পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত ও আকাশ মার্গে সমুত্থিত হইয়া